প্রভাস খণ্ড

২য় ভাগ

শিশুরাম দাস

১৮৭০

১ম, ১০০০ কাপী।

২য়, ১০০০ কাপী।

৩য়, ২০০০ কাপী।

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র সম্পূর্ণ।

পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা।

ত্রিপদী। মনোনিত্য নিরঞ্জন্, পূর্ণব্রহ্ম পরাত্মন্, সত্য সনাতন সর্ব্বাধার। স্বপ্রকাশ সত্যাশ্রয়, নিখিল কারণালয়, নিরীহ নির্গুণ নির্ব্বিকার ॥ গুণের নাহিক শেষ, নির্গুণের গুণাবেশ, সে শেষ করিতে কেবা পারে। ভক্তের কার্য্যের হেতু, বান্ধিয়া গুণের সেতু, নিরাকার বিদিত সাকারে ॥ গোলক বিহারি শ্যাম, বামে রাণী রাধানাম, যুগ্ম রূপ অপূর্ব্ব দর্শন। বৃন্দাবনে অবতরি, নিত্য নব লীলাকরি, রসে পূর্ণ কৈলে ত্রিভুবন ॥ তোমার চরিত্র চয়, সুধাজিনি সুধাময়, পানে হয় ভব ক্ষুধানাশ। সর্ব্বশাস্ত্রে এই গায়, যেই তব গুণ গায়, যায় তার শমনের ত্রাশ ॥ কিবা মূর্ত্তি মনোহর, ত্রিভঙ্গিম নটবর, অধরেতে মুরলী যোজন। চূড়া পরে শিখি পুচ্ছ, কিবা সে সুন্দর গুচ্ছ, হেরে তুচ্ছ হয় ত্রিভুবন ॥ কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে, যেন নবঘন কোলে, চপলার গমন চঞ্চল। বদনে মধুর হাস, করে করে তমোনাশ, কণ্ঠেতে কৌস্তুভ সমুজ্বল ॥ অধিকন্তু উপহার, মণি মুক্তা স্বর্ণহার, বনফুল হার তার পরে। ভৃগুপদ লক্ষ বক্ষ, কিঙ্কিণী বেষ্টিত কক্ষ, কেয়ুর বলয়া শোভে করে ॥ কটাক্ষে কজ্জল ধরা, পীতপট্ট বস্ত্র পরা, চরণে নূপুর মনোহর ॥ অরুণ চরণ তল, পদ পৃষ্ঠ মেঘ দল, নখরে নিকর শশধর ॥ সকলে সরল কায়, স্বতেজেতে শোভা পায়, এ কেবল চরণের ভাব। চরণ আশ্রয় করি, মেঘবিধু সবিতরি, বিহীন হইল দ্বেষ ভাব ॥ নিজনিভা কাদম্বিনী, অঙ্গ আধা যিনি যিনি, গৌরাঙ্গিনী বামে সুশোভিত। যুগল রূপের ছটা, কিবা মনোহর ঘটা, ঘনঘটা তড়িত জড়িত ॥ শিশু করে নিবেদন, আশু প্রভু নিরঞ্জন, এইরূপে মম হৃদে আসি। দিয়া দিব্য জ্ঞানদান, শুনহ আপন গান, শাস্ত্রমতে যথা শক্তি ভাষি ॥

দেব দেব মহাদেব বন্দনা।

নমো দেব দেব শিব বৃষভ বাহন। ত্রিনেত্র ত্রিশূলধারি ত্রিপুর ঘাতন ॥ ত্রিপুরের অধীশ্বর ত্রিপুরার পতি। ত্রিতাপ বারক বিভু ত্রিলোকের গতি ॥ জটাজুট মস্তকে মুকুট মনোহর। ফণিফণা সুশোভিত তাহার উপর ॥ উপবীত ফণিহার কটি বেড়া ফণি ॥ ফণিময় আভরণ ফণি শিরোমণি। ফণিমনি বিভুষণে সমুজ্জ্বল কায়। দৃষ্টে মনীষীর মনোভ্রান্ত দূরে যায় ॥ নিন্দিয়া রজত গিরি নিভা কলে রবে। অধিক উজ্জ্বল করে বিভূতির করে ॥ ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান আসন তাহাই। দুই ক্রোড়ে দুই শিশু কার্ত্তিক গণাই ॥ বামে বামা গিরিবালা শোভাকর কত। চতুর্ভিতে স্তুতিকরে অমরে নিয়ত ॥ গীর্ব্বাণ গণেশ গিরি গিরিজার পতি। আদি অন্ত বির-হিত অগতির গতি ॥ ভূতেশ ভূতেশ ঈশ দেবেশ মহেশ। বিশ্ব-নাথ বিশ্বতাত-বিশ্বেষ বিশেষ ॥ বিশ্বময় বিশ্বকায় বিশ্ব নিকেতন। বিশ্বকৃত বিশ্ববীত বিশ্ব বিজেতন ॥ অর্দ্ধঅঙ্গ হৃষীকেশ বিরাট বিশ্বের। বিশ্বপতি বিশ্বগতি বিভব নিঃস্বের ॥ নিশুম্ভ নাশীনিনাথ নিস্তার কারক। পতিত পাবন প্রভু প্রণত পালক ॥ পরমেশ পরি পরিশেষ কে কহিবে তব। তোমার আশ্রয় নিলে তরে ভব ভব ॥ তুমি সার মূলাধার অসার সংসারে। তোমার ভজনে যুক্তি উক্তি তন্ত্রসারে। দেবতার কল্পতরু তুমি দয়াময়। কামনা মাত্রেতে জীব ফলপ্রাপ্ত হয়। কামনা একান্ত মনে করি নিবেদন। শাস্ত্রমতে কৃষ্ণগুণ করিতে কীর্ত্তন ॥ নিজে মূর্খ সূক্ষ্মভাব না পাই সন্ধান। দীনের দেহেতে দেহ জ্ঞানবৃত্তি দান ॥ আশুতোষ কণ্ঠে বসি করাও বর্ণন। কৃপায় শিশুর কর কামনা পুরণ ॥

সূর্য্যদেব বন্দনা।

লঘু ত্রিপদী। নমো দিবাকর,প্রভার আকর, তমোহর তেজো-ময়। ব্রহ্ম পরাৎপর, পরম ঈশ্বর, প্রধান শাস্ত্রেতে কয়॥ তোমার মহিমা, জগতে অসীমা, সে সীমা কেমনে হবে। বিধি পঞ্চানন, কৈতে ক্ষম নন, অন্যের কি সাধ্য কবে॥ সংসারের সার, সর্ব্ব মূলা ধার, তেজোধার চক্ষুরূপ। মণ্ডলে তোমার, যত দেবতার,অধিবাস বিশ্বরূপ॥ বিশ্বের কারণ, বিশ্বের জীবন, বিশ্ব বিমোহন তুমি। সর্ব্বশাস্ত্রে কয়, তুমি সর্ব্বময়, সর্ব্ব দেবাশ্রয় ভূমি॥ বায়ু অগ্নিজল, শূন্য আর স্থল, এপঞ্চ আপনি হও। পঞ্চনাম লও, পঞ্চভূতে রও, পঞ্চত্বে পঞ্চত্ব নও। জীব ছাড়ে দেহ, তুমি যাও গ্রহ, মিশাও পঞ্চতে পঞ্চ। পঞ্চে গিয়া রও, যেন কেহ নও, কে বুঝে তব প্রপঞ্চ। তোমার মহত্ত্ব, কে জানিবে তত্ত্ব, অনন্ত শকতি-ধর। এচারি প্রহরে, ভ্রমি চরাচরে, স্বকরে প্রদীপ্ত কর॥ প্রকাশিয়া কর, তরু শুষ্ক কর, শুকাও সাগর জল। হেন খর করে, সানন্দে বিহরে, প্রফুল্ল নলিনী দল॥ এভাবে বুঝায়, যে ভজে তোমায়, তারে কর দয়া দান। প্রখর প্রতাপে, নাশো তার তাপে, দয়াময় ভগবান॥ তোমার চরণে, লয়েছি শরণে, শুন প্রভু নিবেদন। মনের বাসনা, করিতে রচনা, শ্রীকৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তন॥ দেহ বরদান, করহ কল্যাণ, নিরাপদ যেন হয়। কৃষ্ণে ভক্তি হয়, তব সুত ভয়, অন্তে যেন নাহি রয়॥ কৃষ্ণভক্তি ধন, অমূল্য রতন, দেহ হে পদ্মিনীকান্ত। শিশুরাম দাসে, মনের উল্লাসে, যাচয়ে ঘুচায়ে ভ্রান্ত॥

গ্রন্থকারের বিবরণ।

পয়ার। পৃথিবীতে নবদ্বীপ ত্রিদিব সমান। যথায় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রভু ভগবান॥ ফুলে বেলগড়ে নামে অন্তঃপাতি তার। সুবিখ্যাত সর্ব্বলোকে গ্রাম মধ্যে সার॥ ব্রাহ্মণে কহিল শ্রেষ্ঠ বসতি যথায়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথা কার সাধ্য গায়॥ এক দ্বিজরাজ করে গগণে বিরাজ। বেলগড়ে গ্রাম দ্বিজরাজের সমাজ॥ তথা বাস রামানন্দ ধার্ম্মিক সুধীর। তন্তুবায় কুলোদ্ভূত সর্ব্ব গুণ ধীর॥ তাঁহার তনয় দ্বয় শান্তশীল অতি। ইষ্ট নিষ্ঠ দয়াবন্ত বিপ্রে ভক্তি মতি॥ কনিষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ সর্ব্বগুণধর। জেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর। কন্যা নাম সয়ামণি অতি সাধ্বী সতী। স্বরূপ ঈশ্বর দুটি তাহার সন্ততি॥ প্রাণকৃষ্ণে চারি পুত্র জগচ্চন্দ্র বড়। গঙ্গাভক্ত গুণশীল বুদ্ধিমন্ত দড়॥ মধ্যমেতে শ্রীরামকুমার গুণ ময়। দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে ভক্তি অতিশয়। শ্রীরাধাচরণ নামে তৃতীয় তনয়। সুলেখক যার সম দৃষ্টি নাহি হয়। ধর্ম্মবন্ত দয়াবন্ত যশোমন্ত অতি। সত্যবন্ত জিতেন্দ্রিয় রামে ভক্তিমতি। সবার কনিষ্ঠ দীন শিশুরাম দাস। পৃথিবীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ। ব্রজ গোপী নারী সহ ভাবিয়া উপায়। মন্ত্রণা করিয়া মনে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ শাস্ত্রমতে কৃষ্ণ কথা ব্যাস বিরচিত। শিশুরাম ভাষাচ্ছন্দে ভাষে সে চরিত॥

প্রভাসখণ্ড।

দ্বিতীয় ভাগ।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপ কুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

পয়ার। মহাপুরাণীয় শ্লোক মহারত্নসার। সঞ্চয় করিয়া অগ্রে অর্থের বিস্তার॥ মূল শাস্ত্রমতে যাহা বিশেষ বর্ণন। স্থূল সূক্ষ্ম দুই অর্থে করহ শ্রবণ॥

স্থূলার্থ।

পয়ার। কৃষ্ণ বাসুদেব দেব দেবকীনন্দন। নন্দগোপ কুমার গোবিন্দ সনাতন॥ জ্ঞান ভক্তি হীন আমি বল কিসে তরি। প্রণাম তোমার পদে বার বার করি।

সূক্ষ্মার্থ।

পয়ার। কৃষ্ণাদি নামার্থে জান সর্ব্বভূত আত্মা। পরব্রহ্ম প্রবাচক নিশ্চিত পরাত্মা। প্রমাণ বিশিষ্ট তার কর দরশন। বিস্তার করিয়া লিখি মূলের বচন॥

যথা।

ব্রাহ্মণো বাচকঃ কোয় মৃকারোনন্ত বাচক।
শিবস্য বাচকঃ যশ্চ ণকারো ধর্ম্মবাচকঃ।

কৃষ্ণঃ।

পয়ার। ক কারেতে করে ব্রহ্ম বাচক প্রত্যয়। ঋ কার বাচকানন্ত বিষ্ণু বিশ্বময়॥ শ কার বাচক শিব গুরু দেবতার। ণ কার বাচক ধর্ম্ম দেবতার সার॥ কৃষ্ণনাম এই চতুষ্টয়াক্ষর যুক্ত। পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বশাস্ত্র উক্ত॥ অতএব কৃষ্ণ পদে করি নমস্কার। বাসুদেব নামের শুনহ অর্থ সার।

বাসুদেবঃ।

যথা। সত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবং শব্দিত মিতি।

পয়ার। বিশুদ্ধিত সত্বরূপ বাসুদেব তিনি। প্রলয়েতে সবাকার বাসস্থান যিনি॥ দেব দেব বাসুদেব দেব শ্রীনিবাস। ব্রহ্মা সহ যাবত জীবের যাতে বাস॥ যাহার দীপ্তিতে দীপ্ত জগত সংসার। বাসুদেব পরব্রহ্মে করি নমস্কার॥

দেবকীনন্দন।

পয়ার। দেবকীনন্দন পদে শুন অর্থসার। মায়াতে আনন্দ দেন মায়া নাহি যার॥ দেবকীর বিশেষণে শাস্ত্রেতে বিদিত : মায়ার শ্রীনাম দেবরূপিণী নিশ্চিত॥ যাহার দীপ্তিতে দীপ্যমান ত্রিভুবন। বলি দেবরূপিণী তাহার বিশেষণ॥ সে মায়াতে দেন যিনি আনন্দ বিধান। দেবকীনন্দন বলি তাহার আখ্যান॥ দেবকীনন্দন পদে করি নমস্কার। নন্দগোপ কুমারের শুন অর্থসার॥

নন্দগোপকুমার।

পয়ার॥ নন্দগোপকুমারাখ্য পরমাত্মা হন। নন্দ শব্দে আনন্দ শাস্ত্রেতে নিরূপণ॥ গোপ শব্দ অর্থ সেই অনর্থ সে নয়। বিশেষিয়া সার অর্থ শুন সমুদয়॥

যথা। গাং পালয়তি ইতি।

পয়ার। গো শব্দেতে নানাঅর্থ সর্ব্বশাস্ত্রে ধ্বনি। তদর্থে জগত বলি গোশব্দেরে গণি॥ জগতের রক্ষা যিনি করেন নিশ্চয়। গোপ বলি তার নাম শ্রুতিগণে কয়॥ কুমার বলিয়া শাস্ত্রে বণন তাহার। অবস্থার পরিক্ষয় কভু নাহি যার॥ সর্ব্বদা সমান ভাব কিশোর আকার। নন্দগোপ কুমারেরে করি নমস্কার॥

গোবিন্দঃ পদে।

পয়ার। গোবিন্দ শব্দেতে আত্মা শুন সুনিশ্চয়। শাস্ত্র মতে মুনিগণে যে রূপে বর্ণয়॥

গাং বিন্দতি ইতি গোবিন্দঃ।

পয়ার। গো শব্দেতে সূর্য্য তেজ জানিবে বিশেষ। সূর্য্য মণ্ডলেতে যিনি থাকিয়া প্রবেশ॥ করেন তেজের বৃদ্ধি নিজ তেজ দানে। গোবিন্দ বলিয়া তারে শাস্ত্রেতে বাখানে। অন্য অর্থ শুন কিছু গোবিন্দ নামের। গো শব্দেতে পশু খ্যাত ব্যাপ্ত জগতের॥ জগতে নিবাস করে যত জীবগণ। আত্মা রূপে বৃদ্ধি সদা করেন যে জন॥ এমন গোবিন্দ দেব পরব্রহ্ম হরি। তোমার চরণে ভূয় নমস্কার করি॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মনের উল্লাসে। কৃষ্ণভক্তি রসে যেন সদা মন ভাসে॥
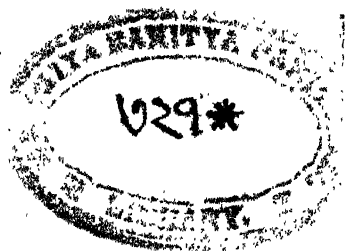
গ্রন্থারম্ভঃ।

পয়ার। নিবৃত্ত তত্ত্বক শুকদেব মহামুনি। কর্ণভরি কৃষ্ণ কথা ব্যাস মুখে শুনি॥ পুনঃ পুনঃ শুনিবারে তৃষা বাড়ে তার। পুনশ্চ শুধান শুক নিকটে পিতার॥ কহ কহ মহাশয় কথা সুধাধার। শ্রবণে শ্রবণস্পৃহা নহে অবহার॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলা যাহা করিলে বর্ণন। রাধার গোলকগতি অপূর্ব্ব কথন॥ পূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র দুই তনু হয়ে। গোলোকে বঞ্চেন আর বৈকুণ্ঠ নিলয়ে॥ কার্য্যক্রমে পৃথিবীতে হয়ে অবতার। দুই তনু পুনর্ব্বার হন একাকার॥ ব্রজ-ধামে কিছু দিন করিয়া বঞ্চন। হইলেন পুনরায় দ্বিভাগ যখন॥ অলক্ষে রহেন ব্রজে না জানিল কেহ। মথুরা গেলেন হরি প্রকা-শিত দেহ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহানলে বিদগ্ধ হইয়া। বঞ্চিলেন রাধা সতী কি রূপ করিয়া। আর যত ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণ অভাবে। ব্রজধামে বঞ্চিলেন কেবা কোন ভাবে॥ মথুরানগরে কৃষ্ণ করিয়া গমন। কি রূপেতে কোন কার্য্য করেন সাধন। বিস্তারিয়া কহ কৃষ্ণ লীলার তদন্ত। মথুরা অবধি আর প্রভাস পর্য্যন্ত। ভাগবতে সার ভাগ করেছ বর্ণন। লীলা কথা বহু তথা আছয়ে বর্জ্জন॥ লীলা সহ সমুদায় কহ বিশেষিয়া। অধীন দীনের প্রতি সদয় হইয়া॥ এত যদি কহিলেন শুক মহাশয়। শুনি মুনি ব্যাসদেব সানন্দ হৃদয়॥ শুকেরে প্রশংসা করি কহেন তখন। মথুরা অবধি কৃষ্ণ-লীলার কথন॥ সংস্কৃতে প্রকাশেন মহামুনি ব্যাস। শিশু আশু ভাষাচ্ছন্দে ভাষে সেই ভাষ॥

মাথুর।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা লীলা।

দীর্ঘ ত্রিপদী। ব্যাস কন শুন শুন, হয়ে অতি সুনিপুণ, কৃষ্ণ কথা অমৃতের ধার। কর্ণাঞ্জলি ভরি পান, করিলে জুড়ায় প্রাণ, ভবে জন্ম নাহি হয় আর। অবিশ্রান্ত অবিরত, কব কৃষ্ণ কথা যত, প্রথমতঃ শুনহ মাথুর। কংস নামে মহাসুর, নিবসে মথুরাপুর, বাহুবলে জয়ী তিনপুর॥ ইন্দ্র যম হুতাশন, যার ভয়ে স্থির নন, প্রতাপে তপনতাপ ক্ষীণ। বলে বলি দর্পহর, কলি জিনি কলেবর, পাপকর্ম্মে অতি সুপ্রবীণ॥ বিষম বিষয়ে মত্ত, হরে লয় পর স্বত্ত্ব, পরবিত্ত দেখে আপনার। দারুণ দুর্জ্জয় দাপে, পদাঘাতে ধরা কাঁপে, কার সাধ্য কাছে যায় তার॥ সর্ব্বদা অধর্ম্ম কর্ম্ম, ধার্ম্মি-কের ধ্বংসে ধর্ম্ম, মর্ম্মে ব্যথা দেয় সাধুজনে। বড়ই প্রখরতর, ভয়ে কাঁপে চরাচর, কংস নাম শুনিলে শ্রবণে॥ মহাপাপী দুরা-চার, হিংসা করে অনিবার, দেব দ্বিজ বৈষ্ণবে না মানে। করি বহু মহাপাপ, দৈবাধীন পায় তাপ, দৈববাণী শুনে নিজ কানে॥ দেবকীর গর্ব্ভাষ্টম, জন্মিবে কংসের যম, তার হস্তে হইবে নিধন। শুনিয়া আকাশ বাণী, ধায় হয়ে শস্ত্রপাণি, ভগিনীরে করিতে চ্ছেদন॥ বসুদেব ছিল তথা, বুঝায়ে অনেক কথা, সত্য করি কহিলেক বাণী। দেবকীর গর্ব্ভযুত, কিবা সুতা কিবা সুত, জন্ম মাত্রে কংসে দিবে আনি॥ শুনি কংস ক্ষান্ত হয়ে, প্রবেশিল নিজা-লয়ে, স্নেহে রাখি ভগ্নীর জীবন। কিন্তু অতি ভীত হয়ে, নিজ মন্ত্রীগণে লয়ে, মন্ত্রণা করিয়া সর্ব্বক্ষণ॥ দেবকীর গর্ব্ভজাত, কিবা আট কিবা সাত, প্রথম দ্বিতীয় নাহি মানে। জন্ম মাত্রে শিশু আনি, পাষাণ উপরে হানি, নাশে দুষ্ট সকল সন্তানে॥ দৈব হল বলবান, কংসের নাশিতে প্রাণ, কৃষ্ণ জন্ম অষ্টমে হইল। বসুদেব কৃষ্ণে নিয়া, নন্দের আলয়ে দিয়া, কন্যা আনি পুত্রে ভাণ্ডাইল॥ নন্দসুত সমাচার, পূর্ব্বেতে বলেছি সার, যমজ জনম যে বিধান।

পুত্রে পুত্রে মিশাইল, কন্যাটিকে বসু নিল, আনি দিল দেবকীর স্থান। কন্যা হৈল দেবকীর, জানি কংস মহাবীর, ধরি কন্যা বিনাশিতে যায়। সে কন্যা সামান্যা নয়, কেমনে করিবে ক্ষয়, হাতে হৈতে ঊর্দ্ধে উঠি ধায়। কংস হাতে উত্তরিয়া, গগণে উঠিয়া গিয়া, অষ্টভুজা হইলেন কালী। ক্রোধেতে পূরিল মন, তর্জ্জন করিয়া কন, উচ্চৈঃস্বরে কংসে দিয়া গালি॥ ওরেরে পাপিষ্ঠ কংস, আমারে করিবি ধ্বংস, অহঙ্কারে না দেখ নয়নে। তোমারে বধিবে যেই, গোকুলে বাড়িছে সেই, তাঁরে নষ্ট করিবে কেমনে॥ ক্রোধভরে ইহা বলি, বিন্ধ্যাচলে যান চলি, মহাকালী অলক্ষে অমনি। ব্রহ্মা দেবরৃন্দ নিয়া, দেবীরে পূজেন গিয়া, স্তুতি বাক্যে দিয়া জয়ধ্বনি॥ এখানে পাপিষ্ঠ কংস, জানিল আপন ধ্বংস, দেবীমুখে শুনি সমাচার। ভয় পেয়ে নিজ মনে, ডাকি নিজ মন্ত্রীগণে, মন্ত্রণা করয়ে পুনর্ব্বার॥ অনেক মন্ত্রণা করি, বিনাশিতে নিজ অরি, নিশাচরী পূতনাকে বলে। কংসের আদেশ পায়, পুতনা সম্ভ্রমে ধায়, অবিলম্বে গোকুলেতে চলে॥ ছল করি সে পূতনা করিয়া পূতনাপণা, বিষস্তন কৃষ্ণমুখে দিল। যেই হরি বিশ্বাধার, বিষে কি করিবে তার, নিজ পাপে পূতনা মরিল॥ পূতনা হইল ধ্বংস, শুনিয়া দুর্ব্বার কংস, ডাকাইয়া যত বীরগণে। যুদ্ধে যারা মহামত্ত, অঘ বক তৃণাবর্ত্ত, ক্রমেতে পাঠায় বহু জনে॥ যে জন গোকুলে যায়, না আইসে পুনরায়, কৃষ্ণ তারে করেন সংহার। দেখিয়া এসব কর্ম্ম, তথাপি না বুঝে মর্ম্ম, মোহের কি মর্ম্ম চমৎকার। অক্ষয় অব্যয় জনে, চেষ্টা করে বিনাশনে, নিজ মনে নাহি করে ভয়। ডাকি নিজ মন্ত্রীচয়, পুনঃ রাজা জিজ্ঞাসয়, কি রূপেতে শত্রু হবে ক্ষয়॥ মন্ত্রণা করিলে যাহা, বিফল হইল তাহা, গতমাত্রে মরে বীরগণে। শিয়রে শমন সম, নন্দসুত হৈল মম, বল কিবা করি এইক্ষণে॥ এমন কে আছে শূর, একা গিয়া ব্রজপুর, নন্দসুতে বিনাশিতে পারে। শুনি মন্ত্রীগণে কয়, তথায় পাঠান নয়, অন্য বীরগণে বারে বারে॥ সে শত্রু সামান্য নয়,

তথা গিয়া পরাজয়, করিতে নারিবে কোন জন। করি কোন সদুপায়, এখানে আনিয়া তায়, মারো শত্রু সাক্ষাতে আপন॥ শুন শুন মহাভাগ, উপলক্ষ ধনুর্যাগ, করিয়া করহ নিমন্ত্রণ॥ শান্ত দান্ত ভক্তিযুত, প্রেরণ করহ দূত, বৈষ্ণব দেখিয়া এক জন॥ পত্রলেখ নন্দঘোষে, পুত্রসহ সসন্তোষে, আসিবেক যজ্ঞ দরশনে। তা হইলে অনায়াসে,আনিয়া আপন বাসে, বধো মিলে বহু বীরগণে॥ মন্ত্রীগণে ইহা কয় শুনি কংস হর্ষ হয়, বিপ্রে ডাকি যজ্ঞে আদেশিয়া। অক্রূর বৈষ্ণব বড়, বিষ্ণুপদে ভক্তিদড়, গোকুলেতে দিল পাঠাইয়া॥ অক্রূর ব্রজেতে গিয়া, নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া, জানাইলা যজ্ঞ সমাচার। নন্দ আনন্দিত হয়ে, রাম কৃষ্ণে সঙ্গে লয়ে, চলিলেন যজ্ঞে মথুরার॥ শুনিয়া কৃষ্ণের গতি, কৃষ্ণ মাতা যশোমতী, নিষেধিলা অনেক প্রকারে। কৃষ্ণ যোগ প্রকাশিয়া, জননীরে বুঝাইয়া, চলিলেন যজ্ঞ দেখিবারে॥ শুনি যত ব্রজাঙ্গনা, হইয়া উদ্বিগ্নমনা, শ্রীমতীকে নিয়া সঙ্গে করি। ত্যজি ভয় লোক লাজ, আসিয়া পথের মাজ, দাঁড়াইলা রথ চক্র ধরি॥ ভাসিলা নয়ন জলে, দেখি কৃষ্ণ সেই স্থলে, দ্বিভাগ হয়েন ততক্ষণ। নন্দসুত ব্রজে রন, কিন্তু কারু দৃশ্য নন, দৃশ্য রন দেবকীনন্দন॥ ইহার প্রভেদ কথা, না জানয়ে কেহ তথা, বিচ্ছেদে ব্যথিত সর্ব্বজন। তাহা দেখি নরহরি, বসি সেই রথোপরি, কহিলেন আশ্বাস বচন॥ আসিব আশ্বাস দিয়া, শীঘ্র রথ চালাইয়া, মধুপুরে চলেন তখন। এখানেতে গোপীগণ, শোকে মোহে সর্ব্বজন, দেখি তথা কৃষ্ণের গমন॥ শ্রীরাধার বিবরণ, পরে কব বিশেষণ, শ্রীহরির শুন সমাচার। অক্রুরের সঙ্গে গিয়া, মথুরায় প্রবেশিয়া, করিলেন যেই ব্যবহার॥ নন্দ নিজগণ নিয়া, অগ্রে মধুপুরে গিয়া, করেছেন যথা অবস্থান। রাম কৃষ্ণ তথা গিয়া, রথে হইতে উত্তরিয়া, রহিলেন নন্দ বিদ্যমান॥ অক্রুর অগ্রেতে গিয়া, কংসেরে সংবাদ দিয়া, নিজ গৃহে করেন গমন। দিবা হৈল অবসান, দিবাকর অস্ত যান, নিশার হইল আগমন॥ নন্দের নিকটে হরি, সুখেতে শয়ন করি,

করিলেন যামিনী যাপন। প্রভাতা হইলে নিশি, প্রকাশ পাইল দিশি, উঠিলেন শ্রীমধুসূদন॥ শ্রীনন্দের প্রতি হরি, কহেন বিনয় করি, শুন পিতা আমার বচন। তুমি নিজগণ নিয়া, অগ্রে পুরে প্রবেশিয়া, কর গিয়া যজ্ঞ দরশন॥ মথুরানগর শোভা, শুনিয়াছি মনোলোভা, আগে আমি এ শোভা দেখিব। নগর দেখিয়া রঙ্গে, বলাই দাদার সঙ্গে, তবে পুরীমধ্যে প্রবেশিব॥ এত যদি কৃষ্ণ কন, শুনি নন্দ হর্ষ মন, বলরামে কৃষ্ণে সমর্পিয়া। লইয়া আপন গণে, স্নান পূজা সমাপনে, পরে পুরে প্রবেশেন গিয়া॥ এ দিকেতে নর হরি, বলরামে সঙ্গে করি, চলিলেন নগর ভ্রমণে। শিশুরাম দাসে কয়, বচন অমিয়াময়, একমনে শুন সাধুজনে॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ভ্রমণ।

পয়ার। রামকৃষ্ণ দুই ভাই হইয়া মিলন। শ্রীদাম সুদাম আদি সহ সখাগণ॥ পথ বিহরণ করি চলেন যখন। আপনারে ধন্যা মানে মথুরা তখন॥ বন শৈল সরোবর সহিত নগর। সভ্রমেতে সমুদিত শোভার আকর॥ শুষ্কতরু মুঞ্জরিল প্রস্ফুটিত ফুল। পুষ্পগন্ধ প্রমোদিত ধায় অলিকুল॥ কোকিল কুহরে ঋতু বসন্ত উদয়। আনন্দে পূরিল যত জনের হৃদয়। জিনিয়া অমরাপুরী মথুরানগরী! দেখিতে দেখিতে ক্রমে চলেন শ্রীহরি॥ বসতির পরিপাটী শোভা চমৎকার। শ্রেণী বন্ধ অট্টালিকা পথের দুধার॥ দ্বারেতে কপাটযুক্ত হেমেতে মণ্ডিত। দর্পণে গবাক্ষদ্বার অতি শোভান্বিত॥ স্ফটিকের স্তম্ভ সব বার গৃহেসাজে। মুকুতার জালমালা তাহাতে বিরাজে॥ কোন কোন বারগৃহে পিঞ্জরেতে পক্ষ। শারী শুক আদি করি আছে লক্ষ লক্ষ॥ রাধা কৃষ্ণ রাম হরি দুর্গা শিব তারা। নিজ নিজ স্বরে সুখে উচ্চারিছে তারা। পুরীর বাহিরে পূর্ণকুম্ভ আম্রসার। প্রতি পুরে দেবগৃহে মঙ্গল আচার॥ বারবধূ বারদিয়া বসিয়া স্ববাসে। ভুলায় যুবকজনে মৃদু মন্দহাসে॥ কি আশ্চর্য্য মোহনিয়া কটাক্ষ সন্ধান। দৃষ্টিমাত্র মুগ্ধ

করে পুরুষের প্রাণ ॥ আপণির মধ্যেতে বিপণি সারি সারি। বসিয়াছে নানা দ্রব্য লইয়া পসারি ॥ নানাবিধ খাদ্য আর নানা উপহার। নানাবিধ শোভনীয় বস্ত্র অলঙ্কার॥ দেখিয়া এ সব পথে যান নরহরি। কৃষ্ণ আগমন বার্ত্তা পাইল নাগরী॥ ধাইল রমণীগণ কৃষ্ণ দরশনে। ত্যজিয়া কুলের ভয় কুলবতি জনে॥ ছুটিল বারণ মন না মানে বারণ। গৃহ ধন পরিহরি ধায় রামাগণ॥ কোন নারী পুত্রমুখে দিতে ছিল স্তন। পুত্রে ছাড়ি তাড়াতাড়ি ধায় ততক্ষণ॥ কেহ কেহ কান্ত কাছে আছিল বসিয়া। কান্তে ছাড়ি পথপ্রান্তে চলিল ধাইয়া॥ কেহ কেহ নিজ অঙ্গবেশে যুক্ত ছিল। বেশভূষা পরিহরি অমনি ধাইল॥ একাঙ্গেতে আভরণ কেহ পরিয়াছে। কেহবা অঞ্জন এক চক্ষে অর্পিয়াছে॥ কেহবা নূপুর নিজপদে দিতেছিল। একপদে দিয়ামাত্র আর না হইল॥ কেহবা আপন কেশ বেশ যুক্ত ছিল। বিউনি দর্পণ হাতে অমনি ধাইল॥ মুক্ত কেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সর্ব্বজন। আঁখিভরি কৃষ্ণরূপ করে দরশন॥ মদনমোহন মূর্ত্তি হেরি শ্রীহরির। মদনে মোহিল যত রমণী শরীর॥ কি নবীনা কি প্রবীণা মোহে সর্ব্বজন। ব্রজা-ঙ্গনা গণেরে করয়ে প্রশংসন॥ সবে বলে ধন্য ধন্য ব্রজের নাগরী। অহর্নিশি এইরূপ দেখে আঁখিভরি॥ শুভক্ষণে সে সবারে নিরমিল বিধি। যাদের হয়েন কৃষ্ণ হৃদয়ের নিধি॥ এই-রূপে প্রশংসা করয়ে জনে জন। কৃষ্ণ অঙ্গে করে ঘন পুষ্প বরি-ষণ॥ হুলুধ্বনি শঙ্খনাদ করে রামাগণ। পুরুষেতে হরিধ্বনি করে সর্ব্বজন॥ একরূপেতে করে তথা মঙ্গল আচার। দেখিয়া চলেন হরি হরিষ অপার॥ যাইতে যাইতে পথে বিচারেন মনে। যাইতে হইবে শীঘ্র রাজার সদনে॥ যশোদা নির্ম্মিত এই যে বেশ আমার। সাত্ত্বিক গণের হয় হৃদয়ের সার॥ রাজার-নিকটে রাজবেশে হয়ে মান। রাজবেশে যেতে হবে রাজ বিদ্যমান॥ রাজার বসন আমি পাই কোন স্থান। ভাবিতে ভাবিতে হরি ধীরে ধীরে যান॥ এমন সময়ে পথে রজক রাজার। রাজবস্ত্র লয়ে যায় বাটীতে রাজার।

তাহা দেখি হরষিত হয়ে অতি মনে। শিশু কহে কন হরি রজকে যতনে।

শ্রীকৃষ্ণ রজককে বধ করেন।

পয়ার। শুনহে রজকরাজ বস্ত্র শুভ্রকারি। দিতে পার আমা দোঁহে বস্ত্রখানি চারি। দুটি ভাই নাম ধরি কানাই বলাই। বনালয়ে বাস করি বস্ত্র ভাল নাই॥ রাজার সভায় যাব হেরিব রাজন। মলিন বসনে গতি না হয় শোভন॥ তবদত্ত দিব্যবাসে দেহ সাজাইয়া। প্রফুল্ল মানসে পুরে প্রবেশিব গিয়া॥ রাজসভা জয়ী হয়ে বসিব যখন। পূরাইব মনোরথ তোমার তখন॥ এই রূপে কৃষ্ণ কন করিয়া বিনয়। রুষিল রজক জাতি রুক্ষ অতিশয়॥ রাজার রজক বলি আছে অহঙ্কার। তাহাতে হইল আসি ক্রোধ অলঙ্কার॥ হেলে দুলে চলে আর বলে কুবচন। কভু নাহি জানি তোরা কোথাকার জন॥ কোন জাতি কোথা ঘর কোন ব্যবসায়। হবে বুঝি গোপজাতি লক্ষণে জানায়। গোয়ালা হইয়া বাঞ্ছা রাজার বসন। পঙ্গু হয়ে ইচ্ছা কর পর্ব্বত লঙ্ঘন॥ বামন হইয়া চন্দ্রে চাহ ধরিবারে। সর্পের বদনে হস্ত দেহ মরিবারে॥ গোপিদের বস্ত্র হরে বুক বাড়িয়াছে। এক্ষণেতে রাজবস্ত্রে ইচ্ছা হইয়াছে॥ ছোট মুখে বড় কথা নহে ভয় মন। জাননা যে কংসরাজা সদৃশ শমন॥ এমন বচন মুখে না বলিহ আর। প্রমাদ পড়িবে হলে গোচর রাজার॥ এখনি ধরিয়া নিয়ে রাখিবে বন্ধনে। নহেত পাঠাবে শীঘ্র শমন সদনে॥ এরূপ কংসের ধোবা কহে কুবচন। গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া পুনঃ করয়ে তর্জ্জন॥ রজকের মুখেতে উল্বণ কটু বাণী। শ্রবণে কাঁপেন ক্রোধে দেব চক্রপাণি॥ কহিলেন ওরে মূঢ় পাপিষ্ঠ কিঙ্কর। কুকথা কহিতে মনে নাহি বাস ডর॥ কে তোর কংসেরে ভয় করে দুরাচার। জাননা যে আমি যম তোমার রাজার॥ এত বলি ক্রোধে হরি কর প্রহারিয়া। রজকের মুণ্ড তথা ফেলেন ছিণ্ডিয়া॥ কৃষ্ণ কর প্রহারেতে রজক মরিল। বিষ্ণুদূত আসি

তারে বৈকুণ্ঠেতে নিল। অনায়াসে দিব্যগতি প্রাপ্তি হৈল তার। ক্রোধে বর তুল্য দুই হয় দেবতার॥ রজক মরিল যারা দেখিল নয়নে॥ হীনবাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায় সঘনে॥ হাতেমাথা কাটি বলি পলায় সকলে। ভয়েতে না সরে বাণী হা মা হা মা বলে॥ ত্রাসেতে এরূপ লোকে বলে অবিরাম। দেখিয়া হাসেন দোঁহে কৃষ্ণ বলরাম॥ রজক মরিল বস্ত্র রহিল পড়িয়া। তবে হরি নিজ-মনে বিচার করিয়া॥ দুভাইর উপযুক্ত বস্ত্র বাছি লন। সখাগণে ডাকি কিছু করেন অর্পণ॥ অপর বসনচয় খণ্ড খণ্ড করি। তথা হৈতে ধীরে ধীরে চলিলেন হরি॥ মনেতে ভাবেন বস্ত্র পরিব কেমনে। রাজবেশ সাজাইয়া দিবে কোন জনে॥ ভাবিতে ভাবিতে পথে করেন গমন। এ সময়ে তন্ত্রবায় যায় এক জন॥ তন্ত্রবায়ে হেরি হরি হরিষ হইয়া। অমৃত জিনিয়া বাক্যে কহেন ডাকিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ ও তন্ত্রবায়ের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত।

পয়ার। শ্রীগোবিন্দ দাস নামে মন্ত্রী কুলোদ্ভব। শান্ত দান্ত সুদর্শন কৃষ্ণভক্তিযুত॥ চলিয়াছে রাজপুরে যজ্ঞ দরশনে। তাহারে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন যতনে॥ শুন শুন তন্ত্রবায় শিষ্টশীল মতি। ত্রস্ত হয়ে কোন্ স্থানে করিতেছ গতি॥ তোমারে দেখিয়া মনে হইল উল্লাস। আমা দোঁহে দেহ শীঘ্র পরাইয়া বাস॥ রাজ বস্ত্রে রাজবেশ দেহ সাজাইয়া। পূরাইব তব বাঞ্ছা যতন করিয়া॥ এত যদি কন কৃষ্ণ অমিয়া বচনে। শুনিয়া ফিরিল তন্ত্রবায় সেই ক্ষণে॥ যেমন হইল কৃষ্ণ রূপ দরশন। ভুলিল নয়ন মন না চলে চরণ॥ একদৃষ্টে কৃষ্ণদিকে রহিল চাহিয়া। নিমেষ ঘুচিল চক্ষে সরূপ হেরিয়া। সহজেতে তন্ত্রবায় কৃষ্ণ ভক্তি মন। কৃষ্ণ হেরি হৈল মনে ভক্তি উদ্দীপন॥ দুই চক্ষে প্রেমধারা বহিতে লাগিল। ত্রস্ত হয়ে সেইক্ষণে নিকটে আইল॥ ভক্তিভরে পুলকিত সজল

নয়ন। প্রণাম করিয়া পদে করয়ে স্তবন॥ কৃষ্ণ বিষ্ণু রমানাথ রাজীবলোচন। রাধিকার প্রাণকান্ত অরাতি ভঞ্জন॥ অক্ষয় অব্যয় অঙ্গ অচিন্ত্য আকার। অনাদি অনন্ত বিভু বিধি বিশ্বাধার॥ বিশ্বাতীত বিশ্ববীজ বিশ্বজীতোদয়। বিষয় বিকার শূন্য বিহীন বিলয়॥ নির্ব্বিকার নিরাকার নিরীহ নিশ্চিত। নির্ম্মায়িক নিরঞ্জন নির্ণয় রহিত॥ গুণাতীত গুণাশ্রয় করিয়া কখন। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু রূপের কল্পন॥ দেবগণে দয়া করি দৈত্য বিনাশিতে। যুগে যুগে অবতার আসি অবনীতে। কখন বা মীনরূপ কভু কূর্ম্ম কায়। কখন বরাহ মূর্ত্তি নৃসিংহ নিধায়॥ কখন বামন রূপ কখন শ্রীরাম। শ্রীপরশুরাম কভু কভু বলরাম॥ বুদ্ধ কল্কীরূপে হও কখন কখন। যুগ ভেদে অবয়ব করহ ধারণ॥ ইহা ভিন্ন অসংখ্য তোমার অব-তার। সে কথা কহিতে প্রভু সাধ্য আছে কার॥ তব রূপ বর্ণি-বারে পারে কোন জন। তুমি সর্ব্ব মূলাধার বিভু সনাতন॥ সকল রূপের বাস শরীরে তোমার। শ্রীনিবাস নাম তব সর্ব্ব শোভাধার॥ জগতের রাজা তুমি তব রাজবেশ। সাজাইতে অধীনেরে করিলে আদেশ॥ এ কেবল কৃপাময় করুণা তোমার। তোমারে সাজাতে পারি আমি কোন ছার॥ এইরূপে তন্ত্রবায় করয়ে স্তবন। কৃষ্ণ কন স্তবে তব নাহি প্রয়োজন। তোমারে সদয় আমি হইয়াছি মনে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব করিব এক্ষণে॥ বিলম্ব না কর তুমি ধরহ বসন। শীঘ্র দেহ সাজাইয়া করিয়া যতন॥ রাজপুরে প্রবে-শিব অতি শীঘ্রতরে। এতবলি বস্ত্র দেন তন্ত্রবায় করে॥ বস্ত্র নিয়া অগ্র হয়ে প্রণাম করিয়া। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গেতে দেয় পরা-ইয়া॥ স্বর্গে থাকি দেবগণ ধন্য ধন্য করে। ধন্য ধন্য তন্ত্রবায় পৃথিবী ভিতরে॥ বিধি ভব আদি যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়। সে অঙ্গেতে তন্ত্রবায় বসন পরায়॥ এইরূপে ধন্য ধন্য করে দেবগণ। এখানেতে তন্ত্রবায় পরায় বসন॥ প্রণমিয়া পাদপদ্মে বস্ত্র নিয়া করে। সাজাইয়া দেয় তথা কৃষ্ণ হলধরে॥ কটিতে ধটিত ছিল অপূর্ব্ব বসন। তদুপরি পরাইল সুন্দর বসন। বস্ত্রের কবচে দিব্য

দেহ আচ্ছাদিয়া। মস্তক উপরে দিল উষ্ণীক বান্ধিয়া ॥ যশোদার দত্তচূড়া নাহি নামাইল। উষ্ণিক উপরে যত্নে বান্ধিয়া রাখিল ॥ তাহাতে হইল শোভা অপূর্ব্ব ঘটন। রূপ হেরি ধন্য ধন্য করে সর্ব্বজন ॥ এইরূপে রাম কৃষ্ণে আগে সাজাইয়া। তার পরে তার সখীগণেরে ডাকিয়া ॥ একে একে সকলেরে পরায়ে বসন। এক চিত্ত হয়ে কৃষ্ণে করে দরশন। ভক্তি হেরি ভগবান সহৃষ্ট অন্তর। তন্ত্রবায়ে কন লহ বাঞ্ছামত বর ॥ তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার। বুঝিয়া যাচিয়া লহ যে বাঞ্ছা তোমার ॥ এত যদি কৃষ্ণ-চন্দ্র কৃপা করি কন। করযোড় করি তন্ত্রি বলয়ে বচন ॥ অনাথের নাথ তুমি অগতিরগতি। অধম তারণ কর্ত্তা অখিলের পতি ॥ ভবাব্ধি তরণে তরি তোমার চরণ। তোমা বিনা কর্ণধার নাহি অন্য জন ॥ তুমি যারে কৃপা করি ভবে কর পার। সেই সে যাইতে পারে এ ভবের পার ॥ ভব ভয়ে ভীত হয়ে যত মহাজন। গৃহ পরিহরি করে তোমার ভজন ॥ জলাহার ফলাহার বাতাহার করি। অবশেষে নিরাহারে আরাধয়ে হরি ॥ শীত উষ্ণ গ্রীষ্ম বায়ু বরিষার জল। দুঃসহ সহিয়া ভজে ওপদ কমল ॥ তথাপি তোমার দেখা পায় কদাচন। নিজ গুণে কৃপা করি দিলে দরশন ॥ বেদ বিধি অগোচর তোমার মহিমা। তোমার গুণের কেবা দিতে পারে সীমা ॥ দীনবন্ধু দয়াময় দারিদ্র ভঞ্জন। দীনে যদি দয়া করি কহিলে বচন ॥ অধীনেরে প্রভু যদি দিবে বর দান ॥ ভবপার বিনা বর নাহি যাচি আন ॥ এই দেহে পার কর এ ভব সাগর। কৃপা করি লহ নিজ বৈকুণ্ঠ নগর ॥ তোমার কৃপাতে যাই তোমার ভবন। দেখুক নয়নে ইহা মথু-রার জন ॥ মথুরার রাজা কংস শুনুক শ্রবণে। ঘুষুক তোমার যশ ত্রিভুবন জনে ॥ শুনিয়া তাহার কথা কন দামোদর। তুমি সাধু শুদ্ধমতি পৃথিবী ভিতর ॥ আমার নিকটে তুমি চাহিলে যে বর। বহু তপস্যায় ইহা নাহি পায় নর ॥ তোমারে সন্তোষ হয়ে দিই বর দান। এক্ষণে বৈকুণ্ঠে যাহ চড়ি দিব্য যান ॥

যেই মাত্র এই কথা কহেন শ্রীহরি। আইল পুষ্পক রথ সহ বিদ্যাধরী॥ তন্তুবায়ে তুলি নিল রথের উপর। শত শত বিদ্যাধরী ঢুলায় চামর॥ নৃত্যকিরগণ তথা নাচিতে লাগিল। কিন্নরেতে কৃষ্ণগুণ গান আরম্ভিল॥ বিদ্যাধরে বাদ্য করে কিন্নরেতে গায়। স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবতায়॥ এই রূপ সুমঙ্গলে পূর্ণিত হইয়া। বৈকুণ্ঠেতে গেল তন্ত্রী সাযুজ্য পাইয়া॥ ভক্ত তন্তুবায়ে মুক্ত করি হৃষীকেশ। চলিলেন রাজপথে ধরি রাজবেশ॥ যাইতে যাইতে মনে হইল স্মরণ। ভক্ত মালাকারে দিতে হবে দরশন॥ মালা হেতু যাব আমি ভবনে তাহার। পদধূলী দিয়া ধন্য করিব আগার। পরিবার সহ তার পুরায়ে মনন। পরে আমি কংসপুরে করিব গমন। ইহা ভাবি নরহরি করেন গমন। শিশু কহে শুন মালাকার বিবরণ॥

অথ মালাকার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের মাল্য ধারণ ও বরদান।

পয়ার। সুদামা নামেতে মালী মথুরায় বাস। অহর্নিশি হৃদয়েতে ভাবে শ্রীনিবাস॥ পরম উদার রীতি সাধু সদাশয়। দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে ভক্তি অতিশয়॥ যথা যথা প্রস্থাপিত মূর্ত্তি দেবতার। তথায় যোগায় পুষ্প মাল্য উপহার॥ দেবতারে মাল্য দিয়া মূল্য নাহি লয়। কেবল যাচয়ে কৃষ্ণ ভক্তির উদয়। রাজকার্য্যে ফুল দেয় বাটীতে রাজার। তাহার বেতনে চলে সংসার তাহার॥ প্রাতে উঠি তুলি ফুল বাছিয়া বাছিয়া। নিজ ইষ্ট কৃষ্ণ পূজা করণে রাখিয়া। তার পরে নিয়া ফুল প্রফুল্ল বিস্তর। দেব দ্বিজ গৃহে দেয় সন্তুষ্ট অন্তর॥ রাজার বাটীতে ফুল দেয় অনুচরে। আপনি আসিয়া গৃহে ইষ্টপূজা করে॥ সতী সাধ্বী পতিব্রতা মালাকর বধূ। মধুমতী নাম তার কথা গুলি মধু॥ পতির সদৃশ ভক্তি কৃষ্ণেতে তাহার। কৃষ্ণ পূজা হেতু মালা গাঁথে অনিবার॥

লোক মুখে সে রমণী শুনিল বচন। মথুরায় হইয়াছে কৃষ্ণ আগমন॥ শ্রীকৃষ্ণের পথে গতি পরোক্ষে শুনিয়া। পথ পরিক্ষণে রহে দ্বারে দাঁড়াইয়া।। মনে ভাবে নরহরি এই পথ দিয়া। যদি যান তবে হেরি নয়ন ভরিয়া॥ কৃপা করি গৃহে যদি হন অধিষ্ঠান। তবে জানি সত্য বটে শাস্ত্রের প্রমাণ॥ বাঞ্ছা কল্পতরু হরি বেদে বলে তাঁরে। দেখি প্রভু কি করেন দেখিয়া আমারে॥ যদি আমি দেখা পাই পথে কৃষ্ণ ধন। ভক্তিতে বান্ধিয়া লব আপন ভবন॥ পতিরে দেখাব নিয়া গোলকের পতি। ঘুচাইব চিরস্থিত ভবের দুর্গতি॥ এই রূপে ভাবে রামা স্বভক্তি হৃদয়। এসময়ে কৃষ্ণচন্দ্র হয়েন উদয়॥ বলরামে কন হরি বিনয় বচন। দেখা যায় দেখ দাদা মালীর ভবন॥ চল যাই দুই ভাই মালা নিয়া পরি। নানা ফুলে নিজ২ অঙ্গ শোভা করি॥ বলরাম কন কৃষ্ণ বড়ই চঞ্চল। মথুরার প্রজাবর্গ কংসের সকল॥ এখানে ধামালি করা উচিত না হয়। না জানি কখন কোথা কি ঘটনা হয়॥ মালীর ব্যবসা পুষ্প করয়ে বিক্রয়। বিনা মূল্যে মাল্য দিবে সম্ভব না হয়॥ ক্ষমাকর ওরে ভাই ফুলে কার্য্য নাই। রাজার ভবনে চল শীঘ্রগতি যাই॥ আগে গিয়া দেখি কংস রাজ ব্যবহার। পরেতে করিহ কার্য্য যে হয় বিচার॥ কৃষ্ণ কন এখানে না হবে অনাদর। দেখ দাদা কত ভক্ত হয় মালা-কর॥ এতবলি বলরামে সঙ্কেতে করিয়া। মালির ভবনে শীঘ্র প্রবেশেন গিয়া॥ মালীর রমণী আছে দ্বারে দাঁড়াইয়া। দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ তারে সম্বোধিয়া॥ কহ কহ পতিব্রতে কোথা মালা-কার। মাল্য হেতু আসিয়াছি পুরেতে তোমার॥ শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে মধুর ভারতী। রূপ হেরি মোহপ্রাপ্ত হৈল মধুমতী॥ প্রেম ভক্তি উদয় হইল কলেবরে। অনিমিষ হৈল আঁখি বাক্য নাহি সরে। প্রণাম করিয়া পদে অতি অকপটে। রাম কৃষ্ণে নিয়া যায় পতির নিকটে॥ রামকৃষ্ণে হেরি পুরে সম্ভ্রমে উঠিয়া। প্রণময়ে মালাকার চরণে পড়িয়া॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সেইক্ষণে। কর যুড়ি স্তুতি করে ভক্তিযুক্ত মনে॥ নমো নমো রামকৃষ্ণ

জগতের সার। ভূভার হরণ হেতু ভূমে অবতার॥ উভয়েতে জন্ম নিয়া বসুদেব ঘরে। কংসে বিড়ম্বিতে বাস নন্দের নগরে॥ অবভাবনীয় বস্তু ভুবনে প্রকাশ। কৃপায় করিলে ধন্য অধীনের বাস॥ সুরেশের শিরোমণি ও রাঙ্গা চরণ। অধীনের অধিবাসে করিলে অর্পণ॥ অখিল জীবের আত্মা অখিলের পতি। অজ্ঞানীর জ্ঞানদাতা অগতির গতি॥ ইচ্ছাময় ইচ্ছাধীন ইচ্ছায় ক্রীড়ন। ইচ্ছায় জগত সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন॥ বেদ বিধি অগোচর মহিমা অপার। কখন সাকার হও কভু নিরাকার॥ পতিত পাবন প্রভু পরম দয়াল। শিষ্ট জনে সম্ভাব দুষ্টে মহাকাল। দীনে দয়াকরি যদি দিলে দরশন। আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥ কৃষ্ণ কন আসিয়াছি পুষ্পের কারণ। পুষ্প দিয়া দেহ দেহ করিয়া ভূষণ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি সাধু মালাকর। আনিয়া উত্তম ফুল বাছিয়া বিস্তর॥ মন সাধে গাঁথি মালা মালীর রমণী। রাম কৃষ্ণ কাছে দিল আনিয়া অমনি। মালা হেরি হরষিত হয়ে অতি মনে। মালীরে বলেন মালা পরাও যতনে॥ তবেত সে মালাকার নিয়া পুষ্পহার। তুলে দিল সযতনে গলেতে দোঁহার॥ চূড়াবেড়ি দিল মালা উষ্ণীক উপরে। প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছ তুলে দিল করে॥ চরণেতে দিয়া ফুল করয়ে পূজন। স্বর্গে ধন্য ধন্য করে যত দেবগণ॥ ফুলেতে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ হলধর। মালাকারে কন তুমি যাচি লহ বর॥ সস্ত্রীক হইয়া আসি লহ বর দান। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি আর যাহাতে কল্যাণ॥ তবেত সে মালাকার রমণী সহিত। কর যুড়ি কহে রাম কৃষ্ণের বিদিত॥ যদ্যপি দিবেন বর হইয়া সদয়। অহর্নিশি মন যেন ও চরণে রয়॥ হৃদয় কমলে রূপ করিয়া স্থাপন। আঁখি যেন সর্ব্বক্ষণ করে দরশন॥ কর যেন তোমাদের কাযে থাকে রত। মস্তক প্রণামে যুক্ত থাকে অবিরত॥ শ্রবণ থাকয়ে গুণ কীর্ত্তন শ্রবণে। রসনা থাকয়ে সদা ও গুণ বর্ণনে॥ অহৈতুকী হরিভক্তি দেহে দেহ দান। ইহা বিনা বরে কার্য্য কিবা আছে আন॥ এইরূপে মালাকার কামিনী সহিত।

কামনা করয়ে কৃষ্ণ ভক্তি মনোনীত ॥ শুনিয়া ভক্তির কথা রাম কৃষ্ণ কন। অহৈতুকী ভক্তি দেহে রবে সর্ব্বক্ষণ॥ ইহকালে সুখে রবে বাড়িবেক ধন। পরকালে পাবে দোঁহে বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ শমন ভবনে গতি নাহি হবে আর। অনায়াসে পার হবে এ ভব সংসার॥ মনোমত বর দিয়া মালীরে তখন। চলিলেন রাজপথে সহ সখাগণ ॥ মথুরায় মালাকার হইল পবিত্র। শিশু কহে শুন কিছু কুবুজা চরিত্র ॥

কুবুজার সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি।

পয়ার। রাজবেশ ধরি হরি পরি পুষ্পহার। বাড়ান আপন রূপ দেহে আপনার॥ সকল রূপের ধাম যেই নারায়ণ। কেমনে তাঁহার রূপ হইবে বর্ণন।। বর্ণনা করিতে চাহি তুলনার স্থান। অতুল্য রূপের হবে কিরূপে প্রমাণ॥ মন্মথ মথিত রূপ ভুবন মোহন। হেরিয়া মোহিত হৈল মথুরার জন॥ রতিপতি বোধ করি রতিপতি তাতে। মোহিল রমণীগণ একেবারে তাঁতে ।। মদন মোহন মূর্ত্তি হেরিয়া হরির। মদনে মাতিল মন যত রমণীর।। কি নবীনা কি প্রবীণা রসে টলে মন। ইহাতে বুঝহ ভাব যুবতী যেমন॥ কুলটা কুলজা কিবা কেহ নহে স্থির। কামশরে জর জর কাঁপয়ে শরীর ॥ ত্যজি লাজ কুল ভয় একদৃষ্টে চায়। আঁখি পালটিতে পুনঃ ঘটে ঘোর দায় ॥ এই রূপে রামাগণ রহে পরস্পর। পথোপরি ক্রমে যান কৃষ্ণ হলধর।। এসময়ে সেই পথে সাজি হস্তে করি। কুবুজা নামেতে যায় কংসের কিঙ্করী।। সাজিতে কটোরা পোরা সুগন্ধি চন্দন। রাজপুরে দিতে করে ত্বরিতে গমন।। বিপরীত রূপ তার বিধির সৃজিত। দৃষ্টে অতি কদাকার লোকেতে ঘৃণিত॥ তিন ঠাঁই অঙ্গ ভঙ্গ পৃষ্ঠোপরি কুঁজ। গলদেশে গণ্ডমালা স্ফীত পদাম্বুজ॥ স্তনযুগ শুষ্ক হয়ে লাগিয়াছে আঁতে। কহিতে বচন মুখে ব্যথা লাগে দাঁতে।। বয়সেতে বৃদ্ধতমা যষ্টি ভরে গতি। মাথায় নাহিক কেশ বেশ হীন অতি॥ কেমনি কৃষ্ণের লীলা বুঝ

নাহি যায়। কৃষ্ণে হেরি কামাকৃষ্ট হৈল তার কায় ॥ চকিতে চাহিতে রূপ হারাইল চিত। মনে ভাবে একেমন একি বিপরিত ॥ এ যে রূপ অপরূপ রমণীয় রমা। আমার সমান নারী নাহিক অধমা। ইহারে দেখিয়া দেহ হইল এমন। প্রকাশ পাইলে হব হাস্যের ভাজন॥ আমি নিজে কুরূপিণী হেরি যদি রূপ। কু লোকে কুকথা কবে করিবে বিদ্রূপ॥ বলিবেক বুড়ামাগী কুরূপের শেষ। ইহার হয়েছে দেখ এরূপে আবেশ॥ কুৎসা করি কত কথা কহিবেক তায়। কৃষ্ণ হাসিবেন মনে দেখিয়া আমায়॥ হায় বিধি নিদারুণ কি দোষ পাইয়া। আমারে সৃজিলা তুমি কুরূপ করিয়া॥ তোমারে কি দিব দোষ অদৃষ্ট আমার। কর্ম্মগুণে পায় লোক বিশেষ আকার॥ এই রূপে নিজ নিন্দা উপেক্ষিয়া মনে। তিরস্কার করে কত আপনি আপনে॥ হায় আমি হইয়াছি এরূপ ঘৃণিত। হইলাম কৃষ্ণরূপ দেখিতে বঞ্চিত॥ যুবতি রমণীগণ রূপবতী যারা। সগর্ব্বেতে কৃষ্ণরূপ হেরিতেছে তারা॥ ইহা বলি খেদার্ত্তিনী হয়ে সেইক্ষণে। আপনারে ধিক দেয় আপনার মনে॥ লজ্জায় না চাহে কৃষ্ণে হইয়া সুস্থিরে। আড় চক্ষে চাহে আর চলে ধীরে ধীরে। ভুলেছে নয়ন মন কি করে লজ্জায়। ধীরে ধীরে যায় আর ফিরে ফিরে চায়॥ কিন্তু পূর্ণ চক্ষে চাহে সাধ্য নাহি তার। ইঙ্গিতে চাহিয়া চক্ষু মুদে আরবার॥ তাহাতে হইল তার অদ্ভুত ঘটন। কৃষ্ণেতে করিছে যেন সঙ্কেতে ঈক্ষণ॥ যে রূপ যুবতীগণ যুবকেরে চায়। সে রূপ চাহনি তার তাহাতে জানায়॥ হেরিয়া তাহার ভাব হরি দয়াময়। জানিলেন কুবুজার যে রূপ হৃদয়॥ বাঞ্ছাকল্পতরু হরি মন বুঝি তার। পূরাতে তাহার বাঞ্ছা হন অগ্রসার॥ বিকার বিহীন বিভু ব্রহ্ম সনাতন। কুরূপ সুরূপ তাঁর সমান ঘটন। যে জন যে ভাবে তাঁরে করয়ে ভাবানা। সেই ভাবে পূর্ণ তার করেন কামনা॥ কোন বিষয়েতে কৃষ্ণ স্পৃহাযুক্ত মন। ভক্তের ভাবনা বুঝি ফলপ্রদ হন। দীনবন্ধু দয়ামময় দয়া প্রকাশিয়া। কুবুজারে কন তথা অমৃত জিনিয়া॥

কোকিল জিনিয়া স্বরে কহেন বচন। করিতেছ ও সুন্দরি কোথায় গমন॥ সুন্দরি২ বলি ডাকেন শ্রীহরি। শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কুবুজা শিহরি॥ কাহারে ডাকেন বলি চারিদিগে চায়। নিকটেতে আর কারে দেখিতে না পায়॥ আমাকে ডাকেন বলি জানিয়া নিশ্চিত। উপহাস বোধ করি অধিক দুঃখিত॥ কৃষ্ণের কথায় খেদ অধিক বাড়িল। নয়নের জলে তার বদন ভাসিল॥ বারম্বার কৃষ্ণচন্দ্র ডাকেন যখন। কুবুজা ফিরিয়া কথা কহিল তখন॥ কাহারে ডাকিছ ওহে পুরুষ রতন। সুন্দরীত এখানে না দেখি কোন জন॥ কৃষ্ণ কন তোমাকেই ডাকিতেছি ধনী। দাঁড়াইয়া কিছু কথা শুন সুবদনী॥ কুবুজা বলিল কেন কর উপহাস। তব উপযুক্ত বাক্য নহে শ্রীনিবাস॥ আপনি সুন্দর বলি উপহাস কর। আমিত কুৎসিতা নারী সংসার ভিতর॥ তোমার ইঙ্গিত যোগ্য নহে কদাচন। পরিহাস বাক্যে কেন কর জ্বালাতন॥ সকলের আত্মা মন জানহ হৃদয়। আমারে এমন কথা উচিত না হয়॥ একে আমি মরি হরি খেদে আপনার। তদুপরে বাক্যবাণ কেন হান আর॥ কর্কট সমান দেহ কাটে দুঃখকীটে। তুমি দেহ কাটাঘায় লবণের ছিটে॥ কৃষ্ণ কন উপহাস আমি নাহি করি। কহিলাম সত্যকথা তোমারে সুন্দরি॥ আমার মনের মত তোমার এ অঙ্গ। তুমিও ত্রিভঙ্গী বটে আমিও ত্রিভঙ্গ॥ কুবুজা কহিল কৃষ্ণ কত কহ আর। মধুমাখা বাক্যে কত কর তিরস্কার॥ কৃষ্ণ কন মম বাক্য কভু মিথ্যা নয়। এখনি তোমার রূপ হইবে উদয়॥ তব রূপ ত্রিভুবনে হইবে মোহিত। শুন শুন গুণবতী না হও দুঃখিত॥ সাজিতে কটোরা পূর্ণ সুগন্ধি চন্দন। কার হেতু লয়ে কোথা করিছ গমন। তোমার হাতেতে এই চন্দন সুসার। দেহ কিছু পরাইয়া অঙ্গেতে আমার॥ এত যদি কহিলেন কমললোচন। কুবুজা কাতরা হয়ে করে নিবেদন॥ মম পরিচয় হরি করি তব স্থান। কংসের সভায় দেই চন্দন যোগান॥ দারুণ কংসের দাপে ভীত হয়ে মনে। না দিলাম কভু আমি ইহা গুরুজনে॥ এত কি হইবে ভাগ্য তুমি ইহা লবে।

অধিনীর অদৃষ্টেতে কৃপাবান হবে॥ কমলা সেবিত তব কমল চরণ। আমি কি করিতে পাব ও পদ সেবন। আমি অতি পাপমতি বিহীন আচার। আমার সমান নারী নাহি কদাচার॥ যত কথা কহ কৃষ্ণ মনে নাহি লয়। পরিহাস করিতেছ অনুভব হয়॥ কৃষ্ণ কন পরিহাস আমি নাহি করি। শীঘ্র দেহ সুচন্দন আমারে সুন্দরি॥ বিলম্ব নাসহে যাব কংসের সদন। চন্দনেতে দেহ দেহ করিয়া ভূষণ॥ তোমার মানস পূর্ণ করিব যতনে। ইহার অন্যথা কিছু নাহি ভাব মনে॥ সত্য আমি সত্য কহি সত্যব্রত হই। সত্য বিনা মিথ্যা কথা কখন না কই॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কুবুজা তখন। সানন্দে পূরিল মন হসিত বদন॥ ভূমি লুঠি প্রণমিয়া লইয়া চন্দন। শ্রীকৃ-ষ্ণের শ্রীঅঙ্গেতে করয়ে অর্পণ॥ চরণ যুগল পদ্মে আগেতে অর্পিয়া। তদন্তরে নাসা ভালে দিল বিশেষিয়া॥ অলকা আবৃত একে কৃষ্ণমুখ ইন্দু। কুবুজা তাহাতে দিল চন্দনের বিন্দু॥ হইল অপূর্ব্ব শোভা না যায় বর্ণন। সর্ব্ব শোভাময় কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন॥ কৃষ্ণেরে চন্দন দিয়া কুবুজা তখন। দ্বিতীয় কটোরা পোরা লইল চন্দন॥ বলরাম নিকটতে রাখিল যতনে। প্রণাম করিল পদে লজ্জিত বদনে॥ ভাব বুঝি বলদেব ঈষৎ হাসিয়া। কুবুজার দত্ত সারচন্দন লইয়া॥ আপন অঙ্গেতে কিছু করিয়া ধারণ। সখাগণে ডাকি তথা করেন অর্পণ॥ শিশু কহে কুবুজার শুন বিবরণ। কৃষ্ণের কৃপায় রূপ হইল যেমন॥

ত্রিপদী। কৃষ্ণের করুণোদয়, কার প্রতি কবে হয়, কে বুঝিতে পারে তার মর্ম্ম। ইচ্ছায় সৃজন হয়, ইচ্ছায় পালন লয়, ইচ্ছাময় ইচ্ছাধীন কর্ম্ম॥ সর্ব্বশাস্ত্রে আছে শোনা, লৌহচয় হয় সোণা, স্পর্শমণি স্পর্শেতে যেমন। কৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ করি, কুবুজা কুরূপ হরি, সুন্দরী হইল অতুলন॥ কিবা রূপ অনুপমা, অরুন্ধতী তিলোত্তমা, উর্ব্বশী মেনকা রম্ভাবতী। রোহিণী সোহিনী জয়া, মোহিনী মহেন্দ্রালয়া, মনোজ মহিলা মায়া-বতী॥ জিনিয়া সবার রূপ, কুরূপার হৈল রূপ, অপরূপ

অতি মনোলোভা। অঙ্গ শোভা আভরণ, অঙ্গে হৈল আভ-রণ, তাহাতে অধিক বাড়ে শোভা॥ কোকিল জিনিয়া ভাষা, তিলফুল জিনি নাসা, করিকুম্ভ জিনি পয়োধর। ষোড়শ বয়সী সমা, মাধবের মনোরমা, কত কব কহিতে বিস্তর॥ বস্ত্র হৈল দিব্য শাটী, কি কহিব পরিপাটী, অঞ্চলে অঞ্চল সমুজ্জ্বল। আপনি আছিল দাসী, হৈল শত দাস দাসী, দেখিতে দেখিতে সেই স্থল॥ কুবুজা আহ্লাদে ভাসে, কুটীর আছিল বাসে, তখনি হইল দিব্য পুর। মধ্যেতে মন্দির শত, শোভা তার কব কত, দেবরাজে হয় দর্পচূর॥ তবে কৃষ্ণ কৃপাকরি, কুবুজার করে ধরি, কহিলেন যাও ধনী পুরে। ঘুচিল মনের খেদ, হৈল দিব্য পরিচ্ছেদ, ভেটিতে হবেনা কংসাসুরে। এত যদি কৃষ্ণ কন, কুবুজা সানন্দ মন, কহে কিছু করিয়া বিনয়। বাঞ্ছাকল্পতরু হরি, নিজগুণে কৃপা করি, হলে যদি আপনি সদয়॥ বুঝিয়া দুঃখিনী মন, দান দিলে এ যৌবন, রূপ দিলে জিনি বিদ্যাধরী। বিনা তব শ্রীচরণ, তব দত্ত এ যৌবন, বল নাথ কি রূপে সম্বরি॥ জীবন যৌবন মন, তব পদে সমর্পণ, করি হরি হইয়াছি দাসী। মন্মথে মলিন মন, শুন হে মনোমোহন, অধিক কহিতে লজ্জা বাসি॥ কৃপা করি গুণরাশি, অধীনীর বাসে আসি, বক্ষ শিরে দেহ শ্রীচরণ। না হও আমারে বাম, পূর্ণ কর মনস্কাম, দাসী আসি লয়েছি শরণ॥ এত বলি দৃঢ় করি, কৃষ্ণের চরণে ধরি, বলে হরি না ছাড়িব আর। তুমি যদি কর আন, এখনি ছাড়িব প্রাণ, কহিলাম চরণে তোমার॥ শুনি কুবুজার বাণী, হাসি কন চক্রপাণি, কুবুজারে অমিয়া বচনে। সঙ্গে দাদা হলধর, আর বহু সহচর, এক্ষণেতে যাইব কেমনে॥ সময় বিশেষে আমি, হয়ে তব গৃহগামী, পূরাইব মন অভিলাষ। এত বলি নরহরি, কুবুজা বিদায় করি, চলিলেন কংসের নিবাস॥ কুবুজা সুন্দরী হয়ে, দাস দাসী সঙ্গে লয়ে, নিজপুরে করিল প্রবেশ। সুখে কৈল অবস্থান, দুঃখ হৈল অবসান, শিশু ভাবে হৃদে হৃষীকেশ।

পয়ার। কুবুজারে কৃপাদৃষ্টে করিয়া সুন্দরী। কংসালয় অভি-মুখে চলিলেন হরি॥ স্মরিতে কংসেরে কিছু ক্রোধ হৈল মনে। ধনুর্যজ্ঞ স্থান কোথা জিজ্ঞাসেন জনে॥ যারে তারে জিজ্ঞাসা করেন ঘনে ঘন। চঞ্চল চরণে কৃষ্ণ করেন গমন॥ এ সময়ে নগর নিবাসী কোন নর। দেখাইল ধনুর্যজ্ঞ স্থান ভয়ঙ্কর॥ কংসপুর নিকটেতে রঙ্গভূমি যথা। অনুচর গণেতে বেষ্টিত আছে তথা॥ চারিদিকে অস্ত্রব্যূহ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ। বড় বড় বীর তথা আছে ধনু-স্মান॥ মুদ্গারী মুষলী শেলী শূলী ভিন্দিপালী। স্বীয়স্বীয় অস্ত্র করে আছয়ে বীরালি॥ চর্ম্মী বর্ম্মী বীরগণে চর্ম্ম বর্ম্ম ধরে। হুহুঙ্কারে মনুষ্যের মর্ম্মভেদ করে॥ অবিলম্বে রাম কৃষ্ণ সেই স্থানে গিয়া। দ্বারপালে মিষ্ট ভাষে কহেন ডাকিয়া॥ দ্বার ছাড় দ্বারপাল ব্যূহে প্রবেশিব। সংসার বিজয় ধনু কি রূপ দেখিব॥ ধনুর প্রশংসা বড় শুনেছি শ্রবণে। বড় সাধ আছে মনে দেখিতে নয়নে॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা দ্বারপাল কয়। কে তোমরা দুইজন দেহ পরিচয়॥ কোন স্থানে বাস কর কাহার নন্দন। ধনুক দেখিতে চাহ কিসের কারণ॥ বয়সে বালক দেখি ধনুর্ব্বিদ্যা হীন কথা কহ যেন বীর-গণেতে প্রবীণ॥ কোন জাতি কিবা নাম দেহ পরিচয়। বুঝিয়া বিহিত কথা কহ সমুদয়॥ কৃষ্ণ কন পরিচয় শুন দ্বারপাল। বৃন্দা-বনে বাস করি নন্দের গোপাল॥ অধিক কহিয়া আর কিবা প্রয়োজন। দ্বার ছাড় শীঘ্র ধনু করি দরশন॥ কৃষ্ণের বচনে দ্বারী হাসি হাসি কয়। জানিলাম তোমাদের শুদ্ধ পরিচয়॥ গোপজাতি বিনা বুদ্ধি এমন কাহার। ভেলায় হেলায় সিন্ধু হতে চাহে পার॥ মনে করে বান্ধে করি মাকড়ের জালে। পর্ব্বত ঝুলাতে চাহে এরণ্ডের ডালে॥ হাত বাড়াইয়া চন্দ্রে ধরিবারে ধায়। অমরের সনে রণে মনে না ডরায়॥ গোষ্ঠে থাক ধেনু রাখ ভ্রম বনে বনে। পাঁচনির মত ধনু ভাবিয়াছ মনে॥ দেখিতেছ লক্ষ বীর রক্ষক যাহার। আইলে অমর জাতি না পায় নিস্তার॥ ব্যূহদ্বারে লেখা যাহা দেখহ নয়নে। অক্ষরের সঙ্গে বাদ পড়িবে

কেমনে।। শুনহ অবোধ জাতি রাজার বচন। প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহা করিলা লেখন॥ পূজিয়া অক্ষয় ধনু হবে ধনুর্যাগ। দেখিবা আসিয়া ইহা যত বীরভাগ॥ ত্রিভুবন মধ্যে বীর যে জন হইবে। রক্ষকে নাশিয়া এই ধনুক ভাঙ্গিবে॥ তবেত রাজার সঙ্গে কক্ষ হবে তার। মহাযুদ্ধ করিবেন সঙ্গেতে তাহার॥ করিতে পারিয়া ইহা যে নাহি করিবে। গর্দ্দভজাতক বলি তাহারে জানিবে॥ এইত বচন ইথে করিলে শ্রবণ। প্রবেশ করহ ব্যূহে থাকে বীরগণ॥ শুনিয়া দ্বারির কথা রুষিয়া গোপাল। হাসিয়া কহেন তবে রাখ দ্বারপাল॥ এত বলি দ্বারপালে ধরি দুই করে। হেলায় টানিয়া ফেলি যোজন অন্তরে॥ শত শত দ্বারিগণে করিয়া অন্তর। দুই ভাই প্রবেশ করেন অভ্যন্তর॥ দেখেন ইন্দ্রের ধনু অতি শোভমান। চন্দ্র সূর্য্য স্বর্ণরেখা পৃষ্ঠে দীপ্যমান॥ সিংহ ব্যাঘ্র আদি করি বহু চিহ্ন যার। বন্ধন বিজয়ঘণ্টা মধ্যেতে তাহার॥ মহাভার ধনুখান শত মল্লে বয়। কমঠের পৃষ্ঠ জিনি সুকঠিন হয়॥ দৃষ্ট মাত্রে কৃষ্ণচন্দ্র বাম করে ধরি। গুণ দিয়া পুনঃ২ উর্দ্ধে ক্ষেপ করি॥ পুন ধরি টঙ্কার দিলেন বিপরীত। মহাশব্দে রক্ষকেরা হইল মোহিত॥ টঙ্কারিয়া ধনুখান করিলেন ভঙ্গ। শব্দ শুনি কংসের কাঁপিয়া উঠে অঙ্গ॥ কতক্ষণে রক্ষকেরা পাইয়া চেতন। রামকৃষ্ণ প্রতি ধায় যত বীরগণ॥ ক্রোধে কাঁপে কলেবর বলে মার মার। বৃষ্টি জিনি বাণবৃষ্টি করে অনিবার॥ তাহা দেখি রামকৃষ্ণ ক্রোধিত হইয়া। ভগ্নধনু দুই খান দুই ভাই নিয়া॥ ধনু ঘূরাইয়া অস্ত্র করি নিবারণ। বীরগণ প্রতি করি ধনুর ঘাতন॥ অবহেলে লক্ষ বীরে বিনাশন করি। অবশেষে অস্ত্রব্যূহ ভাঙ্গিলেন হরি॥ একে একে যত অস্ত্র ধরি ধরি করে। খণ্ড খণ্ড করি সব ফেলেন অন্তরে॥ ক্রীড়ার বালকে যেন ভাঙ্গে বন্য শর। সেইমত দুই ভাই ভাঙ্গিলেন শর॥ এরূপেতে পঞ্চকার্য্য করিলেন হরি। তাহার কারণ শুন সুবিস্তার করি॥ পঞ্চ কর্ম্ম যে যে কর্ম্ম শুন বিবরণ। হস্ত দিয়া রজকের মস্তক ছেদন॥ সশরীরে তন্ত্র-

বায়ে বৈকুণ্ঠে পাঠান। মালাকরে মালিনীরে দেন বরদান॥ কুবুজা সুন্দরী করা অদ্ভুত বচন। মনুষ্য হইতে যাহা নহে কদাচন॥ তার পরে বীরত্ব দেখান নরহরি। অস্ত্রব্যূহে অবহেলে প্রবেশন করি॥ ধরিয়া যজ্ঞের ধনু দিয়া এক টান। বাম করে ভাঙ্গিলেন করি খান খান। তাহাতে হইল শব্দ অত্যন্ত বিশাল। মহাশব্দে ব্যাপিলেক পৃথিবী পাতাল॥ লক্ষ বীর ছিল তথা ধনুর রক্ষণে॥ মারিলেন সে সবারে প্রভু সেইক্ষণে॥ দেখিয়া শুনিয়া এই কর্ম্ম সমুদয়। কংস দুরাশয়ে যদি জ্ঞানোদয় হয়॥ আসিয়া যদ্যপি লয় চরণে শরণ। দেবকী বসুর করে বন্ধন মোচন॥ পাপ কর্ম্ম কদাচিত নাহি করে আর। তবেত কংসেরে রাখি দিয়া রাজ্য ভার॥ এই মত বহুবিধ করিয়া বিচার। দেখালেন পঞ্চকার্য্য অগ্রে চমৎকার॥ ক্রীড়ারূপে এই কার্য্য করি ক্ষণকাল। অবিলম্বে মিলিলেন সহিত রাখাল॥ রাখালেরা রামকৃষ্ণ পাইয়া তখন। আনন্দে হইয়া মগ্ন করয়ে নর্ত্তন॥ মিলিত হইয়া যত রাখালের সঙ্গে। আনন্দে নাচেন দুই ভাই মনোরঙ্গে॥ এসময়ে দেখিলেন দিন অবশেষ। যামিনীর সন্ধি আসি হতেছে প্রবেশ॥ দিন ছাড়ি দিননাথ যান নিজ বাসে। নলিনী মলিনী হয় কুমুদিনী হাসে॥ কৃষকে ছাড়িল কর্ম্ম পথিক চিন্তিত। পথ ছাড়ি গৃহস্থের গৃহে উপনীত॥ পক্ষীগণ নিজ নীড়ে করে প্রবেশন। সন্ধ্যের বন্দনা গান গায় শিবাগণ॥ মথুরার গোপ গণ গোবৎস লইয়া। আপন আপন গৃহে আসিছে ধাইয়া॥ তাহা দেখি নরহরি ছাড়েন নিশ্বাস। মনে হৈল ব্রজধাম গোরূপ বিলাস॥ গোরূপের রূপ ভাবি বিরূপ শ্রীহরি। মনোদুঃখ উপজিল গোরূপেরে স্মরি॥ আর না যাইব ব্রজে না চরাব গাই। কত দুঃখ পাবে তারা ভাবিয়া না পাই॥ যখন মথুরাধামে করি আগমন। গোরূপেরা ঊর্দ্ধমুখে করিল রোদন॥ একদৃষ্টে রহে সবে চক্ষে বহে বারি। সেরূপ স্মরিয়া মনে অস্থির মুরারি॥ দয়ার সাগর হরি অনন্ত মহিমা। কহিব কতেক গুণ গুণে নাহি সীমা॥ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। করিবারে অবতার বিভু সনা-

তন॥ ব্রজ ভাব ভাবি কৃষ্ণ ব্যাকুলিত মন। কিন্তু কিছু প্রকাশ না করেন তখন॥ রাখালের সঙ্গে রঙ্গে নাচিতে নাচিতে। মিলিলেন আসি যত গোপের সহিতে॥ সন্ধ্যাযোগে নন্দের নিকটে উপনীত। দেখি নন্দ মহাশয় হয়ে হরষিত॥ কোলে নিয়া কৃষ্ণচন্দ্রে মুখে চুম্ব দিয়া। তুষিলেন বহুবিধ আদর করিয়া। বলরামে কোলে নিয়া করেন আদর। নন্দের স্নেহের কথা কহিতে বিস্তর॥ তবে দোঁহে কোলে হতে নামিয়া তখন। স্নিগ্ধ জলে করিলেন পদ প্রক্ষালন॥ যুদ্ধ আর অটনের পরিশ্রম যাহা। জল সিঞ্চনেতে দূর করিলেন তাহা॥ ক্ষীর সর নবনীত করিয়া ভোজন। নন্দের নিকটে দোঁহে করেন শয়ন॥ মতান্তরে নন্দ কাছে এক রাত্রি রন। প্রভাসের মতে দুই রজনী যাপন॥ শ্রীদামাদি করি যত কৃষ্ণ সখাগণ। আপন পিতার কাছে করেন শয়ন॥ উপমনে শকটের উপরেতে বাস। চন্দ্রের কিরণে মনে বাড়য়ে উল্লাস॥ হইল রজনী বৃদ্ধি করে ঝিল্লীরব। ক্রমে ক্রমে গোপগণ ঘুমাইল সব॥ নন্দ চক্ষে নিদ্রা নাই শুনহ কারণ। কৃষ্ণের চরিত্র যত করিয়া শ্রবণ॥ রজকের মুণ্ডচ্ছেদ হস্তের প্রহারে। তন্ত্রবায়ে মুক্তিদান জ্ঞান মালাকারে॥ যজ্ঞের ধনুকভঙ্গ নাশি বীরগণ। কুব্জা সুন্দরী করা অদ্ভুত কথন॥ জন্মাবধি যত কথা শ্রীকৃষ্ণের আর। স্মরণ করিয়া নন্দ ভাবেন অপার॥ ভাবিতে ভাবিতে দেহে জ্ঞানোদয় হয়। শাস্ত্র কথা আলোচনা করেন হৃদয়॥ যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে প্রথমস্কন্ধে

প্রথমাধ্যায়ে।

কৃতবান্ যানি কর্ম্মাণি সহরামেণ কেশবঃ।
অতি মর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপট মানুষঃ॥

গূঢ় শব্দে সর্ব্ব গুহাশয় হন যিনি। গোপন হইতে অতি

গোপনীয় তিনি॥ এই হেতু তাঁর পরিজ্ঞাতা কেহ নয়। তিনি সকলের জ্ঞাতা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

যথা।—সসর্ব্ববেত্তা নহিতস্যবেত্তা ইত্যাদি।

সকলি জানেন তিনি বিভু বিশ্বময়। তাঁহাকে জানিতে কেহ ক্ষমবান নয়॥ সজীবের অজীবের অন্তরাত্মা হন। শব্দরূপে আকাশের হৃদয়েতে রন॥ আকাশ তাঁহারে কভু জানিতে না পারে। এই হেতু শ্রুতি কয় অশরীর তাঁরে॥ পুনঃ কয় সর্ব্বময় ব্রহ্ম সনাতন। প্রচ্ছন্ন রূপেতে সর্ব্ব শরীরেতে রন॥

যথা।—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি।

শ্রুতির সংবাদ দেখ বিরাট রূপেতে। সকল ধরেন তিনি আপন দেহেতে॥ মায়ায় মানুষ রূপ করেন ধারণ। এই হেতু গূঢ় বলি শ্রুতিগণে কন॥

অতিমানুষঃ।

অতিমানুষের কর্ম্ম শুন তত্ত্বসার। মনুষ্য অতীত কর্ম্ম সর্ব্বক্ষণ যাঁর॥ শুদ্ধ ঈশ্বরীয় কার্য্য প্রকাশ না করি। মনুষ্য হইতে কর্ম্ম অধিক আচরি॥ গোবর্দ্ধন গিরি আদি ধারণ যে হয়। মনুষ্য বালকে ইহা সম্ভাবিত নয়॥ ঈশ্বরীয় কর্ম্ম বলি ধরা নাহি যায়। জগত আছয়ে ধৃত যাঁহার সত্ত্বায়॥ তাঁর গোবর্দ্ধন ধরা নহে বড় ভার। গোবর্দ্ধন আদি পদে শুন অর্থ আর॥ পুতনা বিনাশ করা শকট ভঞ্জন। তৃণাবর্ত্ত অঘ বক অসুর নাশন॥ কালীয় দমন আর দাবানল পান। এত কর্ম্ম মনুষ্যেতে সম্ভব না পান॥ সব ঈশ্বরীয় কর্ম্ম মনুষ্যের নয়। পুত্র ভাবে জনমিল ঈশ্বর নিশ্চয়॥ এই সব কৃষ্ণ কার্য্য স্মরি মনে মনে। নন্দ মহাশয় কন আপনি আপনে॥

যথা।—জানামীশং মহাবিষ্ণুং পরং নির্গুণ মচ্যুতং।
তথাপি মোহিতোহঞ্চ মানবো বিষ্ণুমায়য়া॥

পয়ার। এই যে বালক মম বিষ্ণু অবতার। পরম নির্গুণা-চ্যুত অচিন্ত্য আকার॥ জানিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব নাহি থাকে স্মৃত। আমি যে মানব বিষ্ণু মায়া বিমোহিত॥ আমার মানব দেহ অতি পাপাচারি বিষ্ণু মায়ামোহে মুগ্ধ চিনিতে না পারি॥ কোলে পেয়ে কৃষ্ণনিধি তত্ত্ব হারা হই। পুত্র ভাব ভাবি মনে কত কথা কই॥ মনে মনে এই রূপ করিয়া বিচার। মনুষ্য নহেন কৃষ্ণ জানি-লেন সার। নাশিতে ভূভার অবতার নারায়ণ। এ কথায় অন্যথা যে নহে কদাচন। ভাবিতে ভাবিতে নন্দে ভক্তি উপজিল। স্তুতি করিবারে কৃষ্ণে মনে বিচারিল॥ উঠিয়া বসিলা নন্দ সজল নয়ন। ভাব দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিয়া তখন॥ মায়াতে ভুলায়ে দেন নন্দের সে ভাব। কে বুঝিতে পারে কবে কৃষ্ণের কি ভাব॥ নিজে ভয়ে-শ্বর হয়ে ভাসিলেন ভয়ে। স্বপ্নে যেন ভয় পেয়ে মনুষ্য কাঁপয়ে॥ পিতা পিতা বলি হরি উঠি চমকিয়া। ধরিলেন দুই হাতে নন্দে জড়াইয়া॥ জড়াইয়া ধরি নন্দে করি আকর্ষণ। জ্ঞানময় জ্ঞানতত্ত্ব করেন হরণ॥ কৃষ্ণের মায়ায় নন্দ হারাইয়া জ্ঞান। দুহাতে ধরেন কৃষ্ণে ভাবিয়া সন্তান॥ কেন কেন বাপ বলি করি সম্বোধন। ভয় কি ভয় কি বলে করেন সান্ত্বন॥ হায় হায় কি আশ্চর্য্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা। দেখিতে দেখিতে নন্দ সকলি ভুলিলা॥ পূর্ব্ব ভাব দূরে গেল হইল স্বভাব। ঘুচিল ঈশ্বর ভাব ভাবে পুত্র ভাব॥ তবে কৃষ্ণ কতক্ষণে সুসান্ত্ব হইয়া। সুধান পিতারে কিছু কোলেতে বসিয়া॥ অদ্য পিতা গিয়াছিলে রাজ বিদ্যমান। কহ দেখি কি দেখিলে রাজার বিধান॥ কি রূপ সভার শোভা রাজা বা কেমন। কি রূপ মন্ত্রণা করে রাজ মন্ত্রিগণ॥ সভাসদগণের কি রূপ সভে মতি। দারিদ্র দীনের প্রতি কিরূপ ভকতি॥ কোন কোন জন আছে পার্ষদ রাজার। কহ পিতা সে সবার কি রূপ আচার॥ সাধুজন কত আছে রাজার নিকটে। কত বা আছয়ে খল কহ অকপটে॥ মহাবীরগণ তথা আছে কত জন। কত বল ধরে তারা আকার কেমন॥ শিষ্ট সঙ্গে রাজার কিরূপ আলাপন। দুষ্টে বা কেমন মন

কহ বিবরণ। আর তার কত আছে অপর বৈভব। একে একে বিশেষিয়া শুনাও সে সব। এত যদি কৃষ্ণচন্দ্র সুধান পিতায়। শুনিয়া কহেন নন্দ সশঙ্কিত কায়॥ মৃদুস্বরে কন পাছে শুনে অন্য জনে। দারুণ কংসের ভয় আছে মনে মনে। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন। শ্রীকৃষ্ণে কহেন যাহা শ্রীনন্দ তখন॥

নন্দ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে কংসের

বৃত্তান্ত কহেন।

ত্রিপদী। শ্রীকৃষ্ণের শুনি বাণী, শ্রীনন্দ কপালে হানি, ধীরে ধীরে কহেন বচন। শুন শুন বাপধন, কংসরাজ বিবরণ, কহিতে সভীত হয় মন॥ রজনী যোগেতে কথা, বলা নহে যথা তথা, নীতি শাস্ত্রে আছয়ে বারণ॥ শুন পুত্র সাবধানে, পাছে যায় অন্য কাণে, তা হইলে হবে বিঘটন। শত্রু ফেরে পায় পায়,কথা বলা বড় দায়, শুনে পাছে কহে কংস স্থানে। তা হলে ফিরিয়া আর,ব্রজে যাওয়া হবে ভার, শুন কহি অতি সাবধানে॥ পাপমতি খল কংস,পুণ্যের নাহিক অংশ,অসুরের বংশ দুরাচার। উগ্রসেন জায়া যেই,অসুরে ভজিল সেই, তেঁই হৈল এমন কুমার॥ পাপেতে জনম যার, ধর্ম্ম কোথা থাকে তার, কর্ম্ম নষ্ট সকলি তাহার। দুষ্ট সঙ্গে সুমিলন, শিষ্টে নাহি আলাপন, জারজের মর্ম্ম বলা ভার॥ রাজা নিজে বলবান, ইন্দ্রে পান অপমান, যুদ্ধে যদি ক্ষণকাল যায়। দারুণ কংসের দাপে, পদভরে ধরা কাঁপে, বাসুকি মস্তকে ব্যথা পায়॥ কাছে যত বীরগণ, রহিয়াছে অগণন,অগণন বল দেহে ধরে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, ক্ষণে মাত্র নাহি ডরে, মুহূর্ত্তে প্রলয় ধরা করে॥ শুনহ সভার কথা, যে রূপ দেখেছি তথা, সাধ্য যথা কহি তব স্থানে। রাজা যবে দেয় বার, অনুচরগণ তার, অনুরূপ রাজ বিদ্যমানে॥ নিজে পাপমতি কংস, সকলি পাপের অংশ, ছত্রধারি অতি পাপাচারি। চামর ঢুলায় যেই, খলমতি অতি সেই, সম্মুখে

দুঃশীল আসাধারি॥ রাজপাত্র মহাপাত্র, পাপের প্রধান ছাত্র, মন্ত্রণার কত কব কথা। পরনারী পর ধন, পরবিত্ত প্রহরণ, বলেতে করিবে যথা তথা॥ বলীরে পূজিবে রাজা, নির্ব্বলীরে দিবে সাজা, প্রজাগণে সতত পীড়িবে। দুষ্টের রাখিবে মান, শিষ্টের নাশিবে প্রাণ, রাজইষ্ট তবে সে হইবে॥ দোকর প্রজার কর, বলেতে আ-নিবে ঘর, লুটে লবে যদি দেখে ধন। সতত করিবে রোষ, ইহাতে নাহিক দোষ, রাজকোষ করিবে পূরণ॥ মন্ত্রিণির এমন্ত্রণা, কত কব সে যন্ত্রণা, সভাসদ অসত সবাই। রাজার যে মত পায়, মত মত দেয় সায়, বলে ইথে দোষ কিছু নাই॥ রাজা যদি বলে জল, উচ্চ দেখি এই স্থল, সভাসদে বলে সত্য রায়। রাজবুদ্ধি বিচক্ষণ, নহে কেবা এ লক্ষণ, বিলক্ষণ বুঝিবারে পায়॥ কাছে আছে মহামল্ল, শলাদি তোষল মল্ল, চানুর মুষ্টিক আদি করি। রাজ আজ্ঞা যদি পায়, তারা জিনি বেগে ধায়, বাসবে আনয়ে চুলে ধরি॥ ঋষিগণে দেয় কষ্ট, যাগাদি করয়ে নষ্ট, গো হত্যায় নাহি করে ভয়। খল বুদ্ধে বিচক্ষণ, অখাদ্যে অধিক মন, মদ্যপানে সন্তোষ হৃদয়॥ এরূপ অনেক চর, আছে রাজ অনুচর, ভয়ানক দেহের আকার। কি কব অধিক আর, খল মতি সবাকার, শিষ্ট কেহ নাহি তথাকার॥ রাজা ভাবি ভয়ঙ্কর, চক্ষু করি ঘোরতর, সতত সবার দিকে চায়। দেখিলে সে ঘোর আঁখি, উড়ে যায় প্রাণ পাখি, কত আর কহিব তোমায়॥ কি জানি কি মন্ত্রণায়, আনিলেক মথুরায়, আমা সবে করি আমন্ত্রণ। বিশেষতঃ সমাদরে, পত্র দিল স্বতন্ত্বরে, তোমা দোঁহে করিয়া যতন॥ এ কাযেতে মম মন, স্থির নহে কদাচন, সর্ব্বদা কাঁপিছে কলেবর। ব্যবস্থা রহিত যার, প্রসন্নতা বাক্য তার, সেহ হয় অতি ভয়ঙ্কর॥ এক্ষণেতে ভালে ভালে, কার্য্য সমাপিয়া কালে, দেশে গেলে তবে হব স্থির। শুন বলি ওরে বাপ, কংস খলমতি পাপ, অতিশয় নির্দ্দয় শরীর॥ ভগিনী দেবকী সতী, বসুদেব ভগ্নিপতী, দুষ্টমতি রেখেছে বন্ধনে। সে দোঁহার দুঃখ যত, আমি বা কহিব কত, হৃদি ফাটে যদি করি মনে॥ এত যদি

নন্দ কন, শ্রীকৃষ্ণ কুপিত মন, কংসের শুনিয়া দুষ্টাচার। কিন্তু তথা প্রকাশিয়া, কোন কথা না কহিয়া, মনে মনে করেন বিচার॥ প্রত্যুষেতে প্রতিকার, ঘুচাব পৃথ্বীর ভার, কংসে ধ্বংস করিব নিশ্চিত। করিলাম দৃঢ় উক্তি, মা বাপে করিব মুক্তি, সজ্জনের ঘুচাইব ভীত॥ এতেক ভাবিয়া মনে, নানা কথা আলাপনে, নন্দ ক্রোড়ে নিদ্রা যান হরি। শ্রীনন্দে কংসের ভয়, নেত্রে নিদ্রা নাহি হয়, ভাবনায় বঞ্চেন শর্ব্বরী॥

কংসের দুঃস্বপ্ন দর্শন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী। ওখানেতে রাজা কংস, নিদ্রার নাহিক অংশ, জানিয়া কৃষ্ণের কর্ম্ম যত। দেবকীর গর্ব্ভাষ্টম, জন্মিল আমার যম, এত দিনে বুঝি হই হত॥ দূরে ছিল ছিল ভাল, কাছে আনিলাম কাল, আপনি করিয়া আমন্ত্রণ। আপনার হাতে গলে, শিলা বান্ধি পড়ি জলে, এক্ষণে উপায় অপায়ন॥ আগুণে দিলাম ঝাঁপ, ধরিলাম কাল সাপ, জানিয়া শুনিয়া নিজ হাতে। কি করিব হায় হায়, মরি মরি প্রাণ যায়, বিষাগ্নির বিষম জ্বালাতে॥ এইমত ভাবনায়, রজনী কাটায় তায়, জাগিয়া যে দেখে দুঃস্বপন। মূর্ত্তি অতি ঘোরতর, দণ্ডকর এক নর, ভয়ঙ্কর মহিষ বাহন॥ পুনঃ দেখে এক নর, তৈলসিক্ত কলেবর, বলে ধরি করি আলিঙ্গন। চড়ায়ে গাধার পরে, নগরে ভ্রমণ করে, ওড়ফুল দিয়া বিভূষণ॥ পুনঃ পৃষ্ঠে মারে ছাট, ছাড়িয়া প্রশস্ত বাট, লয়ে চলে কন্টকের বন। ছিন্ন ভিন্ন করে কায়, রক্ত নাহি পড়ে তায়, কৃষ্ণনীর হয় দরশন। আপন দুর্গতি তায়, স্বপনে দেখিয়া রায়, উভরায় করয়ে ক্রন্দন। পুনঃ স্বপ্ন দেখে তায়, মুণ্ড হীন নিজ কায়, ছায়া নাহি হয় দরশন। নিশি শেষে দুঃস্বপন, দেখি রাজা অনুক্ষণ, স্বপ্ন ভঙ্গে চমকি উঠিল। ভয়ে কাঁপে কলেবর, কোথা আছ অনুচর, বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল॥ শুনিয়া কংসের রব, ধাইয়া আইল সব, মহাবীর

অনুচর যত। দেখি সব বীরচয়, দিয়া স্বপ্ন পরিচয়, কেন্দে বলে হইলাম হত॥ শুনি বীরগণে কয়, ও সকল কিছু নয়, বায়ুযোগে দেখায় স্বপন। শুন রাজা মহাশয়, তোমার কিসের ভয়, আমাদের থাকিতে জীবন॥ সমুদ্র লঙ্ঘন করি, ইন্দ্র চন্দ্রে নাহি ডরি, শমনেরে দেখাই শমন। আকর্ষণ করি ভানু, বালক বলাই কানু, তাহে এত ভয় কি কারণ॥ মুহুর্ত্তে মারিব রায়, কিছু না ভাবিবে তায়, মল্ল যুদ্ধ করিয়া দুজন। চাণুর বলিল আর, কানুরে আমারে ভার, বলরাম মুষ্টিক ভাজন॥ এইরূপে বীরগণ, দর্প করি সর্ব্ব জন, রাজারে বুঝায় বিধিমতে। সাহস পাইল কংস, শক্রর হইবে ধ্বংস, নিশি গতে অনুচর হতে॥ বহুবিধ কথা কয়ে, বসিল সুস্থির হয়ে, এক্ষণেতে শুন সমাচার। নন্দ ক্রোড়ে ভগবান, উপবনে নিদ্রা যান, ক্রমেতে রজনী অবহার॥ ক্ষণ পরে গত নিশি, প্রকাশ পাইল দিশি, পক্ষী সব করে কলরব। অরুণের আগমনে, নলিনী আনন্দ মনে, সরোবরে করয়ে উৎসব॥ প্রাতঃস্নানে ঋষিগণে, চলেন সানন্দ মনে, ইষ্ট নাম করি উচ্চারণ। তস্কর দুষ্কর জন, হইল মলিন মন, নির্ভয় গৃহস্থ যত জন॥ এ সময়ে নরহরি, উঠিলেন ত্বরা করি, রজনীর জানি অবসর। নন্দ আদি গোপগণ, উঠিলেন সর্ব্বজন, শিশু কহে শুন অতঃপর॥

নিশি প্রভাতে রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণের গমনোদ্যোগ।

পয়ার। নিশির গমনে শীঘ্র উঠি নরহরি। প্রাতঃকৃত্য আদি সব সমাপন করি॥ ক্ষীর সুর নবনীত করিয়া ভোজন। নন্দের নিকটে বসি বলেন বচন॥ শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন। অগ্রে তোমা সবে যাও রাজার সদন॥ অবিলম্বে গিয়া সেই রাজ সন্নিধানে। রাজারে বন্দিয়া বৈস যথা যোগ্য স্থানে॥ শ্রীদাম সুদাম আদি মম সখাগণ। আমার সঙ্গেতে সবে করিবে গমন॥ দাদা

বলরাম সঙ্গে যাব কিছু পরে। যাইয়া মিলিব শীঘ্র তোমার গোচরে॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রীনন্দ তখন। মধুর নিঃসরে কন মধুর বচন॥ নগর দেখিয়া বাপ যাইবে দুজনে। দেখ যেন পথে দ্বন্দ্ব নহে কার সনে॥ দুরন্ত এ রাজধানী দুরন্ত রাজন। চঞ্চল স্বভাব বড় তোমরা দুজন॥ পাছে কার সহ দ্বন্দ্ব কর বাপধন। এই হেতু সদা ভয়ে ভাসে মম মন॥ কৃষ্ণ কন পিতা ভয় না ভাবিহ মনে। এখনি মিলিব গিয়া তোমার সদনে॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র অতি মনোরঙ্গে। নগর দেখিতে যান বলরাম সঙ্গে॥ শ্রীনন্দ সভয় মনে সহ গোপগণে। রাজার সদনে যান যজ্ঞ দরশনে॥ উপনন্দ আদি করি সহ সর্ব্বজন। অবিলম্বে উপনীত রাজার ভবন॥ কংসরাজ নিকটেতে নন্দ মহাশয়। প্রণাম করিয়া বহু করেন বিনয়॥ নন্দেরে দেখিয়া কংস করি সমাদর। বসিতে আদেশ দেন সভার ভিতর॥ রাজার আদেশে নন্দ সহ সহচর। বসিলেন সভামধ্যে সভীতি অন্তর॥ পুনঃ কংস মহারাজ নন্দেরে সুধান। কুশলেতে আছ নন্দ সহিত সন্তান॥ বৃদ্ধকালে পুত্র তব হয়েছে সুন্দর। অধিকন্তু হইয়াছে বড় বলধর॥ শুনিয়া দেখিতে বাঞ্ছা হয়েছে আমার। স্বতন্তর নিমন্ত্রণ দিয়াছি তাহার॥ তবে তব পুত্রে কেন সঙ্গে আন নাই। মম বাক্য লঙ্ঘনেতে মনে ভয় নাই॥ শুনিয়া কংসের কথা কম্পিত অন্তরে। করযোড়ে কন নন্দ রাজার গোচরে॥ কার সাধ্য তব বাক্য করিবে লঙ্ঘন। আসিয়াছে সঙ্গে রায় আমার নন্দন॥ বালক স্বভাব গেল দেখিতে নগর। এখনি আসিবে দেব তোমার গোচর॥ শুনি ভাল ভাল বলি নন্দেরে কহিয়া। ইঙ্গিতে আপন গণে কহেন ডাকিয়া॥ কুবলয় নামেতে যে আছয়ে কুঞ্জর। দশ শত কুঞ্জরের সম বলধর॥ মদ্যপান করাইয়া মাতোয়ালা করি। দ্বারদেশে আবন্ধিয়া রাখ সেই করী॥ প্রচণ্ড নামেতে আছে মাহুত তাহার। বুঝাইয়া বল তারে করিয়া বিস্তার॥ যথাসাধ্য পরাক্রমে অঙ্কুশ ধরিয়া। হস্তী পরে থাকে যেন সতর্ক হইয়া॥ যেই মাত্র রাম কৃষ্ণ আসিবেক

দ্বারে। হস্তি টোয়াইয়া যেন অবিলম্বে মারে। এই রূপে শক্রর হইলে পরিক্ষয়। আমার অযশ তবে ভুবনে না হয়॥ এতেক মন্ত্রণা করি দূতে আজ্ঞা দিল। দুত গিয়া মাহুতেরে বিশেষ কহিল॥ দূতমুখে রাজ আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ। প্রচণ্ড মাহুত করি করীর সাজন॥ মদ্যপান করায় কলসী দশলক্ষ। দ্বারদেশে রাখে করী কৃষ্ণে করি লক্ষ॥ আপনি অঙ্কুশ করে রহে করীপরে। কার সাধ্য প্রবিষ্ট হইবে দ্বারবরে॥ রাজার নিকটে রহে মহাবীরগণ। চাণুর মুষ্টিক আদি আছে যত জন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। রাজদ্বারে কৃষ্ণ বলরামের গমন॥

কুবলয় বধ ও রামকৃষ্ণের রাজসভায় গমন।

পয়ার। এখানেতে নরহরি সহ সহচর। নগর ভ্রমণ করি চলেন সত্বর॥ মল্লে মল্ল ক্রীড়া করে কংসের সভায়। বাহ্বস্ফোট হুহুঙ্কার শব্দ হয় তায়॥ দূরে হতে সেই শব্দ করিয়া শ্রবণ। বল-রামে কন কৃষ্ণ ইঙ্গিত বচন॥ হইয়াছে সুসময় চল শীঘ্রগতি। কংসে বধি ঘুচাইব সাধুর দুর্গতি॥ অবিলম্বে ভার শূন্য করিব ধরণী। মা বাপের বন্ধ মুক্ত করিব এখনি॥ এত বলি গুণময় সত্ব সম্বরিয়া। তমোগুণ উপরেতে নির্ভর করিয়া॥ ক্রোধভরে নিজ কায় করি বিশ্বম্ভর। কটিতে আঁটিয়া ধটী চলেন সত্বর॥ পৃষ্ঠেতে আটোপ পীতবস্ত্র মনোহর। মেঘেতে খেলিছে যেন চপলা সুন্দর॥ চূড়াপরে শিখীপুচ্ছ চরণে নূপুর। চঞ্চল গমনে ঘন বাজে সুমধুর॥ করেতে বলয় তাড় গলে দোলে মণি। কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে দীপ্ত দিনমণি॥ চলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ ভাবে। যে জন যে ভাবে ভাবে দেখিবে সে ভাবে॥ দক্ষিণেতে বলদেব বলেতে অনন্ত। কি কব রূপের কথা রূপে নাহি অন্ত॥ বামভাগে চলিলেন শ্রীদাম সুমতি। পশ্চাতে রাখালগণ রূপবান অতি॥ আলো করি রাজপথ রাজীবলোচন। দ্রুতগতি যান মোহি মথুরার

জন॥ ক্ষণ মাত্রে রঙ্গদ্বারে হয়ে উপনীত। দেখিলেন দ্বারদেশে করী বিপরীত॥ প্রচণ্ড মাহুত দন্তে ভ্রমায় তাহারে। প্রবিষ্ট হইতে কারে নাহি দেয় দ্বারে॥ দেখি কৃষ্ণ কন আঁখি করি ঘোরতর। দ্বার ছাড়ি শীঘ্রগতি অন্তরেতে সর॥ নহিলে নহিবে ভাল শুনরে বর্ব্বর। হস্তি সহ পাঠাইব শমন নগর॥ শুনিয়া কর্কশ কথা মাহুত রুষিল। কৃষ্ণের উপরে হস্তি টোয়াইয়া দিল॥ প্রমত্ত মাতঙ্গ সেই প্রমত্ত হইয়া। ধরিবারে ধায় কৃষ্ণে কর প্রসারিয়া॥ তুলি মুণ্ড লাড়ে শুণ্ড বেগে ঝাড়ে মদ। অঙ্কুশ আঘাতে আরো কোপে চালে পদ॥ দেখিয়া মাতঙ্গ গতি প্রভু ভগবান। আতঙ্ক পাইয়া যেন অন্তরে পলান॥ তাহা দেখি অতি বেগে ধায় হস্তী বর। চারি হস্ত অন্তে তার রন মুরহর॥ সহজে সে মূর্খ হস্তী না পারে বুঝিতে। তবু মহা বেগে ধায় কৃষ্ণেরে ধরিতে॥ পুনঃ পুনঃ মাহুতে বলিছে ধর ধর। ধরিতে না পারে কৃষ্ণে ক্রোধিত অন্তর॥ তা দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বেগেতে ধাইয়া। হস্তির গালেতে এক চাপড় মারিয়া॥ পুনরপি কত দূরে উঠে দেন রড়। চাপড় খাইয়া হস্তী করে ধড়ফড়॥ কতক্ষণে কুবলয় সম্বিত পাইল। অন্তরে পাইয়া ব্যথা অধিক কোপিল॥ ক্রোধ ভরে তুণ্ড তুলে শুণ্ড বাড়াইয়া। ধরিতে ধাইল কৃষ্ণে আত্ম পাসরিয়া॥ যে দিগেতে বেগে হস্তী হয় ধাবমান। অলক্ষেতে কৃষ্ণচন্দ্র অন্য দিগে যান॥ কখন বা বামে যান দক্ষিণে কখন। কখন পশ্চাত ভাগে করেন গমন। কখন লুকান তার বক্ষতলে গিয়া। পুনরপি দেখা দেন সম্মুখে আসিয়া॥ ধরিতে না পারি কৃষ্ণে হইল ফাঁফর। মাহুতে অঙ্কুশ মারে বলে ধর ধর॥ কুলাল চক্রের ন্যায় ফেরে কবুলয়। ধরি ধরি করে কিন্তু ধরা নাহি হয়॥ কোন মতে কৃষ্ণচন্দ্রে না পারি ধরিতে। কর প্রসারিয়া হস্তী ভ্রমে চারিভিতে॥ তবে কতক্ষণে কৃষ্ণ করিয়া বিচার। করির পশ্চাতে গিয়া পুচ্ছ ধরি তার॥ বামহাতে ধরি পুচ্ছ করান ভ্রমণ। বৎসেরে ঘুরায় ধরি বালকে যেমন॥ দেখিয়া সকল লোক চমৎকার হয়। ধন্য ধন্য করি কৃষ্ণে

বার বার কয়॥ অনুক্ষণ নরহরি ধরি তার লেজ। ঘুরায়ে ঘুরায়ে হস্তী করেন নিস্তেজ॥ অবিলম্বে ছাড়ি পুচ্ছ সম্মুখেতে গিয়া। মারেন মস্তকে মুষ্টি কর প্রসারিয়া॥ সেই মুষ্ট্যাঘাতে করী হেরি শূন্যাকার। পড়িল অন্তরে গিয়া ছাড়িয়া চিৎকার॥ কালঘামে দেহ তার হইল প্লাবন। মুখে রক্ত উঠে হস্তী ত্যজিল জীবন॥ মরিল যদ্যপি হস্তী মাহুত পলায়। ধেয়ে গিয়া বলরাম মারিলেন তায়॥ কেমনি কৃষ্ণের ইচ্ছা বলা নাহি যায়। মরি করী কৃষ্ণহাতে দিব্য দেহ পায়॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিয়া ধারণ। অলক্ষেতে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন॥ দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করে অনিবার। লোকে বলে ধন্য কৃষ্ণ বীর অবতার॥ তবে কতক্ষণে কৃষ্ণ গিয়া সন্নিধান। উপাড়েন করি দন্ত দিয়া একটান॥ দুই হাতে দুইদন্ত করি উৎপাটন। এক দন্ত বলরামে করেন অর্পণ॥ দুই ভাই করিদন্ত স্কন্ধেতে করিয়া। চলিলেন রঙ্গভূমে রঙ্গিত হইয়া॥ করিদন্ত উৎপাটিতে উঠি রক্ত ধার। বেগেতে ছড়ায়ে গিয়া পড়ে চারিধার॥ নিকটেতে যে যে লোক আছিল তাহার। কিছু কিছু লাগে ছিটা অঙ্গেতে সবার। কৃষ্ণ বলরাম অঙ্গে বিন্দু বিন্দু লাগে। হইল অপূর্ব্ব শোভা অঙ্গ অনুরাগে॥ শ্বেত নীল দুই তনু জিনিয়া কোমল। তাহাতে ফুটিল যেন সুরক্ত কমল॥ কি কব সে অঙ্গ শোভা না যায় বর্ণন। রূপ হেরি মোহ হয় এ তিন ভুবন॥ এই রূপে রাম কৃষ্ণ করীদন্ত হাতে। উপনীত হইলেন কংসের সভাতে॥ ব্রজ সহচর শিশু যারা ছিল সঙ্গে। তাহারাও উপনীত হৈল সঙ্গে সঙ্গে॥ যেরূপে বিদিত হরি হইলেন তথা। শিশুরাম দাসে ভাষে সপ্রমাণ কথা॥

যথা।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তি-
মান্। গোপানাং স্বজনঃ সতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়্

বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং। বৃষ্ণীণাং পর-
দেবতেতিবিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

পয়ার। পরম পুরুষ কৃষ্ণ অগ্রজ সহিত। রঙ্গভূমে অবি-
লম্বে হয়ে উপনীত॥ ভুবনমোহন মূর্ত্তি করেন ধারণ। ব্যক্তি
বিবেচিয়া রূপ হৈল দরশন॥ মল্লগণ দেখে কৃষ্ণে বজ্রের সমান।
নারীগণে দেখে কামদেব মূর্ত্তিমান॥ গোপেরা দেখেন কৃষ্ণে
আপন স্বজন। সজ্জনে দেখেন শাস্তা দুষ্ট রাজাগণ॥ কংসরাজ
দেখিলেক সাক্ষাৎ শমন। বসুদেব দেখিলেন আপন নন্দন॥
জ্ঞানিরা দেখেন প্রভু বিরাট আকার। অখিল ব্রহ্মাণ্ড সুগুপ্ত লোম-
কূপে যাঁর॥ যোগতত্ত্ব পরিহরি দেখে যোগিজন। পরম দেবতা
রূপে দেখে যদুগণ॥ এই রূপে কৃষ্ণ রূপ হলে প্রদর্শন। মনে
মনে সকলেতে করে প্রশংসন॥ কংস ভয়ে কারো মুখে বাক্য
নাহি সরে। আঁখি পথে লয় রূপ আপন অন্তরে॥ এ সময়ে
কংসাদেশে চানুর উঠিয়া। কহিতে লাগিল কথা কৃষ্ণে সম্ভা-
ষিয়া॥ শুন ওহে নন্দসুত বচন আমার। ব্রজপুরে তুমি আর
রোহিণী কুমার॥ মল্ল যুদ্ধ করি বহু বীরে বিনাশিলে। বহুবিধ
বল বীর্য্য প্রকাশ করিলে॥ শুনিয়া রাজার হৈল হরষিত মন।
আনিলেন তোমা দোঁহে দিয়া আমন্ত্রণ॥ মল্লযুদ্ধ পারিপাটী তোমা
দোঁহাকার। দেখিতে মানস বড় হয়েছে রাজার॥ প্রজা হয়ে
রাজার সন্তোষ করে যেই। চিরকাল ধনে জনে সুখে থাকে সেই॥
অতএব শীঘ্র কর রাজার সন্তোষ। ক্ষমিবেন তোমাদের পূর্ব্বকার
দোষ॥ যদি বল যুদ্ধ যোগ্য ব্যক্তি ইথে চাই। তুমি আমি করি
যুদ্ধ মুষ্টিকে বলাই॥ এত যদি কহিল চানুর মহাবীর। শুনিয়া
কহেন কৃষ্ণ বচন গভীর॥ শুন শুন মহাবীর মম নিবেদন। যে
কহিলে সমুদয় এ সত্য বচন॥ প্রজালোক হই বটি বৈসি বনা-
লয়। রাজার সন্তোষ হবে বড় ভাগ্যোদয়॥ কিন্তু এক ইহাতে
আছয়ে এই কথা। সমানে সমানে যুদ্ধ সাজে যথা তথা॥ তুমি

হও মহাবীর আমি শিশুমতি। কেমনে শোভিবে যুদ্ধ তোমার সংহতি॥ চানুর বলিল কানু কেন মিছা কও। দেখিতে বালক তুমি বলে ছোট নও॥ বাল্যকালে বকাসুরে বধিলে বিপিনে। অঘ আদি অনেক বধিলে দিনে দিনে॥ এক্ষণে এখানে আসি দন্ত দেখাইলে। কুবলয় করি করাঘাতে বিনাশিলে॥ দেখিলে যে হস্তিবরে লোকে ধরে দিশে। তারে বিনাশিলে বলে তুমি ছোট কিসে॥ তুমি আমি সমযোগ্য মুষ্টিকে বলাই। এ কথার অন্যথাত কদাচিত নাই॥ ছাড়িয়া ছলনা কথা হও অগ্রসর। তুমি আমি দুই জনে করিব সমর॥ বলাই করুন রণ মুষ্টিক সহিত। রাজার সন্তোষ ইথে হইবে নিশ্চিত॥ কৃষ্ণ কন যদি তুমি না ছাড় একান্ত। কি করি করিতে যুদ্ধ হইল নিতান্ত॥ এসো তবে দুই জনে সাক্ষী করি ভানু। আর সাক্ষী করি এই জ্বলন্ত কৃষাণু॥ আর সাক্ষী হও যত মহাবীরগণ। একজন উপরে না রুষিবে দুজন॥ এত বলি রঙ্গভূমে নামিলেন হরি। চানুর নামিল দম্ভে বাহ্বাস্ফোট করি॥ মুষ্টিক বলাই সহ হইল ভিড়ন। শিশু কহে মল্লযুদ্ধ অদ্ভুত কথন॥

চানুর ও মুষ্টিক বধ।

ত্রিপদী। আজ্ঞা দিল মহাসুর, রণবাদ্য সুমধুর, বাজিতে লাগিল মধুস্বরে। কি কব বাদ্যের কথা, যোদ্ধাগণ শুনি তথা, উৎসাহে আপনি পদ সরে॥ আপন নাশন ভয়, অন্তরে নাহিক রয়, কেবল মারিতে ধায় মন। বাহ্বাস্ফোট হুহুঙ্কার, করতালি শব্দ আর, অনিবার সঘনে গর্জ্জন॥ চানুরের ভীমনাদ, শুনি গণি পরমাদ, লোক সবে এক দৃষ্টে চায়। কৃষ্ণের কণ্ঠের স্বর, জিনি শত পিকবর, মনোহর কমনীয় কায়॥ উল্লম্ফন প্রোল্লম্ফন, উভ-য়েতে অনুক্ষণ, ঘনেঘন ঘূরে ঘূরে পাক। করি দোঁহে হাতাহাতি, ক্রমে হয় লাতালাতি, পাড়াপাড়ি মল্লযুদ্ধ ডাক॥ চানুরের হাতে ত্যজি, মারি শীঘ্র বনমালী, অন্তরেতে করেন গমন। চানুর রুষিয়া

তায়, কৃষ্ণেরে ধরিতে ধায়, দুই ভুজ করি প্রসারণ॥ শতপদ অন্তে গিয়া, ধরে কৃষ্ণে সাপটিয়া, কোলে নিয়া চাপে মহাবলে। কৃষ্ণের কোমল কায়,করিলেন বজ্র তায়,চানুরের লাগে বক্ষস্থলে॥ বেদনা পাইয়া বীর, না পারে হইতে স্থির, ছাড়ি শীঘ্র ক্রোধে মারে কিল। কৃষ্ণেরে না লাগে তায়, চানুর বেদনা পায়, বজ্র দেহে ভাঙ্গে হস্তখিল॥ ভয়ে হয়ে কিছু পিছে, মুখে দম্ভ করে মিছে, ক্রোধে বলে মারিব এবার। দেখিয়া যুদ্ধের গতি, কংসেরে নিন্দিয়া অতি, লোকে বলে একি অবিচার॥ যতেক রমণীগণ, দেখি তারা অকরণ, অগণন নিন্দা করি কয়। বলে ভাগ্য এ রাজার, কখন নাহিক আর, নিজ পাপে শীঘ্র হবে ক্ষয়॥ ছিছি একি দুরাশয়, হৃদয়ে না দয়া হয়, দেখিয়া এ কোমল শরীর। দুরন্ত অসুর সনে, নিযুক্ত করিল রণে, কেমনে করিয়া মনস্থির॥ কপটে মন্ত্রণা করে, আনিয়া আপন ঘরে, দুষ্ট রাজা করে দুষ্ট কায। অন্যায় কর্ম্মের ফলে, যাকু রাজা রসাতলে, মুণ্ডেতে পড়ুক শীঘ্র বাজ॥ কেবল অধর্ম্মময়, এ স্থলেতে থাকা নয়, ইহা কি নয়নে দেখা যায়। নীল শ্বেত পদ্মপ্রায়, কৃষ্ণ বলরাম কায়, অসুর হস্তির সম তায়॥ দলিছে দারুণ দাপে, ক্ষণে ক্ষণে কোলে চাপে, বিনা-শিতে চাহে পদ্মদল। আর নাহি দেখা যায়, ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পায়, কোমলাঙ্গ কাঁপিছে কেবল॥ কেহ বলে নীলকায়, দেখ কিবা শোভা পায়, ঘর্ম্মবিন্দু চন্দনের কোলে। কেহ বলে শ্বেত অঙ্গে, যেন গঙ্গা সতরঙ্গে, বহিতেছে পবন হিল্লোলে॥ কেহ বলে মরি মরি, দেখ দেখি সহচরি, নীল কায় রক্তবিন্দু শোভা। জিনি রক্ত শতদল, হইয়াছে সমুজ্জ্বল, দেখি ধায় মনো মধুলোভা॥ কেহ বলে শ্বেতকায়, মরি কি শোভিছে তায়, হায় হায় ডুবিল গো আঁখি। ইচ্ছা হয় উড়ে গিয়া, রাখি সদা আবদ্ধিয়া, ও পদ পিঞ্জরে প্রাণ পাখি॥ কোন সখী বলে সই, দেখ দেখ দেখ অই, নীলাম্বুজ ভুজ মনোহারা। ব্রজবধূ গণ গলে, শোভিত মৃণাল স্থলে, কত পুণ্য করে ছিল তারা॥ এইরূপে রামাগণ, রামকৃষ্ণে

সঁপি মন, মনোগত কহে পরস্পর। ডুবি রূপ সরোবরে, দুইচক্ষে জল ঝরে, রাজারে নিন্দয়ে বহুতর॥ এখানেতে নন্দঘোষ, যুদ্ধ দেখি অসন্তোষ, ঘন বারি বহে দুনয়নে। চিত্রের পুত্তলি হয়ে, এক দৃষ্টে চেয়ে রয়ে, স্মরণ করয়ে নারায়ণে॥ কৃষ্ণের রক্ষার তরে, অনিবার কৃষ্ণে স্মরে, নাহি জানে পুত্র কোন জন। আর যত সাধুগণ, সকলেই দুঃখ মন, অকরণ করি নিরীক্ষণ॥ আকাশে অসুর চয়, চানুরের চাহে জয়, দেবে রাম কৃষ্ণের কল্যাণ। ভক্তের হৃদয়ে হরি, দুঃখচয় দৃষ্টিকরি, ঘুচাইতে হন চিন্তমান॥ ছাড়ি ক্রীড়া অনুবল, প্রকাশি আপন বল, অবিলম্বে বেড়াপাক দিয়া। চাপিয়া চানুরে হরি, ক্রমে দুই পদ ধরি, পাক দেন শূন্যেতে তুলিয়া॥ পাকেতে বিনাশি বল, আছাড়িয়া ভূমিতল, চানুরের বধেন জীবন। বলাই মুষ্টিকে ধরি, চাপি দেহ চূর্ণ করি, অনায়াসে করেন নিধন॥ রণে পড়ে দুই বীর, কংসের কাঁপিল শির, অন্য লোকে ধন্য ধন্য করে। পৃথিবীর অর্দ্ধভার, হৈল তাহে অবহার, ভয়শূন্য হইল অমরে॥ তবে ক্রোধে মহাবল, ধাইল তোষল সল, দেখি রাম শমন সমান। তোষলে ধরিয়া তূর্ণ, আছাড়ি করেন চূর্ণ, সলেরে মারেন ভগবান॥ তবে কুট মহাসুর, যারে কাঁপে ত্রিন পুর, ক্রোধেতে কৃষ্ণের আগে ধায়। দেখি ক্রোধে নরহরি, ধাইয়া কূটেরে ধরি, কুটচ্ছিন্ন করিলেন তায়॥ কূট যদি পড়ে রণে, দেখি ভয়ে বীরগণে, কেহ না নিকটে আসে আর। কংসের কম্পন হয়, মুখে দম্ভ করি কয়, বীরগণে ডাকি বার বার॥ যত আছ বীরগণ লয়ে নিজ প্রহরণ, মারহ এ বালক দুটায়। নন্দ আদি গোপগণ, আসিয়াছে যে যে জন, বন্দি করি রাখহ সবায়॥ পাপ উগ্রসেন বাপ, দিল বহু মনস্তাপ, তাহারেও করহ বন্ধন। দেবকী বসুর সহ, কারাগারে অহরহ, রাখ লয়ে এই সব জন॥ আগে মার দুষ্ট ছোঁড়া, এ দুষ্ট নষ্টের গোড়া, ইহারা থাকিতে ভাষ্য নাই। কহে শিশুরাম দাস, শুনিয়া কংসের ভাষ, রুষিলেন নন্দের কানাই॥

কংস বধ।

পয়ার। কংসের দর্পের কথা করিয়া শ্রবণ। কুপিলেন কৃষ্ণ-চন্দ্র কমললোচন।। ক্রোধেতে পূরিল তনু কাঁপে কলেবর। লম্ফ দিয়া উঠিলেন মঞ্চের উপর।। দানবে দলিতে যেন যায় সুরপতি। সর্পে সংহারিতে যথা গরুড়ের গতি।। সেই মত মঞ্চে গিয়া উপ-নীত হন। দেখিয়া কংসের হয় হৃদয় কম্পন।। শমন সদৃশ কৃষ্ণে নিকটে হেরিয়া। উপায় না পায় কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া।। ভয়েতে অস্থির তবু মুখে দম্ভ করে। উঠি দাণ্ডাইল শীঘ্র খাণ্ডা লয়ে করে।। কৃষ্ণেরে কাটিতে কংস করে মনে মন। কংসে বেড়ি কৃষ্ণচন্দ্র করেন ভ্রমণ।। কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমেণ শ্রীহরি। কংস সেই মত ভ্রমে হাতে খাণ্ডা করি।। মারিবারে চাহে কিন্তু লক্ষ হয় মিছে। সম্মুখে করিতে লক্ষ কৃষ্ণ যান পিছে।। এইমত কতক্ষণ করিয়া ভ্রমণ। কংসেরে মারিতে কৃষ্ণ করিলেন মন।। পশ্চাতে যাইয়া শীঘ্র ধরি কংস কেশে। ফেলিলেন ভূমিতলে চক্ষুর নিমেষে।। বাম হস্তে অসি খান কাড়িয়া লইয়া। অবিলম্বে ফেলিলেন দূরেতে টানিয়া।। কেশে ধরি ঊর্দ্ধে তুলি মারেন আছাড়। আছাড়ে আছাড়ে তার চূর্ণ হৈল হাড়।। অবশেষে শিলাতলে ফেলি আরবার। মুখ ধরি ঘর্ষণ করেন অনির্ব্বার।। ঘর্ষণে ঘর্ষণে কংস ত্যজিল জীবন। কৃষ্ণ হাতে মরি গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন।। কংসের নিধন দেখি যত বীরগণ। হীনবাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।। পলায়িত জনে কৃষ্ণ না মারেন আর। বলরাম হাতে কারো নাহিক নিস্তার।। আছিল কংসের আর ভাই অষ্ট জন। কঙ্ক আদি নামে মহাবীরেতে গণন।। সোদরের শোকে তারা অস্থির হইয়া। অস্ত্র হাতে ধায় রণে ভয় তেয়াগিয়া।। তাহা দেখি বলরাম রোহিণী নন্দন। একে একে অষ্টজনে করেন নিধন।। দেখিয়া ভয়েতে কেহ নাহি আসে আর। বাড়িল আনন্দ দ্বন্দ্ব ঘুচিল অপার।। কংসের মরণে ভয় গেল পৃথিবীর। পাতা-

লেতে ভারশূন্য বাসুকির শির ॥ অভয় হইল সব স্বর্গে সুরগণ। পুষ্পবৃষ্টি করে আর দুন্দুভি বাজন॥ অনিবার পড়ে ফুল রাম কৃষ্ণ শিরে। রাখালেরা নৃত্য করে চারিদিগে ঘেরে॥ আর নৃত্য করে বহু মথুরার জন। যে রূপ আনন্দ তথা না যায় কথন॥ যদু-গণ আনন্দিত হয়ে অতি মনে। রাম কৃষ্ণে প্রশংসা করয়ে জনে জনে॥ এখানেতে কংস পুরে কংস পরিবার। কান্দিয়া কংসের শোকে করে হাহাকার॥ অস্তি প্রাপ্তি নামে দুই কংসের রমণী। পতি শোকে কান্দে সতী লোটায়ে ধরণী॥ দারুণ দুঃসহ শোকে হারায় সম্বিত। ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠে আচম্বিত॥ ধুলায় ধুষর অঙ্গ ছন্ন হৈল বেশ। শিথিল হইল বাস মুক্ত হৈল কেশ॥ অস্থির হইয়া লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া॥ রঙ্গভূমে উপনীত হইল আসিয়া॥ দেখিয়া কংসের দশা করে হাহাকার। পড়িয়া চরণ তলে কান্দে অনিবার॥ আর কংস ভ্রাতৃবধূ কান্দে অষ্ট জন। ধরিয়া কংসের অষ্ট ভ্রাতার চরণ॥ যে রূপে করুণা করি কান্দে রামাগণ। কি রূপে কহিব তাহা অসাধ্য বচন॥ রোদন দেখিয়া কৃষ্ণ করুণা সাগর। প্রবোধিয়া সে সবারে কহেন বিস্তর॥ শাস্ত্র তত্ত্ব জ্ঞানবর্ত্ম করিয়া প্রদান। করেন রোদনে ক্ষান্ত প্রভু ভগ-বান॥ তবে কতক্ষণে ডাকি জ্ঞাতিগণে তার। আজ্ঞা দেন কংসে কর অগ্নি সংস্কার॥ কংস সহ যে যে জন হয়েছে নিধন। সবারে লইয়া কর অগ্নিতে অর্পণ॥ কৃষ্ণের আদেশে আসি জ্ঞাতিগণ তার। করিলেক কংসাদির অগ্নি সংস্কার॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। এক্ষণে শুনহ বসু দেবকী মোচন॥

দেবকী বসুদেবাদির বন্ধন মোচন।

পয়ার। কংসে বধি হরষিত হয়ে নরহরি। অবিলম্বে মল্লবেশ পরিহার করি॥ ধরিলেন পূর্ব্ববেশ অপূর্ব্ব আকার। যে বেশে সাজাত ছিল রাণী যশোদার॥ অলকা আবৃত কিবা শ্রীমুখমণ্ডল। চূড়াপরে শিখিপুচ্ছ কর্ণেতে কুণ্ডল॥ নীলকান্ত কোলেতে করিছে

ঝলমল। মেঘেতে ঝলকে যেন চপলা চঞ্চল। গলে দোলে মণি-হার রুরু নখ তায়। হিল্লোলেতে ফণি ভণা সম শোভা পায়॥ করেতে কেয়ুর সার বলয়ে সুন্দর। কটিতে কিঙ্কিণী সব ঘুন্টি মনোহার॥ ধড়া করি পীতবাস তাহে পরিধান। পৃষ্ঠে পট্টবস্ত্র মণিময় দীপ্তমান॥ চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ চরণে নূপুরে। সুচারু চলনে কিবা বাজে সুমধুর॥ অপরূপ রূপ কৃষ্ণ বর্ণে সাধ্য কার। সকল রূপের বাস শরীরে যাঁহার॥ শ্রীবাস শ্রীনিকেতন বেদে বলে যাঁরে। অন্যের কি সাধ্য রূপ বর্ণিবারে পারে॥ দক্ষিণেতে বল-দেব আপনি অনন্ত। কি কব রূপের কথা নাহি যাঁর অন্ত॥ উভ-য়ের সম বেশ সম অলঙ্কার। কেবল প্রভেদ মাত্র মূর্ত্তি দোঁহাকার॥ শ্বেত কান্তি বলদেব নীল নীলমণি। প্রকাশিত যেন শ্বেত নীল-কান্ত মণি॥ এইরূপে রামকৃষ্ণ চলেন যখন। দীপ্ত হৈল দশদিগ চমকিল জন॥ বসুদেব দেবকীর বন্ধন মোচনে। উপনীত হইলেন দ্বিরদ গমনে। দেখিলেন দুই জন আছেন বন্ধন। আপনার হাতে কৃষ্ণ করেন মোচন॥ লোহার নিগড়ে সেই নিগূঢ় বন্ধন। এরণ্ডের শাখা সম করেন ভঞ্জন॥ বন্ধন ভঞ্জন করি প্রণাম করিয়া। কর যোড় করি কৃষ্ণ রন দাঁড়াইয়া॥ দেখিয়া দেবকী আর বসুদেব জ্ঞানী। না ভাবেন পুত্রভাব পরমাত্মা জানি॥ না করেন আশীর্ব্বাদ নাহি দেন কোল। গদ গদ ভাবে মুখে নাহি সরে বোল॥ পরমাত্মা বোধ হৈল পুলক শরীর। উভয়ের নেত্রকোণে ঝরে ভক্তি নীর॥ স্তব করিবারে দোঁহে করেন মনন। ভাবেতে ভুলান ভাব দেখি নারায়ণ॥ কেমনি কৃষ্ণের মায়া কে বুঝে প্রভাব। ঘুচিল ঈশ্বর বুদ্ধি হৈল পুত্রভাব॥ তবে কৃষ্ণ করযোড়ি করেন বিনয়। শুনগো জননী আর পিতা মহাশয়। ও চরণে অপরাধ হয়েছে অনেক। করিতে না পারিয়াছি সেবন ক্ষণেক॥ পরে ঘরে রহিলাম শৈশব সময়। সকলি দৈবেতে করে আত্ম সাধ্য নয়॥ পাইয়াছ বহু কষ্ট থাকি কারাগারে। ইহাও দৈবের কর্ম্ম খণ্ডিতে কে পারে॥ দারুণ কংসের দায়ে হয়েছে এমন। নহে কি এতেক দুঃখ পায় কোন

জন ॥ মরিল সে কংসাসুর সংসারের পাপ। ঘুচিল সকল দুঃখ খণ্ডিল সন্তাপ ॥ আর না ঘটিবে দুঃখ হৈল অবসান। এক্ষণেতে আমা দোঁহে হও কৃপাবান ॥ সন্তানের কর্ম্ম যাহা করিব এখন। সেবিব ও পাদপদ্ম যাবৎ জীবন ॥ এই রূপে কৃষ্ণচন্দ্র কন বার২। বসুদেব দেবকীর আনন্দ অপার ॥ সন্তানের প্রিয়বাক্যে পুলক শরীর। স্নেহেতে পূরিল মন চক্ষে হর্ষ নীর ॥ পুত্র বুদ্ধে শীঘ্রগতি বাহু পসারিয়া। উভয়ে করেন কোলে উভয়ে ধরিয়া ॥ শিরস্ত্রাণ চুম্ব দান মুহুর্ম্মুহু মুখে। ঘুচিল সকল দুঃখ ভাসিলেন সুখে ॥ তবেত দেবকী চাহি কৃষ্ণের বদন। পূর্ব্বাবধি দুঃখ যত করান শ্রবণ ॥ শুন ওরে বাপধন যে দুঃখ আমার। এত দুঃখ ত্রিভুবনে প্রাণে বাঁচে কার ॥ প্রথম বয়সে হৈল বিবাহ যখন। মহোল্লাসে স্বামি বাসে করিতে গমন ॥ আমার সহায় হয়ে অশ্ব রজ্জু ধরে ॥ আপনি চলিল কংস রথের উপরে। দুষ্ট হৈল জন্ম তারা রুষ্ট গ্রহগণ। অকস্মাৎ দৈববাণী হইল ঘটন ॥ কংসেরে ডাকিয়া বলে অশরীরী বাণী। কোথা যাও ওরে মূঢ় অশ্বরর্জ্জুপাণি ॥ যে ভগিনী রাখিবারে অশ্বরজ্জু ধরে। চলিয়াছ ওরে মূঢ় আনন্দ অন্তরে ॥ উহার অষ্টম গর্ব্ভে জন্মিবে যে জন। সেই সে বধিবে দুষ্ট তোমার জীবন ॥ যেই মাত্র এইরূপ হৈল দৈববাণী। অশ্বরজ্জু ছাড়ি কংস হৈল খড়্গপাণি ॥ মনে মনে দুরাচার করিল বিচার। ভগিনী বধিলে গর্ব্ভ কিসে হবে আর ॥ এতেক বিচার দুষ্ট করিয়া অন্তরে। ধরিল আমার কেশে কাটিবার তরে ॥ একেত অবলা আমি বালিকা বয়স। ভাবিলাম পরমায়ু হৈল পরিশেষ ॥ একেবারে হরিলেক অন্তরের সুখ। ভয়েতে হইল কম্প শুকাইল মুখ ॥ তখন হইত যদি আমার মরণ। তবে কেন এত দুঃখ হইবে ঘটন ॥ সে সময়ে এই বসুদেব তব তাত। কংসে করিলেন স্তুতি করি যোড় হাত ॥ বহু স্তুতি করি আর বহু বুঝাইয়া। কহিলেন অগ্রে তার প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ না মারো না মারো কংস স্থির কর মতি। তোমার ভগ্নীর যত হইবে সন্ততি ॥ একে একে তব কাছে করিব অর্পণ। যে

ইচ্ছা বালকে লয়ে করিবে তখন॥ স্ত্রী বধ দুষ্কর পাপ না কর এখন। বিবেচিয়া কোপ শান্তি করহ রাজন॥ এত যদি কহিলেন বসু মহাশয়। শুনি কংস অনুক্ষণ মৌনী হয়ে রয়॥ মনে মনে বহু-বিধ করিল বিচার। বালক হইতে ভয় কি হবে আমার॥ বসুর বচন মিথ্যা নহে কদাচিত। অবশ্য বালকে আনি দিবেক নিশ্চিত॥ এই রূপে মনে মনে অনেক ভাবিয়া। অনুক্ষণে দিল তবে আমারে ছাড়িয়া॥ রক্ষা পেয়ে স্বামি বাসে করিলাম গতি। বহু দিনে হৈল এক অপূর্ব্ব সন্ততি॥ তাহারে লইয়া তব তাত ততক্ষণ। কংসে দিয়া করিলেন প্রতিজ্ঞা রক্ষণ॥ বসুর সত্যতা জানি দয়া উপ-জিল॥ প্রথম নন্দন বলি প্রথমে ছাড়িল॥ বলিল ইহাতে মম নাহি কোন ভয়। অষ্টম গর্ব্ভের সুতে দিবে মহাশয়॥ এ কথা শুনিয়া তবে জনক তোমার। দিলেন আনিয়া সুতে কোলেতে আমার॥ সন্তানে পাইয়া আমি ভাসি মহাসুখে। আনন্দে দিলাম তবে স্তন তার মুখে॥ এ সময়ে পুনঃ কংস কি ভাবিয়া মনে। কোলে হতে কাড়ি নিয়া গেল সে নন্দনে॥ পাষাণে আছাড়ি তার বধিল জীবন। যে দুঃখ পেলাম তাহে না যায় বর্ণন॥ কেমনে বর্ণিব তাহা হইল স্মরণ। অদ্যাপি আমার দেহে না রহে জীবন॥ এই রূপে ছয়বার হইল নন্দন। ছয় জনে বিনাশিল পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥ সপ্তমেতে গর্ব্ভপাত হইল আমার। আপনি সে সুত গেল না মারিল আর॥ অপরে অষ্টম গর্ব্ভ হইলে সঞ্চার। দূত মুখে সংবাদ শুনিয়া দুরাচার॥ আপনি আনিয়া শীঘ্র লোহার শৃঙ্খলে। বন্ধন করিল মম পদে হাতে গলে॥ তার পরে তব তাতে করিল বন্ধন। দুজ-নেরে বন্দি ঘরে দিল ততক্ষণ॥ কারাগারে যত দুঃখ কত কব তার। এক দিন অন্তে দিত অর্দ্ধেক আহার॥ শুনিয়া কৃষ্ণের আঁখি ছল ছল করে। দেবকী বলেন বাছা শুন তার পরে॥ শয়-নের শয্যা ছিল কম্বল সম্বল। উর্ণতন্তু ফুটি অঙ্গ হইত বিকল॥ তাহাতে মক্ষিকা মশা ডাঁশের দংশনে। নিদ্রা না হইত কৃষ্ণ ক্ষণেক শয়নে॥ বহু দিন পরে কৃষ্ণ ঘটিল সুদিন। তোমার জনম

বাছা হইল যে দিন।। বন্ধন খুলিয়া গেল আপন ইচ্ছায়। তব মুখ হেরি হৈল পুলকিত কায়।। তবে তোমা লুকাইতে জনক তোমার। নিশিযোগে নিয়া যেতে যমুনার পার।। রক্ষকেরা ঘুমাইল দৈব বলবান। আপনি যমুনা পথ করিলেন দান।। সেই পথে গিয়া শীঘ্র নন্দের মন্দিরে। তোমা দিয়া কন্যা নিয়া আইলেন ফিরে।। সে কন্যা দেখিয়া মম হৈল হর্ষ মন। ভাবিলাম বধিবে না কন্যা রত্ন ধন।। কান্দিয়া উঠিল কন্যা মম কোলে আসি। ক্রন্দনের শব্দে যত জাগে পুরবাসি।। জাগিল রক্ষকগণ ছিল যত জন। কংসরাজ কাছে গিয়া করে নিবেদন।। শুনিয়া দুর্ব্বার কংস ভয়েতে ভাসিয়া। নিদ্রা ত্যজি কারাগারে আইল ধাইয়া।। কন্যাটি রাখিতে আমি করিয়া যতন। কংসরাজে করিলাম অনেক স্তবন।। কোন কথা না শুনিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি। কোলে হতে কাড়ি নিল কন্যা রূপবতী।। পাষাণ উপরে নিল করিতে আঘাত। আকাশে উঠিল কন্যা ছাড়াইয়া হাত।। শূন্যে গিয়া কংসে ডাকি কহে সমাচার। আমারে মারিবে কিরে পাপী দুরাচার।। অবিলম্বে তোরে যেই করিবে নিধন। কোন স্থানে বাড়ে নিয়া সেই মহা-জন।। ইহা বলি কংসে বহু করি তিরস্কার। যথা স্থানে গেল কন্যা দেব অবতার।। তাহা শুনি দুরাচারে বাড়ে বহু ভয়। পুনঃ বান্ধে আমা দোঁহে হইয়া নির্দ্দয়।। পূর্ব্ব হতে বহু কষ্ট আরম্ভিল দিতে। মনুষ্য জীবনে তাহা পারে কি সহিতে।। তবে যে তাহাতে মম রহিল জীবন। কেবল চাহিয়া বাছা তোমার বদন।। এরূপে দেবকী দেবী কন বার বার। শ্রবণে কৃষ্ণের আঁখি ঝরে অনিবার।। পরেতে দেবকী পুনঃ বলেন বচন। এত দিন শুভ দিন হইল ঘটন।। অদ্য মম সুপ্রভাতা হইল রজনী। প্রকাশ পাইল আসি শুভ দিনমণি।। পূর্ব্ব পুণ্যে দেখিলাম বদন তোমার। দূরে গেল দুঃখ রূপ ঘোর অন্ধকার।। এত বলি কান্দে দেবী পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি। অঞ্চলে ধরিয়া মুখ মুছান শ্রীহরি।। জননীরে বুঝাইয়া বলেন বচন। আর না হইবে মাতা দুঃখ সংঘটন।। পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখ

না ভাবিহ আর। দৈববলে দুঃখ তব হৈল অবহার॥ এত বলি বুঝাইয়া মায়ে শান্ত করি। অন্য বন্দি ছাড়াইতে যান নরহরি॥ কারাগারে আবদ্ধিত ছিল যত জন। একে একে সবাকারে করেন মোচন॥ উগ্রসেনে মুক্ত করি দিয়া শীঘ্রগতি। কহিলেন আর না ভাবিহ মহামতি॥ মথুরা নগরে তুমি হইবে রাজন। এত দিনে দুঃখ তব হইল মোচন॥ এত বলি উগ্রসেনে উল্লাসিত করি। অন্য বন্দিগণে ক্রমে তোষেণ শ্রীহরি॥ কারাগারে মুক্তি পেয়ে যত বন্দিগণ। আনন্দে কৃষ্ণের জয় দেয় সর্ব্বজন॥ তবে কৃষ্ণ তথা হতে বাহিরে আসিয়া। হইলেন চিন্ত্যমান নন্দেরে ভাবিয়া॥ কি বলি নন্দেরে আজি বিদায় করিব। আমি না যাইব ব্রজে কেমনে বলিব॥ না যাইব আমি যদি বলি এ বচন। অমনি সে ব্রজরাজ ত্যজিবে জীবন॥ এই রূপে অনুক্ষণ অনেক ভাবিয়া। মায়াতীত ভগবান মায়া বিস্তারিয়া॥ নন্দেরে বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে যান। শিশুরাম দাসে ভাষে দুঃখে ফাটে প্রাণ॥

নন্দ বিদায়ের উদ্যোগ।

ত্রিপদী। বলরামে সঙ্গে করি, নন্দের নিকটে হরি, আসিয়া প্রণাম করি তায়। নিকটে আসিয়া কন, শুন পিতা নিবেদন, কহি কিছু তোমার শ্রীপায়॥ তুমি আমি দুই জন, সঙ্গে সহচর-গণ, বৃন্দাবন ছাড়া তিন দিন। যশোদা জননী যিনি, আমারে ভাবিয়া তিনি, হয়েছেন অতিশয় ক্ষীণ॥ গোপ গোপী যত জন, সবে সচিন্তিত মন, এক দৃষ্টে পথ সবে চায়। গো বৎস যতেক আছে, রক্ষক নাহিক কাছে, না জানি কি হইল তথায়॥ অতএব মহাশয়, লয়ে সহচর চয়, অগ্রে তুমি করহ গমন। রাজ্যের করিয়া ধার্য্য, সমাপিয়া বহু কার্য্য, পরে আমি যাব বৃন্দাবন॥ তুমিত আমার বাপ, না ভাবিহ মনস্তাপ, যশোমতী জননী আমার। স্নেহ করি বহুতর, খাওাইলে ক্ষীর সর, সুধিতে নারিব তার ধার॥ যেই মাত্র এই বাণী, চক্রে কন চক্রপাণি, নন্দে লাগে অশনি

সমান। বাক্যের হইল রোধ, হরিল দেহের বোধ, মস্তক হইল ঘূর্ণমান॥ শেল সম লাগে বক্ষে, দেখিতে না পান চক্ষে, সঘনেতে শরীর কম্পন। অস্থির হইল প্রাণি, কপালে আঘাত হানি, কান্দি নন্দ কৃষ্ণ প্রতি কন॥ ওরে বাছা কি বলিলে, হৃদি মম বিদারিলে, কেন হেন হইলে নিষ্ঠুর। তুমিরে সর্ব্বস্ব ধন, মা বাপের প্রাণ ধন, বাপধন বাপের ঠাকুর॥ তোমারে বিলায়ে পরে, যাব আমি একা ঘরে, কি বলিব এমন কথায়। তোমার জননী যেই, পথ চেয়ে আছে সেই, কি বলে বুঝাব আমি তায়॥ যখন সুধাবে কথা, গোপাল আমার কোথা, বল দেখি কি বলিব বাপ। যদি বলি হেতা আইল, দেবকীরে মা বলিল, বসুদেবে বলিলেক বাপ॥ যেমন শুনিবে বাণী, অমনি পড়িবে রাণী, মূর্চ্ছা হয়ে ধরণী উপর। পুড়িবে উজ্জ্বলানলে, নহেত পশিবে জলে, ত্রপা ছাড়ি যাবে ত্রপান্তর॥ গলে রজ্জু নিযোজিয়া, অথবা মরিবে গিয়া, তা নহিলে হইবে পাগল। বল দেখি ওরে বাপ, কেমনে সহিবে তাপ, প্রজ্জ্বলিত তব শোকানল। বলিতে বলিতে নন্দ, রহিত হইয়া স্পন্দ, পড়িলেন অমনি ধরায়। হইলেন হত জ্ঞান, মুখে বাক্য নাহি আন, নিশ্বাস না সরয়ে নাসায়॥ দেখি কৃষ্ণ কৃপাময়, ব্যস্ত হয়ে অতিশয়, পদ্ম হস্ত বুলান শরীরে। দেহে দিয়া জ্ঞান দান, করি নন্দে জ্ঞানবান, জ্ঞানযোগ কন ধীরে ধীরে॥

শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে জ্ঞানযোগ কন ও বিশ্বরূপ দেখান।

ত্রিপদী। শুন শুন বলি বাপ, পরিহর পরিতাপ, ভাবিয়া দেখহ মিছা সব। মায়াময় এ সংসার, ইথে কিছু নাহি সার, সকলি মায়ার অবয়ব॥ পুত্র পিতা কেবা কার, কেবল ভূতের ভার, আমি তুমি দেখায় মায়ায়। নহে পরমাত্মা যিনি, মায়াতীত হন তিনি, না সম্ভবে দ্বিতীয় তাঁহায়॥ দেই দিব্যচক্ষু দান, চেয়ে

দেখ বিদ্যমান, দীপ্তিমান শরীর আমার। আমি আত্মা সবাকার, সংসারেতে আমি সার, আমা বিনা সকলি অসার॥ হরিতে ভূবির ভার, হই আমি অবতার, যুগে যুগে অবনী উপরে। আমি জগতের পিতা, নাহি মম মাতা পিতা, মাতা পিতা বলি কৃপা করে॥ তুমি মম ভক্ত অতি, তদধিক যশোমতী, পূর্ব্বে তপ করিলে বিস্তর। তাহে হয়ে কুতুহলি, দোঁহে মাতা পিতা বলি, এত দিন বঞ্চি তব ঘর॥ দেবক দুহিতা সতী, শ্রীদেবকী শুদ্ধমতি, পূর্ব্বজন্মে বসুদেব সহ। হয়ে দোঁহে পুত্রকামা, পুত্রবাঞ্ছা করি আমা, করিলেন তপ অহরহ। সেই হেতু অবতার, আর এই ভূবিভার, ক্রমে আমি করিব হরণ। প্রকাশিয়া মায়ামোহে, মাতা পিতা বলি দোঁহে, কামনার করিব পূরণ॥ পূর্ণ কৈলে মনস্কাম, বাঞ্ছা কল্পতরু নাম, তবে রবে জগতে আমার। আমি কভু অন্য নই, জনক সবার হই, তব কাছে কহিলাম সার॥ এত বলি নরহরি, দিব্যচক্ষু দান করি, বিশ্বরূপ নন্দেরে দেখান। ত্রিভুবন সমুদয়, কৃষ্ণ দেহে সমুদয়, দেখি নন্দ ভয়ে হতজ্ঞান॥ স্থাবর জঙ্গম জল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, চরাচর ভূচর খেচর। দেবাসুর যক্ষ রক্ষ, নাগ নর পশু পক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর॥ অম্বর সুদীপ্ত কর, চন্দ্র সূর্য্য জলধর, বসু তারা আদি অগণন। গিরি দরী শত শত, করি আর করী কত, যত যত আছে জন্তুগণ॥ নগর চত্বর ঘর, শত শত শোভাকর, হাট ঘাট বাট নাট তায়। সাগর প্রখরতর, প্রচণ্ড লহরি ধর, সপ্তে সপ্ত চর শোভা পায়॥ জম্বু আদি বৃক্ষচয়, সপ্তদ্বীপে সপ্ত রয়, অন্য বৃক্ষ কত কব নাম। ফুল ফল সমুদ্ভব, শোভাকর বৃক্ষ সব, তাহে বহু পক্ষীর বিশ্রাম॥ পরেতে দেখেন গঙ্গা, কৃষ্ণ পদে সুতরঙ্গা, হাঙ্গর কুম্ভীর বহুতর। ইহা ভিন্ন বহুতর, ভয়ঙ্কর জলচর, দেখি ভয়ে কাঁপিল অন্তর॥ তার পরে গোপরাজ, দেখেন বিষম কাজ, আপনার গোকুল নগর। তাহে কৃষ্ণ ছাড়া নন, সর্ব্বদা সানন্দে রন, ক্রীড়াযোগে সহ সহচর॥ কভু যশোদার কোলে, আধ আধ আধ বোলে, মা বলে

করেন স্তন্য পান। কখন চরান গরু, দানে হন কল্পতরু, যাচকের বাসনা পূরাণ ॥ একাসনে রাধা সহ, বিরাজেন অহরহ, অমর আরাধ্য ভগবান। ব্রহ্মা আদি দেবগণে, স্তুতি করে শ্রীচরণে, সম্মুখে দেখেন বিদ্যমান॥ এক কৃষ্ণ বিশ্বময়, কৃষ্ণ বিনা কিছু নয়, জানি নন্দ তত্ত্ব সমুদয়। কৃষ্ণের নিকটে কন, কর রূপ সম্বরণ, দেখিয়া জন্মিল মনে ভয়॥ কিন্তু এক কথা কই, তত্ত্ব বশে আমি নই, জ্ঞানযোগ কিছু নাহি চাই। নাহি চাহি রত্ন হেম, কেবল তোমাতে প্রেম, এই ভিক্ষা তব পদে চাই। জন্ম জন্ম তোমা পাই, ইহা ভিন্ন নাহি চাই, করিলাম চরণে বিদিত। যাও বা থাক বা হরি, অন্তরে প্রবেশ করি, সর্ব্বদা পূরাও মনোনিত॥ এত বলি নন্দঘোষ, স্তবে কৃষ্ণে করি তোষ, দাঁড়ালেন নয়ন মুদিয়া। নন্দের বচনে হরি, অন্তরে প্রবেশ করি, দেখা দেন বঙ্কিম হইয়া॥ পুনঃ পুনঃ বলি বাপ, ঘুচান মনের তাপ, তবে নন্দ হরষিত মন। শ্রীকৃষ্ণ হরিষ হয়ে, শ্রীনন্দেরে বলে কয়ে, বিদায়ের করেন যতন॥ শ্রীদামের প্রতি হরি, কহেন বিনয় করি, শুন সখা না হও কাতর। কিছু দিন ধৈর্য্য ধরি, আমার বচন স্মরি, থাক গিয়া গোকুল নগর॥ প্রবোধিয়া যশোদায়, যতনে রাখিবে তাঁয়, ভেবে যেন নাহি হন ক্ষীণ। শ্রীমতী রাধারে কবে, ত্বরিতে মিলন হবে, বিচ্ছেদ না রবে চিরদিন॥ সুবলাদি সখাগণে, প্রবোধেন জনে জনে, আর যত ছিল গোপগণ। সম্পর্ক বিহিত হরি, প্রণাম আশীষ করি, করিলেন প্রেম আলিঙ্গন॥ বহু বস্ত্র অলঙ্কারে, তুষ্ট করি সবাকারে, নন্দ সহ করেন বিদায়। কিন্তু নন্দ মহাশয়, কিছুতে সন্তোষ নয়, শিশু কহে কান্দেন সদায়॥

নন্দ বিদায়।

পয়ার। কৃষ্ণ কন পিতা আর না কর রোদন। আপনি জানিলে সব তত্ত্ব বিবরণ॥ দেখিলেত দিব্যচক্ষে আমার এ দেহ। তবে তুমি কি কারণে কর এত স্নেহ॥ এক্ষণেতে বৃন্দাবনে করহ

গমন। রক্ষা কয় গিয়া সব ব্রজবাসি জন॥ যশোমতি জননীরে বুঝাবে সত্বর। আমার কারণে তিনি না হন কাতর॥ আমারে পাবেন পুনঃ কিছুদিন পরে। অতএব দুঃখান্বিত না হন অন্তরে॥ বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন। পুনশ্চ আমার সঙ্গে হইবে মিলন॥ এত যদি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন বচন। কান্দিয়া শ্রীনন্দ কিছু কৃষ্ণ কাছে কন॥ কেমনি তোমার মায়া না হয় মোচন। জানিয়া সকল তত্ত্ব তবু কান্দে মন॥ অধিক বলিব বাছা কি আর বচন। দেখো কৃষ্ণ আমারে না হয়ো বিস্মরণ॥ এত বলি ব্রজরাজ ব্রজে যেতে চান। নয়নের জলে পথ দেখিতে না পান॥ চরণে চরণ বাধি পড়েন ধরায়। দেখি যত গোপগণ করে হায় হায়॥ হায় কৃষ্ণ কি করিলে মুখে এই বলে। অনিবার ভাসে সবে নয়নের জলে। তবে কৃষ্ণ গোপগণে বলেন তখন। না কান্দ না কান্দ পুনঃ হইবে মিলন॥ ব্রজরাজে শকটে করায়ে আরোহণ। ধরে লয়ে যাও সবে না হও বিমন॥ এতবলি কৃষ্ণচন্দ্র অধোমুখ হন। কি করে কান্দিয়া গোপ চলিল তখন॥ উপনন্দ মহাধীর নন্দেরে ধরিয়া। অবিলম্বে লইলেক শকটে তুলিয়া॥ তবেত সকল গোপ কান্দিয়া চলিল। গোপের ক্রন্দনে পথ কর্দ্দম হইল॥ ক্রমেতে যমুনা পার হয়ে সর্ব্বজন। অপরাহ্নে উপনীত হৈল বৃন্দাবন॥ বৃন্দা-বন ধামে আর গোপ গোপী যত। কৃষ্ণ হেতু পথ চেয়ে আছে অবি-রত॥ কৃষ্ণের আসার আশা ভাবিয়া অন্তরে। গো গণেরা ঊর্দ্ধ-মুখে হাম্বারব করে॥ আর যত বৃন্দাবনে আছে পশু পাখী। কৃষ্ণ আসা পথ চেয়ে উন্মীলিত আঁখি॥ দিবা অবসানে সূর্য্য যান অস্তাচল। এ সময়ে গোপগণ আইল সকল॥ পাইয়া গোপের সাড়া যতেক পড়সী। ধাইল বালিকা আর কি বৃদ্ধা ষোড়শী॥ কৃষ্ণে না দেখিয়া সবে সচিন্তিত মন। সঘনেতে গোপগণে সুধায় বচন॥ কৃষ্ণ না আসার হেতু গোপে না বলিল। শুনিয়া গোপিনী সব ধরায় পড়িল॥ অনুক্ষণ অচেতন থাকি গোপীগণ। অপ-রেতে আর্ত্তস্বরে করয়ে রোদন॥ কেহ কান্দে চুপে চুপে কেহ

উচ্চৈঃস্বরে। কৃষ্ণ শোকে দেহে আর ধৈরয না ধরে॥ উপনন্দ মহাধীর নন্দেরে ধরিয়া। ধীরে ধীরে উপনীত আলয়ে আসিয়া॥ আর২ অনুচর ছিল যত জন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেতে কৈল আগমন॥ শব্দ শুনি যশোমতী ক্ষীর সর নিয়া। আইল নন্দন বলি বাহিরে আসিয়া॥ গোপাল গোপাল বলি ডাকে বার বার। গোপালে না দেখি রাণী দেখে অন্ধকার॥ ঘুরিল মস্তক চক্ষে দেখিতে না পায়। গোপাল গোপাল বলি চারিদিকে ধায়॥ গোপালেরে কোন দিকে না দেখি তখন। ধেয়ে গিয়ে ধরে রাণী নন্দের চরণ॥ পড়িয়া চরণতলে করয়ে জিজ্ঞাসা। গোপাল কোথায় মম কহ সত্যভাষা॥ সত্য বল ব্রজরাজ মরি প্রাণ যায়। আমার গোপালে রাখি আইলে কোথায়॥ গোপাল আঁখির তারা গোপল জীবন। গোপাল বিহনে স্থির নাহি মানে মন। এই রূপে নন্দরাণী ধরি নন্দ পায়। অনিবার আর্ত্তস্বরে বচন সুধায়॥ রাণীর বচনে নন্দ না দেন উত্তর। কেমনে কঠিন কথা কবেন সত্বর॥ রাণী বলে কি কারণে না কহ বচন। পুরুষ কঠিন জাতি কঠিন জীবন॥ কৃষ্ণ বিনা এতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ। বলিতে বলিতে রাণী হারাইল জ্ঞান॥ তাহা দেখি উপনন্দ নিকটে আইল। রাণীর কাণেতে কৃষ্ণ নাম শুনাইল॥ কৃষ্ণ নাম শুনি রাণী পাইল চেতন। তবে উপনন্দ ধীর কহেন বচন॥ যশোদার শোক কিছু শান্তি করিবারে। কৃষ্ণের কর্ম্মের কথা কহেন প্রকারে॥ শুন শুন ওগো রাণী করি নিবেদন। তোমার কৃষ্ণের কথা করহ শ্রবণ॥ মথুরা প্রবিষ্ট কৃষ্ণ প্রথমে হইয়া। সহচর সঙ্গে ভ্রমে নগর দেখিয়া॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে রজক রাজার। বস্ত্র মাথে যায় পথে করি অহঙ্কার॥ তার স্থানে কৃষ্ণ তব চাহিলেন বাস। অহঙ্কারে রজক করিল উপহাস॥ না দিয়া বসন কৃষ্ণে ক্রোধে কটু বলে। সে কটু শুনিয়া কৃষ্ণ অগ্নিসম জ্বলে॥ ক্রোধেতে পূরিয়া কৃষ্ণ কেশে ধরি তার। করেতে কাটিলা মাথা লোকে চমৎকার॥ হস্তের প্রহারে তার বধিয়া জীবন। বাছি

নিয়া ভাল বস্ত্র করেন গমন॥ এসময়ে সেই পথে তন্তুবায় যায়। সেইক্ষণে হৃষ্টমনে ডাকিলেন তায়॥ মধুর বচনে কন সমাদরে তারে। বস্ত্র পরাইয়া দেহ আমা দোঁহাকারে॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী জ্ঞানী তন্তুবায়। শীঘ্রগতি আসি তথা প্রণমিল পায়॥ প্রণাম করিয়া তন্ত্রী লইয়া বসন। পরাইল দুইজনে করিয়া যতন॥ বসনেতে নানাবিধ বেশ করি দিয়া। একচিত্ত হয়ে তন্ত্রী দেখে নিরীক্ষিয়া॥ হেরিয়া অপূর্ব্ব রূপ হরিল চেতন। অনিবার প্রেম-বারি চক্ষে বরিষণ॥ ভক্তি করি বহু স্তব করে তন্তুবায়। ভক্ত দেখি কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন তায়॥ বর লহ মনোনীত যে বাঞ্ছা তোমার। তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥ তন্ত্রী বলে প্রভু যদি দিবে বরদান। তব পদে ভক্তি বিনা নাহি চাহি আন॥ অহৈতুকী ভক্তি দিয়া ও রাঙ্গা চরণে। তিলেক না হবে ছাড়া অধীনের মনে॥ কৃপা করি শীঘ্রগতি লহ নিজাগারে। উদ্ধার করহ কৃষ্ণ এ ঘোর সংসারে॥ শুনিয়া তন্ত্রীর বাণী শ্রীকৃষ্ণ তখন। কহিলেন যাহ তুমি বৈকুণ্ঠ ভবন। যেই মাত্র এই কথা কহিলেন তায়। আচম্বিতে এক রথ আইল তথায়॥ চতুর্ভুজ হৈল তন্ত্রী দেখিতে দেখিতে। সেই রথে শূন্য পথে উঠিল ত্বরিতে॥ দেব-গণে করে শিরে পুষ্প বরিষণ। অপ্সরী গণেতে করে চামর ব্যজন॥ এইরূপে তন্তুবায় সহৃষ্ট অন্তরে। রথে চড়ি গেল চলি বৈকুণ্ঠ নগরে॥ দেখিয়া কৃষ্ণের কর্ম্ম লোকে চমৎকার। সবে বলে কৃষ্ণচন্দ্র বিষ্ণু অবতার॥ মনুষ্য নহেন কৃষ্ণ বলে সর্ব্বজন। অপরে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥ তথা হৈতে দুই ভাই আনন্দ অন্তরে। উপনীত হইলেন মালাকার ঘরে॥ পরিয়া পুষ্পের মালা সুবেশ হইয়া। মালাকার মালিনীরে জ্ঞান দান দিয়া॥ তার পরে যেই কর্ম্ম কৈল তব সুত। কভু নাহি দেখি শুনি বলেন অদ্ভুত॥ মালা-কার গৃহ হতে বাহির হইয়া। পুনরপি চলিলেন পথ নিরক্ষিয়া॥ এ সময়ে হটাৎ হইল দরশন। কুবুজা কংসের দাসী করিছে গমন॥ কটোরা পূরিয়া নিয়া সুগন্ধি চন্দন। রাজারে ভেটিতে

যায় পুলকিত মন।। চলিতে না পারে বুড়ি গুড়ি গুড়ি যায়। তিন ঠাঁই অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ কত তায়।। বয়সের সীমা নাই কি কহিব বাড়া। যষ্টিভরে চলে বুড়ী দিয়া বাহুনাড়া।। মাথায় নাহিক কেশ মুখে নাহি দাঁত। একেবারে আঁতে আঁতে লাগিয়াছে আঁত।। অঙ্গের কি কব আভা কুহু জিনি কায়। মসি বলে আমি শশী দেখিলে তাহায়।। হেরিলে সে অঙ্গ ভঙ্গি প্রেতিনী বলিয়া। আতঙ্গে বালকগণ যায় পলাইয়া।। তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। অবিলম্বে ডাকিলেন মধুর বচনে।। সুন্দরী বলিয়া তারে করি সম্বোধন। বারম্বার মধুস্বরে ডাকেন তখন।। শুনিয়া মধুর বাণী কুবুজা ফিরিল। হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ মোহিত হইল।। অনুক্ষণ অনিমিষে করে দরশন। কৃষ্ণচন্দ্র তার স্থানে চাহেন চন্দন।। শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কুবুজা তখন। শ্রীঅঙ্গে মাখায় আসি স্বহস্তে চন্দন।। কপালেতে দিল বিন্দু তিলক নাসায়। মনের মানসে তথা শ্রীকৃষ্ণে সাজায়। বলরাম নিকটেতে রাখিল চন্দন। আপনি বলাই অঙ্গে করেন ভূষণ।। সহচরগণে গন্ধ দিল বহুতর। সকলে সুগন্ধি পরি সহৃষ্ট অন্তর।। তবে কুঁজি কৃষ্ণ পদে প্রণাম করিয়া। কহিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া॥ পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর তুমি নারায়ণ। তোমার বচন মিথ্যা না হয় কখন॥ শ্রীমুখে ডাকিলে তুমি সুন্দরী বলিয়া। সুন্দরী করিতে হবে কৃপা বিতরিয়া।। এতবলি কুবুজিনী ধরিলেক পায়। পরমা সুন্দরী কৃষ্ণ করিলেন তায়।। করে ধরি তারে তবে তুলিলেন হরি। স্পর্শ মাত্রে কুরূপিণী হইল সুন্দরী।। উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা কিবা তিলোত্তমা। রতী সরস্বতী সমা সবার উত্তমা।। দেখিতে দেখিতে হৈল দাসী শত শত। করিতে লাগিল আসি সেবা অবিরত।। চামর ব্যজন কেহ করে তার গায়। কেহ বস্ত্র অলঙ্কার যতনে পরায়।। পর্ণে আচ্ছাদিত তার আছিল কুটীর। দেখিতে দেখিতে হৈল অপূর্ব্ব মন্দির॥ ইন্দ্রের ভবন সম হইল ভবন। অপর বৈভব কত না হয় বর্ণন।। হেরিয়া এসব কার্য্য সবে চমকিল। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য নয়

বলিতে লাগিল ।। তদন্তরে তব কৃষ্ণ তথা হৈতে গিয়া। কংসের যজ্ঞের ধনু ফেলিল ভাঙ্গিয়া।। বড় বড় বীরগণে বিনাশিয়া রণে। সন্ধ্যের সময়ে পুনঃ আসি উপবনে।। ক্ষীর সর নবনীত করিয়া ভোজন। নন্দ ক্রোড়ে সানন্দেতে করেন শয়ন।। প্রাতে উঠি পুনরায় খেয়ে ক্ষীর সর। আমাদেরে সভাতে পাঠায়ে অগ্রসর।। আপনি বলাই সঙ্গে গিয়া তার পরে। বধ কৈল কুবলয় নামেতে কুঞ্জরে।। সহস্র কুঞ্জর বল ধরে যেই করী। করাঘাতে অনায়াসে বিনাশন করি॥ প্রবিষ্ট হইয়া শীঘ্র কংসের সদন। চানুর মুষ্টিক সহ করি ঘোর রণ।। দুই ভাই দুই বীরে বিনাশন করি। অপর অনেক বীরে মারি ধরি ধরি।। তদন্তরে কংসাসুরে কেশেতে ধরিয়া। মারিলেন কৃষ্ণ তারে ভূমে আছাড়িয়া॥ কংসে মারি কারাগারে গিয়া ততক্ষণ। বসুদেব দেবকীর ঘুচায়ে বন্ধন॥ মাতা পিতা বলি দোঁহে করি সম্বোধন। করিলেন উভয়ের চরণ বন্দন।। যেই মাত্র উপনন্দ এ কথা কহিল। মূর্চ্ছিত হইয়া রাণী ভূমেতে পড়িল।। অনুক্ষণ পরে পুনঃ পাইয়া চেতন। কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।। উপনন্দ কন রাণী শুন আর বার।। তার পরে যে করিল শ্রীকৃষ্ণ তোমার।। দেবকী বসুর করি বন্ধন মোচন। আমাদেরে কৃষ্ণ আসি দিলা দরশন।। প্রণাম করিয়ে কৃষ্ণ নন্দের চরণে। ধীরে ধীরে কন কথা মধুর বচনে।। বৃন্দাবন ছাড়া আমি আছি তিন দিন। যশোমতী মাতা ভেবে হয়েছেন ক্ষীণ।। অতএব পিতা অগ্রে করিয়া গমন। বুঝাইয়া জননীরে করহ সান্ত্বন॥ কিছু দিন পরে আমি যাব বৃন্দাবনে। বুঝাইবে জননীরে না ভাবেন মনে।। রাজ্যের শাসন আর সারি বহু কায। তবে আমি ব্রজপুরে যাব ব্রজরাজ॥ এ কথা শুনিয়া নন্দ কান্দিয়া আকুল। কহিলেন অগ্রে আমি না যাব গোকুল॥ কেমনে ছাড়িয়া কৃষ্ণ যাইব তোমায়। কি বলিয়া বুঝাইব রাণী যশোদায়।। এই রূপে নন্দ বহু করিল ক্রন্দন। অপরে কহিল কৃষ্ণ অনেক বচন॥ বলিল যাইব আমি কিছু দিন পরে। কহিবে মায়েরে নাহি ভাবেন অন্তরে।। ইহা বলি

শ্রীনন্দেরে করি ধরাধরি। শকট উপরে দিল তুলি শীঘ্র করি॥ পাঠাইল ব্রজরাজে সহ গোপগণ। আপনি আসিবে পরে বলিল বচন॥ অতএব নন্দরাণী না কর রোদন। আসিবেন শীঘ্রগতি তব কৃষ্ণধন॥ এই রূপে উপনন্দ কন বারে বারে। রাণী কি কৃষ্ণের শোক পাসরিতে পারে॥ হা কৃষ্ণ বলিয়া রাণী করয়ে রোদন। কার সাধ্য সে রোদন করিবে বর্ণন॥ একেবারে কান্দে তথা গোপ গোপী যত। শুনিয়া শ্রীমতী সতী হন মূর্চ্ছাগত॥ পশু পক্ষ গোবৎসাদি কেহ নহে স্থির। অনিবার সবাকার চক্ষে বহে নীর॥ এ সব দুঃখের কথা কব কিছু পরে। এক্ষণেতে শুন যাহা মথুরানগরে॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। একমনে সাধু-গণে করহ শ্রবণ॥

উগ্রসেনের রাজ্যপ্রাপ্তি।

পয়ার। শ্রীনন্দে বিদায় করি শ্রীকৃষ্ণ তখন। ক্রমে ক্রমে উঠিলেন যত যদুগণ॥ ইহা ভিন্ন অন্য অন্য সভাসদ যত। কৃষ্ণের আহ্বানে সবে হন সমাগত॥ বসুদেব পিতা আর অক্রূর উদ্ধব। উগ্রসেন আদি আসি উপনীত সব॥ বসিলেন বলদেব বিশ্বের ঠাকুর। বলেতে যাহার তুল্য নাহি তিনপুর॥ মধুপুর নিবাসী যতেক প্রজা ছিল। ক্রমেতে আসিয়া সবে সভাতে বসিল॥ কংসের অধীন ছিল যত বীরগণে। মনেতে পাইয়া ভয় কংসের মরণে॥ আসিয়া লইল তারা কৃষ্ণের শরণ। সভাতে বসিল সবে সচিন্তিত মন॥ আশ্বাসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র সে সকল বীরে। সভাসদে চাহি কথা কন ধীরে ধীরে॥ শুন শুন সভাসদ আর প্রজাগণ। নিজ পাপে কংসরাজ হইল নিধন॥ এক্ষণে বলহ রাজা করিবে কাহারে। রাজা বিনা রাজ্য নাশ হয় ত্রিসংসারে॥ যে দেশেতে নাহি থাকে রাজার শাসন। মহাপাপ ক্রমে হয় শাস্ত্রের বচন॥ চৌর্য্যবৃত্তি বাড়ে আর বাড়ে পরদার। পরহিংসা পরদ্রোহ কর্ম্ম অনিবার॥ ভ্রূণহত্যা হয় আর জারজ সন্তান। যে সকল পাপে

কভু নাহি পরিত্রাণ ॥ জন্মিয়া এ মহাপাপ ঘটে অমঙ্গল। রাজ্যের বিনাশ হয় কমলা চঞ্চল॥ দুর্ভিক্ষ জন্মিয়া দেশে প্রজা নাশ পায়। পাপযোগে বিনা রোগে যমালয় যায়॥ অতএব এ সভাতে আছ যত জন। বিচারিয়া বল রাজা হবে কোন জন॥ শুনিয়া সভাস্থ সবে বিচারিয়া কয়। তোমরা দুভাই বিনা সম্ভব না হয়॥ নিজে রাজা হও কিম্বা কর বলরামে। ইহা ভিন্ন পরিত্রাণ নাহি পরিণামে॥ ধর্ম্মবন্ত দয়াবন্ত বলবন্ত ধীর। বুদ্ধি বিচক্ষণ আর সুমতি সুস্থির॥ দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন। তোমা দোঁহা বিনা নাহি শোভে অন্যজন॥ অতএব এ দোঁহার মধ্যে একজন। রাজা হও ইথে সবে সন্তোষিত মন॥ প্রসিদ্ধ বিচার এই শুন গুণমণি। বলরামে রাজা কর অথবা আপনি॥ এত যদি কহিলেন সভাসদ গণ। শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ কমললোচন॥ যে কথা কহিলে তোমা করিব বাঞ্ছিত। কিন্তু এ কর্ম্মেতে এক আছে অবিহিত॥ যদুকুলে রাজ্য নাই যযাতির শাপ। অবিহিত কর্ম্ম কৈলে হবে মহাপাপ॥ পাপ কর্ম্ম করিতে না লয় মম মন। আমি এক কথা কহি করহ শ্রবণ॥ অগ্রে এই উগ্রসেন ছিলেন রাজন। পাপ-যোগে জন্ম কংস এহাঁরি নন্দন॥ অসুর অংশেতে জন্মি হৈল দুরাচার। আসুরিক কর্ম্ম করে না করে বিচার॥ মহাবল পুরা-ক্রান্ত হইল অসুর। বাহুবলে শাসিত করিল তিনপুর॥ আপন পিতারে বলে করিল বন্ধন। কাড়ি নিল রাজ্য ধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥ ইচ্ছামতে কর্ম্ম করে বাধ্য কার নয়। দরিদ্র দীনেরে দুঃখ দেয় অতিশয়॥ স্ত্রীবধ গোবধ আর বিপ্র হিংসা কর্ম্ম। অনিবার করে দুষ্ট নাহি মানে ধর্ম্ম॥ জলেতে জলের বৃদ্ধি পুণ্যে পুণ্যচয়। পাপেতে বাড়িয়া পাপ প্রাণী হয় ক্ষয়॥ বহু পাপ করি কংস হইল নিধন। মম মতে উগ্রসেন হউন রাজন॥ আমার যে মত তাহা কহিলাম সার। ইহাতে কি মত হয় তোমা সবাকার॥ পৃষ্ঠ বল আমরা থাকিব দুই ভাই। শাসনে থাকিবে রাজ্য ভয় কোন নাই॥ এত যদি কহিলেন কমললোচন। শুনিয়া সম্মত যত সভা-

সদগণ।। ধন্য ধন্য করি কৃষ্ণে বাখানে সবাই। কৃষ্ণ সম দয়াবন্ত ত্রিভুবনে নাই।। তবে কৃষ্ণ সবাকার লইয়া সম্মতি। আমন্ত্রিয়া আনিলেন অনেক ভূপতি।। সপ্তসাগরের জলে অভিষিক্ত করে। উগ্রসেনে বসালেন সিংহাসনোপরে।। ছত্রদণ্ড মোরছল আড়ানি চামর। রীতি মত নিযোজিত করেন সত্বর।। শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। অপরে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ।।

অথ বসুদেব কর্ত্তৃক রোহিণী আদি অন্যান্য স্ত্রীগণের আনয়ন ও রামকৃষ্ণের উপনয়ন।

পয়ার। উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া প্রভু ভগবান।। যদুগণে বসিলেন যার যথা স্থান।। নিজ নিজ নিকেতনে গিয়া সর্ব্বজন।। আনন্দে কৃষ্ণের গুন করেন বর্ণন।। বসুদেব দেবকীর শুনহ বচন। রাম কৃষ্ণে কোলে লৈয়ে আনন্দিত মন।। দেবকী বলেন শুন বসু মহাশয়। মরিল দুর্জ্জয় কংস আর কারে ভয়। সতিনীগণেরে শীঘ্র কর আনয়ন। অন্য স্থানে থাকা আর না হয় শোভন।। শুনি দেবকীর বাণী বসু হরষিত। পাঠাইতে দূতগণে ডাকেন ত্বরিত।। ব্রজপুরে এক দূত করহ গমন। রোহিণীরে শীঘ্রগতি কর আনয়ন।। নন্দ যশোদারে করে করিয়া বিনয়। কৃষ্ণ হেতু নাহি হন চিন্তিত হৃদয়।। তাহাদের কৃষ্ণনিধি কহিবে নিশ্চিত। কোনমতে মনে যেন না হন দুঃখিত।। ইহা বলি প্রিয় দূতে দোলা সঙ্গে দিয়া। অবিলম্বে ব্রজপুরে দেন পাঠাইয়া।। আদেশ পাইয়া দূত শীঘ্রগতি যায়। বসুর বচন যত নন্দেরে জানায়।। শুনি নন্দ মহাশয় করি সমাদর। দূতেরে তোষেণ দিয়া দ্রব্য বহুতর।। যশোদার প্রতি চাহি বলেন বচন। রোহিণী পাঠায়ে দাও স্বামীর সদন।। শুনিয়া যশোদা রাণী কান্দিতে কান্দিতে। আজ্ঞা দেন রোহিণীরে শীঘ্র সাজাইতে।। রাণীর বচনে তবে দাসীগণ যত। সাজাইল রোহিণীরে করি মনোমত।। বহু দ্রব্য রোহিণীরে করায়ে ভোজন সঙ্গে দেন বহুবিধ বস্ত্র আভরণ।। দোলায় তুলিয়া দেন কান্দিয়া

কান্দিয়া। রোহিণী রাণীর পদে প্রণমে কান্দিয়া॥ আশীর্ব্বাদ করে রাণী শিরে হাত দিয়া। সুখে থাক ঘরে গিয়া পতি পুত্র নিয়া॥ আমি অভাগিনী একা রহিব কেমনে। ও রোহিণী তুমি আর গোপাল বিহনে॥ এত বলি যশোমতী কান্দিতে লাগিল। কান্দিয়া রোহিণী দেবী দোলায় উঠিল॥ অবিলম্বে উত্তরিল মথুরানগর। রোহিণীরে হেরি সবে সন্তুষ্ট অন্তর॥ আসিয়া দেবকী দেবী লয়ে যান ঘরে। ভগিনী সমান বহু সমাদর করে॥ বলরাম নিজ মাতা পাইয়া তখন। হইলেন অতিশয় আনন্দিত মন॥ তবে বসু মহাশয় বিবেচিয়া মনে। আনিতে পাঠান নারী আর ছয়জনে॥ নিজ নিজ পিতৃ ঘরে সবে তারা ছিল। দূত গিয়া দোলা নিয়া ছজনে আনিল॥ অষ্টম রমণী এই বসুর নির্ণয়। শুভ বিবাহিতা সবে অহিতা না হয়॥ রামকৃষ্ণ দুই ভাই আনন্দিত মনে। আদরে তোষেন সবে মাতৃ সম্বোধনে॥ পরে বসু মহাশয় মনেতে ভাবিয়া। গর্গমুনি পুরোহিতে আনেন ডাকিয়া॥ প্রণমিয়া মুনিবরে বলেন বচন। রাম কৃষ্ণে উপবীত করহ অর্পণ॥ শুনি মুনি মহাশয় সন্তুষ্ট হৃদয়। মনে মনে আপনারে ধন্য করি কয়॥ ব্রহ্মণ্যদেবের গলে দিব উপবীত। বিশ্ব গুরু গুরু হব ভাগ্য সমোদিত॥ এত ভাবি মুনিবর জ্যোতিষ খুলিয়া। করিলেন দিন স্থির সুস্থির হইয়া॥ বসুদেবে কহিলেন কর আয়োজন। তোমার ভাগ্যের সীমা না হয় বর্ণন॥ উপনয়নের দিন যে দিন ঘটিল। তব ভাগ্যযোগে দিন এমনি মিলিল॥ এমন দিনেতে যার উপবীত হয়। ধনে জনে থাকে করে ত্রিভুবন জয়॥ কমলা অচলা হয়ে সদা রন ঘরে। করয়ে তাহারে পূজা সুরাসুর নরে॥ অতএব শীঘ্র তুমি কর আয়োজন। এই দিনে শুভকর্ম্ম হবে সমাপন॥ উপনয়নের দ্রব্য যাহা যাহা চাই। প্রস্তুত রাখহ যেন চাবা মাত্র পাই॥ এত বলি লিপি করি দেন মুনিবর। লিপি মত দ্রব্য বসু আনান সত্বর॥ তবে মুনি আসি সেই দিন শুভক্ষণে। রাম কৃষ্ণ বসুদেবে লয়ে তিন জনে॥ বেদ মন্ত্র মহামুনি মুখে উচ্চারিয়া। বেদের বিহিত যত কর্ম্ম সমাপিয়া॥ অবশেষে

উপবীত করেন অর্পণ। আকাশেতে ধন্য ধন্য করে সুরগণ॥ পুষ্প বৃষ্টি করে আর দুন্দুভি বাজায়। অপসর অপসরীগণে নৃত্য করে তায়॥ মথুরানগরে যত বাদ্যকর ছিল। মহানন্দে বাদ্যোদ্যম করিতে লাগিল॥ সে শব্দে পূরিল স্বর্গ ভূমি রসাতল। এক মুখে নাহি হয় বর্ণন সকল॥ তবে মুনি রাম কৃষ্ণে মূলমন্ত্র দিতে। নিভৃত নিলয়ে নিয়া গেলেন ত্বরিতে॥

ত্রিপদী। রাম কৃষ্ণ দুইজনে, লয়ে অতি সুগোপনে, গর্গমুনি বলেন তখন। তোমরা বিশ্বের গুরু, তোমাদের হব গুরু, এ কেবল গুরুতা বচন॥ মহাবিষ্ণু মূলাধার, চতুরংশে অবতার, ভূবিভার হরণ কারণে। হইবে যদুর কুলে, জানিয়া ভবিষ্য মূলে, পুরোহিত হয়েছি যতনে॥ রামকৃষ্ণ দুইজন, এক আত্মা এক মন, এক তনু বিভিন্ন আকার। অতিরূপ অপরূপ, বিশ্বময় বিশ্বরূপ, স্বরূপ নাহিক কেহ আর॥ ব্রহ্মা আদি দেবগণ, আরাধিয়া ও চরণ, সর্ব্ব ক্ষণ দর্শন না পান। ইচ্ছাধীন লীলা ছলে, আসিয়া অবনীতলে, জীবের করহ পরিত্রাণ॥ মূলাধার সবাকার, নিরাধার নির্ব্বিকার, নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন। প্রকৃতি নির্ভর করি, অপরূপ রূপ ধরি, সাধকের পূরাও মনন॥ নাশিতে অবনী ভার, যুগে যুগে অবতার, বিশ্বাধার বিশ্বের ঠাকুর। শিষ্টের রাখিয়া মান, দুষ্টের নাশিয়া প্রাণ, পৃথিবীর ভার কর দুর॥ অনন্ত মহিমা গুণ, বর্ণিবারে সুনি-পুণ, অনন্ত সহস্র মুখে নন। গজমুখে গজানন, চারিমুখে বিধি নন, ষড়মুখে নহে ষড়ানন॥ পঞ্চমুখে নন শিব, আমি ক্ষুদ্রমতি জীব, একমুখে কি কব কথন। দয়া দান কর যারে, সেই সে জানিতে পারে, সাধ্য মতে করয়ে বর্ণন॥ অহর্নিশি গুণ গায়, ভবাব্ধি তরিয়া যায়, গোষ্পদের স্বরূপ সে জন। না থাকে শমন ভয়, নিত্যধামে সুখে রয়, পুনর্ব্বার না হয় জনম॥ সর্ব্ব শাস্ত্রগণে কয়, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময়, স্বরূপে সবার নিকেতন। স্বর্গ ভূমি রসা-তল, সাগর জঙ্গম জল, নাগ নর গন্ধর্ব্ব চারণ॥ দেবাসুর যক্ষ রক্ষ, শাখি শাখা পশুপক্ষ, জীবাজীব স্থাবরাস্থাবর। বেদ বিধি

সপ্রমাণ, ও পদে সবার স্থান, কোন বস্তু নাহি স্বতন্তর॥ আগম নিগম তন্ত্র, মুনি মুখে মহামন্ত্র, প্রকাশিয়া করহ প্রদান॥ দেখি আনি বেদ তন্ত্র, পড়াইব সেই মন্ত্র, কৃপাবিষ্ট হও ভগবান॥ অপরাধ না লইও, অন্তে পদে স্থান দিও, এই ভিক্ষা চাহি বার বার॥ দশ দিন দশ মাস, না হয় জঠরে বাস, না যাইতে হয় যমা-গার॥ এইরূপে মুনিবর, স্তুতি করি বহুতর, দৃঢ়ভক্তি যাচেন চরণে। রাম কৃষ্ণ কন তায়, সিদ্ধ হবে সমুদায়, যে বাঞ্ছা থাকয়ে তব মনে॥ এক্ষণে এ কথা আর, নাহি কর সুপ্রচার, আমরা মানব দেহ ধরি। মানবের যে বিধান, দীক্ষা কর সমাধান, শিক্ষা তাহা সযতনে করি॥ এত বলি রাম হরি, স্বমায়া বিস্তার করি, মুনিরে ভুলান ততক্ষণ। মুনিরাজ হর্ষ মনে, মহামন্ত্র সমর্পণে, করিলেন ক্রিয়া সমাপন॥ বসুদেব হর্ষমন, দান দেন অগণন, সযতনে ডাকি বিপ্রগণে। মণি চুণি হীরা সার, বহু বস্ত্র অলঙ্কার, উপহার আর নানাধনে॥ পূর্ব্বেতে মানসে নানা, ছিল আর দ্রব্য নানা, শ্রীকৃষ্ণের জনম সময়ে। সবৎস অযুত গাই, স্বর্ণ সহ সেই ঠাঁই, আনি দান দেন হৃষ্ট হয়ে॥ রামকৃষ্ণ হৃষ্ট হয়ে, দণ্ড কমণ্ডলু লয়ে, ধরি তথা ব্রহ্মচারী বেশ। মুনিপদে নত হয়ে,নিভৃতে নিয়মে রয়ে, বাহিরে আসিয়া অবশেষ॥ নিয়মিত যে যে ধর্ম্ম, সমাপিয়া সব কর্ম্ম, বসুদেবে কহেন শ্রীহরি। শিশুরাম দাসে ভাষে, বিদ্যা অধ্যয়ন আশে, যেতে চান অবন্তীনগরী॥

রামকৃষ্ণের অধ্যয়নার্থ অবন্তীনগরে গমন।

পয়ার। উপনয়নের কর্ম্ম হলে সমাপন। বিপ্র আদি বহু জাতি করিল ভোজন॥ যতেক দানের দ্রব্য লইয়া ব্রাহ্মণে। বসুরে প্রশংসি সবে গেল নিকেতনে॥ তবে কৃষ্ণ হরষিত হয়ে অতি মনে। জনক জননী কাছে বসিয়া যতনে॥ করপুটে কহি-ছেন অমিয়া বচনে। শ্রবণ করহ মাতা পিতা দুইজনে॥ বাল্যা-বধি বৃন্দাবনে করিলাম বাস। শিখিলাম গোচারণ আর গোপ-

তাথ॥ বিদ্যা অধ্যয়ন নাহি করি কোন দিন। পণ্ডিত সমাজে বসা বড়ই কঠিন॥ পণ্ডিতে পণ্ডিতে যবে শাস্ত্র কথা কন। অধো-মুখে থাকি তথা না সরে বচন॥ না বুঝিয়া বাক্য বাক্য কহে যেই জন। সভা মাঝে হয় সেই হাস্যের ভাজন॥ মূর্খ বলি উপহাস সবে করে তায়। বিদ্যা বিনা মনুষ্যের জীবন বৃথায়॥ বিদ্যায় বাড়ায় বুদ্ধি বুদ্ধে বাড়ে ধন। বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ হলে মান্য হয় জন॥ বিদ্যা জপ বিদ্যা তপ বিদ্যা পুণ্যধর্ম্ম। বিদ্যাতে সাধন হয় সাধ-কের কর্ম্ম॥ বিদ্যায় বাধিত হন বিধাতা আপনে। বিদ্বান জনেতে জয় পায় ত্রিভুবনে॥ বিদ্বান হইলে প্রজা রাজা হন বশ। রাজার হইলে বিদ্যা বাড়ে বহু যশ॥ বিদ্যা হয় মনুষ্যের প্রাণের সমান। বিদ্যা সম সার বস্তু নাহি কিছু আন॥ একারণে নিতান্ত হয়েছে মম মন। কিছু দিন করিবারে বিদ্যা অধ্যয়ন॥ সান্দীপনি নামে মুনি অবন্তীনগরে। সর্ব্ব শাস্ত্র সুপারগ ব্যাপ্ত চরাচরে॥ অধ্যয়ন হেতু যাব তাঁহার বসতি। কৃপাকরি আমা দোঁহে দেহ অনুমতি॥ এ কথা শুনিয়া বসু দেবকী দুজন। ব্যাকুল হইয়া মনে বলেন বচন॥ যে কথা কহিলে বাপ সুধার সমান। কিন্তু এ কথায় হৈল ব্যাকুলিত প্রাণ॥ বাল্যকালে বৃন্দাবনে রাখিয়া দুজনে। অহর্নিশি বারিধারা বহিত নয়নে॥ পুত্র নয়নের তারা পুত্র প্রাণ ধন। পুত্র বিনা মনুষ্যের বৃথায় জীবন॥ হেন পুত্র দূর দেশে রাখি বহু দিন। ভাবিয়া ভাবিয়া তনু হয়েছিল ক্ষীণ॥ বহু দিনে বিধি যদি হয়ে সানুকূল। মিলাইয়া পুত্র ধনে দিয়াছেন কূল॥ অতএব আমাদের জীবন থাকিতে। পেয়ে নিধি পুনরায় না পারি ছাড়িতে॥ একারণে বলি বাপ শুনহ বচন। বাসে বসে বিদ্যা দোঁহে কর অধ্যয়ন॥ সর্ব্বশাস্ত্র সুবিদিত আচার্য্য আনিয়া। ইচ্ছামত পড় পাঠ স্ববাসে বসিয়া॥ কৃষ্ণ কন কষ্ট বিনা বিদ্যা নাহি হয়। বিদ্যা হেতু বিজ্ঞ জনে যাবে পরাশ্রয়॥ স্ববাসে থাকিলে সুখ হয় সমুদিত। সুখেতে ভুলিয়া বিদ্যা হারায় নিশ্চিত॥ বিশেষতঃ এক্ষণে এ মথুরা ভবনে। আমরা সবার শ্রেষ্ঠ বলি সর্ব্বজনে॥

জয় করে আর করে স্তবন বন্দন। সম্মুখেতে গায় গুণ সদা সর্ব্ব-ক্ষণ॥ তাহাতে বাড়িয়া স্পর্দ্ধা হবে অহঙ্কার। অহঙ্কারে উপার্জ্জন না হয় বিদ্যার॥ অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। অহঙ্কারে ক্রোধের জন্মের পরিচয়॥ বুদ্ধি বৃক্ষ ডালে ফলে বিদ্যারূপ ফল। বুদ্ধিহীন হলে হয় সকলি বিফল॥ এই হেতু এইকথা করি নিবে-দন। বিদ্যা হেতু বিদেশেতে করিব গমন॥ ইহাতে ভাবনা কিছু না কর অন্তরে। অচিরে আসিব ফিরে মথুরানগরে॥ এত শুনি বসুদেব দেবকী তখন। কান্দিয়া কৃষ্ণের কাছে কহেন বচন॥ একান্ত যদ্যপি বাপ যাবে দূর দেশ। শুন তবে কহি কিছু করিয়া বিশেষ॥ মাতা পিতা বলি বাছা সদা রেখো মনে। দেখো যেন বি-স্মরণ না হইও ক্ষণে॥ এতবলি রামকৃষ্ণে বদন চুম্বিয়া। করিলেন অনুমতি অনেক ভাবিয়া॥ পাইয়া আদেশ তবে রাম হৃষীকেশ। অবিলম্বে চলিলেন ছাড়ি নিজ দেশ॥ রথে চড়ি দুই ভাই আনন্দ অন্তরে। উপনীত হইলেন অবন্তীনগরে॥ প্রথমে প্রবিষ্ট হতে মুনির ভবন। মনে মনে বিবেচনা করিয়া তখন॥ পথে থাকি রথ অশ্ব আর সঙ্গিগণে। বিদায় করিয়া দিয়া মথুরা ভবনে॥ তদন্তরে দুইজনে ছাত্র বেশ ধরি। প্রবেশেন মুনি পুরে পুথি কাঁখে করি॥ দূরে হতে রামকৃষ্ণ রূপ দরশনে। তটস্থ হইল তথা যত ছাত্রগণে॥ অপরূপ রূপ হেরি মুনি সান্দীপনি। এক-দৃষ্টে অনিমিষে রহেন আপনি॥ রাম কৃষ্ণ দুই ভাই বিনত হইয়া। প্রণমেন মুনিপদে শীঘ্রগতি গিয়া॥ পরিচয় দিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন। আমাদের অধিবাস মথুরা ভবন॥ রামকৃষ্ণ নাম বসুদেবের নন্দন। আসিয়াছি পাঠ হেতু এই নিবেদন॥ তব তুল্য জ্ঞানি মুনি নাহি ত্রিভুবনে। কৃপা করি পাঠ দিতে হবে দুই জনে॥ এই রূপে কৃষ্ণ কন মধুর ভারতি। শুনি মুনি সান্দীপনি সানন্দিত মতি॥ আশীর্ব্বাদ শিরোঘ্রাণ বদন চুম্বন। কহিলেন এই স্থানে থাক দুই জন॥ সন্তুষ্ট হয়েছি বাছা শুনিয়া বচন। সাধ্যমতে পড়াইব করিয়া যতন॥ এত বলি বহুবিধ করিয়া

ব্যাখ্যান। তপোবন ভিতরেতে দেন বাসস্থান॥ মুনি রমণীরে মুনি ডাকিয়া তখন। কহিলেন দেখ এই শিশু দুই জন॥ বিদ্যা আশে এসেছেন নিকটে আমার। তব কাছে এ দোঁহার আহারের ভার॥ মুনি জায়া সাধ্বী সতী শুনিয়া বচন। আর রামকৃষ্ণ রূপ করি দরশন॥ পুত্রহীনা পুত্র ভাবে পুলকিত মন। পালিতে প্রকৃত ভার করেন গ্রহণ॥ তবে হর্ষ হয়ে রাম কৃষ্ণ মতিমান। করিলেন মুনিদত্ত স্থানে অবস্থান॥ প্রত্যহ প্রত্যুষে পাঠ পড়েন যতনে॥ আহারাদি হয় মুনিপত্নীর সদনে॥ সুদামা নামেতে ছিল ছাত্র একজন। ইষ্টনিষ্ঠ মহাশিষ্ট বিপ্রের নন্দন॥ তার সহ কৃষ্ণের হইল সখ্যভাব। উভয়ে অর্পণ করি উভয় স্বভাব॥ শয়নে ভোজনে আর অটনে রটনে। সর্ব্বদা বঞ্চেন সুখে শাস্ত্র আলাপনে॥ বলরাম সহ কৃষ্ণ পড়েন যখন। দেখিয়া অবাক হয় যত ছাত্রগণ॥ একে একে সর্ব্বশাস্ত্র করিয়া বিন্যাস। চৌষট্টি দিবসে বিদ্যা চৌষট্টি অভ্যাস॥ দেখিয়া গুরুর মনে হৈল চমৎকার। বলেন এমন শিশু নাহি দেখি আর॥ মনুষ্য স্বভাব নহে এই দুই জন। রূপ গুণ যত দেখি দেবতা লক্ষণ॥ হরণের হেতু এই পৃথিবীর ভার। বোধ হয় হয়েছেন বিষ্ণু অবতার॥ মানবী লীলার হেতু মানিলেন গুরু। বাঞ্ছা কল্পতরু বিষ্ণু জগতের গুরু॥ যে হন বুঝিয়া আমি দক্ষিণা চাহিব। বিশেষিয়া তত্ত্ব কথা তখন জানিব॥ এই রূপে সান্দীপনি ভাবি মনে মন। একদিন রাম কৃষ্ণে বলেন বচন॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপারগ হইলে দুজন। আর যে পড়িবে শাস্ত্র নাহিক এমন॥ একথা শুনিয়া তবে কৃষ্ণচন্দ্র কন। দক্ষিণা যাচহ গুরু যাইব তবন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মুনি সান্দীপনি। শুনিয়া দক্ষিণা কথা কান্দেন আপনি॥

গুরুদক্ষিণা বিবরণ।

পয়ার। কৃষ্ণচন্দ্র কন গুরু করি নিবেদন। তোমার প্রসাদে যদি সাঙ্গ অধ্যয়ন॥ আজ্ঞাকর গুরুদেব প্রসন্ন হইয়া। মাতা

পিতা দরশন করি গৃহে গিয়া॥ বিদ্যার দক্ষিণা কিছু দিব মহাশয়। বাঞ্ছামত চাহ গুরু যাহা ইচ্ছা হয়॥ করিব দক্ষিণা দান আমি সুনিশ্চয়। দক্ষিণা বিহীনে কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নয়॥ দক্ষিণা কর্ম্মের মূল সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি। সাধ্যমতে সুদক্ষিণা দিব মহামুনি॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা মুনি মহাশয়। নয়নের জলে তার ভাসিল হৃদয়। উচ্চৈঃস্বরে কান্দে মুনি হইয়া দুঃখিত। উথলিল শোকসিন্ধু হায়ার সহিত॥ শুনিয়া রোদনধ্বনি মুনির রমণী। আসিয়া কান্দয়ে কাছে লোটায়ে অবনী॥ বক্ষঃ শিরে করাঘাত করে ঘনে ঘন। পুত্র পুত্র বলি দোঁহে করয়ে রোদন॥ দেখিয়া এরূপ কৃষ্ণ ক্রন্দন দোঁহার। বুঝাইয়া শ্রীমুখেতে কন আরবার॥ কি কারণে কান্দ দোঁহে বল সমুদায়। বুঝিয়া দক্ষিণা লহ যাহে দুঃখ যায়॥ এত যদি কৃষ্ণচন্দ্র বার বার কন। কান্দিতে কান্দিতে তবে কন দুই জন॥ কি দক্ষিণা দিবে বাছা কি ধন লইব। ধন নিয়া বাপধন কি ধন সাধিব॥ পুত্রধন হেতু ধন বাঞ্ছা করে জন। পুত্র হীনে ধনে বল কোন প্রয়োজন॥ পুত্র হেতু ভার্য্যা লোক করয়ে গ্রহণ। ভার্য্যা হতে পুত্র ধন হয় উৎপাদন॥ পুত্র হয় সংসারির সর্ব্ব সার ধন। পরকালে পুত্র পিণ্ডে মুক্ত হয় জন॥ মরিল এমন পুত্র সমুদ্রে ডুবিয়া। তদবধি আছি দোঁহে জীয়ন্তে মরিয়া॥ সংপ্রতি পাইয়া বাছা তোমা দুই জনে। পুত্রশোক নিবারণ হয়েছিল মনে॥ তোমরা পরের পুত্র যাবে নিকেতন। কেমনে ধরিব প্রাণ আমরা এখন॥ হায় হায় কোথা পুত্র কি ধর্ম্ম সাধিলে। পুত্র হয়ে পিতা মাতা জীয়ন্তে মারিলে॥ অকালে মরিল পুত্র নাহি দেখি পাপ। কি কারণে ওরে বাছা দিলে এত তাপ॥ এত বলি মুনি আর মুনির রমণী। কান্দিয়া কর্দ্দম কৈলা রজসা অবনী॥ হাহা শব্দে কান্দে দোঁহে নহে নিবারণ। দেখি কৃষ্ণ কৃপা করি কহেন বচন॥ না কান্দ না কান্দ আর স্থির কর মন। অচিরে মনের দুঃখ করিব মোচন॥ ধন কিবা পুত্র ধন কিবা ভূমি স্বর্গ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুষ্টয় বর্গ॥ যাহা চাবে তাহা পাবে না হইবে আন। বুঝিয়া যাচহ মুনি

সুদক্ষিণা দান॥ এত যদি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন আপনি। শুনিয়া বুঝিল মনে মুনি সান্দীপনি॥ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ ভুমে অবতার। নহিলে এমন কহে সাধ্য আছে কার॥ অতএব মৃতপুত্রে বাঁচায়ে লইব। হেরিয়া পুত্রের মুখ দুঃখ নিবারিব॥ ভবগুরু পাঠছলে বলেছেন গুরু। তখনি ঘুচেছে মম ভব দুঃখ গুরু॥ শমনের সাধ্য নাহি শাসিতে আমায়। এক্ষণে যাচিয়া লব যাতে দুঃখ যায়॥ এত ভাবি সান্দীপনি কৃষ্ণে করে স্তব। জানিলাম তব বাক্যে তব তত্ত্ব সব॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। তুমি দেব দেবি দিবি তুমি দিবাকর॥ জল স্থল রসাতল জঙ্গম সাগর। নাগ নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর। পশু পক্ষী পতঙ্গাদি বিভূতি তোমার। তোমা বিনা ত্রিজগতে নাহি কিছু আর॥ কি করিব তব স্তব তুমি বিশ্বময়। কৃপায় করিলে ধন্য আমার আলয়॥ বিশ্বগুরু হয়ে গুরু বলেছ যখন। বর্গ চতুষ্টয় লাভ হয়েছে তখন॥ তবে যদি সুদক্ষিণা দিবে ভগবান। মৃতপুত্রে বাঁচাইয়া আনি দেহ দান॥ ঐহিকে দৈহিক দুঃখ কর নিবারণ। ইহা বিনা অন্যধনে নাহি প্রয়োজন॥ এত যদি সান্দীপনি করি দৃঢ় কন। শুনিয়া ঈষৎ হাসি দেবকীনন্দন॥ কহিলেন তব পুত্র মরে কোন স্থলে। সান্দীপনি কহিলেন সমুদ্রের জলে॥ বারিধির নাম শুনি বারিদ বরণ। চলিলেন আনিবারে গুরুর নন্দন॥ প্রণাম করিয়া গুরু পাদপদ্ম মূলে। বলরাম সহ যান সাগরের কূলে॥ তীরে থাকি ত্রস্তচিত্তে রাজীবলোচন। করিলেন সাগরেরে ক্রোধে সম্বোধন॥ কৃষ্ণ ধ্বনি শুনি ধুনিনাথ চমকিয়া। দিব্য মূর্ত্তি ধরি দেখা দিলেন আসিয়া॥ পূর্ব্বে রাম অবতারে বন্ধনের ভয়ে। স্মরিয়া সলিলপতি শঙ্কিত হৃদয়ে॥ প্রণমিয়া পাদপদ্মে কর যোড়ে কয়। ক্রোধে সম্বোধন কেন কর কৃপাময়॥ কোন দোষে দুষি আমি নহি ও চরণে। অধীনের প্রতি ক্রোধ কিসের কারণে॥ কৃষ্ণ কন গুরুপুত্র তব জলে মরে। বেগেতে ডুবায়ে মার না ভাব অন্তরে॥ অম্বুনিধি কহে প্রভু করি নিবেদন। আমি নাহি মারি তব গুরুর নন্দন॥ পঞ্চজন

নামে এক শঙ্খ মহাসুর। বলেতে করিতে পারে জয় তিনপুর॥ দুষ্ট শীল দুরাচার দুর্জ্জয় শরীর। তার ভয়ে জলজন্তু কেহ নহে স্থির॥ সে দুষ্ট আমার জলে থাকে সর্ব্বক্ষণ। যারে পায় তারে ধরে করয়ে ভক্ষণ॥ শিশুমতি তব গুরুপুত্র গুণরাশি। অঘাটে নামিল স্নানে অবেলায় আসি॥ পাইয়া মনুষ্য শব্দ শঙ্খ দুরাচার। অবিলম্বে তারে ধরি করিল আহার॥ দুঃখে মরি ভয়ে কিছু বলিতে না পারি। দুরন্ত শঙ্খার তেজে কাঁপে মম বারি॥ ইথে মম অপরাধ নাহি ভগবান। বুঝিয়া করহ প্রভু যে হয় বিধান॥ সাগরের কথা শুনি করুণা সাগর। কৃপা বিতরিয়া তারে করেন উত্তর॥ শঙ্খারে মারিয়া তব ঘুচাইব ডর। জলমূর্ত্তি ধরি জলে যাওহে সাগর॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা বিরজা নন্দন। জল রূপে জল মধ্যে করিলা গমন॥ বলরামে কন কৃষ্ণ করিয়া বিনয়। ক্ষণকাল নীরে তুমি থাক মহাশয়॥ মুহূর্ত্ত মধ্যেতে আমি শঙ্খে বিনাশিয়া। অবিলম্বে তব কাছে মিলিব আসিয়া॥ এত বলি বলরামে রাখি সেই স্থলে। শিশু কহে কৃষ্ণ যান সমুদ্রের জলে॥

গুরুপুত্র অন্বেষণে শঙ্খাসুর বধার্থ শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্রে প্রবেশ।

পয়ার। বলরামে বুঝাইয়া রাখি সেই স্থান। কটি বেড়ি বীর ধটি করি পরিধান॥ অবিলম্বে আরোহিয়া বট বৃক্ষোপরি। বাহ্বাস্ফোট হুহুঙ্কার ঘোর শব্দ করি॥ লম্ফ দিয়া পড়িলেন সমুদ্রের জলে। আস্ফালনে অম্বুধির অম্বু ঊর্দ্ধে চলে॥ উথলিল জল জলজন্তু ভয় পায়। অস্থির হইয়া বেগে ইতস্ততো ধায়॥ শুনিয়া দারুণ শব্দ শঙ্খাসুর বর। শঙ্কায় হইল তার অস্থির অন্তর॥ মহাভয়ে ভীত হয়ে চারিদিকে চায়। যম সম হেরি কৃষ্ণে বেগেতে পলায়॥ অন্য জলচরে কৃষ্ণ কিছু নাহি কন। শঙ্খে অন্বেষিয়া বেগে করেন ভ্রমণ॥ দূরে হতে দেখিলেন শঙ্খ দুরাশয়। পলায় পবন বেগে শঙ্কিত হৃদয়॥ তাহা দেখি হাস্য করি প্রভু ভগবান।

পশ্চাতে পশ্চাতে তার হন ধাবমান ॥ নিকট হলেন তার করি ধর ধর। ফিরিয়া দেখিল শঙ্খ শমন সোসর ॥ পলাইতে নাহি পারে হইল ফাঁফর। কি করে ফিরিয়া আসি দিলেক সমর ॥ আস্ফালনে ঊর্দ্ধে জল তুলিয়া ফেলায়। ধাইয়া কামড় ধরে শ্রীকৃষ্ণের কায় ॥ হস্তে পদে কটি দেশে কসয়ে কামড়। দেখি কৃষ্ণ ক্রোধে এক মারেন চাপড় ॥ অস্থির হইল শঙ্খ খাইয়া চাপড়। তথাপিহ দুষ্টশীল না ছাড়ে কামড় ॥ কামড়ে কামড়ে কৃষ্ণ অস্থির হইয়া। সেই ক্ষণে নিজ মনে বিচার করিয়া ॥ করিলেন কলেবর বজ্র যদু-মণি। কামড়ে শঙ্খার দন্ত ভাঙ্গিল আপনি ॥ অস্থির হইল শঙ্খ দন্তের জ্বালায়। কি করে ভাবিয়া কিছু উপায় না পায় ॥ পলাইতে চাহে শঙ্খ শঙ্কিত হইয়া। দেখি কৃষ্ণ বাম করে ধরেন চাপিয়া ॥ প্রসারি দক্ষিণ হস্ত শঙ্খ মুখে দিয়া ॥ মুণ্ড ধরি একটানে বাহির করিয়া ॥ নখাঘাতে বক্ষ তার বিদারণ করি। শমন সদনে তারে পাঠান শ্রীহরি ॥ মরণ সময়ে শঙ্খ বলিল বচন। গুরুপুত্র আছে তব শমন ভবন ॥ অনেক কহিয়া আর স্তবনীয় বাণী। কহিল আমার শঙ্খ লহ চক্রপাণি ॥ রাখিবা আপন করে মম শঙ্খসার। কৃপাকরি অধীনেরে করহ উদ্ধার ॥ শঙ্খার বচনে কৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া। লইলেন শঙ্খ তার সন্তুষ্ট হইয়া ॥ তবে কৃষ্ণে প্রণমিয়া শঙ্খ মহাসুর। দিব্য দেহ ধরি গেল শমনের পুর ॥ শমনে প্রণাম করি চড়ি দিব্যরথে। অবিলম্বে চলি গেল বৈকুণ্ঠের পথে ॥ বৈকুণ্ঠ নগরে তার হৈল অধিবাস। পাইল সালোক্য ভাবে শিশুরাম দাস ॥

গুরুপুত্র আনয়নার্থে বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণের সংযমনীপুরে গমন।

পয়ার। শঙ্খারে বধিয়া শঙ্খ লইয়া শ্রীহরি। জলে হৈতে উঠিলেন অতিশীঘ্র করি ॥ শঙ্খ বিনাশনে তুষ্ট হইয়া সাগর। পুনরপি উঠিলেন ধরি কলেবর ॥ মণি চুণি হীরা সার মার্জ্জিত

বসন। নানাবিধ উপহার নানা আভরণ।। ভেট দিয়া রামকৃষ্ণ চরণ কমলে। স্তুতি করি বহুবিধ প্রবেশিলা জলে।। তবে কৃষ্ণ জলসিক্ত বস্ত্র পরিহরি। সাগরের দত্ত বস্ত্র আভরণ পরি।। দুই ভাই রথোপরি করি আরোহণ। সংযমনীপুরে শীঘ্র করেন গমন॥ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলেন হরি। শুনিয়া শমন ভয়ে উঠিল শিহরি।। চিত্রগুপ্ত সহ শীঘ্র গললগ্নী বাসে। প্রণাম করিল আসি রাম শ্রীনিবাসে।। অগ্রসরি নিয়া গিয়া আপন ভবন। বসাইলা শীঘ্র দিয়া দিব্য সিংহাসন।। কর যুড়ি স্তুতি করে অনেক প্রকার রামকৃষ্ণ মহাবাহো জগত আধার।। জয় জয় জগদীশ জগত জীবন। যদুকুলে অবতার যশোদানন্দন।। জপিলে যুগল নাম যায় যমভয়। জননী জঠরে জন্ম আর নাহি হয়।। অপার মহিমা গুণ বর্ণে সাধ্যকার। পদার্পণে পবিত্র করিলে মমাগার।। কি কারণে আগমন কহ বিবরণ। আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥ শমনের বাক্য শুনি সহাস্য বদনে। কহেন করুণাময় প্রণয় বচনে॥ মম পাঠগুরু হন মুনি সান্দীপনি। পুত্র তাঁর প্রিয়ম্বদ সর্ব্ব গুণ-মণি। অকালে সমুদ্রে তারে মারে শঙ্খাসুর। মারিলে আনিল তব দূতে তব পুর।। তদবধি এইধামে আছে সেই জন। তাহারে আনিয়া শীঘ্র দেও হে শমন। না কর বিলম্ব ইথে শুনহ ভারতি। গুরুকে দক্ষিণা আমি দিব শীঘ্রগতি।। এত যদি কহিলেন দেব ভগবান। শুনি জীব কারাগারে যমরাজ যান।। সান্দীপনি মুনি পুত্রে তপাসিয়া গিয়া। অবিলম্বে রামকৃষ্ণে দিলেন আনিয়া।। গুরু পুত্রে পেয়ে হরি হয়ে হরষিত। পূর্ব্ব রূপ দেহ দান দিলেন ত্বরিত॥ হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ চলন বলন। পূর্ব্বের সমস্ত ভাব করিয়া অর্পণ।। শমনেরে শুভাশিষ করি রাম হরি। গুরুপুত্রে নিয়া যান অবন্তী নগরী।। শিশুভাবে কৃষ্ণপদ ভাব অনিবার। কৃষ্ণ যারে সানুকূল কি ভাবনা তার।।

গুরুদক্ষিণা প্রদানানন্তর রামকৃষ্ণের মথুরা গমন।

ত্রিপদী। অবিলম্বে রাম হরি, আরোহিয়া রথোপরি, গুরু-পুত্রে নিয়া সঙ্গে করি। অশ্ব পৃষ্ঠে মারি ছাট, ছাড়য়ে অনেক বাট, উপনীত, অবন্তী নগরী॥ গুরুপুরে প্রবেশিয়া, প্রদক্ষিণে প্রণমিয়া, গুরু গুরুরমণীর পায়। গুরুপুত্র সহ আর, মণি চুণি হীরা সার, দান দেন দক্ষিণা বিধায়॥ বহুরত্নে পরিষ্কার, বহুবিধ অলঙ্কার, বহু অর্থ রাশি রাশি আর। দিয়া দান অগণন, দাঁড়ালেন দুইজন, দেখি মুনি মানে চমৎকার॥ হেরিয়া পুত্রের মুখ, জনমিল রত সুখ, কত তার করিব বর্ণন। পুত্র ধনে কোলে নিল, মুখে শত চুম্ব দিল, মুনি মুনিরমণী দুজন॥ শোকসিন্ধু হয়ে পার, চারি চক্ষে অনিবার, সুখনীর বহিতে লাগিল। পুলকে পূরিয়া তনু, উচ্চারিয়া বেদ মনু, রামকৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ দিল॥ জানি মুনি সমু-দয়, ব্রাহ্মণেরে পরিচয়, ব্রহ্মণ্য দেবের ব্যবহারে। কেমনি মায়ার কার্য্য, তথাপি বোধের ধার্য্য, না হইল সমূহ প্রকারে॥ অজ্ঞানের অনুরোধে, রামকৃষ্ণে শিষ্য বোধে, তুলে দেন মস্তকে চরণ। রাম-কৃষ্ণ দুইজন, প্রণমিয়া সেইক্ষণ, অনুক্ষণ করেন স্তবন॥ স্তবন বন্দন করি, যেতে চান রামহরি, আপনার মথুরা নগরে। বিদায় মাগেন দান, শুনি মুনি মতিমান, অপ্রমাণ চক্ষে জলঝরে॥ যতকন যদুমণি, কি করেন সান্দীপনি, এমো বাণী বলিলেন মুখে। বিদায় করিয়া দান, সুস্থির না মানে প্রাণ, ভাসিলেন অর্ণব অসুখে॥ মুনির রমণী যেই, ধাইয়া আসিয়া সেই, কোলে নিয়া রাম দামো-দরে। শিরের আঘ্রাণ নিয়া, শত শত চুম্ব দিয়া, অগণন আশী-র্ব্বাদ করে॥ তবে তথা ত্বরা করি, কোলে হতে রাম হরি, নামিয়া প্রণাম করে পায়। পাঠ ছাত্র যত জন, সবে করি সম্ভাষণ, অবি-লম্বে যাচেন বিদায়॥ সুদামা সখারে হরি, কন কথা করে ধরি, দেখো সখা থেকো সাবধানে। আমারে রাখিও মনে, না হইও

বিস্মরণে, প্রেমের পরীক্ষা পরিমাণে ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বোল, ভাবে হয়ে উতরোল, সুদামার চক্ষে বহে নীর। আকুল হইল প্রাণী, মুখেতে না সরে বাণী, ভাব ভরে অস্থির শরীর॥ উভয়ের ভাব যত, ভাবে ভাব অনুগত, ভাব জানে ভাবের স্বভাব। ঘন ঘন আলাপন, ঘন প্রেম আলিঙ্গন, স্বভাবের না হয় অভাব॥ সুদামা দ্বিজের সুত, ভাবি হরি কর যুত, প্রণাম করিয়া তার পায়। চক্ষে চক্ষে আরোপিয়া, কহিলেন আশা দিয়া, দেখা সখা হবে পুনরায়॥ এত বলি ত্বরা করি, উঠিলেন রথোপরি, রাম সহ রাজীব লোচন। দেখিতে দেখিতে রথ, ছাড়াইয়া বহু পথ, উপনীত মথুরা ভবন॥ রামকৃষ্ণ আগমন, জানিয়া মথুরা জন, সবে করে মঙ্গল আচার। পূর্ণকুম্ভ আম্রসার, রম্ভাতরু পুষ্পহার, স্থাপিয়া শোভিল পুরদ্বার॥ আনন্দের সীমা নাই, নৃত্য গীত সর্ব্ব ঠাঁই, বাজে বাদ্য মৃদঙ্গ মধুর। বীণা বাঁশী করতাল, শঙ্খ ঘণ্টা সুরসাল, সুরবে পূরিল মধুপুর॥ নর্ত্তকী নর্ত্তকগণ, নৃত্য করে সুমোহন, হেরে মন হয় পুলকিত। সুযন্ত্রে মিলায়ে তান, দিয়া তাল লয় মান, গায় গান অতি সুললীত॥ রাজপথ মথুরার ধূলি সাম্য করে তার, ছড়া দিয়া সুসার চন্দনে। রামকৃষ্ণ দুইজনে, অগ্রসরি আনয়নে, ঊর্দ্ধ মুখে ধায় যদুগণে॥ বেলা হৈল অবসান, অস্তাচলে রবি যান, গোধূলিতে গগণ ধূষর। বারবধূ দিয়া বার, শোভা করি বার-দ্বার, বসিয়াছে সাজি কি সুন্দর॥ বিহঙ্গ সুরঙ্গ দিয়া, কুলায় কুলায় গিয়া, রব করে অতি সুমধুর। রামকৃষ্ণ এ সময়ে স্বগণে মিলিত হয়ে, আইলেন আপনার পুর॥ দেবকী সানন্দ মন, সঙ্গেতে সতিনীগণ, ধেয়ে রামকৃষ্ণে নিল কোলে। রামকৃষ্ণ হৃষ্টমন, পেয়ে নিজ মাতাগণ, কন কথা সুমধুর বোলে॥ হাপুতীর পুত্রধন, দারিদ্রের সুরতন, সেই মত আনন্দ উদয়। চক্ষের আনন্দ জলে, ধোয়াইয়া কুতুহলে, কৃষ্ণমাতা কত কথা কয়॥ বসুদেব মতিমান, ধেয়ে আসি সেই স্থান, পুত্রধনে হেরে হরষিত। আনন্দেতে অপ্রমাণ, ব্রাহ্মণে করেন দান, কল্যাণ

করেন যথোচিত ॥ রাম কৃষ্ণ দুইজন, মাতা পিতা বন্ধুগণ, সহিতে হইয়া সুমিলিত। করিলেন অবস্থান, অপরে শুনহ আন, শিশু কহে কথা সুলোলীত ॥

অথ দেবকীর মৃত ষট্‌পুত্রের আনয়ন ও নির্য্যান।

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া রামকৃষ্ণ দুই জন। প্রাতঃকৃত্য আদি কর্ম্ম করি সমাপন ॥ বারদিয়া বসিলেন বাহিরে আসিয়া। আইলা মথুরাবাসী দেখিতে ধাইয়া ॥ বাল বৃদ্ধ যুবা জরা কি পুরুষ দারা। উপযুক্ত স্থানে থাকি সবে দেখে তারা ॥ নিকটে বসিল যত মান্য গণ্য জন। সকলে সুমিষ্ট ভাষে করে আলাপন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মথুরার যত। ক্রমেতে সভাতে সবে হন সমাগত ॥ শুনেছেন রামকৃষ্ণ পাঠ সমাপিয়া। এসেছেন সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ॥ এ কথা শ্রবণে যত পণ্ডিতের গণ। বসিলেন করিবারে শাস্ত্র আলাপন ॥ কেহ রাম সহ কেহ কৃষ্ণের সহিত। একে একে বসিলেন যতেক পণ্ডিত ॥ বেদান্ত বেদাঙ্গ বেদ আদি শাস্ত্র আর। শিবের আগম আদি নানা তন্ত্রসার ॥ নানা মুনি মতে নানা শাস্ত্র সুবিস্তার। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব শাস্ত্রে করেন বিচার ॥ বিচারেতে রামকৃষ্ণ হইলেন জয়। দেখিয়া সভাস্থগণ সানন্দ হৃদয় ॥ অক্রূর উদ্ধব বসুদেব মতিমান। উগ্রসেন আদি যত যদুর প্রধান ॥ মুনি ঋষি আদি করি যত মহাজন। সকলে করেন রামকৃষ্ণে প্রশংসন ॥ একমুখে শতবার বলে ধন্য ধন্য। রামকৃষ্ণ সম নাহি ত্রিভুবনে অন্য ॥ অধিক গুণের কথা শুনিলেন আর। মরেছিল বহুদিন মুনির কুমার ॥ শমন সদন হতে তাহাকে আনিয়া। গুরুরে দক্ষিণা দেন জীবন্যাস দিয়া ॥ এ কথা হইল রাষ্ট্র পৃথিবী যুড়িয়া। সবে চমৎকার হৈল শ্রবণ করিয়া ॥ বসুদেব আদি করি হইলেন সুখী। কেবল দেবকী দেবী কিছু অশ্রুমুখী ॥ সে কথা তথায় কিছু নহিল প্রকাশ। সভাভাঙ্গি সবে গেল নিজনিজ বাস ॥ সভা

তঙ্গে উঠি তবে ভাই দুইজন। অবিলম্বে অন্তঃপুরে করেন গমন॥ দেবকীর কাছে গিয়া করিয়া ভোজন। বৈকালিক নিদ্রা যান করিয়া শয়ন। এ দিকে দেবকী অন্ন বসুদেবে দিয়া। ক্রমে অন্ন দেন যদুগণেরে ডাকিয়া। সপত্নী অবধি আর যত পরিবার। দাস দাসী আদি করি দিলেন আহার॥ আপনি আহার কিছু না করেন সতী। কৃষ্ণের নিকটে যান অতি দুঃখমতি॥ যথায় শয়নে কৃষ্ণ আছেন নিদ্রিত। তথা গিয়া বসিলেন হইয়া দুঃখিত॥ ব্যজন করেন দেবী কৃষ্ণ কলেবরে। বিন্দু বিন্দু বারি ধারা নয়নেতে ঝরে॥ দৈবাধীন এক বিন্দু পড়ে কৃষ্ণ কায়। সে বিন্দু স্পর্শেতে কৃষ্ণ জাগিলেন তায়॥ জাগিয়া সঘনে হরি চারিদিকে চান। জননীর চক্ষে জল দেখিবারে পান॥ চমকিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মায়েরে সুধান। কেন গো জননী দেখি দুঃখিনী সমান॥ কি হেতু নয়নে জল হয় বরিষণ। প্রকাশ করিয়া মাতা বলহ বচন॥ শুনিয়া দেবকী দেবী শ্রীকৃষ্ণের ভাষ। আপনার দুঃখ কথা করেন প্রকাশ॥ শুন শুন বাপধন হয়ে একমন। আমার দুঃখের কথা না হয় বর্ণন॥ তোমার জন্মের পূর্ব্বে যত দুঃখ পাই। কিঞ্চিৎ তাহার কথা তোমারে শুনাই॥ সকল দুঃখের কথা কহিতে হইলে। পাষাণ গলিয়া যায় শ্রবণ করিলে॥ আবদ্ধ ছিলাম যবে কংস কারাগার। একে একে হয়েছিল ছয়টি কুমার॥ সপ্তমেতে গর্ব্ভ মম হয়েছিল পাত। অষ্টমে তোমার জন্ম হইয়াছে তাত॥ ছয়টি পুত্রের কথা করহ শ্রবণ। হয়েছিল রূপবান কুমার যেমন॥ জন্মমাত্রে রুদ্যমান হইল যখন। কোলে নিয়া মুখে স্তন দিলাম তখন॥ স্তন্যধার পেয়ে মুখে করিলেক চুপ। সেই কালে নিরক্ষিয়া দেখিলাম রূপ॥ অপরূপ রূপ দেখে বাড়িল আহ্লাদ। দিয়া নিধি বিধি পুনঃ সাধিলেন বাদ॥ অকস্মাৎ আসি দুষ্ট কংস দুরাচার। কোলে হতে কাড়ি নিল সন্তান আমার॥ স্তন্যপানে তৃপ্তি নাহি হইল বাছার। রোদন করিল কত করিয়া চিৎকার॥ দারুণ নির্দ্দয় কংস কিছু না মানিল। পাষাণেতে আছাড়িয়া

বাছারে মারিল ॥ এইরূপে ছয়বার মারে ছয় জনে। বিদারণ হয় হৃদি সে কথা স্মরণে ॥ মনে ভাবি গত দুঃখ করিব না মনে। কেমনি পুত্রের শোক নহে নিবারণে ॥ অহর্নিশি শোকসিন্ধু সবেগেতে ধায়। খরস্রোতে ক্ষণে ক্ষণে আমারে ভাষায় ॥ করিতে না পারি দুঃখ কিছুতে বারণ। নিবারণ হয় যদি তুমি কর মন ॥ শুনিয়াছি তব গুণ শুন বাপধন। বহুদিন মরেছিল গুরুর নন্দন ॥ তাহারে আনিয়া তুমি করেছ প্রদান। লোক সবে করিতেছে তব গুণ গান ॥ অতএব কিছু বাছা কৃপা বিতরিয়া। বারেক দেখাও সেই সন্তানে আনিয়া ॥ একেবারে ছয় পুত্রে আনি দেহ বাপ। স্তনপান করাইয়া ঘুচাই সন্তাপ॥ এত যদি কহিলেন দেবকীজননী। শুনিয়া ঈষদ হাসি কন যদুমণি ॥ মরিয়া সন্তান তব ইন্দ্রলোকে গিয়া। অমর সহিতে আছে অমর হইয়া ॥ স্বর্গ ভোগ বহুকাল বক্রী আছে আর। এক্ষণেতে পৃথিবীতে রাখা হবে ভার ॥ কোন মতে না থাকিবে অবনী ভিতর। কহিলাম বিস্তারিয়া তোমার গোচর ॥ তবে যদি দেখিবারে বড় ইচ্ছা হয়। রাখিতে পারিবে মাতা দণ্ড চারি ছয়। দেবকী বলেন বাছা যদি নাহি রয়। বারেক দেখিলে তবু যুড়াবে হৃদয় ॥ সন্তানের খেদ নাই তোমারে পাইয়া। পূর্ব্বশোক নিবারিব ক্ষণেক দেখিয়া ॥ শুনি দেবকীর বাণী চক্রপাণি কন। একান্ত দেখিতে যদি হয় তব মন ॥ গৃহান্তরে ক্ষণকাল কর মা গমন। এখনি আনিব তব সুত ছয়জন ॥ আনিয়া তোমারে তবে ডাকিব জননী। শুনি গৃহান্তরে যান দেবকী অমনি॥ বসুদেব নিকটেতে গিয়া সেইক্ষণ। বিস্তারিয়া কহিলেন সব বিবরণ ॥ শুনি বসুদেব হন সানন্দিত মন। এখানে কৃষ্ণের কথা করহ শ্রবণ ॥ দেবকীরে পাঠাইয়া নিয়া অন্যঘরে। দেবরাজে স্মরিলেন সহৃষ্ট অন্তরে॥ স্মৃতমাত্রে সুরপতি আসিয়া তথায়। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি শ্রীকৃষ্ণের পায় ॥ করযোড় করি করি অনেক স্তবন। অপরে সুধান কথা কি হেতু স্মরণ ॥ কৃষ্ণ কন সুররাজ শুনহ বচন। তব পুরে আছে মম সহোদরগণ ॥ দেবকী মায়ের সর্ব্ব-

জাত ছয় ধীর। স্বর্গভোগ করে পেয়ে দেবতা শরীর ॥ মায়ের হয়েছে ইচ্ছা দেখিতে নন্দন। সেই হেতু করিয়াছি তোমারে স্মরণ ॥ মনুষ্য বালক সম দেহ দিয়া দান। ছয় জনে আনি দেহ মম বিদ্যমান ॥ ছয় দণ্ড থাকি পুন যাবে সুরপুর। এই কার্য্য কর শীঘ্র দেবের ঠাকুর ॥ সুররাজ কন এই কথা অসম্ভব। কি বলিব তব বাক্যে সকলি সম্ভব। কোন কর্ম্ম আছে প্রভু অসাধ্য তোমার। অনুগ্রহ করি মাত্র দাসে দিলে ভার ॥ অবশ্য তোমার কর্ম্ম যতনে সাধিব। তব পূর্ব্ব সহোদরে এখনি আনিব ॥ এত বলি ইন্দ্র দেব করিয়া গমন। তপাসিয়া নিয়া শীঘ্র সেই ছয় জন ॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা মতে দিব্য বেশ হরে নিয়া। দিলেন মনুষ্য বেশ সমস্ত ভূষিয়া ॥ মনুষ্যের মত রূপ গুণ সমুদয়। অভিন্ন বসুর ছয় পূর্ব্বের তনয় ॥ মনুষ্যের ধৃতি স্মৃতি অর্পণ করিয়া। অবিলম্বে কৃষ্ণ কাছে দিলেন আনিয়া ॥ পেয়ে হরি পূর্ব্বকার ভাই ছয় জন। ইন্দ্রেরে বলেন তুমি করহ গমন ॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা প্রণমি চরণে। চলিলেন শচীনাথ অমর ভবনে ॥ পথে গিয়া বিবেচনা করি মনে মনে। দেখিতে কৃষ্ণের কার্য্য রহেন গগণে ॥ এখানেতে কৃষ্ণ ছয় সহোদরে নিয়া। করিলেন সমর্পণ মায়েরে ডাকিয়া। পুত্র পেয়ে দেবকীর গেল পরিতাপ। আনন্দ উদয় হৈল ঘুচিল বিলাপ ॥ তবেত দেবকী দেবী আনন্দ অন্তরে। ডাকিলেন বসুদেবে অতি শীঘ্রতরে ॥ বসুদেব আইলেন সহ বলরাম। হেরিয়া পুত্রের মুখ পূর্ণ মনস্কাম ॥ অপরে আইল যত পুরবাসি জন। দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম চমকিত মন ॥ দেবকী লইয়া কোলে পূর্ব্ব পুত্রগণে। একে একে স্তন দেন সকল বদনে ॥ এক জনে স্তন দিয়া রাখিয়া যতনে। পুনরপি দেন স্তন নিয়া অন্য জনে ॥ এই রূপে ছয় জনে ক্রমে দিয়া স্তন। আনন্দে দেবকী দেবী দেখেন নন্দন ॥ পুত্রগণ দেবকীরে মাতৃ সম্ভাষণে। তুষিলেক বহু বিধ সুমিষ্ট বচনে ॥ কৃষ্ণ সহ ভ্রাতৃ বোধে কথোপ-কথন। ক্রমেতে সবার সঙ্গে মিষ্ট আলাপন ॥ এ সময়ে দেখ তথা দৈবের ঘটন। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হৈল ভাই ছয় জন ॥ দেখিতে

দেখিতে হৈল দেব কলেবর। দেব রথে চড়ি গেল দেবের নগর॥ অবাক হইয়া লোক এক দৃষ্টে রয়। দেখি দেবকীর হৃদি শোক সাম্য হয়॥ দেব রূপ দেখি পুত্রে দুঃখ হৈল দূর। কৃষ্ণের কৃপায় বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥ রামকৃষ্ণ লয়ে সুখে ভাসেন অপার। শিশু-রাম দাসে ভাষে কৃষ্ণভক্তি সার॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ বিরহ।

পয়ার। কৃষ্ণধনে কোলে পেয়ে দেবকী সুন্দরী। সুখেতে কাটেন কাল দুঃখ পরিহরি॥ বহুবিধ আহারীয় করি আয়োজন। আনন্দে করান দেবী কৃষ্ণেরে ভোজন॥ দৈবাধীন একদিন হইল অন্তরে। আছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র নন্দ ঘোষ ঘরে॥ গোপ ঘরে গো রসের দ্রব্য বহুতর। নবনী মাখন দধি ঘৃত ক্ষীর সর॥ যশোদা দিতেন সদা শ্রীকৃষ্ণের করে। চেয়ে চেয়ে কৃষ্ণ নাকি খেতেন সাদরে॥ অতএব ক্ষীর সর নবনী মাখন। যশোদার মত কৃষ্ণে করাব ভোজন॥ এত ভাবি আহারীয় গোরস তখন। করিলেন নানাবিধ দ্রব্য উপার্জ্জন॥ রজনী যোগেতে দেবী রাখেন যতনে। প্রভাতে দিবেন কৃষ্ণে করিলেন মনে॥ উঠিলেন কৃষ্ণচন্দ্র প্রভাতে যখন। স্বর্ণপাত্রে ক্ষীর সর লইয়া তখন॥ যেমন দেবকী দেবী কৃষ্ণে দিতে যান। দেখহ দৈবের কর্ম্ম একে ঘটে আন॥ ক্ষীর সর দেখি কৃষ্ণ দেবকীর করে। যশোদার ভাব হৈল উদয় অন্তরে॥ দেব-কীরে হেরি হরি হলেন অস্থির। যশোদারে মনে ভাবি চক্ষে বহে নীর॥ গুণময় শ্রীকৃষ্ণের কত কব গুণ। কখন সগুণ হন কখন নির্গুণ॥ কি ভাব কৃষ্ণের কবে নাহি জানে বেদ। ব্রজভাব মনে হয়ে উপজিল খেদ॥ না দেখেন দেবকীরে ফিরায়ে নয়ন। নাহি খান ক্ষীর সর নবনী মাখন॥ ঘটিল কৃষ্ণের ব্রজ বিরহ বিকার। প্রলাপ বিলাপ যত কহে সাধ্য কার॥ বহিল নয়নে নীর শ্রাব-ণের যথা। মনে মনে খেদ করে মনে মনে কথা॥ হা হা মাতা যশোমতি রহিলে কোথায়। কি কঠিন প্রাণ মম ত্যেজেছি তোমায়॥

আমার বিহনে মাতা বুঝি বেঁচে নাই। ত্যজিয়াছ প্রাণ বুঝি বলিয়া কানাই॥ এক দণ্ড না দেখিলে অস্থির হইতে। কেমনে আছ গো মাতা না পারি বুঝিতে॥ কটোরা পুরিয়া নিয়া ক্ষীর সর ননী। গোষ্ঠে গেলে পথ চেয়ে থাকিতে অমনি॥ কটোরা পূর্ণিত ক্ষীর যতনে রাখিয়া। রজনীতে মম মুখে দিতে জাগাইয়া॥ ওগো মাতা তব ব্যথা আমাতে যেমন। ত্রিভুবনে তপাসিয়া না দেখি তেমন॥ হা হা পিতা নন্দ ঘোষ আছহ কেমনে। বলহীন হইয়াছ আমার বিহনে॥ কে করে এক্ষণে আর গোষ্ঠে গোচারণ। তোমারে বা বাধা জল দেয় কোন জন॥ আমারে করিয়া সঙ্গে এলে মথুরায়। দয়া হীন হয়ে আমি করেছি বিদায়॥ পথে যেতে বুঝি তাত ত্যজিয়াছ প্রাণ। নহে কেন মম মন করে আন চান। কোথা রে শ্রীদাম সখা কোথা রে সুবল। কোথা রে সুদাম দাম শ্রীমধু-মঙ্গল॥ ক্রমে ক্রমে যত রাখালের নাম স্মরি। মনে মনে খেদ করে কান্দেন শ্রীহরি॥ ধবলী শ্যামলী আদি কোথা সব গাই। আমার বিহনে বুঝি প্রাণে কেহ নাই॥ কোথা রাধা কমলিনী কৃষ্ণ অঙ্গ আধা। কৃষ্ণ ভাবে সমাকুল কৃষ্ণ প্রেম সাধা॥ কৃষ্ণ বিনা কিছু তুমি নাহি জান মনে। কৃষ্ণরূপ দেখ সদা শয়নে স্বপনে॥ কৃষ্ণনাম জপমালা কৃষ্ণরূপ ক্রিয়া। কৃষ্ণ হারা হয়ে প্যারি আছ কি বাঁচিয়া॥ বলিতে বলিতে হরি মূর্চ্ছাগত হন। পুনশ্চ সম্বিত পেয়ে পুনশ্চ রোদন॥ কোথা রহিয়াছ বৃন্দে প্রিয় সহচরি। তোমার বুদ্ধিতে বহু বিপদেতে তরি॥ ললিতা লবঙ্গলতা চিত্রা সুলোচনা। চম্পকলতিকা চম্পাবতী চন্দ্রাননা॥ ইন্দুমুখী আদি অষ্ট প্রাধান্যে গণন। ইহা সহ ষোড়শ সহস্র অষ্টজন॥ একে একে সকলেরে স্মরি মনে মনে। অনিবার ঝরে বারি কমল নয়নে॥ প্রকাশ করিয়া কোন কথা নাহি কন। দেবকী বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া রোদন॥ কত মতে ডাকিলেন করিয়া যতন। কিছু নাহি কহিলেন কমল লোচন॥ ভাব দেখি বসুদেবে দেন সমাচার। বসু-দেব আসি দেখি ভাবেন অপার॥ আইলা রোহিণী আদি যতেক

জননী। কারু সহ কথা নাহি কন যদুমণি॥ বলরাম আসি দেখি বুঝিলেন ভাব। ব্রজ ভাব বিনা আর নহে অন্য ভাব॥ এত ভাবি বলদেব সকলেরে কন। এ স্থান হইতে সবে করহ গমন॥ একা আমি বুঝাইয়া কৃষ্ণে সান্ত্বাইব। ভয় নাহি না ভাবিহ এখনি তুষিব॥ এত বলি সকলেরে বিদায় করিয়া। বলরাম কৃষ্ণে কন ঈষৎ হাসিয়া॥ বুঝিয়াছি ওরে ভাই ভাব সমুদয়। ব্রজ ভাব মনোমধ্যে হয়েছে উদয়॥ সে ভাবেতে ভাবান্তর হয়েছে তোমার। বুঝিতে তোমার ভাব সাধ্য আছে কার॥ কখন দয়ালু হও কখন কঠিন। কভু কারে কর রাজা কারে কর দীন॥ কহ দেখি ভাই তুমি বুঝায়ে আমায়। কি বুঝিয়া পিতা নন্দে করিলে বিদায়॥ মাতা পিতা সখী সখা ভাই বন্ধুগণে। না রাখিলে কেন আনি মথুরা ভবনে॥ কৃষ্ণ কন ব্রজবাসী ছাড়ি বৃন্দাবন। না রবেন কভু তাঁরা এ মধুভুবন॥ সন্তোষিত নন তাঁরা রাজ্য ধন জনে। কেবল আমারে চান বসি বৃন্দাবনে॥ একারণে এখানেতে না পারি আনিতে। একারণ চিরদিন হইল কান্দিতে॥ বলরাম কন ভাই শুনহ বচন। সংবাদ আনহ শীঘ্র পাঠাইয়া জন॥ আমাদের সমাচার দেহ পাঠাইয়া। ত্বরায় যাইব তথা এই আশা দিয়া॥ আশার আশ্রিত হয় মনুষ্য জীবন। আশাদানে সবাকার তৃপ্ত কর মন॥ তাঁদের সংবাদে তৃপ্ত আমাদের মন। অবশ্য হইবে ভাই শুনহ বচন॥ অসার ভাবনা আর নাহি কর মনে। ভাবনা যাহাতে যায় করহ এক্ষণে॥ শীঘ্র পাঠাইয়া দূত দেহ সেই স্থানে। শুনায়ে শুনিয়া শুভ আসুক এখানে॥ এত যদি বলরাম বলেন বচন। কারে পাঠাইব কৃষ্ণ ভাবেন তখন॥ পরম বৈষ্ণব হবে সাধু সদাশয়। লাভালাভ সমভাব সন্তোষ হৃদয়॥ শুদ্ধ শীল শান্ত দান্ত বুদ্ধি বিচক্ষণ। বুঝাইতে বুঝিতে সক্ষম সর্ব্বক্ষণ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র সুশিক্ষিত অহঙ্কার হীন। অহিংসক হবে আর সর্ব্ব সুপ্রবীণ॥ হইলে এমন জন দূত যোগ্য হয়। কে আছে এমন হেথা ভাবেন হৃদয়॥ আছেন অক্রূর খুড়া সর্ব্ব গুণধাম। আমারে আনিয়া

ব্রজে হয়েছে দুর্নাম॥ তাঁহারে পাঠান ব্রজে না হইবে আর। এই হেতু ভাবিতেছি মনেতে অপার॥ আনিয়া অবধি তিনি আছেন ক্ষোভিত। তিনি গেলে একে আর হবে উপস্থিত॥ বলরাম কন কৃষ্ণ আছে আর জন। উদ্ধব তোমার সখা সর্ব্ব সুলক্ষণ॥ তাহারে ডাকিয়া তুমি পাঠাও তথায়। পাইবে পরম প্রীতি ব্রজ-বাসী তায়॥ কৃষ্ণ কন দাদা ভাল করিয়াছ মনে। পাঠাব উদ্ধবে আমি ধাম বৃন্দাবনে॥ বৈষ্ণব বলিয়া তার আছে অভিমান। দেখিলে ব্রজের ভাব ঘুচিবেক ভান॥ প্রিয় বটে পাঠাইতে উচিত তাহায়। সকলে সংপ্রীত হবে শিক্ষায় শিক্ষায়॥ এত ভাবি কৃষ্ণ চন্দ্র ত্যজিয়া রোদন। বলরাম সহ আসি বাহিরে তখন॥ উদ্ধবে ডাকিয়া কন সুমিষ্ট বচনে। একবার যাও সখা গোকুল ভবনে॥ গোপ গোপী সখী সখা আদি সমুদায়। আমার কারণে আছে উৎকণ্ঠিত প্রায়॥ সর্ব্বশাস্ত্র মতে অগ্রে বুঝাইবা নীত। না বুঝিলে আশা দিয়া আসিবা ত্বরিত॥ তাঁহাদের সুকুশল আমারে কহিয়া। সুস্থির করহ সখা সদয় হইয়া॥ এত যদি কৃষ্ণচন্দ্র সকাতরে কন। শুনিয়া উদ্ধব মনে সন্তোষিত হন॥ দেখিব গোকুল আর গোপ গোপীগণ। বুঝাব বুঝিব ক্রমে সবাকার মন॥ কাহার মনেতে কত ভক্তিভাব রস। কি ভাবেতে কৃষ্ণে এত করিয়াছে বশ॥ ব্রহ্মা শিব ধ্যানে যোগে নাহি পান যাঁরে। গোপ গোপীগণে তাঁরে পায় কি প্রকারে॥ ব্রজবাসী ভাবে কৃষ্ণ সতত অস্থির। কহিতে কহিতে কথা চক্ষে বহে নীর॥ এত ভাবি মনে মনে উদ্ধব তখন। কৃষ্ণে কহিলেন আজ্ঞা করিব পালন॥ অবশ্য যাইব আমি গোকুল নগর। শান্ত করি সবাকারে আসিব সত্বর॥ এত বলি কৃষ্ণ পদে প্রণাম করিয়া। চলিলেন কৃষ্ণ সখা সত্বর হইয়া। আরোহি অপূর্ব্ব রথ করেন গমন। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন॥

উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন।

পয়ার। উদ্ধব উঠেন রথে সহৃষ্ট অন্তর। চলে রথ শূন্যপথে বায়ু করি ভর॥ নিমেষে আইল রথ যমুনার ধার। দেখি মনে মনে ধীর করিয়া বিচার॥ সারথি যে অশ্বরথ রাখি সেই তীরে। স্নান হেতু নামিলেন যমুনারনীরে॥ কেশীঘাটে করি শীঘ্র স্নানাদি তর্পণ। নিত্যপূজা নিয়মিত করি সমাপন। উঠিলেন রথোপরে অতি শীঘ্রতর। সারথি চালায় রথ দেখিতে সুন্দর॥ ধীরে ধীরে রথবর চালায় তখন। উদ্ধব বলেন ব্রজ করি দরশন॥ কৃষ্ণ হেতু সমাকুল হইয়াছে সব। রোদন বিহনে আর নাহি কোন রব॥ দেখিতে দেখিতে রথ আইল যখন। হইল তথায় এক আশ্চর্য্য ঘটন॥ কৃষ্ণ সখা কৃষ্ণসম সাজ সমুদয়। রথোপরে শূন্যভরে হইল উদয়॥ কৃষ্ণ সম সমুজ্জ্বল কৃষ্ণ কলেবর। কৃষ্ণ সম অবয়ব সকলি সুন্দর॥ অর্জ্জুন শ্রীদাম আর উদ্ধব সুধীর। এ তিনের কৃষ্ণ সঙ্গে অভিন্ন শরীর॥ দূরে কোন গোপকন্যা উদ্ধবে দেখিয়া। কৃষ্ণ আইলেন ব্রজে মনেতে ভাবিয়া॥ মগ্না হয়ে সেইক্ষণে আনন্দ সাগরে। সংবাদ জানায় গিয়া রাধার গোচরে॥ শুনিয়া শ্রীমতী সতী প্রত্যয় না পান। দেখিবারে শীঘ্রগতি বৃন্দারে পাঠান॥ বৃন্দা গিয়া দূরে হতে হেরি অবয়ব। কৃষ্ণ বলি হটাতে হইল অনুভব॥ আনন্দে বিহ্বল হয়ে না করি বিচার। দ্রুত আসি রাধা কাছে দিলা সমাচার॥ শুনিয়া বৃন্দার মুখে কৃষ্ণ আগমন। অবাক হইয়া রাধা রন অনুক্ষণ॥ কিছুতে বিশ্বাস তাঁর না হইল মনে। দেখিতে চলেন দেবী ত্বরিত গমনে। সে সময় রাধিকার শুনহ যে রূপ। করিতে ছিলেন সেবা গৃহেতে গো রূপ॥ গো রূপ সেবনে হাতে গোময়ের তাল। মলিন বসন পরা মুক্ত কেশ-জাল॥ গোমূত্র গোময় আর মৃত্তিকার ভাগ। শ্রীঅঙ্গে লেগেছে ছিটা বিন্দু বিন্দু দাগ॥ তাহাতে হয়েছে অতি অপূর্ব্ব শোভন। প্রফুল্ল কমলে যেন শোভে ভৃঙ্গগণ॥ তড়িৎ জড়িত যেন নীরদের ঘটা। হইয়াছে শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গের ছটা॥ গজেন্দ্র জিনিয়া ধনী

করেন গমন। সঙ্গেতে সঙ্গিনীগণ ধায় অগণন।। ঊর্দ্ধে থাকি উদ্ধব করিয়া দরশন। লক্ষ করিবারে নারে রূপের লক্ষণ।। বিতর্ক করয়ে মনে হইয়া চঞ্চল। ভূমিতলে নামিল কি সৌদামিনী দল।। অথবা হইয়া বহুশতদল জড়। জল ছাড়ি স্থলে চলে অসম্ভব বড়।। কিম্বা বহুচন্দ্রোদয় হইল অকালে। কিম্বা আচ্ছাদিল দেশ স্বর্ণলতা জালে।। এইরূপে বহুবিধ বিতর্ক করিয়া। ক্রমে ক্রমে রথ সহ নিকটে নামিয়া।। দেখিলেন প্রধানাকে সঙ্গে সখীচয়। অরূপা সরূপা বিনা অন্য রূপ নয়।। তবেত উদ্ধব ধীর সানন্দ অন্তর। নামিলেন রথে হৈতে অবনী উপর।। উদ্ধবে দেখিয়া প্যারি হাসি-লেন মনে। আইল কৃষ্ণের সখা ব্রজ সম্ভাষণে।। ব্রজবাসীদের শোক শান্তির কারণ। পাঠালেন শ্রীনিবাস উদ্ধবে এখন।। উদ্ধ-বের মনে মনে আছে অভিমান। জগতে বৈষ্ণব নাহি আমার সমান।। দর্পহারি দর্পনাশ করণ কারণ। বৈষ্ণবতা দৃষ্ট হেতু করেন প্রেরণ।। সে দর্প উহার আমি বিনষ্ট করিব। নীতিদান ছলে যথা নীতি শিখাইব।। দূত হয়ে কৃষ্ণ সখা আইল ত্বরিত। পুরস্কার দিতে কিছু হয়ত উচিত।। বৈষ্ণবের কৃষ্ণভক্তি হয় অতি ধন। ঊন আছে দুন করি দিব ভক্তিধন।। শ্রীরাধারে দেখিয়া উদ্ধব মহাশয়। রথ ছাড়ি ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়।। শ্রীমতির অপরূপ রূপ নিরক্ষিয়া। জানিল প্রধানা ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া।। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন। উদ্ধবে রাধায় যাহা কথোপকথন।।

শ্রীমতীর সহিত উদ্ধবের কথা।

পয়ার। অবিলম্বে পদব্রজে আসিয়া তথায়। উদ্ধব প্রণাম করি শ্রীমতীর পায়।। পরিচয় দেন আমি হই কৃষ্ণদাস। উদ্ধব আমার নাম মথুরায় বাস।। পাঠায়ে দিলেন হরি হইয়া চঞ্চল। ব্রজপুর বাসীদের জানিতে কুশল।। মাতা পিতা সখী সখা ভাই বন্ধুগণ। আমার বিহনে সবে আছেন কেমন।। আর কহিলেন

কৃষ্ণ বিশেষ করিয়া। কুশলেতে আছি আমি মথুরা আসিয়া॥ আমার কারণে কেহ না হন ভাবিত। বুঝাইয়া কবে সখা সবার বিদিত॥ অতএব আপনারা ভাবিত না হও। নিজ নিজ কুশলীয় বিশেষিয়া কও॥ দুঃখ পরিহর কর শান্তি আহরণ। হৃদয়ে ভাবনা কর হৃদয়ের ধন॥ সবাকার আত্মা হরি ঘটে ঘটে বাস। আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে আছেন নির্য্যাস॥ অন্তরে আছেন হরি নহেন অন্তর। অন্তরে ভাবিয়া স্থির করহ অন্তর॥ এত যদি কহিলেন উদ্ধব সুধীর। শ্রবণে গোপিকাগণে হইলা অস্থির॥ শোক শান্তি হবে কোথা বাড়িল দ্বিগুণ। অন্তরে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠিল আগুণ॥ বজ্রাঘাতে দগ্ধ যেন হয় তরুগণ। গোপীদের মনোদগ্ধ হইল তেমন॥ কৃষ্ণ আসিবার আশা মনোমধ্যে ছিল। উদ্ধবের বাক্য শুনি সে আশা ঘুচিল॥ অনুক্ষণ মৌন হয়ে রহে গোপীগণ। নয়নে নির্ঝরে নীর না সরে বচন॥ তবে বহুক্ষণ পরে রাধা ঠাকুরাণী উদ্ধবে কহেন কিছু সুমধুর বাণী॥ শোক অনুতাপ আর বিচ্ছেদের রাগে। উত্তর করেন দেবী উদ্ধবের আগে॥

উদ্ধবের প্রতি শ্রীমতীর বচন।

পয়ার। শুন২ কৃষ্ণসখা কৃষ্ণের প্রেরিত॥ সংবাদ শুনালে ভাল সময় উচিত॥ শোক বিনাশিতে শোক বাড়িল দ্বিগুণ। শুষ্ক কাষ্ঠে সঞ্চারিলে জ্বলন্ত আগুণ॥ কপট মানুষ কৃষ্ণ তুমি তার চর। হিংসায় পূর্ণিত দেখি তোমার অন্তর॥ পরম বৈষ্ণব তুমি পূর্ব্বে শুনা ছিল। কপট বৈষ্ণব এবে বাক্যে জানাইল॥ বৈষ্ণব বলিয়া মিছা কর অহঙ্কার। বৈষ্ণবতা দেহে কিছু নাহিক তোমার॥ হিংসা পরিক্ষয় যার দেহে নাহি হয়। বৈষ্ণবতা কভু তার না হয় উদয়॥ কোথা পাবে বৈষ্ণবতা দোষ তব নাই। নির্দ্দয় তোমার সখা লম্পট কানাই॥ নিজ জন হইলেও করে বিড়ম্বন। নিজ মর্ম্ম বুঝিতে না দেয় কদাচন॥ দয়া প্রকাশিয়া আমি দেই উপ-

দেশ। হিংসা ধর্ম্ম ত্যাগ আগে করহ বিশেষ॥ তবে তুমি ব্রজপুরে উপদেশ দিও। এক্ষণে একপ কথা হেথা না কহিও॥ এইরূপে কহিলেন শ্রীমতী সুন্দরী। কোপ অনুগ্রহ দুই সুমিশ্রিত করি॥ শুনিয়া রাধার বাণী উদ্ধব তখন। কিঞ্চিৎ হইল মনে কোপ সন্দীপন॥ বিস্ফুরিত মুখাম্বুজ কাঁপে ওষ্ঠাধর। কিন্তু ভয় উপজিল না সরে উত্তর॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী রাধা প্রধানা নির্যাস। কেমনে করেন কোপ সহসা প্রকাশ॥ বহুক্ষণ বিবেচিয়া উদ্ধব সুধীর। উত্তরে উত্তর দিতে করিলেন স্থির॥

শ্রীমতীর বচনে উদ্ধবের উত্তর।

পয়ার। করযোড় করি ধীর রাধার গোচর। রোষে রস মিলাইয়া করেন উত্তর॥ কৃষ্ণের সংবাদে কিসে ঘটিল অহিত। না বুঝিতে পারিলাম তোমাদের রীত॥ হিতে বিপরিত ভাব এ ভাব কেমন। অকারণে কহ কেন পরুষ বচন॥ কি ভাব অভাব দেবি আমার দেখিলে। ধর্ম্ম হীন অবৈষ্ণব কি হেতু বলিলে॥ কি হিংসা করেছি আমি তোমাদের পায়। হিংসক বলিয়া কেন নিন্দহ আমায়॥ নারীর স্বভাব বুঝা অতি বড় ভার। দেবতা না পান পার মনুষ্য কি ছার॥ বিশেষতঃ পরভাবে রমণীর মন। কদাচিত বুঝিতে না পারে কোন জন॥ নিজদোষ না করেন কভু দরশন। পর দোষ প্রকাশিতে বুদ্ধি বিচক্ষণ॥ আপনি গোপের কুলে আয়ানের রাণী। কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জ্যেষ্ঠা ঠাকুরাণী॥ আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর। কি হেতু পরুষ বল বলগো সত্বর॥ হিংসক বলিলে কেন বুঝাইয়া কও। কৃষ্ণের কিঙ্কর আমি নির্দ্দয়া না হও॥

উদ্ধবের কথায় শ্রীমতীর প্রত্যুত্তর।

পয়ার। উদ্ধবের কথা শুনি শ্রীমতী তখন। ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ কহেন বচন॥ বট হে কৃষ্ণের সখা বলিলে বিস্তর। রোষ রস

মিলাইয়া করিলে উত্তর ॥ বিনয়েতে ব্যাঙ্গ কথা অনেক বলিলে। পর ভাবে ভাবাত্মিকা বলিয়া নিন্দিলে ॥ অগ্রেতে শ্রবণ কর ইহার উত্তর। তোমার হিংসার কথা বুঝাইব পর ॥ যে পর ভাবিনী গোপী তার পর নাই। পরদোষ নাহি তাহে পবিত্র সদাই ॥ বালিশতা ত্যজিয়া সুস্থির কর মন। বিশেষে প্রমাণ কহি করহ শ্রবণ।

যথা দর্শন প্রমাণং।

বিরোধিকা ভক্তিপথে যদিস্যাৎ।
পিতা পতির্ব্বাগুরুরগ্রজো বা ॥
তথাপি ত্যজ্যো ভগবজ্জনানাং।
সতাম্মতোহয়ংনতু বালিশানাং ॥

পয়ার। ভগবত ভক্তিপথে বিরোধি যে জন। সাধুর সম্বন্ধে হয় ত্যজ্য সর্ব্বক্ষণ। মাতা পিতা পতি ভ্রাতা গুরু যদি হন। তথাপিও পরিত্যজ্য শাস্ত্রের বচন॥ সতের সম্বন্ধে এই বিশেষ প্রমাণ। মূর্খের পক্ষেতে ইহা না হয় বিধান ॥ এত যদি কহিলেন রাধা ঠাকুরাণী ॥ উদ্ধব প্রণত হয়ে পুনঃ কন বাণী ॥ যে কহিলে ঠাকুরাণী অদ্ভুত বচন। দেখাও প্রমাণ কেবা করেছে এমন॥ কোন সতে পিতা মাতা গুরু ত্যজিয়াছে। পতি পরিত্যাগে কেবা সতী হইয়াছে ॥ রাধা কন শুন তুমি হয়ে এক মন। একে একে সপ্রমাণ করহ দর্শন ॥

প্রহ্লাদেন পিতাত্যক্তা মাতাচ ভরতেনহি।
বলিনা ত্যক্তমাচার্য্য বিদুরেন স্ববান্ধবা ॥
রামার্থে স্বজনং হিত্বা ভ্রাতরঞ্চ বিভীষণঃ।
গোপ্যো গোপপতিং হিত্বা গোবিন্দ শরণং গতাঃ।

প্রহ্লাদ।

কশ্যপ মুনির পুত্র দিতি গর্ব্ভজাত। হিরণ্যকশিপু নামে ত্রিভুবন খ্যাত।। মহারাজ চক্রবর্ত্তি দৈত্যের প্রধান। প্রহ্লাদ নামেতে হৈল তাহার সন্তান।। পিতা আর পিতৃ মত করি পরিহার। শ্রীহরির পাদপদ্ম করিলেক সার।। পিতৃ ত্যাগী বলে তারে কে করে নিন্দন। প্রশংসা করয়ে যত জগতের জন।। মহাপুণ্য ধর ধীর সতের প্রধান। বল কেবা আছে সৎ প্রহ্লাদ সমান।। শুক মুক্ত প্রহ্লাদো বা বলে মুনিগণে। প্রহ্লাদ সমান সাধু নাহি ত্রিভুবনে।।

ভরত।

আর দেখ সূর্য্যবংশে বিষ্ণু অবতার। চারি অংশে পূর্ণ দশরথের কুমার।। কৌশল্যার গর্ব্ভজাত শ্রীরাম প্রধান। দ্বিতীয় ভরত নামে কৈকেয়ী সন্তান। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ দুই সুমিত্রানন্দন। মহাত্মা এ চারি জন বিদিত ভুবন।। পূর্ণ ব্রহ্ম রামে হয়ে কেকয়ী বমুখ। বাঞ্ছিতা হইয়া মনে ভরতের সুখ।। ভরতের অজ্ঞানত করিয়া কপট। যাচিয়া লইল বর রাজার নিকট।। এক বরে রামচন্দ্রে বনবাস দিল। আর বরে ভরতেরে রাজ্য সমর্পিল।। ভরত জানিয়া পরে মাতৃ ব্যবহার। জননীর মুখপদ্ম না হেরিল আর।। রামের পাদুকা পূজি কাল কাটাইল। ভরতেরে ধন্য ধন্য জগতে করিল।। মাতৃ পরিহার হেতু না হইল পাপ। ভরতের নাম নিলে খণ্ডয়ে ত্রিতাপ।

বলি।

তদন্তে দেখহ বলী বিরোচন সুত। প্রহ্লাদের বংশজাত সর্ব্ব গুণযুত।। বাহুবলে ত্রিভুবন করিল শাসন। যার ভয়ে শঙ্কিত সর্ব্বদা দেবগণ।। পরম পণ্ডিত বলি ইষ্ট কাযে রত। যাগ যজ্ঞ ব্রত দান করে অবিরত।। কত দিনে নিজ গুরু পুরোহিত লয়ে।

যজ্ঞ শেষে বসিলেক কল্পতরু হয়ে।। যেই যাহা বাঞ্ছা করে তাহা দেয় দান। খ্যাত হৈল দাতা নাই বলির সমান।। সে সময়ে দেবতার করিতে সুসার। বামন রূপেতে হরি হয়ে অবতার।। বলির যজ্ঞেতে গিয়া হয়ে অধিষ্ঠান। ছলেতে ত্রিপাদ ভূমি যাচিলেন দান।। বলি বলে মহাশয় যাচ কিছু আর। ত্রিপাদ ভূমিতে তব কি হবে সুসার।। বামন বলেন আর কিছু নাহি চাই। পাইলে ত্রিপাদ ভূমি তুষ্ট হয়ে যাই।। বলি বলে কথা কহ অবোধের মত। বামন বলেন বলি প্রয়োজন যত।। বলি বলে এ ভূমিতে কিবা হবে কায। বামন বলেন তুমি দেহ মহারাজ।। প্রয়োজন যাহা আমি তাহাই লইব। অধিক লইয়া বল কি কার্য্য করিব।। কল্পতরু হয়ে তুমি বসেছ রাজন। বাঞ্ছামত দান দিবে এই তব পণ।। কি কারণে বারবার বাড়াও বচন। যাহা চাহি তাহা দিয়া তুষ্ট কর মন।। এরূপে বামন যদি কন বারবার। কি করেন বলি রাজা করেন স্বীকার।। গুরুকে বলেন বলি পড়াও বচন। বামনে ত্রিপাদ ভূমি করিব অর্পণ।। গুরুদেব শুক্রাচার্য্য দেখিয়া বামনে।। ধ্যানযোগে জানিলেন যত বিবরণে।। বলিরে বলেন গুরু শুনহ রাজন। বামনেরে না ভাবিবে সামান্য বামন।। দেবতার কার্য্যহেতু বিষ্ণু অবতার। লইবেন ত্রিপদেতে এ তিন সংসার। সর্ব্বনাশ হবে তব না থাকিবে স্থান। কদাচিৎ বামনে না দেহ ভূমিদান।। বলি বলে গুরুদেব না করো বারণ। বামন রূপেতে যদি দেব নারায়ণ॥ ভিক্ষা হেতু আইলেন আলয়ে আমার। ইহার অধিক বল কিবা ভাগ্য আর।। স্থান মান আর মম ধন প্রাণ মন। বামন দেবেতে আজি করিব অর্পণ।। যদর্থে করয়ে লোকে ব্রত যজ্ঞ দান। সে প্রভু যাচেন ভিক্ষা এ বড় সম্মান।। এত যদি বলিরাজ বলিল বচন। ক্রোধে গুরু তারে নাহি পড়ান বচন।। গুরু গুরুবাক্য বলি করিয়া বর্জ্জন। বামনে ত্রিপাদ ভূমি করিলা অর্পণ।। বলি শিরে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে। বলির সমান সাধু নাহি ত্রিভুবনে॥

গুরুত্যাগী বলে বল কে করে নিন্দন। একমুখে শত ধন্য দেয় সর্ব্বজন।।

বিদুর।

বিদুর অমাত্য শ্রেষ্ঠ কৌরবের বংশে। মহাপুণ্যধর ধীর ধর্ম্ম রাজ অংশে।। ব্যাস হতে জন্ম যার বিদিত ভুবন। পরম ধার্ম্মিক যারে বলে সর্ব্ব জন।। কৌরব পৃথিবী পতি বান্ধব যাহার।। অর্থ অনাটন কিছু নাহিক তাহার।। মূঢ়মতি অধার্ম্মিক জানিয়া রাজনে। নাহি খায় রাজ অন্ন জানে জগজনে।। বান্ধবে ত্যজিয়া করি ভিক্ষায় অটন। কষ্টেতে করয়ে নিজ উদর পোষণ।। ত্যজিল বান্ধব বলে কে তাহারে দোষে। ধার্ম্মিক বিদুর বলি ত্রিভুবনে ঘোষে।। আর দেখ মহাসত্ত্ব মহীতে বিদিত। যার গুণে ভগবান আপনি বাধিত।।

বিভীষণ।

রাক্ষসকুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দশানন। যার ভয়ে দেবগণ ভীত সর্ব্বক্ষণ।। বাহুবলে ত্রিজগৎ করিল শাসন। তাহার ঐশ্বর্য্য কথা অসাধ্য বর্ণন।। চন্দ্র যার ছত্রধারি ইন্দ্র মালাকর। অশ্বের যোগান ঘাস যিনি দণ্ডধর।। লঙ্কাতে বসতি করে সহিত স্বগণ। তাহার অনুজ ধর্ম্মশীল বিভীষণ।। বিভীষণ করিলেক যে কর্ম্ম ভীষণ। বিস্তারিত কৃষ্ণসখা করহ শ্রবণ।। দশানন দুষ্টশীল পাপ কর্ম্মে মতি। পরস্ত্রী লইয়া সদা সুখে ভুঞ্জে রতি।। যে খানে সুন্দরী নারী দেখে দশানন। বলেতে হরিয়া আনি করয়ে রমণ।। দেব-কন্যা হরি আনে জিনি দেবতারে। নাহিক এমন জন নিবারে তাহারে।। কত দিনে সূর্য্যবংশে রাম অবতার। পরম রূপসী সীতা বনিতা তাঁহার॥ বনবাসী রাম পিতৃসত্য পালিবারে। অনুজ লক্ষ্মণ আর সীতা সহকারে।। করিলেন অধিবাস পঞ্চবটী বনে। সূর্পণখা গিয়া কহে রাজা দশাননে।। সীতার রূপের কথা করিয়া

শ্রবণ। অধৈর্য্য হইল অতি রাবণের মন।। মারীচে সহায় করি মায়াতে আসিয়া। লক্ষ্মীরূপা সীতাকে সে লইল হরিয়া।। অভিশাপ ভয়ে ধর্ম্ম নাশিতে নারিল। অশোক বনেতে লৈয়া গোপনে রাখিল।। সন্ধান পাইয়া রাম অতি ক্রোধ মনে। চলিলেন লঙ্কাপুরে রাবণ নাশনে।। বনেতে বানরী সেনা করিয়া সঞ্চয়। সমুদ্রের তীরে গিয়া হলেন উদয়।। লঙ্কায় যাইতে পথ করেন সুন্দর। প্রস্তরে বান্ধেন সেতু সমুদ্র উপর।। এসব সংবাদ শুনি রাজা দশানন। রাম সহ যুদ্ধ হেতু করিল মনন।। বিভীষণ শুনি হয়ে সভীত অন্তর। বারণে বুঝায়ে কহে করি যোড় কর।। মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ। তাঁহার বনিতা লক্ষ্মী শুনহ রাজন।। রাম সহ যুদ্ধে কারু নাহিক নিস্তার। অতএব রাখ রাজা বচন আমার।। মান রাখ প্রাণ রাখ রাখ বংশচয়। অকর্ম্মেতে আত্মকুল নাহি কর ক্ষয়।। রামেতে রামের সীতা করিয়া অর্পণ। সুখেতে কাটাও কাল লয়ে নিজ জন।। এইরূপে বিভীষণ কহিল যখন। শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধে হুতাশন।। মহাক্রোধে মারে লাথি বিভীষণ শিরে। কা পুরুষ বলি বহু নিন্দে ফিরে ফিরে।। অনীত দেখিয়া কর্ম্ম ধীর বিভীষণ। জ্যেষ্ঠ ত্যজি সেই ক্ষণে করিল গমন।। রামের চরণে আসি লইয়া শরণ। ভ্রাতৃভেদী হয়ে কৈল সবংশে নিধন।। রামেরে মন্ত্রণা দিয়া বংশ বিনাশিল। তথাপি তাহার কিছু পাপ না জন্মিল। পরম ধার্ম্মিক বলি বলে বিভীষণে। দেখহ কৃষ্ণের সখা বিচারিয়া মনে।।

গোপীগণ।

পয়ার। জগতের পতি কৃষ্ণ পতিতপাবন। জানি গোপীগণ করি পতিত্বে বরণ।। পতিরে পতিত্ব রূপে করিলে ভজনা। পরকীয় দোষ তাহে না হয় ঘটনা।। দেখহ উদ্ধব তুমি বিবেচনা করি। আত্মা রূপে পতি দেহে আছেন শ্রীহরি।। সর্ব্ব দেহে আত্মা মন সমর্পণ করি। পবিত্র হয়েছে গোপীগণ সর্ব্বোপরি।। পর-

ভাবা নহে গোপী পরাত্ম ভাবিনী। বিতর্ক না কর ইথে নিশ্চিত কাহিনী।। শ্রীমতীর কথা শুনি উদ্ধব লজ্জিত। করযোড়ে কন কথা হইয়া সভীত।। অপরাধ করিয়াছি নাহি কর রোষ। কৃষ্ণের কিঙ্কর জানি ক্ষমা কর দোষ॥ মন জানিবার জন্য করিয়া ইঙ্গিত। জানিলাম তত্ত্বময়ি গোপিকা চরিত।। রাধা কন দোষ আমি না দেই তোমারে। তুমি হও কৃষ্ণ সখা পার বলিবারে।। তত্ত্বকথা কহিলাম প্রবোধে তোমার। এতত্ত্বে তোমার বহু হবে উপকার।। এক্ষণে হিংসার কথা করহ শ্রবণ। বড় সূক্ষ্ম হয় সখা বৈষ্ণব লক্ষণ।।

হিংসা প্রকরণ।

সজ্জন চরিত্র যাহা করিলে শ্রবণ। এক্ষণে শুনহ কিছু হিংসার কথন।। কর্ম্ম ক্রমে যদি কোন হিংসোদয় হয়। বৈষ্ণবের ধর্ম্ম তাহে পায় পরিক্ষয়।। হিংসা সে হিংসক বড় ধর্ম্ম বিনাশনে। সর্ব্বদা ভ্রমণ করে অনিষ্ট করণে।। কোন ভাবে বঞ্চে কোথা কোন ভাবে গতি। বুঝিতে তাহার তত্ত্ব সুকঠিন অতি।। দেহ-ধামে থাকি করে দেহীর অহিত। বড়ই বিষম সেই হিংসার চরিত।। এই হেতু তোমা প্রতি কহি তত্ত্ব সার। সদা সাবধানে রবে নিকটে হিংসার।। ব্রজপুরে এলে তুমি করিবারে হিত। কৃষ্ণ তত্ত্ব কথা কয়ে বুঝাইলে নীত।। ইহাতেও হৈল তব হিংসা উদ্দীপন। বিশেষ বুঝায়ে বলি করহ শ্রবণ।। কৃষ্ণ আসিবার আশে ব্রজ গোপী-গণ। করিয়া সুআশা তরু অন্তরে সৃজন।। হৃদয়ের মধ্যে তারে যতনে স্থাপিয়া। বাহিরের আঁখি বারি হৃদি মধ্যে নিয়া।। সে তরুর মূলে করি সে জল সিঞ্চন। বহুদিনে তরুবরে করিল বর্দ্ধন॥ নবীন পল্লবে হৈল ছায়া সুশীতল। ক্রমে তাহে জন্মিলেক বহু ফুল ফল।। সে বৃক্ষের ডালে বসি বিহঙ্গম মন। ফলের অমৃত রস করিত ভক্ষণ।। অহর্নিশি কৃষ্ণ নাম মুখে উচ্চারিয়া। রেখেছিল গোপীগণে সন্তোষ করিয়া।। এক্ষণে আসিয়া তুমি সমাচার দিলে।

কৃষ্ণ নাহি আসিবেন ভাবে জানাইলে ॥ বাক্য কুঠারেতে তরু করিলে চ্ছেদন। উড়াইলে গোপিকার বিহঙ্গম মন ॥ একে কৃষ্ণ-শূন্য দেহ আশা হৈল নাশ। মনপক্ষী ভ্রমে শূন্যে জীবনে কি আশ ॥ এই দেখ বারিধারা নয়নে বহিল। কেহ কেহ মূর্চ্ছা হয়ে ধরাতে পড়িল ॥ মর্ম্মচ্ছেদ কথা কয়ে হিংসা উপার্জ্জিলে। কৃষ্ণ সখা হয়ে কৃষ্ণকামিনী নাশিলে ॥ বড় সূক্ষ্ম হয় সখা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। তুমিত অবিজ্ঞ নহ বুঝে দেখ মর্ম্ম ॥ যদি বল বলিয়াছি যথার্থ বচন। অপ্রিয় হইলে তাহা না কবে কখন ॥ সর্ব্বশাস্ত্রে মুনিগণে করেন বর্ণন। শ্রবণ করহ তার প্রমাণ বচন ॥

যথা।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়া দেশধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

সত্য বলিবেক যদি প্রিয় সত্য হয়। অপ্রিয় বচন সত্য বলা বিধি নয় ॥ মিথ্যা করে প্রিয়বাক্য না কবে কখন। ধর্ম্মজ্ঞ জনের এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ এত যদি কহিলেন রাধা ঠাকুরাণী। উদ্ধবের মুখে আর নাহি সরে বাণী ॥ অনুক্ষণ মৌন হয়ে থাকি মহাধীর। কর যুড়ি কন কিছু বচন গভীর ॥ যে কথা কহিলে দেবি কথা চমৎকার। কৃপা করি জ্ঞানদান দিলে গো আমার ॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী তুমি প্রধানা সবার। আমি মূঢ় কি জানিব প্রভাব তোমার ॥ আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম এক্ষণে করিব। কি রূপেতে ব্রজবাসীগণে সান্ত্বাইব ॥ রাধা কন যাহ তুমি নন্দের আলয়। ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণ কথা কবে সমুদয় ॥ কুশলীয় বচনেতে সবে বুঝাইবে। আশা ভঙ্গ নাহি হয় এরূপে চলিবে ॥ যশোদার সহ কথা কবে সাবধানে। দেখো যেন ব্যথা তিনি নাহি পান প্রাণে ॥ শ্রীদাম সুদাম আদি সখা যত জন। ক্রমেতে সবারে তুমি করিবে সান্ত্বন ॥ নন্দের নিকটে পাবে বহু সমাদর। উত্ত-

য়েতে তত্ত্ব কথা লইবে বিস্তর ।। কৃষ্ণের মঙ্গল কথা হবে সর্ব্বক্ষণ। শ্রবণ করাবে আর করিবে শ্রবণ।। কিছু দিন থাক তুমি এ ব্রজ ভবন। শ্যামকুণ্ডে স্নান কর বন পর্য্যটন।। প্রতিদিন প্রাতঃ-স্নান করি সমাপন। আমাদেরে কৃষ্ণ কথা করাবে শ্রবণ।। ইথে তব হইবেক বহু উপকার। বৈষ্ণবতা বৃদ্ধি আর জ্ঞানের সঞ্চার।। পরে তুমি মধুপুরে করিয়া গমন। কুবুজা-কান্তেরে কবে ব্রজ বিবরণ।। বিশেষিয়া আমাদের কবে দুঃখ কথা। মরমে থাকিল সখী মরমের ব্যথা।। উদ্ধবেরে এত বলি শ্রীমতী সুন্দরী। নিজা-লয় যান নিজ সখী সঙ্গে করি।। উদ্ধব রাধার পদ করিয়া বন্দন। নন্দালয় অভিমুখে করেন গমন।। পদব্রজে চলিলেন উদ্ধব ধীমান। সারথি লইয়া যায় পশ্চাতেতে যান।। মতান্তরে নন্দপুরে অগ্রেতে গমন। পরেতে রাধিকা সহ কথোপকথন।। প্রভাসের মতে অগ্রে রাধা দরশন। তার পরে নন্দ ধামে করেন গমন।। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুগণ। নন্দের নিলয়ে উদ্ধবের আগমন।।

নন্দালয়ে উদ্ধবের আগমন।

ত্রিপদী। নন্দালয় অভিমুখে, উদ্ধব চলেন সুখে, মুখে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ। নবঘন দ্যুতি কায়, হরি নামাঙ্কিত তায়, কপা-লেতে তিলক শোভন।। অতি অপরূপ রূপ, অভিন্ন কৃষ্ণের রূপ, চিহ্নমাত্র বিভিন্ন কিঞ্চিত। ভৃগুপদ হীন বক্ষ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ লক্ষ, চরণেতে নহে সমঙ্কিত।। আর যত অবয়ব, কৃষ্ণের সমান সব, হেরি লোক হয় চমকিত। বলে এবা কোন জন, অকস্মাৎ কি কারণ, বৃন্দাবন মাঝে উপনীত।। এইরূপে লোকে ভাবে, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ ভাবে, নন্দপুরে করেন প্রবেশ। এথা নন্দ মহাশয়, সহ স্বীয় মন্ত্রীচয় কৃষ্ণ ভাবে আছেন আবেশ।। সে যে ভাব অতি ভাব, কার সাধ্য বর্ণে ভাব, শোক ভাব সাগর সমান। মনেতে উঠিছে ঢেউ, নিবারিতে নারে কেউ, অনিবার তরঙ্গ তুফান।। ব্যাপিয়া

শরীর স্থূল, আঁখি পথে ধায় জল, বল তার বলা নাহি যায়। ভেদ করি ভূমিতল, প্রবেশিছে রসাতল, হেরিলে যে বোধ হয় তায়॥ জলেতে প্লাবিত অতি, দৃষ্টির নাহিক গতি, স্তম্ভাকার আছেন বসিয়া। দেখিয়া উদ্ধব ধীর, বাক্যের না পান স্থির, রহিলেন অবাক হইয়া॥ অনুক্ষণ থাকি তথা, বিবেচিয়া ইষ্ট কথা, খেয়ে গিয়া করি প্রণিপাত। করি উচ্চ উচ্চারণ, কৃষ্ণের সংবাদ কন, নন্দ অগ্রে যুড়ি দুই হাত॥ উদ্ধব আমার নাম, আবাস মথুরা ধাম, তোমার কৃষ্ণের দাস হই। এই মম পরিচয়, শুন শুন মহাশয়, কৃষ্ণের কুশল কথা কই॥ যেই মাত্র এই কথা, উদ্ধব কহেন তথা, শুনি নন্দ চমকিয়া চান। শোক বারি নিবারিয়া, দৃষ্টি পথ প্রসারিয়া, উদ্ধবেরে দেখিবারে পান॥ কৃষ্ণের সমান কায়, দরশন করি তায়, কৃষ্ণ ভাবে করিলেন কোলে। এসো এসো বাপধন, বলি করি সম্বোধন, তুষিলেন সুমধুর বোলে॥ উদ্ধবের পরিচয়, বিশেষণ সমুদয়, পূর্ব্বে হতে আছেন বিদিত। সংপ্রতি সুসমাচার, শুনেছেন সুবিস্তার, সখ্যভাব কৃষ্ণের সহিত। তাহাতে বাড়িয়া স্নেহ, পুলকে পূরিয়া দেহ, কোলে নিয়া উদ্ধব সুধীরে। পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া, মুখে শত চুম্ব দিয়া, জিজ্ঞাসেন কথা ধীরে ধীরে॥ কহ বাছা বিশেষিয়া, আমারে বিদায় দিয়া, কৃষ্ণ মম আছয়ে কেমন। থাকি মথুরার কোষে দুঃখিত এ নন্দঘোষে, পিতা বলি করে কি স্মরণ॥ ভালত আছয়ে রাম, করে কি আমার নাম, বসুদেব সখাত সবল। সহিত সে যদুবল, বল বাছা বল বল, আমার কৃষ্ণের সুকুশল॥ এই রূপে বারবার, উদ্ধবেরে সমাচার, শ্রীনন্দ করেন জিজ্ঞাসন। শিশুরাম দাসে ভাষে, উদ্ধব অমিয়া ভাষে, কৃষ্ণের কুশল কথা কন॥

অথ উদ্ধব কৃষ্ণসংবাদে নন্দকে সান্ত্বনা করেন।

পয়ার। করপুটে উদ্ধব করেন নিবেদন। কৃষ্ণের কারণে কিছু না কর চিন্তন॥ কুশলে আছেন কৃষ্ণ বলরাম সহ। তোমা-

দের হেতু তাঁরে চিন্তা অহরহ।। কংস বিনাশন পরে তোমা পাঠাইয়া। উগ্রসেন ভূপতিরে রাজ্য সমর্পিয়া।। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনি। রাজকার্য্যে সদা ব্যস্ত দিবস রজনী।। দুষ্টেরে দমনে রাখি সদা সর্ব্বক্ষণ। পুত্র সম প্রজাগণে করেন পালন।। প্রজাগণে পূজা কৃষ্ণ করে দিবানিশি। নির্ভয়েতে ইষ্ট চিন্তা করে মুনি ঋষি।। তোমার কৃষ্ণের যশে পূরেছে সংসার। একমুখে কত গুণ কহিব তাঁহার।। কংস কারাগারে যত ছিল বন্দিগণ। শিষ্টজনে শীঘ্র গতি করিয়া মোচন।। দরিদ্র দীনের দুঃখ করি বিনাশন। হইয়াছে নাম তার দারিদ্রভঞ্জন।। অরাতিসূদন নাম শত্রু বিনাশনে। কংসারি বলিয়া ডাকে কংস নিপাতনে।। পতিত জনের কৃষ্ণ করি পরিত্রাণ। পতিতপাবন বলি হয়েছে আখ্যান।। হেরিয়া কৃষ্ণের রূপ চিন্তা করি মনে। চিন্তামণি বলি নাম দিলা মুনিগণে।। অথবা চিন্তেন কৃষ্ণ সকলের হিত। একারণে চিন্তামণি নামতে বিদিত।। কৃষ্ণ হেতু কোন চিন্তা নাহি কর মনে। পরম জীবন কৃষ্ণে দেখে প্রতিজনে।। দুঃখ লেশ নাহি তার সদা সুখে রন। তোমারে সংবাদ দিতে আমা প্রতি কন।। অতএব মহাশয় দুঃখ পরিহর। কৃষ্ণে সুখময় জানি মনঃ স্থির কর।। এইরূপ বহুবিধ বচনে উদ্ধব। ভঙ্গিতে জানান কৃষ্ণ নহেন মানব।। শুনিয়া কৃষ্ণের সুখ নন্দ মহাশয়। পুলকেতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়।। পূর্ব্ব কার্য্য শ্রীকৃষ্ণের হইল স্মরণ। উদ্ধবেরে সে সকল করান্ শ্রবণ।। এইরূপে দুইজনে কথা সেইখানে। উদ্ধব আইল রাণী শুনিলেন কাণে।। কৃষ্ণসখা আসিয়াছে সমাচার নিয়া। শুনিয়া যাইতে চান বাহিরে ধাইয়া।। শরীরে শকতি নাই ছিলেন শয়নে। উঠিতে আঁছাড় খান কি সাধ্য গমনে।। দুই চক্ষে শতধারা বহে অনিবার। জলেতে আচ্ছন্ন আঁখি দেখেন আঁধার।। অধিকন্তু সে জলেতে পিচ্ছিলা অবনী। চলিতে চরণ সরে পড়েন অমনি।। ধনিষ্ঠা সুমুখী আদি সখী চারিজন। রাণীর দুর্দ্দশা দেখি করয়ে রোদন।। উচ্চৈঃস্বরে বলে কৃষ্ণ কি কার্য্য করিলে। শোক

সলিলধি মাঝে মায়ে ডুবাইলে॥ এত বলি খেদ করি উঠিয়া তখন। রাণীরে ধরিয়া নিয়া করয়ে গমন॥ বৎসে যেন গাবীগণ ডাকে হাম্বারবে। সেই মত নন্দরাণী ডাকেন উদ্ধবে॥ কে আইলি কৃষ্ণ সখা বাপরে আমার। অভাগীরে মা বলিয়া ডাক একবার॥ শুনিয়াছি তুমি নাকি কৃষ্ণ সখা হও। কৃষ্ণের সংবাদ বাছা কোলে বসে কও॥ ক্ষীর সর নবনীত করিয়ে ভোজন। মা বলিয়া জননীর যুড়াও জীবন॥ ঘরে আর মা বলিতে নাহি অন্য জন। ছাড়িয়াছে নীলমণি জীবন জীবন॥ তুমিরে কৃষ্ণের সখা কৃষ্ণ বলে মানি। তুমি মা বলিলে তৃপ্ত হইবেক প্রাণী॥ কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী আমি ওরে বাছাধন। একবার মা বলিয়া যুড়াও জীবন॥ ইহা বলি নন্দরাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। ভাব দেখি উদ্ধবের চক্ষে জল ঝরে॥ উদ্ধব পরম প্রাজ্ঞ মায়া ক্ষীণ কায়। মায়াতে মায়ার বৃদ্ধি লোকে বলে তায়॥ মায়াতে আবৃত হয়ে সুধীর ধীমান। দ্রুতগতি আসি যশোদার সন্নিধান॥ ভূমি লুঠি প্রণিপাত করিয়া চরণে। মা বলিয়া কথা কন মধুর বচনে॥ রাণী বলে আগে বাছা খাও ক্ষীর সর। পশ্চাতে শুনিব আমি তোমার উত্তর॥ এত বলি ক্ষীর সর নবনীত আনি। কৃষ্ণবুদ্ধ্যে উদ্ধবের মুখে দেন রাণী॥ উদ্ধব ভাবেন ধন্য রাণী যশোমতি। বাৎসল্যেতে বান্ধিয়াছ বৈকুণ্ঠের পতি॥ কৃষ্ণে এত ভাব যার কি ভাবনা তার। অপার ভাবাব্ধিবারি হইয়াছ পার॥ এইরূপে মনে মনে করি প্রশংসন। ক্ষীর সর নবনীত করিয়া ভোজন॥ করযোড়ে কন মাতা শ্রবণ করহ। কুশলে আছেন কৃষ্ণ বলরাম সহ॥ তোমার কারণে সদা করেন শোচন। ভাবেন জননী মম আছেন কেমন॥ রাজকার্য্যে বদ্ধ হেতু না পারে আসিতে। আমারে পাঠায়ে দেন তোমারে দেখিতে॥ রাণী বলে ভালত আছয়ে নীলমণি। সত্য করি মম কাছে বলরে বাছনি॥ কি খায় তথায় বল গোপাল আমার। দেবকীত দেন ননী ক্ষুধা হলে তার॥ উদ্ধব বলেন মাতা কর গো শ্রবণ। শ্বঃপ্রভাতে হয়েছিল যেরূপ ঘটন॥ তোমার মতন করি খাওাবায় তরে। ভাবিয়া দেবকী

দেবী আপন অন্তরে ॥ ক্ষীর সর নবনীত করি আয়োজন। যতনে স্বর্ণ পাত্রে করিয়া পূরণ ॥ প্রভাতে এলেন কৃষ্ণে করিতে অর্পণ। হিতকার্য্যে বিপরীত হইল তখন ॥ ননী দেখি কৃষ্ণচন্দ্র দেবকীর করে। তোমারে হইয়া মনে চক্ষে জল ঝরে ॥ কোথা মা যশোদা বলি ছাড়েন নিশ্বাস। না করেন কোন কথা মুখেতে প্রকাশ ॥ দেবকীর দিকে হরি ফিরে নাহি চান। নবনী মাখন ক্ষীর কিছু নাহি খান॥ তাহে তথা গণ্ডগোল হইল বিস্তর। না বুঝি কৃষ্ণের ভাব সকলে কাতর॥ বহুক্ষণে বলদেব করি অনুমান। নিভৃতে আনিয়া কৃষ্ণে অনেক বুঝান ॥ তার পরে দুইজনে মন্ত্রণা করিয়া। আমারে তোমার তত্ত্বে দেন পাঠাইয়া ॥ তোমা প্রতি যত ভাব কৃষ্ণের উদয়। তত ভাব দেবকীতে কদাচিৎ নয় ॥ সর্ব্বদা করেন চিন্তা তোমার কারণ। তোমার ভাবেতে কৃষ্ণ সদা আবর্দ্ধন ॥ অতএব দুঃখ তুমি কর পরিহার। কিছুদিন পরে কৃষ্ণ পাইবে তোমার ॥ এইরূপে নানা কথা কহিয়া সুধীর। যশোদার করিলেন কিছু মনঃস্থির ॥ তদন্তেতে শ্রীদামাদি কৃষ্ণ সখাগণে। বুঝালেন কৌশলেতে প্রতি জনে জনে ॥ বচন কৌশলে দুঃখ কিছু করি হ্রাস। করিলেন নন্দ গৃহে কিছুদিন বাস ॥ প্রভাতে উঠিয়া করি যমুনার স্নান। রাধিকার কুঞ্জে গিয়া গোপীরে বুঝান ॥ দ্বিতীয় প্রহরে পুনঃ করি আগমন। যশোদার নিকটেতে করেন ভোজন ॥ বৈকালে নন্দের সঙ্গে কথোপকথন। নানাবিধ যৌগিক কথার আলোচন ॥ উভয়ে পরম যোগী বিষ্ণুভক্তিমান। কহেন পরম যোগ সাধ্য পরিমাণ। তত্ত্বেতে বাড়িয়া তত্ত্ব ভক্তি নিরূপণ। উদ্ধবের বৈষ্ণবতা হইল পূরণ ॥ তবেত উদ্ধব ধীর মনে বিবেচিয়া। নন্দ নন্দরাণী কাছে বিদায় হইয়া ॥ শ্রীমতীর পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম। যাচিয়া লইয়া কৃষ্ণভক্তি মনস্কাম ॥ অবিলম্বে রথোপরে করি আরোহণ। উপনীত হইলেন কৃষ্ণের সদন ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন। উদ্ধব কহেন কৃষ্ণে ব্রজ বিবরণ ॥

---

(১০)

অথ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণ নিকটে ব্রজের সংবাদ কহেন।

ত্রিপদী। উদ্ধব সুশান্ত ধীর, কৃষ্ণ পদে মতি স্থির, কৃষ্ণ আজ্ঞা করিয়া পালন। ব্রজের সংবাদ নিয়', মথুরায় প্রবেশিয়া, কৃষ্ণ কাছে করেন গমন॥ দূরে রাখি রথবর, নামিয়া ভূমির পর, পদব্রজে চলেন সত্বরে। সভাতে বসিয়া হরি, উদ্ধবেরে দৃষ্টি করি, ভাসিলেন আনন্দ সাগরে॥ সিংহাসন পরিহরি, বাহু প্রসারণ করি, দ্রুত আসি উদ্ধবে ধরিয়া। সঘনেতে আলিঙ্গিয়া, সখা সখা সম্ভাষিয়া, চলিলেন নিভৃতে লইয়া॥ উদ্ধব প্রণত হয়ে, চরণের ধূলি লয়ে, সর্ব্বাঙ্গেতে করিয়া লেপন। প্রেমেতে পুলক অঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে, করিলেন নির্জ্জনে গমন॥ তথা কৃষ্ণ হর্ষ মনে, সখাসনে একাসনে, বসিয়া সুধান সমাচার। বল বল বল সখা, পিতা মাতা সখী সখা, কে কেমন আছেন আমার। সবার প্রধানা রাধা, কৃষ্ণ শরীরের আধা, যাঁরে বলে জগতের জন। সেই রাধা সুনির্ম্মলা, পাইয়া বিচ্ছেদ জ্বালা, বল বল আছেন কেমন॥ ধবলী শ্যামলী গাই, যার রূপে সীমা নাই, আমা বিনা না যাইত বন। বল বল মম কাছে, তাহারা কেমন আছে, কে করায় এক্ষণে চারণ॥ বৃন্দাবনে পশুপক্ষী, যারা মম প্রিয়পক্ষী, তরুলতা বন উপবন। সকলের নাম নিয়া, একে একে বিস্তারিয়া, বল সখা আছে কে কেমন॥ শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, উদ্ধব যুড়িয়া পাণি, সজল নয়নে কন কথা। শুনিলে সে পরিচয়, হৃদি বিদারণ হয়, পাষাণ গলিয়া পড়ে তথা॥

যথা বচনং।

শীর্ণা গোকুলমণ্ডলী পশুকুলং শস্পায় ন
স্পন্দতে মূকাঃ কোকিল পঙ্ক্তয়ঃ শিখিকুলং
নব্যাকুলং নৃত্যতে। সর্ব্বে তদ্বিরহানলেন

মুষিতা গোবিন্দ দৈন্যংগতাঃ কিন্ত্বেকা
যমুনা কুরঙ্গনয়না নেত্রাম্বুভির্ব্বদ্ধতে ॥

লঘু-ত্রিপদী। শুন প্রভু বলি, গোকুল মণ্ডলী, হইয়াছে শীর্ণ কায়। পশুকুল যত, সবে দুঃখে রত, তৃণাদি নাহিক খায় ॥ কোকিলাদি শুক, হইয়াছে মূক, মুখে রব নাহি কার। যত শিখি-কুল, হইয়া ব্যাকুল, না নাচে তাহারা আর ॥ ব্রজবাসী যত, সদা দুঃখে গত, তোমার বিরহানলে। কেবল যমুনা, হইয়া দ্বিগুণা, উজান বহিয়া চলে ॥ সেই যে সজলা, হয়েছে প্রবলা, শুন যেই অনুবলে। ব্রজের অঙ্গনা, কুরঙ্গনয়না, গণের নয়ন জলে ॥ দেখি-য়াছি যাহা, কহিলাম তাহা, বিবরিয়া তব কাছে। তুমি নারায়ণ, ব্রজের জীবন, অগোচর কিবা আছে ॥ শুনিয়া শ্রীহরি, অনুতাপ করি, উদ্ধবে পুনশ্চ কন। কহ আরবার, করিয়া বিস্তার, কি বলিলা কোন জন ॥ কহেন উদ্ধব, শুনহ মাধব, প্রথমতঃ সমাচার। যাইতে ব্রজেতে, পথের মাঝেতে, হৈল এক চমৎকার ॥ আমা দরশনে, পথস্থিত জনে, তোমা অনুমান করি। আহ্লাদে পূরিয়া, জ্ঞান হারাইয়া, বলয়ে আইল হরি ॥ কৃষ্ণ আগমন, ভাবিয়া তখন, মোহিল পথিক জন। কোকিল কুহরে, ঝঙ্কারে ভ্রমরে, নাচয়ে ময়ূরগণ ॥ চকোরী চকোর, ভাবে হৈল ভোর, শারি শুক সমু-দয়। গোবৎস তথায়, হাম্বা রবে ধায়, ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে রয় ॥ এই রূপে গোল, সবে উত্তরোল, এ সময়ে সেই স্থলে। একই সুন্দরী, কক্ষে কুম্ভ করি, জলহেতু চলে জলে ॥ এ বর শুনিয়া, ঊর্দ্ধেতে চাহিয়া, আমা করি নিরীক্ষণ। জলে না যাইল, জল নাহি নিল, ফিরে গেল সেইক্ষণ ॥ পরক্ষণ তার, এক রামা আর, আইল সুন্দরী অতি। নিভা নবঘনা, নির্ম্মল বদনা, গজেন্দ্র জিনিয়া গতি ॥ ক্ষণেক থাকিয়া, আমারে হেরিয়া, চকিতে গেল সে চলি। তদন্তরে আর, হৈল চমৎকার, বিস্তার তোমারে বলি ॥ জিনি রতি রমা, রূপ নিরূপমা, অসংখ্য রমণীগণ। রবি কর নাশি, সুদীপ্ত

প্রকাশি, দিল আসি দরশন॥ অতি অপরূপ, সেরূপ স্বরূপ, নির্ণয় না পাই আমি। বহু শশিকলা অথবা চপলা, হলো কি ভুবনগামী॥ ভাবি আরবার, কোন দেবতার, অবতার ভূমিতলে। পুনঃ ভাবি মনে, তা হবে কেমনে, বন কি কখন চলে॥ আর কত খান, করি অনুমান, নিশ্চয় করিতে পরে। ছাড়ি রথবর, হইয়া সত্বর, নামিলাম ভূমিপরে॥ নিকটেতে গিয়া, দেখি নিরক্ষিয়া, রমণীমণ্ডল ময়। সবে সুবদনা, গজেন্দ্র গমনা, অতুলনা রূপচয়॥ মধ্যে এক নারী, দেখিলাম তারি, পদে নখে শোভে চাঁদ। তুলনা কি দেই, ভাবিলাম এই, কৃষ্ণচন্দ্র ধরা ফাঁদ॥ সেই যশস্বিনী, কখনত তিনি, আমারে দেখেন নাই। তথাপি তথায়, চিনেন আমায়, আশ্চর্য্য হইনু তাই॥ কহিলেন বাণী, কোথা চক্রপাণি, কি হেতু তোমার আশা। বিবরিয়া সব, কহ হে উদ্ধব, না কহিও মিথ্যা ভাষা॥ উদ্ধব বলিয়া, আমা সম্ভাষিয়া, কহিলেন যদি বাণী। তথাকার জন, হইল বিমন, কৃষ্ণ নহে মনে জানি॥ শুন শ্রীনিবাস, শুনি তাঁর ভাষ, বুঝিলাম ইনি রাধা। সর্ব্ব মূলাধার, প্রধানা সবার, কৃষ্ণ প্রেমতত্ত্ব সাধা॥ তাঁহারে চিনিয়া, ভূমি লোটাইয়া, প্রণিপাত করি পায়। যোগতত্ত্ব কথা, বুঝাইয়া তথা, কহিলাম আমি তাঁয়॥ সে কথা শ্রবণে, ক্রুদ্ধ হয়ে মনে, কহিয়া অনেক কথা। পরেতে হাসিয়া, প্রসন্না হইয়া, বৈষ্ণবতা দেন তথা॥ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম, বুঝাইয়া মর্ম্ম, করিয়া সুজ্ঞান দান। কহিলেন আর, নন্দের আগার, যাও আরো পাবে জ্ঞান॥ একথা কহিয়া, সখীগণে নিয়া, ভবনে গেলেন সতী। আমি তদন্তর, হইয়া সত্বর, যাই যথা ব্রজপতি॥ পুরে প্রবেশিয়া, শ্রীনন্দে হেরিয়া, হইলাম সবিস্ময়। দীনের সমান, দুঃখে ভাসমান, নন্দ যেন নন্দ নয়॥ শোকে সর্ব্বক্ষণ, কেবল রোদন, নিবারণ নাহি তাঁর। উচ্চ উচ্চারিয়া, গোপাল বলিয়া, করিছেন হাহাকার॥ দেখি তাঁর ভাব, হয়ে মৃদুভাব, যোড় করি দুটি হাত। নিকটে যাইয়া, পরিচয় দিয়া, করিলাম প্রণিপাত॥ আমারে দেখিয়া, আদর করিয়া, তব বুদ্ধে নিয়া

কোলে। অতি সযতনে, চুম্ব আলিঙ্গনে, তুষিলেন প্রিয় বোলে।। বিবরি সকল, তোমার মঙ্গল, সুধান ব্রজেরপতি। এমন সময়, সেখানে উদয়, কান্দি রাণী যশোমতী।। তব সখা জানি, তব সম মানি, আমারে কোলেতে নিয়া। করিয়া যতন, করায়ে ভোজন, নবনী মাখন দিয়া।। তব তত্ত্ব কথা, জিজ্ঞাসেন তথা, করেন অতি রোদন। বলি নীলমণি, পড়িয়া অবনী, মূর্চ্ছিতা অমনি হন॥ আমি সেইক্ষণে, তোমার বচনে, করি কিছু সচেতন। শুনিয়া উঠিয়া, হা কৃষ্ণ বলিয়া, পুনশ্চ মূর্চ্ছিতা হন।। দুঃখ হেরি তাঁর, যে দুঃখ আমার, হয়েছিল দয়াময়। কহিতে সে কথা, না পারি সর্ব্বথা, হৃদি বিদারণ হয়।। পরে শুন হরি, বহু কষ্ট করি, কিঞ্চিৎ বুঝায়ে তাঁয়। তব সহচরে, বুঝাই তৎপরে, শ্রীদামাদি সমুদায়।। নন্দ মহাশয়, হইয়া সদয়, আমা সহ যোগ কন। তাহাতে আমার, বৈষ্ণবী আচার, হইয়াছে উদ্দীপন।। করি প্রাতঃস্নান, রাধা সন্নি-ধান, প্রতিদিন প্রাতে গিয়া। অনেক বচনে, সহ সখীগণে, আসি-য়াছি প্রবোধিয়া।। দেখুন তথায়, নাহি কোন দায়, আইলাম তব কাছে। না কর চিন্তন, ব্রজের জীবন, ব্রজগণ ভাল আছে।। এতেক বলিয়া, প্রণাম করিয়া, উদ্ধব স্ববাসে যান। শিশুরাম দাসে, মনের উল্লাসে, কৃষ্ণগুণ করে গান।।

কুব্জা বিলাস।

পয়ার। উদ্ধবের মুখে শুনি ব্রজ বিবরণ। ক্ষণকাল থাকি কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ বিমন।। অতঃপর গৃহমাঝে গিয়া আপনার। করি-লেন দেবকীর নিকটে আহার॥ আহারান্তে পুনরায় বাহিরে আসিয়া। বারদিয়া বসিলেন সভাসদ নিয়া।। সভা ভঙ্গ অপরাহ্নে উঠি মুরহর। ভ্রমণ করেন সুখে মথুরানগর॥ রজনীতে জননীর কাছে নিদ্রা যান। প্রভাতে উঠিয়া রাজকার্য্য সমাধান।। এই মত প্রতিদিন করেন বিহার। এ দিকে শুনহ কিছু কথা কুবুজার।। হেমন্ত হইল অস্ত বসন্ত উদয়। ঋষি তপস্বীর মনে জনমিল ভয়।।

প্রফুল্ল হইল তাহে বিষয়ীর মন। বিশেষত যুবক যুবতী যত জন ॥ শুষ্কতরু মুঞ্জরিল প্রস্ফুটিত ফুল। আনন্দেতে অনিবার ধায় অলি-কুল ॥ কোকিল কুহরে সুখে নাচে শিখিগণ। তৃপ্ত কৈল ত্রিভুবন মলয় পবন ॥ বসন্তের সখা কাম ধরি ফুলধনু। ক্রীড়া ছলে বিদ্ধ করে সবাকার তনু ॥ কেহ বা অস্থির তাহে কেহবা সুস্থির। দম্প-তির সুখোদয় জ্বালা বিরহীর ॥ কামশরে কুবুজার কাঁপে কলেবর। সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে স্মরি মুরহর ॥ কাতরা হইয়া বলে সখী করে ধরি। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জ্বরে বুঝি প্রাণে মরি ॥ আছিলাম কুরূপসী না ছিল জঞ্জাল। রূপসী করিয়া কৃষ্ণ ঘটালেন কাল ॥ বৃদ্ধারূপে জরা দেহে কাম নাহি ছিল। বিষম কামের জ্বালা যৌবনে ঘটিল ॥ যে দিন যৌবন হরি দিলেন আমায়। মন প্রাণ সপিলাম চরণে তাঁহার ॥ তাহাতে হাসিয়া কৃষ্ণ কমললোচন। প্রিয়া বলি আমার করিয়া সম্ভাষণ ॥ হাস্য হাসি কহিলেন মধুর বচনে ॥ আমার অঙ্গনা হলে না ভাবিহ মনে। এক্ষণে গৃহেতে প্রিয়ে যাহ আপ-নার। অবিলম্বে পূরাইব মানস তোমার ॥ এত বলি ফিরে ফিরে আমা কটাক্ষিয়া। নয়নে নয়ন মন হরিয়া লইয়া ॥ সেই যে গেলেন হরি না এলেন আর। অধীনীরে ভুলেছেন পেয়ে রাজ্য-ভার ॥ এ কাল যৌবনে কাল বসন্ত উদয়। কাল গুণে রামানুজ হলেন নির্দ্দয় ॥ কি করি গো প্রাণসখি মরি প্রাণ যায়। কালসম কামানলে কি করি উপায় ॥ কে আছে এমন হেতা সুহৃদ সঙ্গিনী। কৃষ্ণের নিকটে কহে আমার কাহিনী ॥ শুনাইয়া দুঃখ কথা দেব শ্রীনিবাসে। অবিলম্বে আনি দেয় আমার সকাশে ॥ তবেত এদুঃখ মম হয় নিবারণ। নহিলে জানিবে সখি নিতান্ত মরণ ॥ এইরূপে কহে কথা কৃষ্ণ অনুরাগে। কোকিল কুহরে তথা বসন্তের রাগে ॥ তাহাতে হইল আরো অস্থির জীবন। অমনি পড়িয়া ভূমে হারায় চেতন ॥ কতক্ষণে চেতন পাইয়া পুনরায়। বলে সখি প্রাণে মরি কি করি উপায় ॥ হায় হায় মরি মরি যাব কার কাছে। কে মিলায়ে দিবে কৃষ্ণে কে এমন আছে ॥ বলিতে বলিতে পুনঃ পড়ে ধরা-

তলে। স্মরানলে দহে দেহ ভাসে অশ্রুজলে॥ দেখি কুবুজার দুঃখ কহে সহচরী। স্থির হয়ে শুন ধনী নিবেদন করি॥ কৃষ্ণের নিকট যেতে হবে না কাহার। ঘরে বসে পাবে কৃষ্ণে শুন তত্ত্ব তার॥ পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর প্রভু নারায়ণ। অবিদিত কিছু তাঁর নাহি ত্রিভুবন॥ অবারিত চক্ষু কর্ণ শাস্ত্রে বলে তাঁর। একস্থানে বসি তিনি দেখেন সংসার॥ শুনেন সমস্ত কথা বসি একস্থান। কহি গো দৃষ্টান্ত তার কর অবধান॥ মুনি ঋষিগণ যত বসিয়া কাননে। তাঁহার চরণ ধ্যান করে এক মনে॥ অলক্ষে করয়ে স্তুতি প্রণত হইয়া। জানিয়া দর্শন দেন কাননেতে গিয়া॥ যে যাহা কামনা করে করেন পূরণ। বাঞ্ছাকল্পতরু সেই শ্রীমধুসূদন॥ পূর্ব্বপুণ্যে তব প্রতি দয়া প্রকাশিয়া। দিয়াছেন দিব্য দেহ প্রসন্ন হইয়া॥ করেছেন অঙ্গীকার আসিয়া সকাশ। পরিপূর্ণ করিবেন তব অভিলাষ॥ অতএব শুন ধনী আমার বচন। ভক্তিতে ভাবনা কর পাবে কৃষ্ণধন॥ একমনে ডাক তুমি ঘরে বসে তাঁয়। এখনি আসিয়া দেখা দিবেন তোমায়॥ এত যদি কহে তার প্রিয় সহচরী। শুনিয়া সত্বর হয়ে কুবুজা সুন্দরী॥ এক মনে আরম্ভিল কৃষ্ণের স্তবন। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন॥

কুবুজা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবন।

ত্রিপদী। কুবুজা কাতরে কয়, কোথা কৃষ্ণ কৃপাময়, কোন হেতু করিলে এমন। কৃপা করি প্রকাশিয়া, যৌবন লাবণ্য দিয়া, এক্ষণেতে হলে অদর্শন॥ প্রিয়া নাম উচ্চারিয়া, প্রিয়ভাষে সম্ভাষিয়া, আপনার মুখেতে কহিলে। আসিয়া দাসীর বাস, পূরাইবে অভিলাষ, সেই ভাষ সিদ্ধ না করিলে॥ তুমি সত্য সনাতন, সত্য বাক্য পরায়ণ, মিথ্যা কভু না হয় বচন। তবে কেন হেন ভাব, বুঝিতে না পারি ভাব, অধীনের কপাল কেমন॥ তুমি রমণীর ধন, জীবন যৌবন মন, তুমি হও নয়নের তারা। তোমারে পাইয়া পতি, আমি কেন দুঃখমতী, কেন হই তোমা ধনে হারা॥ যথার্থ

বচন কই, তোমার চরণ বই, নাহি জানি শয়নে স্বপনে। কৃপা কর বিতরণ, দুঃখ কর প্রহরণ, হের শীঘ্র কমল নয়নে॥ দারুণ দুরাত্মা কাম, নাহি মানে পরিণাম, দুঃখ দেয় দিবস রজনী। আমি তব দাসী হয়ে, রব কত দুঃখ সয়ে, বিবেচনা কর গুণমণি॥ তুমি সর্ব্ব গুণময়, গুণে সৃষ্টি স্থিতি লয়, গুণে কর ব্রজেতে বিহার। কহিতে তোমার গুণ, কেহ নহে সুনিপুণ, আমি কহি কি সাধ্য আমার॥ নিজগুণে দয়া কর, দুঃখ তাপ পরিহর, আসি এই দাসীর ভবন। কাম দর্প কর চূর্ণ, মনস্কাম কর পূর্ণ, বক্ষ পরে দিয়া শ্রীচরণ॥ কুবুজা কামের শরে, এ রূপে কৃষ্ণেরে স্মরে, কৃষ্ণচন্দ্র জানিলেন মনে। ভাবি ভাব মুরহর, চলিলেন শীঘ্রতর, কুবুজার দুঃখ বিনাশনে॥

অথ কুব্জার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের আগমন।

পয়ার। বৈকালেতে উপবনে উদ্ধবের সঙ্গে। ভ্রমণ করেন হরি অতি মনোরঙ্গে॥ বসন্তের সমাগমে মল্লিকা বকুল। অশোক কংশুক আদি নানা জাতি ফুল॥ ফুটিয়াছে থরে থরে অতি চমৎকার। উড়ে বৈসে অলিকুল উপরে তাহার॥ ক্ষণে উড়ে ক্ষণে পড়ে, ক্ষণে মধু খায়। এক ফুল পরিহরি অন্য ফুলে ধায়॥ সে ভাব হেরিয়া হরি ভাবে বিচলিত। মনোভব মনোভাবে হইল উদিত॥ ষট্পদ স্বভাব হয় নাগরের মন। এক নারী ছাড়ি অন্য নারীতে গমন॥ পরম নাগর কৃষ্ণ গোপিকার পতি। কুবুজারে মনে হয়ে হরষিত অতি॥ অধিকন্তু কুবুজার জানি মনোভাব। চলিলেন গোপীকান্ত পূরাইতে ভাব॥ উদ্ধবে কহেন সখা শুনহ বচন। অদ্য তুমি নিজ গৃহে করহ গমন॥ প্রতিশ্রুত আছি আমি কাছে কুবুজার। সময়েতে মনস্কাম পূরাব তাহার॥ অদ্য উপস্থিত হইয়াছে সে সময়। কুবুজা স্মরিছে হয়ে ব্যাকুল হৃদয়॥ ইহা বলি উদ্ধবেরে করিয়া বিদায়। কুবুজার ভবনেতে যান যদুরায়॥ নটবর বেশ ধরি দেবকীর সুত। হইলেন উপনীত হয়ে

হাস্যযুত।। গৃহে বসি কুবুজিনী সহ সহচরী। কামশরে দহে দেহ মনে ভাবে হরি।। হঠাৎ হেরিয়া হরি হরষিত মনে। উঠিয়া প্রণাম করে পড়িয়া চরণে।। কিন্তু তথা উপজিল আর এক ভাব। ধন্য রমণীর ভাব বুদ্ধির অভাব।। লাজে মানে কুবুজার কথা নাহি সরে। অঞ্চলে আপন মুখ আচ্ছাদন করে॥ শশিকলা নামে তার প্রিয়সখী ছিল। সিংহাসন আনি কৃষ্ণে বসিবারে দিল।। করযোড় করি সখী বিনয়েতে কয়। নারীর স্বভাব যাহা জান দয়াময়।। অদর্শনে মরে যার দেখা পেলে তার। সন্তোষ সুরাগ হয় হৃদয়ে সঞ্চার।। লজ্জা আর মান আসি করে আক্রমণ। এই হেতু শীঘ্র মুখে না সরে বচন।। আশা দিয়া আসিতে করিলে বহুদিন। ভাবিয়া ভাবিয়া দেখ হইয়াছে ক্ষীণ।। তোমার বিরহ বিষে হইয়া কাতর। কত কথা কহিলেক আমার গোচর॥ এই মাত্র তব পদ করিয়া স্মরণ। ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে করিল রোদন।। এক্ষণে তোমারে দেখে হইল এ ভাব। রোষ নাহি কর প্রভু নারীর স্বভাব।। এত বলি শশিকলা করে বহু স্তব। সন্তোষ হলেন চিত্তে শুনিয়া মাধব।। সখী প্রশংসিয়া ধরি কুবুজার কর। নিভৃত মন্দিরে কৃষ্ণ গেলেন সত্বর।। রসময় রসোদয় করিয়া তখন। কুবুজারে নানা রসে করেন তোষণ।। অষ্টবিধ বিহার করিয়া নরহরি। অবিলম্বে কুবুজার স্মর শান্তি করি।। পুনরায় কর তার করেতে ধরিয়া। বারগৃহে বসিলেন আসি বার দিয়া।। বামভাগে লয়ে সেই কুবুজা সুন্দরী। বসিলেন বংশীধারী সিংহাসনোপরি।। হাসিতে হাসিতে কন সুমধুর বাণী। আমি অদ্য রাজা প্রিয়ে তুমি রাজরাণী।। তাহা শুনি তথাকার যত সখীগণ। দাণ্ডাইল চারিদিকে করিয়া বেষ্টন।। শশিকলা সহচরী সুশীঘ্র উঠিয়া॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা দেয় পরাইয়া।। কুব্জারে সাজায় কেহ দিব্য বাস দিয়া। পীতবাসে পীতবাসে দেয় সাজাইয়া।। অগুরু আনিয়া কেহ করয়ে অর্পণ। কেহ বা অঙ্গেতে দেয় শীতল চন্দন। এইরূপে নানাবিধ বেশ করি দিয়া। অনন্তর সখীগণ মনে বিচারিয়া।। কোন সখী শিরে ছত্র

করয়ে ধারণ। কোন সখী করে আসি চামর ব্যজন।। কোন সখী মন্ত্রী হয়ে বসিল সম্মুখে। ভাট হয়ে কায়বার পড়ে কেহ মুখে॥ দুষ্টেরে করিতে দণ্ড লয়ে দণ্ডবর। কোন সখী সম্মুখেতে দাণ্ডায় সত্বর।। সখীদের দিব্য ভাব দরশন করি। কুবুজারে কন কথা হাসিয়া শ্রীহরি॥ দেখ দেখ প্রিয়ে রাণী হইলে আমার। কুব্জা বলে কি অভাব তুমি নাথ যার।। কিন্তু প্রভু করি আমি এক নিবেদন। দেখো যেন মিথ্যা তব না হয় বচন॥ রজনীতে নিজ মুখে কহিলে যে বাণী। দিবসেতো করিতে হইবে নিজ রাণী।। রাজকার্য্য শাসনেতে বসিবে যখন। রাণী করে বামে লয়ে বসাবে তখন।। উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া মথুরার মাজ। রাজকার্য্য সাধিতেছ হয়ে যুবরাজ।। কৃপা করি আমারে করিলে যদি রাণী। করিতে হইবে এই বাসে রাজধানী।। এই ভিক্ষা যাচে দাসী চরণে তোমার। বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা পূরাও আমার।। এত যদি কহিলেক কুবুজা সুন্দরী। ভাবি ভাবি অঙ্গীকার করিলেন হরি।। যেই ভাবে করিলেন একথা স্বীকার। বিস্তার হইবে ভাব পশ্চাতে ইহার।। অপরেতে নানা ভাবে বঞ্চিয়া রজনী। প্রভাতে আপন গৃহে গিয়া যদুমণি॥ উদ্ধবের কাছেতে কহিয়া সমাচার। উদ্ধবদ্বারাতে মন্ত্র করিয়া সবার।। নিজ রাজধানী করি কুবুজার বাটী। রাজকার্য্য সাধন করেন পরিপাটি।। রাজপাটে বার দিয়া বসেন যখন। রাণী হয়ে বামে বৈসে কুবুজা তখন॥ কুব্জারে লইয়া কৃষ্ণ করেন বিহার। শিশুরাম দাসে ভাষে কথা শুন আর।।

অথ কুব্জার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ।

পয়ার। শুনি শুক এ কৌতুক ব্যাসেরে সুধান। কহ পিতা কুবুজার পূর্ব্বের আখ্যান॥ পূর্ব্বজন্মে কোন কুলে জন্ম তার ছিল। পতি রূপে কৃষ্ণে লাভ কি পুণ্যে করিল॥ পুণ্য বিনা পরাৎপরে প্রাপ্ত নাহি হয়। এত কি করিল পুণ্য কহ মহাশয়॥ শুনিয়া কহেন ব্যাস করহ শ্রবণ। কুবুজার পূর্ব্বকথা অনেক বচন।। ত্রেতা

যুগ সমাগমে প্রভু নারায়ণ। চতুরংশে অবতার অযোধ্যা ভবন॥ দশরথ নৃপের নন্দন চারিজন। জ্যেষ্ঠ যিনি রামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন॥ ভরত কৈকেয়ী সুত গুণী অতিশয়। শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ দুই সুমিত্রা তনয়॥ জ্যেষ্ঠ রামে রাজ্য দিতে রাজার মনন। শুনিয়া কৈকেয়ী রাণী হয়ে দুঃখ মন॥ রাজার নিকটে বরন্যাস ভূত ছিল। সেই কালে ওই ধনী সে বর চাহিল॥ দশরথ রাজা মন না বুঝি তাহার। কহিলেন যাচ বর কি ইচ্ছা তোমার॥ রাণী বলে সত্য আগে কর নৃপ রায়। তবে আমি বর দান যাচিব তোমায়॥ অধীনির প্রতি যদি অনুকুল হও। যাহা চাব তাহা দিবে সত্য করি কও॥ রমণীর প্রিয়বাক্যে ভুলিয়া রাজন। কহিলেন যা চাহিবে করিব অর্পণ॥ নারীর মোহিনী বাণী বুঝা বড় দায়। মোহিয়া রাজার মন ত্রিসত্য করায়॥ সত্য করাইয়া ধনি হরষিত মনে। বর দান যাচে সেই রাজার চরণে॥ ভরতেরে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ। রামচন্দ্রে চতুর্দ্দশ বর্ষ দেহ বন॥ বন হতে পুনরায় আসি অযোধ্যায়। লভিবেন রাজ্য রাম শুন নৃপরায়॥ যেইমাত্র এই কথা কৈকেয়ী কহিল রাজার মস্তকে যেন অশনি পড়িল॥ মূলচ্ছিন্ন তরু যেন ধরণী লোটায়। সেই মত দশরথ পড়িল ধরায়॥ অনুক্ষণ জ্ঞান হত থাকিয়া রাজন। পরেতে পাইয়া পুনঃ কিঞ্চিৎ চেতন॥ কৈকেয়ীর কাছে কন কাতর হইয়া। অন্য বর লহ প্রিয়ে এ বর ছাড়িয়া॥ কোন দোষে দুষী রাম নহেন আমার। কি দোষে করিব আমি রামে পরিহার॥ কান্দিয়া কান্দিয়া বহু বুঝান বচন। কোন কথা না করিল কৈকেয়ী শ্রবণ॥ কহিলেক সত্যব্রত তুমি মহাশয়। এক্ষণে এ কথা কহ উচিত না হয়॥ রাজার সখেদ বাক্য না শুনিয়া কাণে। পুনঃ পুনঃ অই বর যাচে তাঁর স্থানে॥ কি করেন দশরথ সত্যের কারণ। করিলেন কৈকেয়ীকে সে বর অর্পণ॥ দগ্ধ রাজা শোকানলে হয়ে হত জ্ঞান। শবের সমান পড়ে রন সেই স্থান॥ রামচন্দ্র সেই কথা করিয়া শ্রবণ। পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন॥ সঙ্গেতে চলেন সীতা পতি পরায়ণী। অনুজ লক্ষ্মণ যান

সঙ্গেতে আপনি॥ এইরূপে তিনজন বনে যদি যান। শোকে দশরথ রাজা ছাড়িলেন প্রাণ॥ ভরত মাতুল গৃহে ছিলেন তখন। না জানেন অযোধ্যাতে এত দুর্ঘটন॥ সুমন্ত্র সারথি গিয়া আনিল তাঁহায়। ভরত আসিয়া গৃহে ঠেকিলেন দায়॥ দেখিয়া শুনিয়া ভাসি শোকসিন্ধু নীরে। তিরস্কার করিলেন নিজ জননীরে॥ কি করেন পিতৃকার্য্য করি সমাপন। রামেরে আনিতে ঘরে করিয়া মনন॥ পরিবার সহকারে বনমাঝে যান। চিত্রকূটে রামচন্দ্রে দেখিবারে পান॥ দৃষ্টিমাত্রে পাদপদ্মে পড়িয়া ভরত। ক্রন্দন করেন যত কহিব সে কত॥ পরিবার সহ তথা অনেক কান্দিয়া। রামেরে আসিতে কন গৃহেতে ফিরিয়া॥ সত্য সনাতন রাম সত্যব্রতে রত। না শুনেন শ্রীভরত কথা কন যত॥ যদি নাহি করিলেন সে কথা স্বীকার। ভরত চরণে ধরি কন আরবার॥ নাহি যাও যদি প্রভু না শুন বচন। তোমার সহিত প্রভু আমি যাব বন॥ নিকটে যদ্যপি তুমি নাহি দেহ স্থান। এখনি দহনে আমি ত্যজিব পরাণ॥ ভরতের বাণী শুনি রাম নারায়ণ। অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝায়ে তখন॥ কুশের পাদুকা এক করিয়া নির্ম্মাণ। ভরতেরে সেই স্থানে করিলেন দান॥ কহিলেন এ পাদুকা করিয়া সেবন। রাজ্য রক্ষা কর গিয়া হইয়া রাজন॥ চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে আসিব অচিরে। না ভাব ভরত তুমি গৃহে যাহ ফিরে॥ এত যদি কহিলেন রাম মহাশয়। কি করেন ভরত কান্দিয়া অতিশয়॥ রামের পাদুকা করি মস্তকে ধারণ। আইলেন গৃহে ফিরে সহিত স্বগণ॥ পাদুকা সেবন আর রাজ্যের রক্ষণ। রাম আজ্ঞা শ্রীভরত করেন পালন॥ চিত্রকূটে থাকি রাম রাজীবলোচন। মন্ত্রণা করেন বসি সহিত লক্ষ্মণ॥ সলোক গহনে থাকা না হয় বিচার। যেহেতু অযোধ্যাবাসী আসিবে আবার॥ এস্থান ত্যজিয়া যাব নির্জ্জন কানন। যেখানে না হয় শীঘ্র মনুষ্য গমন॥ এরূপে মন্ত্রণা করি লক্ষ্মণের সনে। প্রবেশ করেন গিয়া পঞ্চবটী বনে॥ ভয়ানক স্থান সেই নিবিড় কানন। ছিল এক দুরন্ত

পশু আছে অগণন ॥ রাক্ষসের সমাগম সদা সেই বনে। কি সাধ্য প্রবেশে তথা মনুষ্য জীবনে॥ সেই বনে রামচন্দ্র সসীতা লক্ষ্মণে। করিলেন অধিবাস আনন্দিত মনে॥ দৈবাধীন একদিন শুন সমাচার। রাবণের ভগ্নী সূর্পনখা নাম তার॥ ইচ্ছাধীনে নিশাচরী করয়ে ভ্রমণ। ভ্রমিতে ভ্রমিতে উপনীত সেই বন॥ অতুল্য রামের রূপ হেরিয়া নয়নে। অস্থির হইল রামা কাম সন্দীপনে॥ কামরূপা সে কামিনী রামে বাঞ্ছি পতি। অবিলম্বে গেল কাছে হয়ে রূপবতী॥ কামের কামিনী জিনি অঙ্গ শোভা তার। কি কব রূপের কথা তুল্য নাহি যার॥ কামভাবে হাবভাব প্রকাশ করিয়া। কহিতে লাগিল কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥ কহ হে যুবকরাজ কি হেতু এ বেশ। সন্ন্যাসীর বেশে কেন কাননে প্রবেশ॥ সন্ন্যাসীও নহ তুমি সঙ্গে দেখি নারী। তোমার ভাবের ভঙ্গী লক্ষিতে না পারি॥ যে হও সে হও তুমি করি নমস্কার। আমারে রমণী রূপে করহ স্বীকার॥ নিকটে থাকিয়া সদা সেবিব চরণ। অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া দিব আলিঙ্গন॥ নয়নে নয়নে সদা যতনে রাখিব। অহর্নিশী নানা রসে তোমারে তুষিব॥ আমা হতে হবে তব বহু প্রিয়কায। আমারে প্রেয়সী কর ইথে নাহি লাজ॥ এত যদি সূর্পনখা কহিল বচন। শুনিয়া কহেন হাসি কমললোচন॥ এই দেখ সঙ্গে মম আছে এক নারী। তোমারে করিতে বিভা কি রূপেতে পারি। পরমা সুন্দরী তুমি ভাবের ভাবিনী। কি করি সঙ্গেতে দেখ আছয়ে কামিনী॥ সূর্পণখা বলে তুমি করিলে স্বীকার। এখনি উহারে আমি করিব আহার॥ ইহা বলি সেইক্ষণে বিস্তারি বদন। সীতারে গিলিতে যায় রোষযুক্ত মন॥ সীতাদেবী ভীতা হয়ে রামচন্দ্রে কন। রাখ প্রভু রাক্ষসীতে করয়ে ভক্ষণ॥ সীতা আশ্বাসিয়া রাম রাক্ষসীরে কন। শুনহ সুন্দরি তুমি আমার বচন॥ আমার কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ সুধীর। কাঞ্চন জিনিয়া দেখ সুন্দর শরীর॥ একক আছেন ভাই নাহিক রমণী। লক্ষ্মণে বিবাহ তুমি কর সুবদনী॥ রামের বচনে ফিরে সূর্পনখা

যায়। লক্ষ্মণের দিব্যমূর্ত্তি দেখিবারে পায়॥ রূপ হেরি নিশাচরী বিচারিল মনে। হানি নাই এ পুরুষে করিলে বরণে॥ ইহা ভাবি লক্ষ্মণের নিকটেতে গিয়া। কহিল সকল কথা বিশেষ করিয়া॥ লক্ষ্মণ দেখিয়া ভাব রাক্ষসী জানিয়া। রামের দিকেতে চান ঈষৎ ফিরিয়া॥ রামচন্দ্র করিলেন লক্ষ্মণে ইঙ্গিত। নাসা কর্ণ ছেদ ওর করহ ত্বরিত॥ রূপের দর্পেতে করে অতি অহঙ্কার। সীতারে ধরিয়া চায় করিতে আহার॥ অতএব দর্প ওর করহ নির্বান। বিকৃতি করহ শীঘ্র কাটি নাসা কাণ॥ পরম পাপিষ্ঠা এই দুষ্টা নিশাচরী। ঐ পাপের দণ্ড ওরে দেহ শীঘ্রকরি॥ স্ত্রীবধ দুষ্কর পাপ না কর লক্ষ্মণ। দূর কর নাসা কাণ করিয়া ছেদন॥ ইঙ্গিতে কহেন রাম এতেক বচন। রামাদেশে ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্মণ॥ অবিলম্বে কাটিলেন নাসা কাণ তার। রাক্ষসী পড়িয়া ভূমে করে হাহাকার॥ বিকৃতি হইল অঙ্গ জ্বালায় অধরা। খর দূষণের কাছে জানাইল ত্বরা॥ রাবণের অনুচর সে খর দূষণ। ত্রিশিরা প্রভৃতি করি বীর বহু জন॥ চতুর্দ্দশ সহস্রেক সৈন্য তথা ছিল। পঞ্চবটি বনে আসি শ্রীরামে ঘেরিল॥ তাহা দেখি রামচন্দ্র ধরি ধনুর্ব্বাণ। একবাণে যম ঘরে সবারে পাঠান॥ সূর্পণখা রাঁড়ী তাহা করি দরশন। সংবাদ জানায় গিয়া যথায় রাবণ॥ রাবণ বলিল তোর কে কৈল এ দশা। কি হেতু অবস্থা করে কহত সহসা॥ সূর্পণখা রাঁড়ী বলে শুন দশানন। যেহেতু অবস্থা মম হইল এমন॥ অদ্য আমি প্রাতে উঠি পুষ্প অন্বেষণে। করিয়াছিলাম গতি পঞ্চবটী বনে॥ তথা এক দেখিলাম রমণী রতন। লক্ষ্মী সরস্বতী নহে তাহার তুলন॥ উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তারা বা কোথায়। কামের কামিনী রতিরূপে মোহ যায়। ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী শিবরাণী কোথা তুল্য। কেমনে কহিব রূপ ভুবনে অতুল্য॥ তোমার ঘরণী যেই আছে মন্দোদরী। ভাবিলে তাহার রূপ হয় মন্দোদরী॥ সঙ্গে তার আছে স্বামী রাম নাম তার। দেবর আছয়ে এক লক্ষ্মণ তাহার॥ শুনিলাম নিবসতি অযোধ্যা ভবন। পিতৃ সত্য পালি-

বারে আসিয়াছে বন।। স্ত্রীরত্ন দেখিয়া আমি ভাবিলাম মনে। হরিয়া লইয়া আসি তোমার কারণে।। জানি তুমি ভালবাসো সুন্দরী রমণী। তাহারে করিয়া দিব তোমার ঘরণী।। ইহা ভাবি নিজ রূপ সঙ্গোপন করি। গেলাম তথায় মানবীর রূপ ধরি॥ নানা মায়া প্রকাশিয়া গিয়া সেই স্থান। না থাকিল মায়া সেই রাম বিদ্যমান॥ হবে বুঝি সুপণ্ডিত জ্যোতিষ বিদ্যায়। গতমাত্রে রামচন্দ্র চিনিল আমায়॥ লক্ষ্মণে ডাকিয়া রাম করিল ইঙ্গিত। রাক্ষসীর নাসা কান কাটহ ত্বরিত।। রাবণের ভগ্নী এই সুর্পণখা নাম। বিবর্ণা করিতে ওরে না কর বিশ্রাম।। রাবণের মনে বড় আছে অহঙ্কার। ত্রিভুবনে বীর নাই সমান তাহার॥ বিবাদ করয়ে যদি এ কথা শুনিয়া। সংগ্রামের সাধ তার দিব ঘুচাইয়া।। লক্ষ্মণ শুনিয়া সেই রামের বচন। অবিলম্বে নাসা কর্ণ করিল চ্ছেদন।। জ্বালাতে অধৈর্য্য হয়ে অনেক কান্দিয়া। খর দূষণের কাছে কহিলাম গিয়া।। দেখিয়া আমার দশা সে খর দুষণ। আর তব মান রক্ষা করণ কারণ।। সৈন্যগণে সমাবৃত হয়ে সেইক্ষণ। অবিলম্বে আসি দিল রাম সহ রণ॥ প্রাণপণে যুদ্ধ তারা অনেক করিল। অপরে রামের হাতে বিনষ্ট হইল।। এক বাণে রাম সবে করেছে নিধন। আপনি বিচার ইথে কর দশানন।। হইয়া তোমার ভগ্নী গেল নাসা কাণ। গরল ভক্ষণ করি ত্যজিব এ প্রাণ।। অথবা সমুদ্র মাঝে প্রবেশ করিব। এত অপমানে প্রাণ আর না রাখিব। এত বলি কান্দে রাঁড়ী ব্যাকুলিত মনে। রাবণ বুঝায় তারে প্রবোধ বচনে।। বুঝাইয়া কিছু স্থির করিয়া তাহায়। সীতার রূপের কথা পুনশ্চ সুধায়।। সুর্পণখা বলে রূপ কহিব কেমনে। রূপের তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবনে।। শ্রবণে ওরূপ কথা অধৈর্য্য হইয়া। পঞ্চবটী বনে গেল মারীচেরে নিয়া।। মায়াতে স্বর্ণ মৃগ মারীচ হইল। সীতার সম্মুখে আসি নৃত্য আরম্ভিল।। সীতা দেবী দেখি তারে বিমুগ্ধা হইয়া। রামেরে বলেন মৃগ দেহত ধরিয়া॥ ধনুর্ব্বাণ নিয়া রাম ধরিবারে যান। অলক্ষেতে মায়ামৃগ

করিল পয়ান ।। ক্ষণমাত্রে বহুদূর গেল পলাইয়া। রামচন্দ্র পিছে পিছে গেলেন ধাইয়া ।। সন্ধান পূরিয়া রাম মারিলেন বাণ। সেই বাণে সেই মৃগ ত্যজিলেক প্রাণ ।। মৃত্যুকালে দুরাশয় ডাকে হাহাকারে। কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই রাখহ আমারে ।। রাম শব্দ অনুমানে সীতা ঠাকুরাণী। হইলেন অতিশয় ব্যাকুলিত প্রাণী ।। লক্ষ্মণে পাঠায়ে দেন অতি শীঘ্রগতি। সে সময়ে আসি তথা রাবণ দুর্ম্মতি ।। একাকিনী পেয়ে সীতা হরিয়া লইল। লঙ্কাতে অশোক বনে আনিয়া রাখিল।। অভিশাপ হেতু পাপী না করিল বল। লক্ষ্মীরূপা সীতা রহিলেন সেই স্থল ।। পঞ্চবটী বনে রাম কুটীরে আসিয়া। ব্যাকুল হলেন শোকে সীতা না পাইয়া ।। অপরে অনেক স্থান করি অন্বেষণ। শুনিলেন সীতা হরে লইল রাবণ ।। একথা শ্রবণে রাম লক্ষ্মণেরে নিয়া। উপনীত হইলেন কিষ্কিন্ধাতে গিয়া ।। সুগ্রীবের সঙ্গে তথা করিয়া মিতালি। এক বাণে বধিলেন তার শত্রু বালি ।। হনুমান আদি করে যত কপিগণ। সেই স্থানে সবাকার সঙ্গেতে মিলন ।। হনুমান দ্বারা রাম সীতা অন্বেষিয়া। সাগরের জলে সেতু বান্ধিলেন গিয়া ।। বানর কটক যত সঙ্গেতে করিয়া। পার হয়ে লঙ্কাপুরে প্রবেশেন গিয়া ।। অবিলম্বে বেড়িলেন রাবণের পুর। শুনিয়া রাবণ রাজা ক্রোধেতে প্রচুর ।। সৈন্য সহ আসি দিল রাম সহ রণ। করিল অনেক যুদ্ধ করি প্রাণ পণ ।। প্রভু রাম মারিলেন ক্রমে তার সব। কহনে না যায় যুদ্ধ কথা অসম্ভব ।। এক লক্ষ পুত্র তার সওয়া লক্ষ নাতি। এক জন না থাকিল বংশে দিতে বাতি ।। সবংশে সে রাবণেরে করিয়া সংহার। লক্ষ্মীরূপা সীতা উদ্ধারিয়া আপনার ।। লঙ্কাপুরে রাজ্যদান করি বিভীষণে। অযোধ্যায় আইলেন সত্য সমাপনে ।। অযোধ্যা বাসিরা ভাসে আনন্দ সাগরে। শিশু কহে রামরাজা হলেন সাদরে ।।

অথ সূর্পণখার খেদ ও রাম প্রাপ্ত্যর্থে সাগরসঙ্গমে কামনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ।

ত্রিপদী। সূর্পণখা কেঁদে কয়, কিকব কবার নয়, রামে পতি করি অভিলাষ। রাবণে মন্ত্রণা দিয়া, সীতারে হরিয়া নিয়া, করিলাম সবংশ বিনাশ॥ ভাবিয়াছিলাম মনে, সীতা নিলে দশাননে, শোকে রাম হবেন কাতর। না পাইলে অর্দ্ধ অঙ্গ, ছাড়ি লক্ষ্মণের সঙ্গ, ভ্রমিবেন বন বনান্তর॥ সে সময়ে আমি গিয়া, রামেরে দর্শন দিয়া, মায়ারূপে করিব মোহন। তাহলে আমারে তিনি, করিবেন স্বকামিনী, সুখেতে বঞ্চিব দুইজন॥ পূর্ণ না হইল আশ, শ্রীরাম গেলেন বাস, সঙ্গে নিয়া সীতা সাধ্বী সতী। আমি অতি ভাগ্য হীনা, ভাবিয়া হলাম ক্ষীণা, না পেলাম রাম হেন পতি॥ কি করিব হায়২, মরি মরি প্রাণ যায়, ধিক্ ধিক্ এছার জীবনে। রক্ষকুল অতি ছার, না রব ইহাতে আর, সন্ন্যাসিনী হব গিয়া বনে॥ তপস্যা করিয়া আমি, রামেরে লভিব স্বামী, পুনঃ ভাবে পাই কিনা পাই। বহু জন্ম তপস্যায়, কদাচিৎ কেহ পায়, তপস্যা করিয়া কার্য্য নাই॥ আছে এক সুউপায়, আমি আচরিব তায়, অবশ্যই স্বকার্য্য সাধিব। সাগর সঙ্গমোপরি, কামনা করিয়া মরি, পরজন্মে অবশ্য পাইব॥ এইরূপে নিশাচরী, সুমন্ত্রণা স্থির করি, গঙ্গাসাগরেতে শীঘ্র গিয়া। নামিয়া সঙ্গম জলে, প্রাণ দিল কুতূহলে, পতি প্রাপ্তি কামনা করিয়া॥ কামনা করিল এই, আমি হই যেই সেই, রাম হন যেই অবতার। ছাড়িয়া এ কলেবর, পর জন্মে শীঘ্রতর, ভোগ্যা যেন হই আমি তাঁর॥ এইরূপে নিশাচরি, সাগর সঙ্গমে মরি, কুব্জা হয়ে জনম লভিল। অযোধ্যায় রাম যিনি, মথুরায় কৃষ্ণ তিনি, এই হেতু কৃষ্ণেরে পাইল॥ কুবুজার পূর্ব্ব কথা, প্রকাশ পাইল তথা, কহিলেন ব্যাস মহাকায়। শুনি শুক তপোধন, অতি সন্তোষিত মন, গঙ্গাসাগরের মহিমায়॥ শিশুরাম দাসে ভাষে, পুনশ্চ আসিয়া ভাষে, শুকদেব প্রতি ব্যাস

কন। কুবুজা হইলে রাণী, মথুরার রাজধানী, যেই রূপে হইল ঘোষণ ॥

অথ কুবুজা রাণী হইলে মথুরাবাসিনী নারী-গণের কথোপকথন।

পয়ার। কুবুজা হইল যদি শ্রীকৃষ্ণের রাণী। শ্রবণে মথুরা বাসী করে কাণাকাণি ॥ নারীতে নারীতে হয় কথোপকথন। এ বলে উহারে সই একি অঘটন ॥ কপালের কথা কিছু বলা নাহি যায়। বিধির লেখন একি শুনে হাসি পায় ॥ বৃদ্ধা জরা বরাটিকা কংসের কিঙ্করী। চলিতে না ছিল শক্তি যেতো যষ্টি ধরি ॥ কুহু জিনি কলেবর কুরূপার শেষ। মাথায় না ছিল যার এক গাছি কেশ ॥ অন্ত দন্ত হীন অঙ্গ ভঙ্গ তিন ঠাই। ছুঁইতে যাহাকে ঘৃণা করিত সবাই ॥ তাহারে সুন্দরী করি সুন্দর গোপাল। করিলেন পাটরাণী হইয়া ভূপাল ॥ আর রামা বলে সই পুর্ব্ব পুণ্যফলে। কপালে যা লিখে বিধি তাই আসি ফলে ॥ বলে এক রসবতী করিয়া কৌতুক। কৃষ্ণের কপালে ছিল কুবুজা যৌতুক ॥ আর সই বলে সই কথা বড় ভাল। সহজে গোপাল কৃষ্ণ কত হবে ভাল ॥ এইরূপে নারীতে নারীতে যথা তথা। কেবল কুবুজা আর শ্রীকৃষ্ণের কঁথা ॥ কথায় কথায় দেশ বিদেশে প্রকাশ। কেহ ভাল বলে কেহ করে উপহাস ॥ কত দিনে প্রচার হইল ব্রজধামে। কুবুজা হয়েছে রাণী শ্রীকৃষ্ণের বামে ॥ শুনিয়া কামিনী গণে করে হাহাকার। এক মুখে কৃষ্ণে ধিক দেয় শতবার ॥ শুনি রাধা ঠাকুরাণী চমকিত মন। নয়নে নিঃসরে নীর না সরে বচন ॥ কপালে কঙ্কণ হানি ছাড়েন নিঃশ্বাস। রাধার বিলাপ ভাবে শিশুরাম দাস ॥

অথ শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিলাপ।

পয়ার। কৃষ্ণ আসিবার আশা মনে মনে ছিল। কুবুজার কথা

শুনি সে আশা ঘুচিল॥ আছিল বিরহানল দেহে সন্দীপিত। শোক তাপ দুই তাহে হইল মিশ্রিত॥ দহিল আশার বাসা সেই শোকানল। সতিনী সন্তাপ বায়ু তাহাতে প্রবল॥ তিন তাপে শ্রীমতীর দহে কলেবর। শুকাইল শশীমুখ ব্যাকুল অন্তর॥ সন্তা-পের সখা তাহে নিঃশ্বাস পবন। ঘন বহে হৃদি দহে করে জ্বালা-তন॥ সাহায্য করিতে আরো চাহে মানানল। কিন্তু কমলিনী তারে নাহি দেন স্থল॥ করিবেন মান যারে সেই নাহি কাছে। তবে সে মানের কিসে অধিকার আছে॥ নিরাশয় শোক আর সতিনী সন্তাপ। বিরহ বিষমানলে করেন বিলাপ॥ সখীরে ডাকিয়া কন কান্দিতে কান্দিতে। বিষম কালার জ্বালা না পারি সহিতে॥ কাল সম কামানল হইল দীপন। ওগো সখি পুড়ে মরি কি করি এখন॥ আয় আয় কাছে আয় ওগো প্রাণ সই। প্রাণ সামাধান কালে দুটা কথা কই॥ সখী সম্বোধিয়া রাধা হয়ে জ্ঞানহত। পাগলিনী সমা তথা কথা কন কত॥ এক্ষণেতে দেহে আর না রহে জীবন। ও সজনী কষ্ট কথা করহ শ্রবণ॥ মনে ছিল যত আশা হত হলো সব। কুবুজার প্রেমে বশ হলেন মাধব॥ কুবুজা-কমলে কৃষ্ণ মধু পানে রত। সাদরে সোহাগ তারে করি-ছেন কত॥ কৃষ্ণের সোহাগে হয়ে দর্পিতা সে ধনী। হাসিয়া আমারে কত কহিছে সজনী॥ সে ভাব ভাবিয়া সখি দেহ হৈল ক্ষীণ। হীনের ইঙ্গিত সহ্য করা সুকঠিন॥ সুর্য্য তাপ শিরোধামে সহ্য করা কায়। সিকতা সন্তাপ সহ্য নাহি হয় পায়॥ সিকতার তাপে ধান্য ফুটে হয় লাজ। সেই মত মন ফোটে প্রাণে বাজে বাজ॥ আর না দেখাব লোকে লজ্জিত বদন। এখনি সপিব আমি জীবনে জীবন॥ নহেত দহনে দেহ করিব দহন। অথবা গরল আনি করিব ভক্ষণ॥ যেরূপে সে রূপে প্রাণ নাশিব এ বার। ওগো সখি এ বদন না দেখাব আর॥ বলিতে বলিতে পুনঃ হারান চেতন। পুনশ্চ সম্বিত পান পুনশ্চ রোদন॥ হাসেন কান্দেন রাধা উন্মাদিনী মত। কভু আবিষ্কার কভু কৃষ্ণ ভাবে

রত ।। স্মরিয়া কৃষ্ণের গুণ সখী সম্বোধিয়া। আপনারে ধিক দিয়া কহেন কান্দিয়া। রাধার বিলাপ অতি অদ্ভুত কথন। শুনিলে পাষাণ গলে শিশুর বাদন।

অথ শ্রীমতী কৃষ্ণগুণ স্মরিয়া বিলাপ করেন।

ত্রিপদী। স্মরিয়া কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণভাবে সুনিপুণ, কান্দি কান্দি কন রাধা সতী। আমার কপাল মন্দ, নয়ন থাকিতে অন্ধ, নিজ দোষে হারালেম পতি।। ওগো বৃন্দে সহচরি, পূর্ব্ব কথা দেখ স্মরি, কত ভাল বাসিতেন হরি। প্রেমেতে আসিয়া রত, সোহাগ করিয়া কত, কহিতেন মমাধর ধরি।। কহিতেন শুন রাধা, তুমি মম অঙ্গ আধা, প্রেম সাধা প্রাণের অধিকা। শুন প্রিয়ে বলি সার, তব সমা নাহি আর, প্রিয়তমা প্রাণের তোষিকা।। আঁচড়ি আমার কেশ, করিয়া দিতেন বেশ, আপনার হাতে গুণমণি। বদনে ঈষৎ হাস, পরায়ে দিতেন বাস, আর নানা আভরণ মণি।। তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজায়ে দিতেন কালা, করিতেন কত সযতন। ওগো প্রিয় সহচরি, প্রাণ যায় মরি মরি, হারালেম এ হেন রতন।। এক দিন কথা কই, মনে করে দেখ সই, গোষ্ঠে গেলে সে রতন মণি। দেখিতে বাসনা করি, তোমা সহ সহচরি, জল ছলে গেলেম অমনি।। দিনমান দ্বিপ্রহর, দিনকর খরতর, খর কর করে বরিষণ। বায়ুর নাহিক বল, তপ্ত হৈল জল স্থল, সচঞ্চল জগতের জন।। ব্রজের কঠিন মাটি, উত্তাপেতে গেল ফাটি, হাঁটিবার পথ অবিরল। তৃণাচ্ছন্ন স্থান যেই, কিঞ্চিৎ শীতল সেই, কিন্তু তাহে কন্টক সকল।। পথে মাটি লাগে চোটে, পার্শ্বেতে কন্টক ফোটে, চলিতে চরণে হৈল ক্ষত। রৌদ্রেতে পীড়িল মর্ম্ম, অঙ্গেতে প্লাবিত ঘর্ম্ম, মনে করে দেখ কষ্ট যত।। সে কালা কদম্বতলে, বসি ছায়াবৃত স্থলে, সখা সঙ্গে করেন ক্রীড়ন। দেখিয়া আমার কষ্ট, তাঁর হৈল যত কষ্ট, স্পষ্ট তাহা না হয় বর্ণন।। কি করেন ঘনশ্যাম, সঙ্গে দাদা বলরাম, তুষিতে আসিতে নাহি পারি। করিলেন কর্ম্ম যাহা,

মনে করে দেখ তাহা, কহিতে নয়নে বহে বারি ॥ চমকিয়া শ্রীহরিয়া, যমুনার জলে গিয়া, ধড়ার অঞ্চল ভিজাইয়া। মুছিয়া আপন অঙ্গে, বীজন করেন রঙ্গে, আমা পানে ঈষৎ চাহিয়া ॥ করিয়া এরূপ রঙ্গ, সে সময়ে সে ত্রিভঙ্গ, করিলেন স্ব অঙ্গ শীতল। তাহাতে আমার কষ্ট, সকল হইল নষ্ট, আগুণে পড়িল যেন জল ॥ জানালেন গুণময়, রাধাদেহ ভিন্ন নয়, করিয়া এরূপ ব্যবহার। হায় হায় মরি মরি, ওগো প্রাণ সহচরি, সেই হরি কোথায় আমার ॥ বলিয়া এতেক বোল, ভাবে হয়ে উত্তরোল, নিঃসারিয়া নিঃশ্বাস বাতাস। মণি হারা ফণি মত, গর্জ্জন করিয়া কত, পুনঃ গুণ করেন প্রকাশ ॥

অথ শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের গুণ কথনে কৃষ্ণকালী বৃত্তান্ত কহেন।

পয়ার। সখী করে ধরী প্যারী কন আরবার। সুধিতে নারিব আমি শ্রীকৃষ্ণের ধার ॥ তুমিত সকলি জান তবু কিছু কই। মনে করে দেখ দেখি ওগো প্রাণ সই ॥ প্রথমে বঁধুর সনে হইলে মিলন। কুটিলা তাহাতে হয়ে বিবাদী তখন ॥ অনিবার দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার। নগরে নগরে কুৎসা করয়ে প্রচার ॥ প্রতি দিন প্রাতে উঠি প্রতি ঘরে ঘরে। কেবল আমার নিন্দা অনিবার করে ॥ আপনি আমারে কত করে তিরস্কার। শাশুড়িকে শুনাইয়া উঠায় খাঁখার ॥ কালা কলঙ্কিনী নাম করিল রটনা। ক্রমে ঘটাইল কত দুর্ঘট ঘটনা। আয়ানের কাছে কয়ে দিল সমুদয়। আয়ান শুনিয়া কোপে অগ্নি হেন হয় ॥ কুটিলারে বলে কথা সত্য করে বল। মিথ্যা হলে মম হাতে পাবি প্রতিফল ॥ কুটিলা বলিল দাদা দেখেছি নিশ্চিত। দেখিতে যদ্যপি চাহ দেখাব ত্বরিত ॥ আয়ান বলিল পার দেখাতে আমায়। কৃষ্ণ সহ যমঘরে পাঠাব রাধায় ॥ না দেখাতে পারিলে পাইবে অপমান। মাথা মুড়াইব কাটি দিব নাসা কাণ ॥ কুটিলা কহিল তুমি থাকহ গোপনে। নিশি-

যোগে দেখাইব নিকুঞ্জ কাননে।। আয়ানের সঙ্গে তার গোপনে কথন। আমরাত নাহি জানি সে কথা তখন।। ওগো বৃন্দে তোমা আদি অষ্ট সখী নিয়া। ভেটিলাম শ্রীকৃষ্ণেরে নিকুঞ্জেতে গিয়া।। সাদরে বসিয়া তথা আছি সর্ব্ব জনে। সে সময়ে দুর্ঘটনা ভেবে দেখ মনে।। আমাবস্যা সে শর্ব্বরী মূর্ত্তি ঘোরতর। উদয় হইল মেঘ গগণ উপর।। তাহাতে হইল আরো নিশি তমোময়। কোন মতে কোন দিকে দৃষ্টি নাহি হয়।। সঘনে গগণে মেঘ করয়ে গর্জ্জন। বনের ভিতরে গর্জ্জে দুষ্ট পশুগণ।। ঘোর অন্ধকার আর সঘোর গর্জ্জনে। উপজিল অতিশয় ভয় মম মনে।। ভয়েতে ব্যাকুলা হয়ে আমি সেইক্ষণ। করে করিলাম কৃষ্ণ দেহ আকর্ষণ।। দেখিয়া আমার ভয় গুণময় হরি। ধরিলেন দুটি কর প্রসারণ করি।। আমারে ধরিয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া। অভয় প্রদানে কন বচন অমিয়া।। তদন্তরে দেখ বিধাতার বিড়ম্বন। ভয়ের উপরে ভয় হইল ঘটন।। সেই ঘোর নিশাকালে কালিনী কুটিলা। আয়ানেরে সঙ্গে নিয়া কাননে আইলা।। দূরে হৈতে দেখাইয়া দিল কুঞ্জবন। কথার শল্লব পেয়ে আয়ান দুর্জ্জন।। দম্ভ ভরে আসে ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার। শব্দ শুনি ভয়ে প্রাণ কাঁপিল আমার।। খর খড়্গ করতলে ক্রোধেতে ধাইল। অন্ধকার হেতু শীঘ্র আঁসিতে নারিল।। দম্ভভরে আসে ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে। তাহাতে আমার ভয় অতিশয় বাড়ে।। কোন দিকে না দেখিয়া পলাবার স্থান। কৃষ্ণে কহিলাম রক্ষা কর ভগবান।। রক্ষ রক্ষ নারায়ণ ধরি রাঙ্গাপায়। আয়ানের হাতে অধীনীর প্রাণ যায়।। মরি মরি নরহরি কর পরিত্রাণ। তোমা বিনা অধীনীর কেহ নাহি আন।। মরি যদি তাহে হরি ভয় নাহি করি। তোমারে হইব হারা এই ভয়ে ডরি।। কৃষ্ণ কন কোন ভয় না ভাবিহ প্রিয়ে। এখনি আয়ান যাবে সন্তোষে ফিরিয়ে।। তোমা প্রতি হবে তার সন্তোষ হৃদয়। ধৈর্য্য হও কমলিনী নাহি কোন ভয়।। বলিতে বলিতে কালা হইলেন কালী। করে শোভে অসি মুণ্ড কক্ষেতে করালি।।

আর দুই কর শোভা বরাভয়যুক্ত। গলে দোলে মুণ্ডমালা কেশজাল মুক্ত॥ ভালে ভালে শোভে শশী পদে শশী ভাল। লোল জিহি লক লক বদন করাল॥ দেখিয়া সে ঘোর মূর্ত্তি আরো হৈল ভয়। কৃষ্ণে না হেরিয়া কাছে কম্পিত হৃদয়॥ দেখিয়া আমার ভয় অভয় করিয়া। কহিলেন পূজা কর ফুল জল দিয়া॥ দ্রুত হয়ে তুমি সেইক্ষণে সহচরি। পূজার সামগ্রী দিলে আয়োজন করি॥ বসিলাম পূজা হেতু মুদিয়া নয়ান। সে সময়ে সেই স্থলে আইল আয়ান॥ কালা নহে কালী মূর্ত্তি করি দরশন। তোমারে আমারে করি কত প্রশংসন॥ কুটিলার কথা মিথ্যা করি অনুমান। প্রণমিয়া পাদপদ্মে করিল প্রস্থান॥ সে ঘোর সঙ্কটে হরি উদ্ধারি আমায়। কালী ঘুচে কালারূপ হন পুনরায়॥ তার পরে হাস পরিহাস কত করি। কতমতে তুষিলেন প্রাণকান্ত হরি॥ তুমিত সকলি জান ওগো প্রাণ সই। হেন হরি হারা হয়ে প্রাণে বেঁচে রই॥ ওরে মম হৃদি তুই পাষাণের বাড়া। বিদীর্ণ না হলি কেন হয়ে কৃষ্ণ ছাড়া॥ ধিক্ ধিক্ ওরে প্রাণ অধম নিলাজ। এখনো আমার দেহে করিছ বিরাজ॥ কৃষ্ণশোকে বেঁচে তুমি রহিলে কেমনে। কিঞ্চিৎ নহিল লজ্জা তোমার বদনে॥ এই রূপে হরিপ্রিয়ে আক্ষেপ করিয়া। পুনঃ হরিগুণ কন সখী সম্বোধিয়া॥

শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জনের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করেন।

পয়ার। ক্রন্দন করিয়া রাধা কন আরবার। ওগো বৃন্দে গোবিন্দের শুন গুণ আর॥ তুমি সব অবগত আছ প্রাণ সই। তথাপি বঁধুর কথা আমি কিছু কই॥ কালী হয়ে কালাচাঁদ ভাণ্ডিয়া আয়ানে। আমারে অভয় দিয়া গেলেন স্বস্থানে॥ আয়ান আসিয়া গৃহে ভৎসি কুটিলারে। গোষ্ঠেতে করিলা গতি প্রশংসি আমারে॥ তাহাতে কুটিলা আরো হয়ে কোপমতী। ঘরে ঘরে নিন্দা করে বলিয়া অসতী॥ আমারেও দেয় সদা প্রচুর গঞ্জনা।

তাহাতে হইয়া আমি অতি ক্ষুণ্নমনা॥ কহিলাম কালাচাঁদে কান্দিতে কান্দিতে। কুটিলার কুবচন না পারি সহিতে॥ তোমারে ভজিয়া নাথ জগতের জন। লভয়ে অখণ্ড যশ শাস্ত্রের লিখন॥ সাক্ষি তার দেখা যায় তোমার ভজনে। হয়েছে অনেক জন পবিত্র জীবনে॥ কি পুরুষ কিবা নারী তোমা ভজে সবে। কার নিন্দা কালাচাঁদ হইয়াছে কবে॥ ভবদেব ভজিয়া যে ভব মৃত্যুঞ্জয়। ভবানী ভজিয়া পান ভবের হৃদয়॥ তোমার ভজন গুণে লক্ষ্মী সরস্বতী। ত্রিভুবন মধ্যে তাঁরা হয়েছেন সতী॥ আর ভূমণ্ডলে নর নারী কত জন। তোমারে ভজিয়া ভবে হয়েছে মোচন॥ অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী মন্দোদরী তারা। তোমারে ভজিয়া সতী মধ্যে গণ্যা তাঁরা॥ কেবল তোমারে ভজে আমি অভাগিনী। ব্রজমাজে লইয়াছি নাম কলঙ্কিনী॥ আমারে তোমার দয়া কিছুমাত্র নাই। এই দুঃখে দীননাথ ভাসি হে সদাই॥ শুনিয়া আমার কথা সদয় হইয়া। কহিলেন কালাচাঁদ আমারে তুষিয়া॥ বিধির নির্বন্ধ প্রিয়ে না যায় খণ্ডন। না ভাবিহ দুঃখ তব হইবে মোচন॥ অসতী বলিয়া সদা নিন্দা করে যারা। সতী বলি অতি শীঘ্র মানিবেক তারা॥ ইহা বলি করি কৃষ্ণ আমারে তোষণ। নিশি শেষে নিজ গৃহে করেন গমন॥ এই কথা বিনা আমি নহি অবগত। তার পরে দেখ সখি করিলেন কত॥ গৃহে গিয়া নরহরি হারালেন জ্ঞান। না পাইল কেহ তাঁর রোগের সন্ধান॥ নন্দরাণী আদি সবে ব্যাকুল কান্দিয়া। তুমি আমি শোকে ভাসি সে ভাব দেখিয়া॥ চক্রীর চক্রতা বুঝে সাধ্য আছে কার। কেমনে জানিব রোগ কপট তাঁহার॥ শোকে সবে সে সময় ব্যাকুলিত মন। তার পরে দেখ সখি যেরূপ ঘটন॥ অকস্মাৎ আসি এক বৈদ্য উপনীত। দেখিয়া কৃষ্ণের রোগ কহিল ত্বরিত॥ ঔষধি আছয়ে কিন্তু অনুপান নাই। এই হেতু এক জন সতী নারী চাই॥ যমুনা হইতে জল আনিয়া সে নারী। ঔষধি বাটিয়া দিলে বাঁচাইতে পারি॥ গোপেরা বলিল ইথে কিসের

ভাবনা। বৃন্দাবনে সতী নারী আছে সর্ব্বজনা ।। বৈদ্য বলিলেক সতী কথাতে না হবে। সহস্র ঝারায় জল আনি দিতে হবে ।। একথা শ্রবণে কেহ স্বীকার না করে। মনে করে দেখ সখি যে হইল পরে ।। জটিলা কুটিলা বড় সতী দুই জনে। জানিয়া যশোদা রাণী গিয়া সেইক্ষণে ।। ডাকিয়া আনিয়া দোঁহে কন সমাচার। জটিলা কুটিলা দর্পে করিয়া স্বীকার ॥ লইয়া সহস্র ধারা যমুনায় যায়। সতীত্ব দেখিতে সঙ্গে নারীগণ ধায় ।। একত্রে অসংখ্য নারী হইয়া মিলন। ঝারাদিকে দৃষ্টি দিয়া রহে সর্ব্বজন ॥ প্রথমে জটিলা দর্পে জলেতে নামিল। দর্প করি সেই ঝারি জলে ডুবাইল ।। তুলিতে সহস্র ঝারা পড়ে গেল জল। দেখিয়া রমণীগণে হাসে খল খল ॥ তা দেখি কুটিলা অতি ক্রোধেতে পূরিয়া। আপনি লইল ঝারি মায়েরে নিন্দিয়া ।। মহাদর্পে সেই ঝারি জলেতে ডুবায়। তুলিতে না পারি জল লজ্জা বড় পায়। অসংখ্য রমণী মিলে দেয় টিটকারি। কুটিলার অপমান হৈল তাহে ভারি ।। মলিন হইল মুখ লজ্জায় তাহার। তাহা দেখি আর কেহ না করে স্বীকার ॥ নিজে নন্দরাণী জল আনিতে চাহিল। বৈদ্যরাজ সেইক্ষণে নিষেধ করিল ॥ মায়েতে ঔষধি দিলে নাহি ধরে ক্রম। বৃথা কেন আপনি করিবে পরিশ্রম ।। তবে নন্দরাণী আর কারে না পাইয়া। রোদন করেন বহু কাতর হইয়া ।। তা দেখিয়া বৈদ্যরাজ বলিল বচন। গণনা করিয়া দেখি সতী কোন জন ।। এত বলি বৈদ্যরাজ অনেক গণিয়া। আমারে বলিয়া সতী দিল দেখাইয়া ।। শুনিয়া বৈদ্যের কথা লোকে কাণাকাণি। কেহ বলে মন্দ কেহ বলে ভাল বাণী ।। তবে যশোমতী অতি ত্বরিতে উঠিয়া। আমারে কহিল বহু বিনয় করিয়া ॥ যশোদার অনুরোধে লজ্জায় ঠেকিয়া। রহিলাম অনুক্ষণ অবাক হইয়া ।। হেনকালে দৈববাণী গগণেতে হয়। যাহ রাধে জল হেতু নাহি কোন ভয় ।। সেই বাক্যে ভর করি তোমারে কহিয়া। যশোদার অনুরোধ স্বীকার করিয়া ।। শ্রীহরির পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। চলিল [illegible]

দেখ সখি তোমরা সকলে। আমার সহিতে গেলে যমুনার জলে॥ আমি গিয়া মানসেতে পুজিয়া মাধব। ব্যগ্র হয়ে করিলাম বহুবিধ স্তব॥ স্তবে হরষিত হয়ে কমললোচন। ছায়ারূপে জলেতে দিলেন দরশন॥ আঁখি ঠারি কহিলেন হইয়া সদয়। ঝারা ভরে লহ জল না ঘটিবে ভয়॥ তবে আমি সেইক্ষণে নামি যমুনায়। সহস্র ঝারার ঝারি ডুবায়ে তথায়॥ তুলিলাম জল তাহে বিন্দু না পড়িল। হেরিয়া সকল লোক অবাক হইল॥ এক মুখে শত ধন্য দিল সর্ব্বজন। আনন্দেতে আইলাম নন্দের ভবন॥ বৈদ্য দিলা মহৌষধি বাহির করিয়া। ভক্তি করি আমি তাহা যতনে লইয়া॥ স্বর্ণ খলে সেই জলে বাটি সেইক্ষণে। স্বহস্তে দিলাম তুলি শ্রীকৃষ্ণ বদনে॥ যেই মাত্র ঔষধি পড়িল তাঁর মুখে। পার্শ্ব পালটিয়া হরি উঠিলেন সুখে॥ দেখিয়া হইল লোক আনন্দে মগন। আমারে প্রশংসা করে অসংখ্য তখন॥ দেখহ কৃষ্ণের কর্ম্ম অদ্ভুত ঘটনা। মহাসতী মম নাম হইল রটনা॥ ও সজনি হারা হয়ে হেন কৃষ্ণধনে। এখনো বাঁচিয়া আছি ধিক্ এ জীবনে॥ এতবলি হরিপ্রিয়া করিয়া ক্রন্দন। পুনশ্চ কৃষ্ণের গুণ করেন বর্ণন॥

পুনর্ব্বার হরিগুণ স্মরণে নৌকাপারের কথা কহেন।

পয়ার। আর এক কথা দেখ করিয়া স্মরণ। যে দিন হইয়া বহু সখীতে মিলন॥ কৃষ্ণ দরশন আশা মনেতে করিয়া। মথুরার বিকি ছলে পসরা লইয়া॥ যমুনায় উপনীত বড়াই সহিত। সখীগণে দেখি হরি হয়ে হরষিত॥ রাখালের কাছে রাখি গোষ্ঠেতে গোধন। অবিলম্বে যমুনায় আসি সেইক্ষণ॥ তরণি লইয়া নিজে হয়ে কর্ণধার। আইলেন করিবারে আমাদেরে পার॥ তাহাতে যতেক রঙ্গ করিলেন হরি। মনে করে দেখ ওগো প্রিয় সহচরী॥ আমা প্রতি করি দৃঢ় কটাক্ষ ক্ষেপণ। ব্যঙ্গ করি সে ত্রিভঙ্গ রঙ্গ কথা শুন॥

প্রমাণং যথা।

রাধে ত্বং পরিমুঞ্চ নীলবসনং প্রারুহ্য নাবং মম।
বাতোবারিদ সম্ভ্রমাদ্যদিবহেন্মগ্না ভবেন্নৌরিয়ং।।

পয়ার। ওহে কমলিনি কথা করহ শ্রবণ। পরিত্যাগ করি তব ও নীলবসন।। আমার নৌকাতে আসি কর আরোহণ। নতুবা ইহাতে বড় হবে দুর্ঘটন॥ মেঘের উদয় উঠি দুরন্ত পবন। ঝড়েতে মেঘের করে খণ্ড বিখণ্ডন।। সে ঝড়েতে আরো ক্ষতি করে বহুতর। শাখী শাখা ভাঙ্গে ভাঙ্গে বহু বাড়ি ঘর।। তরঙ্গে তরণী ডোবে প্রাণী হয় নাশ। পলকে প্রলয় করে দুরন্ত বাতাস।। তোমার বসন জ্যোতি মেঘের সমান। দৃষ্টে যদি বায়ু করে মেঘ অনুমান।। তবেত বিষম বেগে হবে বহমান। বাড়িবে যমুনা জলে প্রবল তুফান।। তা হলে এ নৌকা মম হইবে মগন। অতএব প্যারি উঠ ছাড়িয়া বসন।। এ কথা শুনিয়া তথা আমি কহিলাম। শুন শুন মম বাণী ওহে কালোশ্যাম।।

সত্যঞ্চেদ্বসনান্তরং পরিদধাম্যাদৌ ত্বয়া সংবপুঃ।
শ্যামং শ্যাম নবীননীরদসমং তক্রেঃ সমাচ্ছাদ্যতাং।।

পয়ার। সত্য বটে যে কহিল নূতন নাবিক। জানিলাম তুমি ভাবী কালের ভাবিক।। অন্য বাস আনি আমি পরিধান করি। এখনি এ নীলবাস ছাড়িব শ্রীহরি।। উঠিব নৌকাতে তব ক্ষতি বড় নাই। তোমার শরীর কিসে লুকাবে কানাই।। নবীন নীরদ সম তব কলেবর। দৃষ্টে বায়ু বহমান হইবে সত্বর॥ অতএব যাহা বলি কর তাহা তুর্ণ। আমাদের সঙ্গে আছে তক্র কুম্ভ পূর্ণ।। এই তক্রে কর তব অঙ্গ আচ্ছাদন। তবে আমি অন্য বাস করিব ধারণ।। এই রূপে শ্লেষযুক্ত কথায় কথায়। উভয়ে অনেক দ্বন্দ্ব হইল তথায়।। তদন্তরে নৌকাপরে করি আরোহণ। বসিলাম সবে সখি করহ স্মরণ।। কর্ণধার হয়ে বসিলেন নন্দলাল। আমরা

সকলে বসি ধরি কেরুয়াল ॥ বড়াই বসিয়া মাঝে করে রঙ্গ ভঙ্গ। যমুনা তরঙ্গে কথা রসের তরঙ্গ ॥ সারি সারি তরিপরে বসে সারি-গাই। কেরুয়ালে তাল ধরে সুখে ভেসে যাই॥ মহানন্দে মত্ত যদি আছি সর্ব্বজন। যমুনার মাঝে তরি করিল গমন ॥ মনে করে দেখ সখি যে রূপ ঘটিল। ঈষদ ঈশানে মেঘ উদিত হইল॥ দেখিতে দেখিতে সব ঘেরিল গগণ। তাহাতে বহিল বেগে প্রবল পবন ॥ বাতাসেতে যমুনার বাড়িল তুফান। তুলিতে লাগিল তরি উড়িল পরাণ ॥ ভয় পেয়ে সখী সবে একত্র মিলিয়া। কৃষ্ণে কহি-লাম কত কাতর হইয়া ॥

জীর্ণাতরী সরিদতীব গভীরনীরা, বালাবয়ং
সকল মিথমনর্থ হেতু। নিস্তারবীজমিদমেব
কৃশোদরীণা, যন্মাধবত্ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥

পয়ার। এই যে তরণি তব সুজীর্ণা অঙ্গিনী। অত্যন্ত গভীর নীরা এই তরঙ্গিণী॥ আমরা অবলা বালা অতি কৃশোদরী। তর-ঙ্গের রঙ্গ দেখে অতিশয় ডরি॥ অনর্থের হেতু ভূত হইল সকল। ভয়েতে কাঁপিল অঙ্গ অন্তর বিকল॥ কোন দিকে কোন মতে নাহি দেখি কূল। এক মাত্র নিস্তারের কিঞ্চিৎ আমুল॥ সম্প্রতি মাধব হইয়াছ কর্ণধার। এই মাত্র সদুপায় দেখি বাঁচিবার॥ দয়া করি লহ তরি ত্বরাত্বরি তীরে। বাঁচাও অবলাগণে এ গভীর নীরে॥ এইমত সবিনয়ে কহিলাম যত। রঙ্গ করি আরো ভয় দেখালেন তত॥ হাসিয়া হাসিয়া তরি নীরে ডুবাইয়া। আপনি পড়েন শীঘ্র জলে ঝাঁপদিয়া॥ ভাসিলাম সে তরঙ্গে আমরা সকলে। দ্রব্যজাত যত ছিল ভেসে গেল জলে॥ তোমরা সাঁতার দিলে পাইলা পাথার। আমি হাবুডুবি খাই না জানি সাঁতার॥ দ্রুত আসি সে বঁধুয়া ধরি মম করে। তুলে নিয়া আপনার হৃদয় উপরে॥ সুখেতে সাঁতার দেন যমুনার তীরে। অভয় বচন কন অতি ধীরে ধীরে॥ তখন তাঁহার ভাব অনুভব করি। হৃদয়ে বাড়িল সুখ

কিন্তু লাজে মরি॥ মরি মরি সহচরি কত কব আর। এমন গুণের বঁধু ছেড়েছে আমার॥ মম সম অভাগিনী নাহি ত্রিভুবনে। হারায়ে গুণের নিধি আছিগো জীবনে॥ তদন্তরে কথা সখি করগো শ্রবণ। আমারে হৃদয়ে লয়ে ভাসেন যখন। আমি কহিলাম কৃষ্ণ কর একি কাজ। লোকেতে দেখিলে বড় উপজিবে লাজ॥ ঠাট পরিহার কর বাঁচাও জীবন। তরঙ্গে আতঙ্কে মরে সব সখীগণ॥ সুবৃদ্ধা বড়াই আর সাঁতারিতে নারে। অই দেখ মরে মরে হয়েছে পাথারে॥ বৃন্দা মম প্রাণোপমা রহিল কোথায়। তারে না দেখিয়া হরি মরি প্রাণ যায়॥ ক্ষমা কর পায়ে ধরি করি পরিহার। সঙ্গিনী গণেরে দুঃখ দিও না হে আর॥ এইরূপে বারে বারে করিলে বিনয়। ঈষদ হাসিয়া তবে সেই রসময়॥ যমুনারে চর দিতে করেন ইঙ্গিত। শুনিয়া যমুনা চর দিলেন ত্বরিত॥ হৈল অতি অল্পজল পায়ে ঠেকে মাটী। সাহস পাইয়া তবে সবে চলে হাটি॥ বিষম তরঙ্গে ভেসে গিয়াছে বসন। সোজা হয়ে হাটিতে না পারি কোন জন॥ জলেতে জুবড়ি দিয়া মাটি ধরি ধরি। চরের উপরে চলি দেখ মনে করি॥ উঠিতে না পারে কেহ কি হবে উপায়। পুনঃ কহিলাম ধরি শ্রীকৃষ্ণের পায়॥ লজ্জা রক্ষা কর হরি বস্ত্র দেহ দান। অধীনীগণের দুঃখ নাহি সহে আন॥ লজ্জা হতে মরা ভাল ওহে লজ্জাবাস। হয় মারো নহে শীঘ্র দেহ অঙ্গ বাস॥ শুনিয়া আমার কথা যমুনারে কন। গোপিকাগণের দেহ বস্ত্র আভরণ॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নবনী মাখন। যাহা যাহা জলে তব হয়েছে মগন॥ পশরা সহিতে আনি দেহ শীঘ্র করি। শুনিয়া যমুনা নদী ভয়েতে শিহরি॥ দ্রুতগতি দ্রব্য সব আনি দিল চরে। বস্ত্র নিয়া পরি তবে সকলে সত্বরে॥ অঙ্গ আভরণ আর পশরা যে যার। পাইয়া তখন হৈল আনন্দ অপার॥ তদন্তেতে নৌকা হরি করি উত্তোলন। স্বহস্তে নৌকার জল করিয়া সিঞ্চন॥ আমাদেরে তুলে নিয়া অতি শীঘ্র করি। গোকুলের ঘাটে আনি লাগালেন তরি॥ মথুরার দিকে যেতে না হইল আর। পশরার দ্রব্য ঘুচে হৈল ধন-

তার॥ কৃষ্ণের কৃপায় তার সে ঘোর তরঙ্গে। আইলাম গৃহে সবে আনন্দ প্রসঙ্গে॥ ওগো সখি সেই হরি কোথায় আমার। আমারে ছাড়িয়া কান্ত হয়েছেন কার॥ এতবলি কমলিনী করেন ক্রন্দন। কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ হন অচেতন॥ বহুক্ষণ পরে প্যারী পাইয়া চেতন। সখী করে ধরি পুনঃ কৃষ্ণ কথা কন॥

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ গুণ স্মরণে মান কালের কথা কহেন।

পয়ার। মনে করে দেখ মম মানে সহচরী। কত কষ্ট পেয়েছেন প্রাণকান্ত হরি॥ ও সজনি গুণ তাঁর হইলে স্মরণ। হৃদি বিদারণ হয় ঝোরে দুনয়ন॥ আমার নাথের দোষ কিছুত ছিলনা। বিধির বিপাকে হৈল বিঘট ঘটনা॥ মম কুঞ্জে আসিবার আশা করি মনে। আসিতে ছিলেন নাথ পথ বিহরণে॥ পথে দেখা পেয়ে চন্দ্রা নাথেরে ধরিল। নিজ নিকুঞ্জেতে নিয়া কপটে রাখিল॥ যদি বল রাখিতে কে পারে এলে পরে। কমলের সহ দ্বন্দ্ব ভ্রমরে না করে॥ সাক্ষি তার দেখ সই দিনমণি স্থিতে। প্রফুল্ল কমলে অলি বৈসে মধুপীতে॥ দিননাথ অস্ত হৈলে কমল মুদিত। বিপাকে ঠেকিয়া অলি থাকয়ে নিশ্চিত॥ শুষ্ক কাষ্ঠ সুভেদক তীক্ষ্নদন্ত যার। ভেদিতে কমলদল কষ্ট কি তাহার॥ প্রেমধর্ম্ম পরায়ণ ভ্রমরের মন। কখন কমলদল না করে ছেদন॥ রজনীর অবসরে উঠিল তপন। পুনশ্চ প্রফুল্ল হয় নলিনী যখন॥ তখন উঠিয়া অলি অতি ধীরে ধীরে। নিজ স্থানে যায় তুষ্ট রাখি নলিনীরে॥ চন্দ্রাবলী কমলের মোহেতে মোহিয়া। আবদ্ধ ছিলেন নাথ বিপাকে পড়িয়া॥ না বুঝিয়া মর্ম্ম তার আমি অভাগিনী। হইলাম সে সময়ে দুর্জ্জয় মানিনী॥ প্রভাতে আইলে আমি না হেরিলে মুখ। প্রাণকান্ত পাইলেন কতই অসুখ॥ মম ভয়ে শশিমুখ শুকাইল তাঁর। দাঁড়ালেন করযোড়ে অগ্রেতে আমার॥ কি বলেন কি করেন ভাবিয়া না পান। হইলেন হরি যেন

চোরের সমান॥ আপনারে কত শত অপরাধি মত। করিলেন আমাপ্রতি অনুনয় কত॥ কিছুতে আমার মান না হইল ভঙ্গ। ভয়েতে সজলআঁখি হলেন ত্রিভঙ্গ॥ ক্রমে নয়নের জল যোগেতে বহিল। কজ্জলগলিত হয়ে শ্রীঅঙ্গে পড়িল॥ কান্দিতে কান্দিতে ধরি আমার চরণ। অপরাধ ক্ষম রাধে বলিয়া রোদন॥ হায় হায় সহচরি মম প্রাণে ধিক। দয়া না হইয়া মান বাড়িল অধিক। ক্রোধভরে চরণে ঠেলিয়া প্রাণনাথে। বিমুখী হইয়া আমি বসিলাম তাথে॥ তোমরা আসিয়া কত বুঝালে আমায়। কার কোন কথা আমি না শুনি তথায়॥ ক্রোধে নাহি চাহিলাম তুলিয়া বয়ান। কোনমতে কৃষ্ণে কুঞ্জে না দিলাম স্থান॥ কি করেন কান্ত মম কান্দিতে কান্দিতে। নিকসিত হইলেন নিকুঞ্জ হইতে॥ কৃষ্ণগতে অভিমান হইল অন্তর। না হেরিয়া হইলাম ব্যাকুল অন্তর॥ বিনয়েতে কহিলাম তোমা সবাকারে। মিলাইয়া দিয়া কৃষ্ণ বাঁচাও আমারে॥ তোমরা ক্রোধিতা হয়ে উপরে আমার। মিলনের কোন চেষ্টা না করিলে আর॥ এ দিগেতে কান্দি আমি ও দিগেতে হরি। মধ্যেতে তোমরা রঙ্গ দেখ সহচরি॥ আমি যে কাতরা তাহা না জানেন হরি। আমা হেতু কষ্ট কত আহা মরি মরি॥ ওগো সখি সে কথা কি মুখে বলা যায়। মনে হলে হৃদি ফাটে আঁখি ঝরে তায়॥ তদন্তরে কত কার্য্য করিলেন হরি। মনে করে দেখ দেখি ওগো সহচরি॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন। নাপিতিনী কথা রাধা করেন বর্ণন॥

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের নাপিতীনী বেশ স্মরণ করিয়া খেদ করেন।

ত্রিপদী। আমার মানেতে হরি, কত ব্যস্ত মরি মরি, সে কথা কহিতে প্রাণ কাঁদে। অন্তরে না পান সুখ, সতত মলিন মুখ, রাহুতে বেড়িল যেন চাঁদে॥ কাঁপে অঙ্গ থর থর, মরমেতে জর জর, সরমে না কন কোন কথা। নাহি অন্য আলাপন, কেবল

আমাতে মন, ভ্রমণ করেন যথা তথা॥ মিলিয়া সখার সনে, গোষ্ঠে যান গোচারণে, কিন্তু মনে সুখ নাহি পান। রাখালে রাখালে মেলা, হইয়া আরম্ভে খেলা, কৃষ্ণ একা অন্য দিগে যান॥ গিয়া কালিন্দীর কূলে, অক্ষয় বটের মূলে, একচিত্তে ভাবেন বসিয়া। যদি সখী পান তথা, সুধান আমার কথা, করপুটে কাতর হইয়া॥ ওগো বৃন্দে সহচরি, হারা হয়ে হেন হরি, এখনো বাচিয়া আছি প্রাণে। কি কব অধিক ধিক, এছার জীবনে ধিক, ধিক ধিক শতধিক মানে॥ ওগো সখি শুন আর, তুমি জান সব তার, তথাচ কিঞ্চিৎ আমি কই। নাপিতানী বেশধরি, যে দিন এলেন হরি, মনে করি দেখ দেখি সই॥ কিবা সে রূপের ছটা, নিভা নবঘট ঘটা, কেশপাশ জিনি কালফণি। অতি সুকোমল তনু, ভ্রূযুগল কামধনু, নয়ন নীরজে খেলে মণি॥ মুখ পদ্ম চমৎকার, কত শোভা কব তার, পক্কবিম্ব সদৃশ অধর। খগচঞ্চু জিনি নাসা, অমিয়া অধিক ভাষা, বক্ষস্থলে যুগ্ম পয়োধর॥ কর কমলের ন্যায়, বাহু মৃণালের প্রায়, রম্ভাতরু জিনি উরুদেশ। কটি ক্ষীণ অতিশয়, সুগুরু নিতম্ব দ্বয়, গমনেতে গজেন্দ্রবিশেষ॥ অঙ্গে নাহি আভরণ, বিধবার আচরণ, পরিধান মাত্র সাদা সাড়ি। কক্ষেতে কামানো ঝুড়ি, হস্তে অলক্তের লুড়ি, ভ্রমণ করেন বাড়ি বাড়ি॥ মুখেতে বলেন বাণী, কামাইতে ভাল জানি, একগুণ আছয়ে আমার। অলক্ত যে পদে দেই, শ্যামা সমা হয় সেই, শিবসম স্বামী হয় তার॥ কামিনীর পদ লয়ে, সদা ধরে স্বহৃদয়ে, অন্যগত কভু নাহি হয়। অলক্তের চিহ্ন পায়, ধুইলে না ধোয়া যায়, চিরদিন সমভাবে রয়॥ এই মম গুণ আছে, যাই সবাকার কাছে, কিন্তু আমি সবে না কামাই। না মানি আপন পর, তবে পদে দেই কর, সুলক্ষণা নারী যদি পাই॥ আর এক কথা কই, কামানের মূল্য লই, বাঞ্ছামত যদি পাই দান। নহিলে না লই ধন, এই এক আছে পণ, ইথে কোন কথা নাহি আন॥ এইরূপে কথা বলি, রমণীগণেরে ছলি, নগরেতে ভ্রমেণ যখন। বিশোকা

দেখিয়া তাঁরে, সযতনে মম্মাগারে, ডাকিয়া আনিল সেইক্ষণ॥
আসি ছদ্ম নাপিতিনী, বলে এসো আগে চিনি, কে কামাবে
আমার নিকট। লক্ষণ দেখিলে পর, চরণেতে দিব কর, কথা
আমি না কহি কপট॥ শুনিয়া পুরুষ বোল, তোমরা করিয়া গোল,
ঘেরিয়া বসিলে চারিধারে। নাপিতিনী বোধ করি, উপহাসে সহ-
চরি, কতমতে ভৎর্সিলে তাঁহারে॥ তাহাতে না করি রোষ,
রসাভাবে দিয়া দোষ, একে একে করিয়া বঞ্চনা। আমার নিকটে
আসি, কহিলেন হাসি হাসি, এই রামা বটে সুলক্ষণা॥ আমি
কহিলাম তাঁয়, একথা কেন আমায়, কিবা তুমি দেখিলে লক্ষণ।
লক্ষণ থাকিলে পর, কান্ত কার হয়ে পর, পর সঙ্গে করে আলা-
পন॥ কুলক্ষণা অতিশয়, নহে কেন দুঃখোদয়, আমার কপালে
বারমাস। মরি আমি মনাগুণে, ভাল বল কোন গুণে, বোধ হয়
কর উপহাস॥ ছদ্ম নাপিতিনী কয়, মম বাণী মিথ্যা নয়, পরীক্ষা
পাইবে পরে তার। কামাইলে মম হাতে, দুঃখ দূর হয় তাতে,
হারানিধি মিলে আপনার॥ চিরবশ রহে স্বামী, নাহি হয় অন্য-
গামী, কহি আমি কথা সারোদ্ধার। মনের যে দুঃখোদয়, সকলি
বিনাশ হয়, এই গুণ কামানে আমার। শুন ওগো সুবদনে,
সন্দেহ ত্যজিয়া মনে, দেহ দুটি চরণ আমায়। এইরূপে কথা কন,
করি অতি সযতন, কেমনে চিনিব আমি তাঁয়॥ কহিতে কহিতে
বাণী, যোগায়ে যুগলপাণি, দ্রুত ধরি চরণ আমার। টানিয়া
নিকটে নিয়া, সুশীতল জল দিয়া, ধোয়াইয়া করি পরিষ্কার॥
রাখিয়া সম্মুখ ভাগে, নখচ্ছেদ করি আগে, ঝামা মাসতোলা
নিয়া হাতে। হেরিয়া চরণতল কহিলেন এ কোমল, ইহা দিতে
হবেনা ইহাতে॥ ইহা বলি তা রাখিয়া, সুরক্ত অলক্ত নিয়া, দক্ষিণ
চরণ চিত্র করি। শীঘ্র রাখি সেই পদ, হয়ে ভাবে গদ গদ, বাম-
পদ পুনঃ শীঘ্র ধরি॥ করি চিত্র চমৎকার, কৃষ্ণ নাম আপনার,
লিখে রাখে চরণের তলে। কামান করিয়া শেষ, মান দান চান্
শেষ, কামানের মূল্য দান ছলে॥ শুনিয়া মানের কথা, চমকিয়া

আমি তথা, জানিলাম নাপিতিনী নয়। মান ভঙ্গ হেতু হরি, আসি ছদ্মবেশ ধরি, করিলেন একাণ্ড নিশ্চয়॥ একান্ত শ্রীকান্ত জানি, মনে অপমান মানি, দ্বিগুণ বাড়িল তাহে মান। দেখিয়া আমার ভাব, পরিহরি নিজ ভাব, ভয়ে হরি পলাইয়া যান॥ আমার উপজি ক্রোধ, না মানিয়া উপরোধ, অলক্ত ধুইতে চাহি জলে। ধুইতে না ধোয়া গেল, অবশেষে দেখা গেল, কৃষ্ণনাম লেখা পদতলে॥ সেই চিহ্ন সমুদায়, অদ্যাপি আছয়ে পায়, কোথায় ছাড়িয়া গেল হরি। হায় হায় মরি মরি, ওগো বৃন্দে সহচরি এখনো এ দেহে প্রাণ ধরি॥ কহিলাম সারোদ্ধার, না রাখিব প্রাণ আর, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে। বলিতে বলিতে রাই, মুখে আর বাক্য নাই, মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ভূমিতলে॥ সখীরা দেখিয়া সব, করি হাহাকার রব, উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন। শুনিয়া ক্রন্দন ধ্বনি, অনুক্ষণে সুবদনী, জ্ঞান পেয়ে পুনঃ গুণ কন॥ স্মরি বিদেশিনী বেশ, কন কথা সবিশেষ, চক্ষু জলে বক্ষ ভেসে যায়। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায়॥

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনী বেশ স্মরণ করিয়া খেদ করেন।

পয়ার। কান্দিতে কান্দিতে রাধা কহেন বচন। ওগো সখি দেখি দেখি করিয়া স্মরণ॥ নাপিতিনী বেশে মান না হইলে ভঙ্গ। বিদেশিনী বেশে যবে এলেন ত্রিভঙ্গ॥ কি কাল উজ্জ্বল কমনীয় কলেবর। কালোতে করিল আলো গোকুল নগর॥ নয়ন নীরজ নীল মুখ নীলাম্বুজ। সুকমল কর পদ মৃণালিত ভুজ॥ ওষ্ঠাধর বিম্বুবর তিলফুল নাসা। কাদম্বিনী জিনি কেশ সুধা জিনি ভাষা॥ উরজ সরোজ শিশু উরু করি কর। কেশরি জিনিয়া কটি নিতম্ব ভূধর॥ পরিধান পট্টবাসে বেশ মনোহরা। মরাল বারণ গতি করে বীণা ধরা॥ চঞ্চল নয়নে ঘন ইতঃস্তত চায়। বিরহ মিশ্রিত

গীত বীণা তানে গায়॥ ক্ষণে ক্ষণে বেগে চলে ক্ষণে ধীরে গতি। সতী যেন ব্যস্ত মনে অন্বেষিছে পতি॥ আমরা যেমন পূর্ব্বে রাসের সময়ে। হইয়াছিলাম ব্যস্তা কৃষ্ণ হারা হয়ে॥ সেইমত ব্যস্ত হয়ে করয়ে ভ্রমণ। হাট ঘাট মাঠ বাট বন উপবন॥ একাকিনী ভ্রমে পথে সঙ্গে নাহি কেহ। মুক্তকেশ ম্লানমুখী ব্যাকুলিত দেহ॥ কখন সভয় চিত্ত কখন অভয়। কখন বা ঊর্দ্ধমুখী কভু নম্র হয়॥ সঙ্গে নাহি কেহ কথা কবে কার সঙ্গে। আপনি আপন মনে কহে কত রঙ্গে॥ কত মত কথা কহে হইয়া ব্যাকুল। কখন বা ভাল বাণী কভু কহে ভুল॥ অপরূপ রূপ ভাব দেখি গোপীগণ। অনিমেষ নয়নেতে করে দরশন॥ কিন্তু কেহ করিতে না পারে নিরূপণ। কোথা হৈতে কি কারণে কৈল আগমন॥ কেহ বলে মানবিনী কেহ বলে পরী। অপ্সরী বলয়েকেহ কেহবা কিন্নরী॥ এই রূপে নানা জনে নানা কথা কয়। অপরে করিল স্থির মানবী নিশ্চয়॥ এদেশী রমণী নহে বিদেশিনী বটে। জিজ্ঞাসা করিতে হৈল ইহার নিকটে॥ কিন্তু কেহ ভয়েতে নিকটে নাহি যায়। বচন না সরে ভয়ে কেমনে সুধায়॥ অনুক্ষণ পরে সখী সুচিত্রা আমার। সাহস করিয়া গিয়া নিকটে তাহার॥ জিজ্ঞাসা করিল কথা তুমি কোন জন। কি কারণ একাকিনী করিছ ভ্রমণ॥ কোন দেশে ঘর তব কামিনী কাহার। কোন জাতি কিবা নাম কিবা ব্যবহার॥ কুল কামিনীর ন্যায় ভাবে জ্ঞান হয়। কিন্তু কেন দেখি এত শরীর নির্ভয়॥ ষোড়শী বয়সী তুমি সুরূপার শেষ। একা নারী কেমনে ভ্রমিছ দেশ দেশ॥ বহু মূল্য আভরণ অঙ্গে আছে তব। চোরেতে না কর শঙ্কা একি অসম্ভব॥ লম্পটে না কর ভয় ষোড়শী হইয়া। তোমার চরিত্র চারু না পাই ভাবিয়া॥ আমার নিকটে দেহ আত্ম পরিচয়। যাতে তব হিত হয় করিব নিশ্চয়॥ আমি শ্রীরাধার সখী জানে জগজনে। অসাধ্য আমার কিছু নাহি ত্রিভুবনে॥ এত যদি কহিলেক সুচিত্রা সত্বর। শুনি ছদ্ম বিদেশিনী দিলেন উত্তর॥ জানি-

লাম তুমি বট সখী রাধিকার। করিলে করিতে পার সুহিত আমার॥ কিন্তু এক কথা ইথে আছে গুণবতি। ত্রিভুবন মাঝে আমি সুদুঃখিতা অতি॥ দুঃখিনী বলিয়া কেহ দয়া নাহি করে। দেখিলে করয়ে দূর যাই যার ঘরে॥ তুমি যদি নিজগুণে হইলে সদয়। নিয়া চল রাধা কাছে দিব পরিচয়॥ রাধা যদি কৃপাদৃষ্টি করেন আমায়। রব তোমাদের সহ সেবিয়া রাধায়॥ শুনিয়া এরূপ সখী বিনীত বচন। সঙ্গে করি মম কাছে আনিলা তখন॥ দেখি অপরূপ রূপ আমি চমকিয়া। রহিলাম একদৃষ্টে অবাক হইয়া॥ ওগো সখি সে যে রূপ হায় হায় হায়। কোনমতে চিনিতে না পারিলাম তায়॥ সুচিত্রারে সুধালেম শুন সহচরী। কোথায় পাইলে তুমি এমন সুন্দরী॥ কাহার কামিনী ইনি কোন দেশে ঘর। কোন হেতু আইলেন আমার গোচর॥ সুচিত্রা কহিল শুন রাধা ঠাকু-রাণি। আনিয়াছি কিন্তু পরিচয় নাহি জানি॥ নিকুঞ্জের দ্বারে আমি পাইয়ে ইহারে। সুধালেম পরিচয় অনেক প্রকারে॥ কোন মতে কোন কথা না কহি আমায়। কহিলেন লয়ে চল কব রাধিকায়॥ এই হেতু আনিলাম নিকটে তোমার। জিজ্ঞাস আপন মুখে পাবে সমাচার॥ শুনিয়া সখীর কথা সুধালেম তাঁয়। পরিচয়ে প্রবঞ্চনা না কর আমায়॥ শুনিয়া আমার কথা মৌন হয়ে রন। শিশু কহে অনুক্ষণে পরিচয় কন॥

শ্রীকৃষ্ণ বিদেশিনী বেশে শ্রীমতীকে কপট পরিচয় দেন।

পয়ার। পরিচয় প্রচারিতে অতি দুঃখ মনে। ঝর ঝর ঝরে নীর যুগল নয়নে॥ কন কন না পারেন কহিতে বচন। আধ আধ স্ফুরে বাণী আধ অস্ফুরণ॥ সরে সরে নাহি সরে অধ-রেতে কথা। অর্দ্ধেক বাহির হয় অর্দ্ধ রহে তথা॥ সতী যেন ব্যথা পেয়ে পতির প্রহারে। মনে মনে কান্দে কথা প্রচারিতে নারে॥ তবে যদি সখী পায় নিজ মনোমত। কিছু কিছু কহে

কিছু রাখে মনোগত ।। সেই ভাবে সে সময়ে ছদ্ম বিদেশিনী। অমুক্ষণে আস্তে আস্তে কহেন কাহিনী।। শুন শুন সুবদনি মম পরিচয়। পতির সহিতে বাস করি বনালয়।। ভালবাসে পতি অতি আমি পতি রত। পতিও আমার প্রেমে সদা অনুগত।। উভয়েতে এক আত্মা অন্য ভাব নাই। অন্য দিকে কদাচিৎ ফিরিয়া না চাই ॥ পতিরো আমাতে ভাব একান্ত নিশ্চিত। কোন দিকে নাহি চাহে কভু কদাচিত।। অতিশয় হৈল দোঁহে প্রেম বাড়াবাড়ি। প্রাণে মরি একদণ্ড হৈলে ছাড়াছাড়ি ।। মাতা পিতা ত্যজি ত্যজি সোদরী সোদর। নিকুঞ্জে নিবাস করি লইয়া নাগর ।। লোকে বলে অতিশয় কিছু কিছু নয়। অতিশয় হৈলে হয় অতি বিপর্য্যয়।। অতি কামে হত লঙ্কা সকলেতে কয়। অতিমানে কৌরবের সর্ব্বনাশ হয় ।। অতি দানে বলি গেল পাতাল ভুবন। অতিরূপ হেতু হৈল সীতার হরণ।। এইরূপে সকলেতে করে কাণাকাণি। আমি পতি প্রেমে মজে কিছুই না মানি।। অতি প্রেমে অতীত হইল কিছু কাল। দৈব হৈল প্রতিকুল ভাঙ্গিল কপাল।। চন্দ্রা নামে সখী এক আছিল আমার। চন্দ্রের সমান তেজ শরীরে তাহার।। রূপের তুলনা দিতে নাহি রূপবতী। গুণের কি কব কথা গুণে সরস্বতী ।। সেই রাধে রূপ গুণ যৌবনের ভরে। নাথের সহিতে প্রেম গোপনেতে করে।। পুরুষ ভ্রমর জাতি নব ফুল লয়ে। এক রাত্রি বঞ্চিলেক তাহার আলয়ে।। অন্য সখী মুখে শুনে সেই সমাচার। হইল দুর্জ্জয় মান শরীরে আমার।। কহিলাম ডাকি আমি আত্ম সখীগণে। আসিতে না দিবা নাথে আমার সদনে।। হেনকালে আসি নাথ উপনীত হন। দেখিয়া দ্বিগুণ ক্রোধ বাড়িল তখন।। ক্রোধে মানে মজে নাথে না দিলাম স্থান। সখীদ্বারা করিলাম বহু অপমান।। আপনি নাথের সঙ্গে না কহিয়া কথা। অভিমানে মৌন হয়ে রহিলাম তথা।। দেখিয়া আমার মান আমার নাগর। কতমতে সাধিলেন হইয়া কাতর।। শপথ করিয়া কত কহি বার বার। অবশেষে ধরিলেন

চরণে আমার ।। ক্রোধে আমি সেইক্ষণে ঠেলিলাম পায়। তথাপি ক্রোধিত নাথ না হলেন তায়।। বহু মতে সাধিলেন পরেতে আবার। কিছুতে ক্রোধের শান্তি নহিল আমার।। কি করেন কান্ত মম কান্দিতে কান্দিতে। নিকসিত হইলেন নিকুঞ্জ হইতে।। কান্ত গেলে অভিমান হইল অন্তর। না দেখিয়া হৈল পুনঃ ব্যাকুল অন্তর।। কান্দিতে কান্দিতে আসি বাহিরে তখন। না পেলাম কোন দিকে নাথে দরশন।। উদাসীন হয়ে কান্ত গেছেন কোথায়। উদাসিনী হইয়াছি অন্বেষিতে তাঁয়।। মানিনী হইয়া আমি ঠেকিয়াছি ভারি। কভু যেন হেন মান নাহি করে নারী।। অভিমানে এই দশা ঘটেছে আমার। এ দেশে আসিয়া এক শুনে সমাচার।। আইলাম তব কাছে কৈতে কান্দে প্রাণ। তুমি নাকি মম মত করিয়াছ মান।। এখনো নাগর তব সাধিছে বিস্তর। তবু নাকি তুমি আছ মানে করি ভর।। মানের উপরে মান করি নাথ যায়। কহ দেখি কমলিনী কি করিবে তায়।। আমাদের মত তুমি নহত সামান্যা। রাজার নন্দিনী রাধা সকলের মান্যা।। উদাসীন হলে নাথ বল কি করিবে। উদাসিনী হয়ে পথে ভ্রমিতে নারিবে।। চিরদিন গৃহে বসি হইবে কান্দিতে। এই হেতু আইলাম তোমা বুঝাইতে॥ যদি বল কোন কালে না চিন আমায়। আমারে বুঝাতে এলে তোমার কি দায়॥ তাহার কারণ বলি শুনহ বচন। সাধু ধর্ম্ম সমাশ্রয় করেছি এখন। সাধুদের ধর্ম্ম চাহে সবাকার হিত। সাধুধর্ম্মে আসিয়াছি বুঝাইতে নীত।। আমার বচন রাধে শুন এই বেলা। আইলে নাগর তুমি না করিও হেলা।। এত কথা বিদেশিনী কহিলা যখন। আমার মনেতে হৈল চমক তখন॥ বুঝিলাম বিদেশিনী নারী কভু নয়। ছলিতে আইলা হরি আমারে নিশ্চয়।। আমার মনের কথা ছলে জানাইয়া। বুঝাইছে নানাবিধ ছলনা করিয়া॥ নাপিতিনী বেশে এসেছিলেন সেবার। বিদেশিনী বেশ ধরি এলেন এবার॥ কেমনি প্রেমের রীতি ওগো সহচরি। একবার ভাবিলাম মান পরিহরি॥ আরবার ভাবিলাম একথা কেমন।

কৃষ্ণ কি কামিনী আগে জানি বিশেষণ।। এত ভাবি কপটেতে ক্রোধ প্রকাশিয়া। কহিলাম ওগো বৃন্দে তোমা সম্ভাষিয়া।। এ কামিনী কোথা হৈতে কৈল আগমন। ইহার কথায় হৈল অঙ্গ জ্বালাতন।। মানে আছি আমি আছি উহার কি তায়। নিকুঞ্জ হইতে এরে করহ বিদায়।। বলেতে কাড়িয়া লহ বস্ত্র আভরণ। পুনঃ যেন হেন বাক্য না কহে কখন।। যেই মাত্র এই কথা মম মুখে সরে। দেখিতে দেখিতে কোথা পলাইল ডরে।। ক্ষণমাত্রে সেই ক্ষণে হৈল অদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সবে জানিলে তখন।। মনে করে দেখ দেখি ওগো সহচরি। মম মানে কত কষ্ট পেয়েছেন হরি।। তারপরে যোগীবেশ করিয়া ধারণ। করিলেন মম মান যে দিন ভঞ্জন।। সে দিনের কথা সখি হইলে স্মরণ। অদ্যাপি আমার হৃদি হয় বিদারণ।। বলিতে বলিতে রাধা জ্ঞান হারাইয়া। বহুক্ষণ রহিলেন মূর্চ্ছিতা হইয়া।। দেখিয়া রাধার দশা যত সখীগণ। হাহাকার করি তথা করয়ে ক্রন্দন।। সখীর ক্রন্দনে প্যারী পুনঃ পেয়ে জ্ঞান। পুনশ্চ কান্দিয়া কন শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান।। যোগীবেশ কথা তথা করেন বর্ণন। শিশুভাবে এক মনে শুন সাধুজন।।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের যোগীবেশ স্মরণ করিয়া খেদ করেন।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণের যোগীবেশ করিয়া স্মরণ। শ্রীমতী কান্দিয়া পুনঃ কহেন বচন।। ওগো বৃন্দে সখি তুমি দেখ মনে করে। যে দিন এলেন হরি যোগীবেশ ধরে।। দ্বিতীয় প্রহর বেলা কমলিনী সুখী। খেলিছে সূর্য্যের সঙ্গে হয়ে হাস্যমুখি।। সূর্য্য সঙ্গমন রাগে স্বতেজ বাড়ান। সে তেজে অন্যের প্রাণ করে আনচান।। প্রখর মার্ত্তণ্ড কর হয় বরিষণ। তপ্ত হৈল ত্রিভুবন বন উপবন।। তাতিল রজসা পথ পথিকের দায়। চলিতে চরণে লাগে আগুণের

প্রায়।। উত্তাপে তাপিত হয়ে বৈসে তরুতলে। কেহ কেহ গৃহস্থের গৃহে বেগে চলে।। তরুগণ সন্তাপিত স্বকায় শুকায়। ডালে বসি পক্ষীকুল সমাকুল তায়। উড়িতে না পারে ঊর্দ্ধে উত্তাপের ডরে। অধোতে নামিতে নারে পাছে অন্যে ধরে।। পক্ষে পক্ষ আবরিয়া বসিয়া তথায়। এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়।। বনেতে তৃষিত হয়ে বন্য জন্তুগণ। বনাভাবে বন মধ্যে ব্যাকুলিত মন।। মরীচিকা করি দৃষ্টি মৃগগণ ধায়। জল ভ্রমে গিয়া বেগে চেতন হারায়।। সরোবরে জল তাতে জলজন্তু কাঁপে। পঙ্কে সমাশ্রয় লয় প্রলয় সন্তাপে।। ত্রপান্তরে তৃপ্ত নয় ত্রপান্তরী জন। কৃষকেরা কৃষি ছাড়ে গোপে গোচারণ।। তৃণাহারে নহে তৃপ্ত গো গণ সকলে। জলপান অভিলাষে যেতে চাহে জলে।। বাল বৃদ্ধ ক্ষুধাতুর গৃহস্থের বাড়ি। রন্ধনী রমণীগণে করে তাড়াতাড়ি।। অতিথি অশন আশে যায় সাধু বাসে। সাধুগণ হৃষ্ট মন রাগ বাড়ে দাসে।। এ সময়ে গোপীদের আলয়ে আলয়ে। ভ্রমণ করেন হরিযোগীবেশ হয়ে।। মরি মরি কি মাধুরী রূপ মনোলোভা। রজত শেখর সম শরীরের শোভা।। ভাবে আঁখি ঢুলু ঢুলু যেন ভাঙ্গে ভোর। করেতে করঙ্গ শৃঙ্গ কটিদেশে ডোর।। স্কন্ধে শোভে ব্যাঘ্র ছাল বৈসন আসন। অন্তরালে ভিক্ষা ঝুলি বিভূতি ভূষণ।। সর্প সম শোভমান শিরে জটাভার। ললাট ফলকে ফোটা অর্দ্ধ চন্দ্রাকার।। দ্বিপত্বক বহির্ব্বাস অক্ষ মালা গলে। অবিরাম শিবরাম বদনেতে বলে।। ইষ্ট নামে আস্থা বড় আস্তে আস্তে যায়। নাচে গায় হাসে কান্দে কখন বাজায়।। গাল বাদ্য কক্ষবাদ্য কভু শঙ্গাশান। কখন বা মৃদুস্বরে সুমধুর গান।। অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী যেন শঙ্কর সমান। কুচনীর বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা মেগে খান।। সেই ভাবে শ্যামরায় গোপীর মণ্ডলে। হইলেন সমুদিত ভিক্ষা মাগা ছলে।। আহা মরি ও সজনি সে রূপ যে রূপ। বোধ হয় তুল্য নয় শত সুধাকূপ।। সকলি জানহ তুমি তবু আমি কই। গুণ স্মরি প্রাণ কান্দে ওগো প্রাণ সই।। ভিক্ষা ছলে বাড়ি বাড়ি করেন ভ্রমণ

দিতে এলে কারো কাছে ভিক্ষা নাহি লন॥ সবাকার কাছে কন আছে গুরুদীক্ষা। সতী নারী হস্ত বিনা নাহি লই ভিক্ষা॥ যোগ বলে তত্ত্ব আমি সব তত্ত্ব জানি। আপনি সন্ন্যাসী নাহি কহি কোন বাণী॥ যদি বল সত্য কবে তাহাতে কি দোষ। হয়ে হবে তুষ্ট নহে করিবেক রোষ॥ তাহার কারণ কহি শুন সে বচন। অপ্রিয় বচন সত্য না কবে কখন॥ মিথ্যা করে প্রিয়বাক্য নাহি কবে কারে। সনাতন ধর্ম্ম এই কহে শাস্ত্রকারে॥ এই হেতু কারে কিছু কথা নাহি বলি। দীক্ষামতে ভিক্ষা করি শিক্ষামতে চলি॥ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম আমি করেছি আশ্রয়। না কহি এমন যাহে মর্ম্মে পীড়া হয়॥ এ রূপেতে যোগীবর কহিলেন যবে। কথা শুনে রমণীরা চমকিল সবে॥ শিশু কহে সকলে হইয়া চমৎকার। ভিক্ষা দিতে কাছে কেহ নাহি আসে আর॥

কুটিলা ও জটিলার সহিত যোগির কথোপকথন।

পয়ার। ভিক্ষা না পাইয়া যোগী করিয়া ভ্রমণ। আমাদের আলয়েতে এলেন যখন॥ কুটিলা আছিল দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া। প্রণাম করিল শীঘ্র সন্ন্যাসী দেখিয়া॥ ভিক্ষার নিয়ম তাঁর করিয়া শ্রবণ। রসিকা কুটিলা কহে সরস বচন॥ বিনয়ে বলিলা বটে সন্ন্যাসী ঠাকুর। বচনে না বলি কার্য্যে নিন্দহ প্রচুর॥ তেজস্বী সন্ন্যাসী দেখে কৈতে ভয় পায়। নহিলে উত্তর ভাল দিতাম তোমায়॥ এ বয়েসে হইয়াছে এত তব গুণ॥ বাঁচিলে অধিক দিন বাড়িবে দ্বিগুণ॥ যা বল তা বল পদে কোটি নমস্কার। এ দেশেতে ভিক্ষা মেলা কঠিন তোমার॥ এরূপে কুটিলা যদি উত্তর করিল। সন্ন্যাসীর মনে কিছু কোপ উপজিল॥ আরোপিত কোপে চক্ষু করিয়া রঞ্জন। জটিলার সঙ্গে কন উল্বণ বচন॥ কুটিলাও সন্ন্যাসীরে নাহি করে ডর। উত্তর বাড়ায় আরো উত্তর উত্তর॥ কথার কৌশলে হয় উভয়ে কুন্দল। এ সময়ে জটিলা আইলা সেই

স্থলে॥ দ্বন্দ্ব হেরি দুজনার ভয় হৈল মনে। ভূমি লুঠি প্রণমিয়া সন্ন্যাসী চরণে॥ কুটিলারে তাড়া দিয়া করিয়া অন্তর। সন্ন্যাসী সম্মুখে কহে করি যোড় কর॥ সবিনয়ে বলে শুন সন্ন্যাসী গোঁসাই। অবোধ বালিকা মম জ্ঞান কিছু নাই॥ উহার কথায় প্রভু না করিহ রাগ। কৃপা করি নিজগুণে ক্ষম মহাভাগ॥ সন্ন্যাসী বলেন আমি ভিক্ষা করে খাই। ভিক্ষা আশে আসিয়াছি রাগ কিছু নাই॥ তোমার নন্দিনী দেখি বড়ই চঞ্চল। অকারণে আরম্ভিল অনর্থ কুন্দল॥ ভিক্ষার নিয়ম আমি করিতে প্রচার। ব্যঙ্গ করে কটু কহে কন্যাটি তোমার॥ জটিলা বলিলা প্রভু ক্ষমা কর দোষ। আসিয়াছ মমালয়ে করিব সন্তোষ॥ তোমার ভিক্ষার রীতি করেছি শ্রবণ। বিহীনে আমার বাড়ি না হবে পূরণ॥ শুনহ ঠাকুর এই গোকুল নগরে। মম ঘর ভিন্ন সতী নাহি কোন ঘরে॥ সতী হস্তে হলে ভিক্ষা করিবে গ্রহণ। আমরা বাটীতে আছি সতী তিনজন॥ আমি সতী কন্যা সতী বধূ সতী আছে। ইচ্ছা হয় যার হাতে নিও তার কাছে॥ বিশেষত হইয়াছে পরীক্ষা বধূর। তার তুল্য সতী প্রভু নাহি তিন পুর॥ সহস্র ঝারায় জল আনিয়াছে তুলে। বলহ এমন সতী আছে কার কুলে॥ জটিলার কথা শুনে কহেন সন্ন্যাসী। জানিলাম জটিলা গো তুমি পুণ্যরাশি॥ যে কথা কহিলে তুমি কথাটি সুন্দর। কিন্তু তব গৃহে মম হয় বড় ডর॥ যে দেখি তনয়া তব দুরন্তা বিষম। তার হাতে ভিক্ষা নিলে না রবে নিয়ম॥ আপনি প্রাচীনা তুমি কি হতে কি হবে। কি কহিতে কি কহিব তুমি বা কি কবে॥ ক্রোধ উপজিলে হবে উভয় নরক। এই হেতু ভাবিতেছি বড়ই আটক॥ একে আমি বহু দিন আছি উপবাসী। কি ঘটিতে কি ঘটিবে বড় ভয় বাসি॥ কহিলা পরীক্ষা সিদ্ধ বধূ আছে তব। সেই যদি ভিক্ষা দেয় তবে ভিক্ষা লব॥ তা হলে কহিতে কিছু না হবে আমার। দোষ দিতে তব কন্যা না পারিবে আর॥ হইলে তোমার দয়া ভিক্ষা আমি পাব॥ তব ঘরে ভিক্ষা নিয়া উদর

পূরাব॥ আশীর্ব্বাদ দিয়া যাব হইবে উন্নতি। ভিক্ষা দিতে বধূরে বলহ শীঘ্রগতি।

জটিলা শ্রীমতীকে ভিক্ষা দিতে আদেশ করেন।

পয়ার। সন্ন্যাসীর কথা শুনে সন্তোষে জটিলা। পুনরপি পাদপদ্মে প্রণাম করিলা॥ দ্বারদেশে রাখি সেই নূতন সন্ন্যাসী। আমারে সংবাদ দিলা সত্বরেতে আসি॥ আমান্ন শাল্যন্ন আর মিষ্টান্ন লইয়া। সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা দাও দ্বারদেশে গিয়া॥ উপবাসী সন্ন্যাসিটি করিছে ভ্রমণ। সতী হস্ত বিনা ভিক্ষা না করে গ্রহণ॥ তুমি সতী আছ ঘরে এই ভরসায়। আপনি ডাকিয়া আমি আনিয়াছি তায়॥ শুদ্ধ মনে ভিক্ষা দিবা সুনীতা হইয়া। দেখো যেন যোগীবর না যায় ফিরিয়া॥ উপবাসী অতিথি ফিরিয়া গেলে পর। সর্ব্বনাশ হয় আর জ্বলে যায় ঘর॥ ধন ধান্য ধরা তৃণ কিছুই না থাকে। শমনেতে শাস্তি দেয় অন্তকালে তাকে॥ অতএব সাবধানে দিয়া ভিক্ষা দান। কোন দোষ দিয়া যেন ফিরিয়া না যান॥ ও সজনি শুনিলাম এ কথা যখন। চমক হইল মনে আমার তখন॥ ভাবিলাম একি ভাব হঠাতে হইল। কোথা হৈতে কি সন্ন্যাসী কি মনে আইল॥ যে রূপ কথার ভাব সন্ন্যাসী এ নয়। মম মানে যোগী হরি হইলা নিশ্চয়॥ নাপিতিনী বিদেশিনী বেশেতে আসিয়া। ভাঙ্গিতে না পারি মান গেছেন ফিরিয়া॥ যোগীবেশে এইবার এসেছেন হরি। ভিক্ষা ছলে লইবেন মানভিক্ষা করি॥ ইহা ভাবি সেইক্ষণে তোমারে ডাকিয়া। কহিলাম সব কথা বিশেষ করিয়া॥ তুমিও শুনিয়া সখি কহিলে তখন। শ্রীহরি বিহনে আর নহে অন্যজন॥ আমি কহিলাম শুন প্রিয় সহচরি। মম মানে যোগী যদি হইলেন হরি॥ ধিক্ ধিক্ শতধিক্ আমার এ মানে। ভিখারি হলেন সখি একি সহে প্রাণে॥ ধন মন কুল মান সঁপিয়াছি যায়। তাহার সহিত

মানে এতদিন যায়॥ চল চল শাস্ত্র চল ওগো প্রাণ সই। মান দান দিয়া গিয়া পদানত হই॥ এইরূপে মন্ত্রণা করিয়া কুতুহলে। দেখিতে গেলেম যোগী ভিক্ষা দান ছলে॥

জটিলার আদেশে যোগীবরকে শ্রীমতী ভিক্ষা দিতে যান।

পয়ার। জটিলার আদেশিত দ্রব্য আদি নিয়া। উপনীত হইলাম দ্বারদেশে গিয়া॥ দেখিয়া আশ্চর্য্য রূপ আশ্চর্য্য মানিয়া। নমো নারায়ণ বলি প্রণাম করিয়া॥ দাঁড়াইয়া সম্মুখেতে চিনিতে না পারি। মরি মরি সহচরি সে যে রূপ ভারি॥ অভিন্ন কৈলাসপতি রূপের বিধান। তুমিও দেখিয়া রূপ হৈলে হতজ্ঞান॥ অনুক্ষণে অনুমান হইল আমার। হেরিয়া নয়ন দুটি বঙ্কিম তাঁহার॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ভাব অঙ্গের সঞ্চিত। ভাল রূপে ভাঙ্গে নাই আছয়ে কিঞ্চিৎ॥ বাঁকা আঁখি বাঁকা দৃষ্টি বাঁকা ভাব তাঁর। আমা দোঁহে দেখি আরো বাড়িল বিস্তার॥ কাল অঙ্গ ভস্মে ঢাকা বুঝা গেল শেষ। দিতেছে কিঞ্চিৎ আভা ভিতরে বিশেষ॥ চন্দ্রের সুচারু জ্যোতি পৃথ্বী আলো করে। কিন্তু কালরূপ আছে তাহার ভিতরে॥ দীপ শিখা দৃষ্ট হয় প্রদীপ্ত যেমন। সূক্ষ্ম দৃষ্টে মধ্যে হয় কালো দরশন॥ সেইরূপ ভস্মের জ্যোতিতে কৃষ্ণ কায়। ঢাকিয়াছে বটে কিন্তু কিছু দেখা যায়॥ ভঙ্গি দেখে চিনিলাম বিশেষ যখন। আমার মুখেতে হাসি আসিল তখন॥ ঈষদহসিত মুখ দেখিয়া আমার। যোগীর অন্তরে সুখ বাড়িল অপার॥

শ্রীমতী ও যোগীবরে কথোপকথন ও মান ভঙ্গ।

পয়ার। ওগো সখি দেখ তুমি করিয়া স্মরণ। দেখিয়া আমার ভাব রাজীবলোচন॥ ভাবে বুঝিলাম আমি চিনিয়াছি

তাঁয়। হয়েছে রাগের শান্তি করি অভিপ্রায়॥ ধীরে ধীরে যোগীবরে বলেন বচন। কি ভিক্ষা এনেছ দিতে করি দরশন॥ বাঞ্ছিত সামগ্রী বিনা নাহি লই দান। কহিলাম গুণবতি আমার বিধান॥ বাঞ্ছামত দ্রব্য যদি অতিথিরে দাও। তবে ভিক্ষা দেহ নহে ঘরে ফিরে যাও॥ অতিথি আপনি আমি যাব অন্য দেশ। হয় হবে অনশনে তনু অবশেষ॥ তথাচ বাঞ্ছিত বিনা না লইব দান। কহিলাম সুবদনি তব বিদ্যমান॥ শুনিয়া তাঁহার কথা কহিলাম আমি। কি দ্রব্য বাঞ্ছিত তব কহ তত্ত্বগামি॥ দেখিতেছি করিয়াছ যোগাবলম্বন যোগীর সম্ভোগ যাহা করিব অর্পণ॥ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু যাচ যদি দান। যোগ্য হৈলে সাধ্য মতে করিব বিধান॥ অযোগ্য বিষয়ে যদি কর অভিলাষ। কহ দেখি কি প্রকারে পূরাব প্রয়াশ॥ যোগী কন যোগী আমি হয়েছি যে জন্য। তাহা বিনা তব কাছে না যাচিব অন্য॥ সাধ্য হৈলে দিবে দান করহ স্বীকার। তবে আমি প্রকাশিব বাঞ্ছিত আমার আমি কহিলাম তুমি সন্ন্যাসী এমন। কি ভাব তোমার মনে কি জানি কেমন॥ কহ দেখি পবিত্র করেছ কোন কুল। বিবেচিয়া বুঝি আগে যোগের আমূল॥ কপট লম্পট শঠ স্বকার্য্যের তরে। নট সম নানা বেশে বিচরণ করে॥ কখন ব্রাহ্মণ হয় কভু ব্রহ্মচারী। কভু বাণপ্রস্থ হয় কভু দণ্ডধারী॥ সাধুসম হয়েযায় সাধুর সঁকাশ। কপট বচনে করে সাধুতা প্রকাশ॥ হৃদয়ের মধ্যে গুপ্ত গরল রাখিয়া। সরলের কাছে কয় সরল হইয়া॥ কার্য্যসিদ্ধি হলে আর না থাকে সে ভাব। পুনশ্চ প্রকাশ করে স্বকীয় স্বভাব কপট ত্যজিয়া কহ যথার্থ বচন। হইয়াছে কি না পূর্ব্ব স্বভাব মোচন॥ কহিলাম যোগীবর কথাটি মর্ম্মের। যদ্যপি দৃঢ়তা পাই তোমার ধর্ম্মের॥ তবেত ধর্ম্মত জানো আমার স্বীকার। সাধ্যমতে দিব দান বাঞ্ছিত তোমার॥ মর্ম্ম কথা এই মম ধর্ম্ম ছাড়া নই। প্রবঞ্চনা না করিও দণ্ডবত হই॥ শুনিয়া আমার বাণী সহাস্য বদনে। কহিলেন কথা তথা সঙ্কেত বচনে॥ মন দিয়া শুন সতী

পূর্ব্ব পরিচয়। সানন্দিত সদানন্দ কুলে সমুদয়॥ কুল পরিচয় এই কহিলাম সার। স্বভাবের কথা কহি শুন সুবিস্তার॥ আছিল আমার অতি প্রকৃতি অথলা। কার্য্য দোষে অতিশয় হইয়া চঞ্চলা॥ মান সরোবরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই শোকে শরীরেতে বিবেক জন্মিল॥ যোগী হয়ে করিতেছি সুযোগ সাধনা। পূর্ব্ব স্থিত প্রকৃতির করিয়া কামনা॥ অকার্য্য যতেক ছিল ঘুচেছে সকল। পরমা প্রকৃতি লাগি হয়েছি পাগল॥ ধার্ম্মিকা যদ্যপি হও ধর্ম্ম পথ চাও। সতীত্বের তেজে মান সলিল শুকাও॥ মান বারি নিবারিলে প্রকৃতি পাইব। আজন্ম নিকটে আমি আবদ্ধ রহিব॥ এ যোগীরে দেহ শীঘ্র মান ভিক্ষাদান। সাধ্য আছে ইথে তব না করিহ আন॥ সন্ন্যাসীর ভাষা শুনে ভাসিলাম সুখে। ও সজনী বাক্য আর নাহি সরে মুখে॥ পূর্ব্ব দুঃখ বিখণ্ডন হৈল সমুদয়। অখণ্ডিত সুখসিন্ধু হইল উদয়॥ সঘনে আনন্দনীর নয়নে বহিল। দিলাম বাঞ্ছিত বলি কহিতে হইল॥ তদন্তরে দান দ্রব্য লইয়া স্বত্বরে। মান প্রাণ সহযোগে মন্ত্রপূত করে॥ সে করেতে সমর্পণ করিয়া যতনে। দণ্ডবত হইলাম পড়িয়া চরণে॥ আশীর্ব্বাদ করি পরে কহিলেন আর। এত দিনে যোগ সিদ্ধি হইল আমার॥ কিন্তু কিছু এখনো আছয়ে অবশেষ। বুঝিতে পারিব অদ্য দিবা হলে শেষ॥ নিশিতে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে যখন। তোমার সতীত্ব বল জানিব তখন॥ এত বলি নটবর নয়ন ঠারিয়া। রজনীতে কুঞ্জে যেতে সঙ্কেতে কহিয়া॥ মানভিক্ষা করে নিয়া করেন গমন। দেখ দেখি সহচরি করিয়া স্মরণ॥ এত কষ্টে মান ভঙ্গ করেছে যে জন। এক্ষণে ত্যজিয়া কোথা রহিল সে জন॥ হায় হায় ও সজনি মরি মরি মরি। এখনো আছয়ে প্রাণ বিনা প্রাণ হরি॥ এত বলি করাঘাত করি বক্ষোপরে। মূর্চ্ছা হয়ে পড়িলেন অবনী উপরে॥ ক্ষণকাল পরে প্যারী পাইয়া চেতন। পুনশ্চ স্মরিয়া গুণ পুনশ্চ রোদন॥

শ্রীমতী মানান্তে পুনর্ম্মিলনের কথা স্মরণ করণান্তর রোদন করেন।

পয়ার।—ওগো সখি তদন্তে শুনহ সমাচার। যোগীবেশে মানভঙ্গ করিয়া আমার॥ তৃতীয় প্রহর বেলা হইল যখন। গৃহে যাইবার কালে কমললোচন॥ যান যান নাহি যান ফিরে ফিরে চান। আমিও তাহারে হেরে হারালেম জ্ঞান॥ উভয়ে উভয়ে দৃষ্টি করিয়া মিলিত। উভয়ের আঁখি হৈল নিমেষ রহিত॥ অনিমেষে অনুক্ষণ করিয়া যাপন। অবশেষে অতি কষ্টে উভয়ে গমন॥ কৃষ্ণ যান নিজালয়ে আমি আসি ঘরে। উপজিল যেই ভাব শুন তার পরে॥ সংমিলন অভিলাষে আবেশ হইয়া। চঞ্চল হইল চিত্ত নাহি মানে ক্রিয়া॥ রজনীর সমাগম করিয়া কামনা। কাতরা হইয়া করি কতই ভাবনা॥ প্রথমেতে রজনীর সন্ধিক্ষণ আশে। সুস্থির হইতে সখি নাহি পারি বাসে॥ বার বার বাহিরেতে করিয়া গমন। উর্দ্ধমুখে আকাশেতে করি নিরীক্ষণ॥ কভু চাহি চারিদিকে কভু সরোবরে। কত মত ভাব ভাবি অস্থির অন্তরে॥ কতক্ষণে সূর্য্যদেব যাবেন স্বধাম। নলিনী মলিনী ভাবে করিবে বিশ্রাম॥ কুমুদী প্রফুল্ল চিত্তে হবে হাস্যমুখী। কতক্ষণে বন্ধু তার করিবেন সুখী॥ কতক্ষণে সন্ধ্যার বন্দনা গাবে ধীর। কতক্ষণে কর্ম্মীগণ হইবেক স্থির॥ শিবাগণ গাবে গান অতি উচ্চৈঃস্বরে। কতক্ষণে প্রদীপ জ্বালিবে ঘরে ঘরে॥ মঙ্গল আরতি হবে দেব সন্নিধান। কতক্ষণে গো গৃহে করিবে ধূম দান॥ সে ধূমে আচ্ছন্ন ভূমি হইবে কখন। কখন হইবে এই দিবা সমাপন॥ ও সজনি ভাবিতে ভাবিতে এই মত। হইতে লাগিল জ্ঞান পলে যুগ শত॥ তার পরে শুন সখি হইল যেমন। দিবা সহ দিবাপতি করিলে গমন॥ সন্ধ্যার সময় আসি হৈল সমাগত। সে সময়ে আবার ভাবনা অবিরত॥ কতক্ষণে ঝিল্লীরবে পূরিবে ভুবন। কতক্ষণে নিদ্রিত হইবে পুরজন॥ এইরূপ ভাবনায় করিয়া যাপন। দ্বিতীয়

প্রহর নিশা হইল যখন॥ তোমা আদি অষ্ট সখী সঙ্গে সহচরি। নিকুঞ্জে যখন যাই ভেটিতে শ্রীহরি॥ মনে করি দেখ সখি কৃষ্ণের যে ভাব। দেহেতে না রহে প্রাণ ভাবিলে সে ভাব॥ আমাদের অগ্রে কৃষ্ণ কুঞ্জেতে যাইয়া। অতি কষ্টে আছিলেন পথ নিরীক্ষিয়া॥ শব্দ অনুসারি হরি আমা করি জ্ঞান। আহা মরি কত চিন্তা নাহি পরিমাণ॥ বৃক্ষ হতে পত্র যদি পড়ে ভুমিপরে। পদ সঞ্চালন শব্দ ভাবেন অন্তরে॥ আইলা শ্রীমতী বলি করি অনুমান না দেখিয়া পুনরপি পরিতাপ পান॥ পুনঃ শব্দ অনুসারি কর্ণ পাতি রন্। পুনঃশব্দে আমা ভাবি পরিতুষ্ট হন॥ চমকিয়া চারিদিকে করি নিরীক্ষণ। না দেখিয়া পুনরপি ব্যাকুলিত মন॥ একান্ত আমার ভাবে হইয়া নিপুণ। হর্ষ আর দুঃখে রত হয়ে পুনঃ পুনঃ অতি কষ্টে কালাচাঁদ করেন যাপন। আমরা যাইয়া দেখা দিলাম তখন॥ পাইয়া আমার দেখা সেই নটবর। করে যেন পাইলেন শত শশধর॥ অগ্রসরি আসি হরি করে কর ধরি। লইলেন কত মত সমাদর করি॥ আহা মরি সহচরি সে যে ভাব কত। বলিতে বলিতে রাধা হন মূর্চ্ছাগত॥ বহুক্ষণে কমলিনী পাইয়া চেতন। রোদন করিয়া পুনঃ কৃষ্ণ কথা কন॥ ওগো সখি মনে করে দেখ তার পর। যতনে লইয়া কৃষ্ণ কুঞ্জের ভিতর॥ বসালেন বামভাগে আমারে যখন। তোমরা বসিলে ঘেরি সুখেতে তখন। আপনি গাঁথিয়া হরি বনফুল হার। অগ্রভাগে গলে তুলে দিলেন আমার॥ কহিলেন মম পরে মানিনী হইয়া। অদ্যাবধি বেশ তুমি না করেছ প্রিয়া॥ অদ্য আমি নিজ হাতে করে দিব বেশ। এতবলি চিরুণী ধরিয়া হৃষীকেশ। আচড়িয়া কেশ জাল বেণী বিনাইয়া। দিলেন শিরেতে অতি যতনে বান্ধিয়া॥ তার পরে ফুলের করিয়া আভরণ। যে অঙ্গে যেমন সাজে দিলেন তখন॥ স্বর্ণভুষা শিতলিয়া রাখিয়া যতনে। সমুজ্জ্বল করিলেন ফুলের ভুষণে॥ অপরে স্বর্ণের ভুষা পরান্ আবার। ওগো বৃন্দে কত শোভা কব সে শোভার॥ তদন্তরে সোহাগ করিয়া নরহরি। কত কথা কহিলেন আহা মরি২

মনে করে দেখ সই সে দিনের কথা। যেরূপ বচন কৃষ্ণ কহিলেন তথা।। ও সজনি সে বচন নাহি শুনি আর। এখনো দেহেতে প্রাণ আছয়ে আমার।। গরল আনিয়া সখি দেহ ত্বরাকরি। ভক্ষণ করিয়া আমি প্রাণ পরিহরি।। নহে অগ্নিকুণ্ড করি দেহ গো সত্বর। প্রবেশ করিব আমি তাহার ভিতর।। কৃষ্ণহীন প্রাণ আমি না রাখিব আর। কহিলাম সারোদ্ধার সাক্ষাতে তোমার।। এতবলি কমলিনী জ্ঞান হারাইয়া। পুনরপি পড়িলেন মূর্চ্ছিতা হইয়া।। দেখিয়া রাধার দশা যত সখীগণ।। হাহাকার করি তথা করয়ে রোদন।। কেহ আনি জল দেয় শ্রীমুখ কমলে। কেহবা বীজন করে বসন অঞ্চলে।। কেহ তালবৃন্ত আনে কেহ বা চামর। রাধার চেতন হেতু সকলে তৎপর।। বহুবিধ সেবনেতে বহুক্ষণ পরে। চেতন পাইয়া রাধা স্মরি মুরহরে।। পুনশ্চ কান্দিয়া কন শ্রীকৃষ্ণের গুণ। শিশু কহে শুন সবে হইয়া নিপুণ।।

রাসরাত্রি স্মরণ করিয়া শ্রীমতী খেদ করেন।

ত্রিপদী। রাসরাত্রি কথা স্মরি, ললিতার করে ধরি, কন প্যারী কান্দিয়া বচন। ওগো প্রাণ সহচরি, দেখ দেখি মনে করি, রাসে রস কতই অর্জ্জন।। শরতের পরিগতে, শিশিরের সমাগতে, শীতরশ্মি শশি করে দান। ভূমি স্বর্গ রসাতল, সর্ব্বস্থল সুশীতল, শীত সমীরণ বহমান।। তুলামাস পুণ্যরাশি, শুভতিথি পৌর্ণমাসী, পূর্ণশশী গগণে উদয়। চকোর চকোরী যত, সুধাপানে সদা রত, বিকসিত দিক্ সমুদয়।। মেঘের না দেখা পাই, অশনির শব্দ নাই, নাহি শুনি ভেক মক মকি। সঘনে না বহে বায়, নাহি আর দেখা যায়, আকাশে চপলা চকমকি।। পদ্মিনী পাইল ত্রাস, কুমুদীর মুখে হাস, কিছু ত্রাস শিশিরের তরে। কন্দর্প ক্রোধিত হয়ে, পঞ্চশর করে লয়ে, মনুজের মনো বিদ্ধ করে।। বিরহ বিমর্ষ হয়,

দম্পতির সুখোদয়, পতি কোলে যুবতীর মেলা। যুবক যুবতী লয়ে, সানন্দে মগন হয়ে, মদন মানস রসে খেলা॥ রজনীনাথের করে, ত্রিভুবন তৃপ্ত করে, চরাচরে সুখী সর্ব্বজনে। পশুপক্ষী আদিগণ, সবে সানন্দিত মন, রজনীর রূপ দরশনে॥ শারিকা শুকেরে নিয়া, মুখে মুখ আরোপিয়া,স্বনীড়েতে সুখে নিদ্রা যায়। কোকিল ময়ুর কুল, প্রিয়া প্রিয় প্রেমাকুল, দুঃখী কেহ নহে সে নিশায়॥ হেরি পুণ্যতম নিশা, লাগায়ে প্রেমের দিশা, প্রেমময় শ্রীমধুসূদন। বনমধ্যে প্রবেশিয়া, মধুর মুরলী নিয়া করিলেন প্রেমেতে পূরণ॥ সে রবে ভুবন ত্রয়ে, প্রেমে পুলকিত হয়ে,হারাইল সকলে চেতন। এমনি মোহন রব, মোহিত হইল সব, বিশেষত ব্রজবধূগণ॥ লাগিল প্রেমের ফাঁস, সঘনেতে বহে শ্বাস, চাহে সবে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি। কহে কৃষ্ণ প্রেমকামা, ধাইল অসংখ্যরামা, কুললাজ ভয় পরিহরি॥ উপজিয়া উপরতি, ছাড়িয়া চলিল পতি, কেহ ছাড়ে কোলের নন্দন। নাহি জানে মাঠ ঘাট, নাহি মানে হাট বাট, নাহি মানে কন্টকের বন॥ কেমনি লাগিল দিশা, নাহি মানে দিশা নিশা, ব্যাঘ্র সিংহ সাপে না ডরায়। না করে মরণ শঙ্কা, কৃষ্ণ নামে দিয়া ডঙ্কা, অনায়াসে গহনেতে ধায়॥ কোন দিকে নাহি চায়, একমনা হয়ে ধায়, বাঁশরীর শব্দ অনুসারে। করি বহু অন্বেষণ, ভ্রমিয়া অনেক বন, পরে পাইল শ্রীনন্দকুমারে॥ পেয়ে প্রাণহারাধন, স্থির হৈল প্রাণ মন, দাঁড়াইল করিয়া বেষ্টন। সরস্বতী রতী রমা, জিনিরূপে সত্তুত্তমা এক এক রমণী রতন॥ পেয়ে সে রমণীগণ, কৃষ্ণ তাতে তৃপ্ত নন, কেবল আমার প্রতি মন। ডাকেন মনের সাধে, বাঁশরীতে রাধে রাধে, সুযতনে করিয়া পূরণ॥ শুনিয়া বাঁশীর গান, অস্থির হইল প্রাণ, রহিতে না পারিলাম ঘরে। তোমা সবে সঙ্গে নিয়া, সে ঘোর কাননে গিয়া, ভেটিলাম নব নটবরে॥ হায় হায় ও সজনি, কোথা সেই গুণমণি, আর কি পাইব সেই শ্যাম। মনে হলে গুণ তার, দেহ প্রাণ ধরা ভার, অশ্রুধার বহে অবিরাম॥ পাইয়া আমারে বনে, সানন্দিত হয়ে

মনে, ইঙ্গিত করিয়া সেইক্ষণ। প্রথমে কঠিন কথা, কহেন অনেক তথা, বুঝিবারে সবাকার মন।। লক্ষিয়া সকল নারী, কহিলেন গিরিধারী, গিরি তুল্য কঠিন বচনে। শুন শুন রামাগণ, কি কারণে আগমন, এত রাত্রে এ ঘোর কাননে।। সহজে ষোড়শী কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা, গন্যা মান্যা সামান্যা না হও। ত্যজি গুরু গৃহ ধন, পতি সুত পরিজন, কি মনে কাননে তাহা কও।। অঙ্গে আভরণ চয়, দস্যুতে নাহিক ভয়, যৌবনে লম্পটে ভয় নাই। হইয়া কুলজা জন, কুলটার আচরণ, ভাব কিছু ভাবিয়া না পাই।। জানি কামিনীর ক্ষুধা, হৃদয়ে সঞ্চিত সুধা, কিন্তু মুখে বর্ষেণ গরল। শ্রবণে কৃষ্ণের ভাষ, হয়ে সব হত আশ, বহিল নয়নযুগে জল।। আমিও না বুঝি ভাব, হইলাম হতভাব, অবাক হইয়া অনুক্ষণ। পরে হয়ে অগ্রসর, করিলাম যে উত্তর, কহি তাহা করহ শ্রবণ।। সকলি জানহ সই, তবু সেই কথা কই, হইয়াছি পাগলিনী প্রায়। শিশুরাম দাসে ভাষে, শুনিয়া রাধার ভাষে, সখীগণে করে হায় হায়।।

পয়ার। শ্রীমতী কহেন সখি শুন সে বচন। শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে নিষ্ঠুর বচন।। অগ্রসর হয়ে আমি কহিলাম বাণী। যে কহিলে কালচাঁদ সব কথা জানি।। মোহনীয় তান তুমি বাঁশীতে পূরিয়া। আনিলে অরণ্যে গোপীগণেরে মোহিয়া।। এক্ষণে নিষ্ঠুর ভাষা কহ কি কারণ। না বুঝিতে পারি কৃষ্ণ তোমার মনন।। পাষাণের বাড়া দেখি হৃদয় তোমার। আপনি আনিয়া পুনঃ কর তিরস্কার।। কহ দেখি বনমালী তব বংশীরবে। ত্রিভুবনে কার সাধ্য স্থির চিত্ত হবে।। শুনিয়া সুতান তব সুতনু স্মরণে। অতনু দহিল তনু কি করে অরণে।। গৃহধন পরিজন করে পরিহার। আইল কামিনীগণ নিকটে তোমার।। কামনা করহ পূর্ণ রাখহ মিনতি। বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি অখিলের পতি।। অসতী না হয় নারী তোমার ভজনে। তুমি জগতের পতি জানে জগজনে।। জীবনে মরণে তুমি সবাকার পতি। তোমা বিনা ত্রিভুবনে নাহি

অন্য গতি॥ পরম পুরুষ তুমি পর কারো নও। আত্মা দেহ মনোরূপ সবাকার হও॥ পতি মন পতি আত্মা পতি দেহ রূপ। তোমার ভজনে দোষ নাহি কোন রূপ॥ তবে যদি দোষ দিয়া কর পরিহার। নারী বধ মহাপাপ ঘটিবে তোমার॥ যদি বল পাপ পুণ্য তোমার না হয়। তথাপি কলঙ্ক তব ঘটিবে নিশ্চয়॥ চরণে শরণাগত করিলে বর্জ্জন। অকলঙ্ক নামে হবে কলঙ্ক যোজন॥ কামানল প্রচারিয়া কামিনী বধিবে। নিতান্ত নিষ্ঠুর বলি জগতে ঘুষিবে॥ অতএব কালাচাঁদ কপট ত্যজিয়া। হের হে অধীনী জনে সদয় হইয়া॥ তোমার অধরসুধা করিয়া প্রদান। কামিনী গণেরে কর কামানলে ত্রাণ॥ বক্ষ শিরে শীঘ্র দেহ চরণ তোমার। দুরন্ত কন্দর্প শরে করহ নিস্তার॥ বল যদি দুরাচার হয় এই কায। ইহাতে ঘটিতে পারে অপরেতে লাজ॥ তাহা না ঘটিবে হরি এ কাযে তোমায়। দয়া বিনা অন্য কিছু না হবে প্রচার॥ সর্ব্ব কর্ম্মাতীত তুমি নির্লেপ নির্গুণ। তোমাতে না বর্ত্তিবেক প্রকৃতির গুণ॥ কর্ম্ম বুঝে কৃপাময় ফল কর দান। তোমাতে আসক্তি যার সেই পুণ্যবান॥ যে ভাবে সে ভাবে হরি ভজিলে তোমারে। অবশ্য তোমারে পায় বলে শাস্ত্রকারে॥ তোমারে পাইলে পরে এড়ায় শমন। পুনর্পরি এ ভবে না হয় আগমন॥ হইয়াছে গোপিকার পূর্ব্ব পুণ্যোদয়।পেয়েছে তোমারে প্রভু ছাড়িবার নয়॥ এইরূপে করিলাম আমি যদি স্তব। তথাপিও না হইল দয়ার উদ্ভব॥ পুনঃ পুনঃ কন ঘরে যাহ নারীগণ। কি কারণে কর স্তুতি না হবে মিলন॥ এইরূপ কথা মুখে কিন্তু কটা-ক্ষিয়া। লইলেন মনপ্রাণ সবার হরিয়া॥ অধরে মধুর হাস তমো করে দূর। কটাক্ষে কামের বাণ হানেন প্রচুর॥ মুখে কন যাও যাও মনে তাহা নয়। ভঙ্গিতে জানান ভাব অপার প্রণয়॥ ভাব দেখি ভাব তাঁর করি অনুমান। আমিও যে করিলাম কটাক্ষ সন্ধান॥ উভয় কটাক্ষ বাণে হৈল যদি দেখা। উপজিল যত ভাব নাহি তার লেখা॥ তবে আমি ততক্ষণে স্তুতিবাদ ছাড়ি।

করিলাম তার মত কথা বাড়াবাড়ি ॥ কহিলাম জানিলাম তুমি হে লম্পট। কাননে কামিনী বধো করিয়া কপট ॥ কি কব তোমারে তুমি অনুজ রামের। রাখিলে প্রবল কীর্ত্তি গোপাল নামের ॥ যেমন দেহের দীপ্তি মনটি তেমন। কালো দেহে ভাল মন হয় কি কখন ॥ বাঁকা অঙ্গ বাঁকা আঁখি বাঁকা ভুরুদ্বয়। বাঁকা ভাব বাঁকা কথা বাঁকা সমুদয় ॥ বাঁকায় সোজায় মিল না হয় কখন। সোজা করে লব কৃষ্ণ তোমারে এখন ॥ আমরা যুবতি যত এক যুটি হয়ে। ভাঙ্গিব বঙ্কিম ভুরু সোজা কথা কয়ে ॥ ভাবিয়াছ মন প্রাণ চুরি করে নিয়া। কাননে কামিনী বধে যাবে পলাইয়া ॥ না পারিবে নটবর পড়িয়াছ ধরা। আমরা জানি হে বিদ্যা বাঁকা সোজা করা ॥ কেমনে ছাড়াবে তুমি কভু না ছাড়িব। হৃদিপুরে প্রেমডোরে বান্ধিয়া রাখিব ॥ কায়িকে কলহ যদি কর কালাচাঁদ। এড়াতে নারিবে তুমি হৃদয়ের ফাঁদ। আসিয়াছি ফিরে আর গৃহে না যাইব। তোমারে হৃদয়ে বান্ধি কাননে বসিব ॥ অনুধ্যান করি এই দেহ তেয়াগিব। জীবনে মরণে কৃষ্ণ তোমা না ছাড়িব ॥ এইরূপ বাক্যছাঁদে কহিনু যখন। হাসিয়া সদয় হরি হইলা তখন ॥ অনেক বচন কৃষ্ণ কহি তার পর। করিলেন রাসক্রীড়া কানন ভিতর ॥ একা কৃষ্ণ সহস্র সহস্র গোপীগণে। করিলেন পরিতুষ্ট ক্রীড়া সম্ভাষণে ॥ আমারে গোপনে নিয়া কহিলেন আর। তুমি প্রিয়ে অর্দ্ধ অঙ্গ জানিবে আমার ॥ এত বলি করিলেন প্রেম বাড়াবাড়ি। কহিলেন কখন না হবে ছাড়াছাড়ি ॥ ওগো সখি কথা সব আছ অবগত। দেখ দেখি মনে করে রাসে রস যত ॥ রাস রসে গত হলে পূর্ণিমার নিশি। পরস্পরে আসি ঘরে প্রকাশিল দিশি ॥ দিবা গতে রজনী আইলে আর বার। প্রতি নিশা কৃষ্ণ সঙ্গে কাননে বিহার ॥ সে কথা কতেক আর করিব বর্ণন। মহা রাস কথা সখি করহ স্মরণ ॥ এত বলি রাসেশ্বরী মহারাস কন। শিশুরাম দাসে ভাষে রাধার কথন ॥

অথ চক্ররাসের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমতী রোদন করেন।

ত্রিপদী। শ্রীমতী কহেন সই, চক্ররাস কথা কই, দেখ তুমি করিয়া স্মরণ। মরি মরি সহচরি, যাহা করিলেন হরি, কে কোথায় শুনেছে এমন॥ নিশিতে নিকুঞ্জবনে, মিলে যত গোপীগণে, শ্রীকৃষ্ণেরে করিয়া বেষ্টন। কাতরা হইয়া কয়, শুন কৃষ্ণ কৃপাময়, মন কথা করি নিবেদন॥ একা তুমি রসময়, অসংখ্য গোপীকাচয়, সবাকার পুরাও মনন। বাঞ্ছা হয় কালশশী, একা একা বামে বসি, করি রাস রসেতে ক্রীড়ন॥ করি কৃপা বিতরণ, লয়ে এক এক জন, ক্রীড়া যদি কর গুণমণি। তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কহিলাম দয়াময়, বিবেচনা করহ আপনি॥ শুনিয়া গোপীর কথা, শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া তথা, করিলেন মনে বিবেচনা। একা যারে লব আগে, সে ভাসিবে অনুরাগে, অন্য জন হবে ক্ষুণ্ণ মনা॥ অতএব একে-বারে, নিতে হবে সবাকারে, দুঃখ না ভাবিবে কোনজন। ইহা ভাবি মনে মনে, সেই স্থানে সেইক্ষণে, যত গোপী তত কৃষ্ণ হন॥ অংশরূপে চারিধারে, বসিলেন চক্রাকারে- বামভাগে নিয়া জনে জনে। পূর্ণরূপে আমা নিয়া, বসিলেন মধ্যে গিয়া বিস্ময় বিচিত্র আসনে॥ রাসচক্রে আরোহিয়া, প্রিয় গোপীগণ নিয়া, আনন্দে হলেন ঘূর্ণমান। জগত ঘুরান্ যিনি, আপনি ঘোরেণ তিনি, আনন্দের নাহি পরিমাণ॥ জানিয়া কৃষ্ণের কায, স্বর্গে থাকি সুররাজ, সঙ্গে নিয়া যত সুরগণ। আপন আপন দারা, সঙ্গে রঙ্গে শূন্যে তারা, রাস লীলা করেন দর্শন॥ ব্রহ্মা শিব সুরপতি, হয়ে পুলকিত অতি, পুষ্পবৃষ্টি করেন সঘনে। আজ্ঞা দেন সুরমণি, আনক দুন্দুভি ধ্বনি, আরম্ভিল অন্য সুরগণে॥ নৃত্যকীরা নৃত্য করে, বিদ্যাধরে তাল ধরে, গায় গীত গন্ধর্বের গণ। অপ্সরী কিন্নরী পরি, সুখে নাচে স্বর্গোপরি, মহা-রাস করি আলোকন॥ দেখি দেবতা সমাজ, হর্ষ হয়ে রসরাজ,

প্রকাশেন আর এক রস। তোমরাত থাকি তথা, না জানহ সেই কথা, মহাসুখে ছিলে সবে বশ॥ এক্ষণে সে কথা কই, শুন ওগো প্রাণ সই, সে রস সরস সৃষ্টিছাড়া। কৌতুকেতে নরহরি, আমাপানে দৃষ্টিকরি, এক কৃষ্ণ হইলেন বাড়া॥ গোপা হৈতে বাড়া হন, আমারে চাহিয়া কন, কই প্রিয়ে গোপিকা তোমার। দেখি কাজ শুনি কথা, আমিও অংশেতে তথা, করিলাম গোপী সৃষ্টি আর॥ যত কৃষ্ণ হন হরি, তত গোপীরূপ ধরি, আমি বসিলাম বামভাগে। তাহা দেখি ও সজনি, সেই কৃষ্ণ গুণমণি, তুষিলেন কত অনুরাগে॥ সে কথা স্মরণ হলে, বক্ষ ভাসে চক্ষু জলে, হৃদি বিদারণ হয়ে যায়। মরি মরি সহচরি, এক্ষণেতে সেই হরি, রহিলেন ছাড়িয়া কোথায়। সে মাধব মাধুমাসে, আমারে তুষিয়া রাসে, চক্র হতে নামিয়া তখন। এক এক গোপীলয়ে, প্রবেশিয়া বনালয়ে, একে একে করিলা রমণ॥ তুষিয়া সবার মন, সেই হরি সেইক্ষণ, পুনরায় এক মূর্ত্তি হয়ে। আসিয়া নিকুঞ্জ বনে, অতি হরষিত মনে, বসিলেন আমা বামে লয়ে॥ এখন সে বিশ্বকায়, আমারে ত্যজিয়া কায়, বসেছেন বামেতে লইয়া। ওগো সখি বল বল, আমারে লইয়া চল, দেখে আসি বারেক যাইয়া॥ এত বলি হরিপ্রিয়া, ভাবিয়া হরির ক্রিয়া, পড়িলেন হয়ে অচেতন। সখিরা হেরিয়া তায়, সবে করে হায় হায়, অঙ্গে করে শীতল বীজন॥ কেহ মুখে জল দেয়, কেহ বা ক্রোড়েতে নেয়, কেহ কহে প্রবোধ বচন। এই রূপে বহুক্ষণে, বহুবিধ সযতনে, করাইল ক্রমেতে চেতন॥ চেতন পাইয়া রাই, অন্য কথা মুখে নাই, কেবল কৃষ্ণের কথা কন। ধরিয়া সখীর করে, অতিশয় মৃদুস্বরে, পুনঃ কন করহ শ্রবণ॥ মহারাস কথা কই, মনে করে দেখ সই, যে যে ক্রীড়া হইল তথায়। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায়॥

অথ শ্রীমতী মহারাসের কথা স্মরণ করিয়া রোদন করেন।

পয়ার। শ্রীমতী কান্দিয়া পুনঃ কহেন বচন। মহারাস কথা সই করহ স্মরণ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশা হইল যখন। শশী করে কর দান হয়ে হৃষ্টমন॥ সে করে প্রদীপ্ত দেশ হইল সকল। কিবা বন উপবন কিবা জলস্থল॥ সে সময়ে নিধুবনে প্রবেশ করিয়া। করিলেন কালাচাঁদ অপরূপ ক্রিয়া॥ বংশীধারী বংশীধ্বনি করিলেন রব। সে রবে নীরব হৈল বন্যজন্তু সব॥ গোপীগণ শুনি হৈল আকুল হৃদয়। চলিল ধাইয়া বনে ত্যজি লাজ ভয়॥ তোমাদেরে সঙ্গে নিয়া আমি সেইক্ষণ। ভেটিলাম শীঘ্রগতি সে কালরতন॥ আমারে পাইয়া হরি হরষিত হয়ে। বসিলেন রাসমঞ্চে বামভাগে লয়ে॥ তুমি তথা নানাবিধ বনফুল নিয়া। মনোসাধে দুইজনে দিলে সাজাইয়া॥ অষ্ট সখী নিকটেতে বসিল আমার। চৌদিগে বসিল ঘেরি সখীগণ আর॥ ষোড়শ সহস্র সখী একত্রে মিলিয়া। কত মত ক্রীড়া হৈল দেখনা ভাবিয়া॥ তার পরে কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন যাহা। মনে হলে প্রাণ কান্দে কি কহিব তাহা॥ যতনে ধরিয়া হরি আমার অধর। সোহাগেতে বহুবিধ করিয়া আদর॥ কহিলেন নটবর হাসিতে হাসিতে। আমাসহ অদ্য প্রিয়ে হইবে নাচিতে॥ তোমা আমা দুইজনে করিয়া বেষ্টন। সকল সখীতে মিলে করিবে নর্ত্তন॥ কুতূহলে দুইজনে মধ্যেতে নাচিব। বহুদিন আছে সাধ অদ্য পূরাইব॥ কৃষ্ণের কথায় আমি লজ্জিতা হইয়া। কহিলাম সকাতরে মিনতি করিয়া॥ ওহে কৃষ্ণ ক্ষমা কর ধরি তব পায়। করিতে এমন কর্ম্ম না বল আমায়॥ কুলকন্যা কোনকালে নাচিতে না জানি। কেমনে এমন কথা কহ চক্রপাণি॥ নর্ত্তনে অভ্যাস তব আছে রসময়। নাচিয়া নবনী খাও নন্দের আলয়॥ লজ্জারূপা আমারে জানয়ে জগজন। কেমনে করিব আমি লজ্জা বিবর্জ্জন॥ কোনমতে কৃষ্ণ

আমি নাচিতে নারিব। তুমি নাচ নটবর নয়নে দেখিব॥ সে কথায় নরহরি না করি স্বীকার। পুনঃ কন দুটি কর ধরিয়া আমার॥ একান্ত হয়েছে সাধ করিতে নর্ত্তন। এ সাধে বিষাদ প্রিয়ে না দিও এখন॥ লজ্জা ত্যজ ক্ষমশীলে রাখহ বচন। আমার সহিতে আসি করহ নর্ত্তন॥ তুমি আমি এক অঙ্গ বিভিন্নতা নাই। আমার নিকটে লজ্জা নাহি তব রাই॥ এত বলি সেইক্ষণে মঞ্চ পরিহরি। উঠিলেন নটবর মম করে ধরি॥ তোমরা করেতে নিলে যন্ত্র সুবাজনী। কেহ হৈল বাদ্যকরী কেহ বা নাচনী॥ আমারে ধরিয়া কৃষ্ণ কমললোচন। করিলেন কাননেতে নৃত্য আরম্ভন॥ কেমন কৃষ্ণের ইচ্ছা বলা নাহি যায়। লজ্জা গেল সেইক্ষণে ছাড়িয়া আমায়॥ উৎসাহ আসিয়া দেহে হৈল আবির্ভাব। নাচিতে কৃষ্ণের সঙ্গে বেড়ে গেল ভাব॥ নাচেন করুণাময় নানা ভঙ্গি করি। আমিও সঙ্গেতে নাচি সহ সহ সহচরী॥ চারিদিকে সখীগণ করয়ে নর্ত্তন। কৃষ্ণ আমি মধ্যস্থলে নাচি দুইজন॥ কেহ বাদ্য করে কেহ তাল দেয় করে। কেহ কেহ গান করে সুমধুর স্বরে॥ মধুর কঙ্কণ ধ্বনি সহ পড়ে তাল। আমারে করিয়া সঙ্গে নাচেন গোপাল॥ স্বর্গে থাকি জানিয়া সকল দেবগণ। পূর্ব্বমত আকাশেতে করি আগমন॥ আপন আপন যানে থাকিয়া অম্বরে। দেখিয়া কৃষ্ণের নৃত্য আনন্দ অন্তরে॥ আনকাদি বহুবাদ্য বাজায়ে সঘনে। আকাশে করেন নৃত্য যত দেবগণে॥ শূন্যেনাচে সুরগণ পশু নাচে বনে। বৃক্ষোপরে পক্ষী নাচে সানন্দিত মনে॥ সে নিশাতে কৃষ্ণ নৃত্য দেখয়ে যে জন। আনন্দে হইয়া মগ্ন নাচয়ে সে জন॥ এই রূপে মহানৃত্য করি সমাপন। অপরে আমারে নিয়া রাজীবলোচন॥ পুনরপি স্থির হয়ে বসি সিংহাসনে। তুষিলেন কত মত অমিয়া বচনে॥ কহিলেন তোমা ছাড়া না হব কখন। না ছাড়িব কোনকালে সুখ বৃন্দাবন॥ ও সজনি সে বচন কোথা রৈল তাঁর। কোন হেতু করিলেন আমা পরিহার॥ কোন দোষে দুষি আমি নহি তাঁর পায়। কি কারণে ছাড়িলেন নির্দ্দোষে আমায়॥

বলিতে বলিতে রাধা একরূপ বচন। পুনরপি পড়িলেন হারায়ে চেতন॥ শিবুরাম দাসে ভাষে শুন সাধু জন। প্রভাসের মতে রাস একরূপ বর্ণন॥ অন্য অন্য মতে আছে বহুমত আর। এমতে বর্ণনা এই রূপেতে প্রচার॥ এক্ষণে রাধার কথা করহ শ্রবণ পুনশ্চ চেতন পেয়ে যে রূপে রোদন॥

অথ শ্রীরাধিকা আপন রাজবেশ স্মরণে রোদন করেন।

ত্রিপদী। কান্দি কমলিনী কন, শুন শুন সখীগণ, স্মরণ করিয়া দেখ সবে। নিধুবনে নরহরি, আমারে আদর করি, রাজবেশে বসালেন যবে॥ বসন্তের সমীরণ, শুভশশী সন্দীপন, প্রকাশ পাইল দিগ দশ। কোকিল কোমল স্বরে, কুহু কুহু রব করে, মনুজের মনে মহারস॥ ভ্রমরী ভ্রমর তায়, বসন্তের গুণ গায়, চকোর চাঁদের সুধা খায়। কমল মলিনমুখী, কুমুদিনী মনে সুখী, প্রফুল্ল নয়নে ঘন চায়॥ প্রস্ফুটিত নানা ফুল, সুগন্ধেতে সমাকুল, তরুলতা তৃপ্ত সমুদয়। শোভমান দেখি বন, শ্রীহরি সানন্দ মন, আমারে লইয়া সে সময়॥ করেতে ধরিয়া কর, ভ্রমি বন বনান্তর, ষোড়শ সহস্র সখী সনে। নানা শোভা দেখাইয়া, নানাদিক্ বেড়াইয়া, অবশেষে আসি নিধুবনে॥ নিকুঞ্জে আমার সনে, বসি কৃষ্ণ একাসনে, এক মনে কথোপকথন। কত মত আলাপন, কত কব সে কথন, শতমুখে না হয় বর্ণন॥ সকল সখীর মাঝ, কহিলেন রসরাজ, সমাদর করি সমুচিত। রসাতল দিবি ভূমি, ত্রিভুবনে রাজা তুমি, আমি আদি তব প্রজা সব॥ সবার প্রধানা তুমি, বশেষতঃ এই ভূমি, তোমার আনন্দ ধাম হয়। এ ধামে নিবসে যত, সবে তব অনুগত, তুমি হও সবার আশ্রয়॥ শুন প্রিয়ে সুবচন, হয়েছে আমার মন, রাজা করে তোমা বসাইয়া। সখীদের সুগোচর, সাধিয়া আনিব কর, আমি তব কিঙ্কর

হইয়া।। আদেশ করিয়া রাধে, পুরাও আমার সাধে, রাজবেশ সাজাইয়ে দেই। হইয়া তোমার দাস, রহিব তোমার ভাষ, বাঞ্ছা মম মানসের এই।। আমি কহিলাম তাঁয়, একি কথা রসময়, আমি তব চরণের দাসী। অতি অসম্ভব হয়, এ কথা উচিত নয়, ইথে নাথ বড় ভয় বাসি।। কৃষ্ণ কহিলেন প্যারী, আমি তব আজ্ঞা-কারী, দোষ কিছু না ভাব ইহায়। এত বলি ততক্ষণ, রাজবেশ আভরণ, পরাইয়া দিলেন তথায়।। যে রূপে আমার অঙ্গ, সাজা-ইয়া সে ত্রিভঙ্গ, বসালেন করিয়া যতন। সকলি জানহ সই, তথাপি কিঞ্চিৎ কই, শ্রীহরির গুণের কথন।।

পয়ার। রাজবেশে সাজাইয়া আমারে যতনে। বসালেন সে সময়ে উচ্চ সিংহাসনে।। তুমি সখী সে সময়ে সুসাজ সাজিয়া। বসিলে আমার কাছে অমাত্য হইয়া।। ইন্দুমুখী শিরে ছত্র ধরে সমুজ্জ্বল। বিশাখা চামর করে চিত্রা মোরছল।। লবঙ্গলতিকা আসি আড়ানি ধরিল। চম্পলতা চোপদায় হয়ে দাঁড়াইল।। হাতে ছড়ি অনেক দাঁড়ায় তার পরে। শব্দমাত্রে চুপ চুপ শব্দ তারা করে।। দোধারে কাতার দিয়া পদাতি সাজিয়া। দাঁড়াইল সখীগণ অনেক আসিয়া।। সম্মুখেতে নির্ম্মাইয়া সভা চমৎকার। বসিল সাজিয়া সখী অনেক প্রকার।। কেহ বা লেখক হৈল কেহ বা পাঠক। কেহ বা নাটীকা বেশ কেহ বা নাটক।। অধ্যাপক ভট্টা-চার্য্য হৈল কেহ কেহ। মীমাংসা করিয়া শাস্ত্র ঘুচায় সন্দেহ।। কেহ কেহ বন্দী হয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বর্ণিয়া রাজার যশ মঙ্গল জানায়।। মহাবীর হয়ে তথা বৈসে কোন জন। মহাদম্ভে যুদ্ধদর্প করে সর্ব্বক্ষণ।। সেনাপতি হয়ে কেহ বৈসে সেইখানে। নিযুক্ত করয়ে সেনা উপযুক্ত স্থানে।। প্রজা হয়ে সখীগণ বৈসে বহুতর। কেহ বা তাদের স্থানে যাচে রাজকর।। কোন কোন জনে দ্বন্দ্ব করে ঠাঁই ঠাঁই। কোন কোন জনে দেয় রাজার দোহাই।। এরূপে রূপক কার্য্যক্রমে সমাপিয়া। আপনি এলেন হরি কোটাল সাজিয়া।। মরি মরি সে যে রূপ কোটালের সই। ইচ্ছা হৈল

সেইক্ষণে কোটালিনী হই।। কি করিব রাজবেশে সাধ তাঁর আছে। একারণে রাজবেশে রৈতে হৈল কাছে।। ও সজনী মনে করে দেখ তুমি তাহা। কোটাল হইয়া কর্ম্ম করিলেন যাহা।। আমার আদেশ নিয়া সত্বর হইয়া। প্রজারূপা সখীগণে অনেক ধরিয়া।। কারু বা লোটেন ধন কারু বা যৌবন। কারু কারু করে করে করেন বন্ধন।। সখীরা কোটালে ধরে করে টানাটানি। অপরে আমার কাছে আসি মানামানি।। এইরূপে অনুক্ষণ করিয়া ক্রীড়ন। তার পরে মম মান বৃদ্ধির কারণ।। স্মরণ করেন হরি অমরের দলে।। স্মৃতমাত্রে আইলেন অমর সকলে।। ঐরাবতে ইন্দ্রদেব শচীর সহিত। অবিলম্বে নিধুবনে আসি উপনীত।। ব্রহ্মাণী সহিত বিধি হংস আরোহণে। শঙ্করীর সহ শিব বৃষভ বাহনে।। চন্দ্র সূর্য্য সংজ্ঞা ছায়া রোহিণী সহিত। নিজ নিজ বাহনেতে আসি উপনীত।। দেবতা তেত্রিশ কোটি নাম কব কত। স্বীয় স্বীয় বাহনেতে সবে সমাগত।। নিধুবনে আসি হেরি মম রাজবেশ। কর দিয়া পূজিলেন অশেষ বিশেষ।। পূজা অন্তে বহুবিধ করিয়া স্তবন। লইয়া আমার আজ্ঞা যান দেবগণ।। অনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র নিজে দিয়া কর। বহুবিধ করিলেন আমার আদর।। ওগো সখি স্বচক্ষে দেখেছ তুমি সব। এক্ষণে সে কথা মাত্র কোথা সে মাধব।। আর না সহিতে পারি বিরহ তাঁহার। নিতান্ত জানিবে মোর মরণ এবার।। বলিতে বলিতে রাধা অচেতন হন। শিশু ভাষে অতঃপর শুন সাধুগণ।।

অথ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম।

পয়ার। বহুক্ষণে রাধা পুনঃ পাইয়া চেতন। পুনশ্চ কৃষ্ণের গুণ করেন কীর্ত্তন।। বহুবিধ কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে। হঠাৎ হইল ভ্রম দেহে আচম্বিতে।। কৃষ্ণ যেন কুঞ্জবনে অকস্মাৎ আসি। রাধা বলি মধুস্বরে বাজালেন বাঁশী।। ব্যাকুল হইয়া যেন রাজীব

লোচন। কুঞ্জে বসে আছিছেন রাধা আগমন॥ এইরূপ ভাব ভ্রমে হইয়া উদয়। ভুলাইল শ্রীমতীর পূর্ব্ব ভাবচয়॥ কান্দিতে কান্দিতে হাসি উপজিল মুখে। কৃষ্ণ আবির্ভাব ভাবি ভাসিলেন সুখে॥ চমকিয়া কমলিনী অমনি উঠিয়া। কুঞ্জবন অভিমুখে চলেন ধাইয়া॥ সখীগণে কন তোরা আয় আয় আয়। অই শুন কৃষ্ণচন্দ্র ডাকেন আমায়॥ এত বলি পাগলিনী সমা রাধা সতী। কুঞ্জবনে চলিলেন হয়ে বেগবতী॥ দেখিয়া রাধার ভাব যত সখী-গণ। হাহাকার করি করে পশ্চাতে গমন॥ অতি বেগে কৃষ্ণপ্রিয়া কুঞ্জে প্রবেশিয়া। পড়িলেন মূর্চ্ছা হয়ে কৃষ্ণে না পাইয়া॥ সখী সবে শীঘ্র কাছে গিয়া সেইক্ষণ। শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গেতে করয়ে ব্যজন। কেহ আসি মুখে জল দেয় ত্বরাত্বরি। কেহ বা রোদন করে আবি-ষ্কার করি॥ চেতন কারণে চেষ্টা করে অনিবার। কোনমতে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ না হয় রাধার॥ অনুক্ষণ অচেতনে থাকি সুবদনী। চমকিয়া উঠিলেন পুনশ্চ আপনি॥ বৃন্দারে সুধান রাধা কই কই কই। এই যে ছিলেন কাছে ওগো প্রাণ সই॥ কত মত মম সঙ্গে করি আলা-পন। কোনখানে কালশশী হলেন গোপন॥ কহ কহ ওগো বৃন্দে কৃষ্ণনিধি কই। দেখা দিয়া কি কারণে লুকালেন সই॥ আমিত এক্ষণে কিছু করি নাহি দ্বন্দ্ব। না বলেছি তাঁরে কোন কথা ভাল মন্দ॥ কুবুজার কথাতে কিছুই বলি নাই। তিনি যাহা বলিলেন শুনিলাম তাই॥ তবে কেন অদেখা হলেন আরবার। কই কই প্রাণ সই শ্রীকৃষ্ণ আমার॥ এইরূপে কত কথা কন কমলিনী। বৃন্দা কহে রাধে কি হইলে পাগলিনী॥ কোথা প্যারি কৃষ্ণ তব তুমি বা কোথায়। নিতান্ত হারালে জ্ঞান হায় হায় হায়॥ কি করিব কি হইবে কোথা চক্রপাণি। এত বলি কান্দে বৃন্দা ভাসে কর হানি॥ রাধা কন কেন সখি কহিলে এমন। এই যে ছিলেন নাথ নিকটে এখন॥ কেন কেন তোমরা কি দেখ নাহি তায়। এই মাত্র লুকালেন তুষিয়া আমায়॥ ইহা বলি হরিপ্রিয়া উঠি সেই ক্ষণ। হরি অন্বেষিয়া বনে করেন ভ্রমণ॥ হরিণের হেতু ব্যস্ত

হরিণী যেমন। হরিশোকে হরিপ্রিয়া ভ্রমেণ তেমন॥ সম্মুখে দেখেন যত বৃক্ষ লতা ফুল। সবারে সুধান কথা হয়ে সমাকুল॥ মাধবীলতার কাছে কহেন কান্দিয়া। তুমি গো মাধবি বট মাধবের প্রিয়া॥ কোথা গেল প্রাণকান্ত কহ গো সংবাদ। জানিয়া স্বপত্নী ভাব না কর বিবাদ॥ আমি গো তোমার কাছে করি কৃতাঞ্জলি। তৃপ্ত কর মাধবের সমাচার বলি॥ মাধবীর কাছে যদি উত্তর না পান। কৃষ্ণকেলি কাছে গিয়া কান্দিয়া সুধান॥ কৃষ্ণনামে হয় তব নাম আদ্য মূলে। অবশ্য জানহ তুমি কৃষ্ণের আমূল॥ কুবুজা ত্যজিয়া কান্ত এখনি আসিয়া। কুঞ্জবনে বহুবিধ আমারে তুষিয়া॥ পুনর্ব্বার হইলেন অদেখা এখন। কহ কহ কৃষ্ণকেলি কোথা কৃষ্ণধন॥ কৃষ্ণশোকে কৃষ্ণকান্তা হয়ে হত জ্ঞান। কার সঙ্গে কন কথা নাহি সন্নিধান॥ কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমেণ সত্বর। যারে তারে জিজ্ঞাসেন হইয়া কাতর॥ বৃক্ষ লতা ফুলে কথা কহিতে না পারে। জানিয়াও বিধুমুখী সুধান্ সবারে॥ অশোক বৃক্ষেরে ধরি দেন আলিঙ্গন। আর কত খেদ করে কহেন বচন॥ পূর্ব্বেতে তোমার নাম আছিল অশোক। বন্ধুর বিচ্ছেদে বুঝি হয়েছে সশোক॥ নহে কেন আলিঙ্গন করিয়া তোমায়। দ্বিগুণ বাড়িল শোক আসিয়া আমায়॥ অশোক সম্ভাষি প্যারী শীঘ্রগতি যান॥ কদম্বের কাছে গিয়া কাতরে সুধানে॥ তথাহৈতে ত্রস্ত গিয়া বকুলের তলে। বকুল মুকুলে হেরি ভাষি চক্ষুজলে॥ পশু পক্ষী জন্তু আদি যারে দেখা পান। সকাতরে সুধামুখী সবারে সুধান॥ সখিরা সকলে তার পিছে পিছে ধায়। কেহ নাহি বুঝাইতে পারয়ে কথায়॥ এমনি বেগেতে যান ধরিতে না পারে। কি প্রকারে সখীগণ বুঝাইবে তাঁরে॥ ময়ূরে দেখিয়া ধনী সুধান তাহায়। যে জন তোমার পুচ্ছ ধরেন মাথায়॥ তাঁরে কি দেখেছ শিখি সত্য করে কও। তুমি তাঁর এক জন প্রিয় বন্ধু হও॥ সিংহে দেখি সমাহ্বান করিয়া সত্বরে। সুধান সরোজনেত্রা নেত্রে জল ঝরে॥ ওহে সিংহ তব এক নাম বটে হরি। তুমি কি

দেখেছ মম প্রাণকান্ত হরি ॥ নামে নামে এক হলে মিতা বলি মানে। মিতার সংবাদ মিতা অবশ্যই জানে ॥ করি হেরি কমলিনী করেন জিজ্ঞাসা। তুমি কি দেখেছ কান্তে কহ সত্য ভাষা ॥ শুনিয়াছি মথুরায় হইয়া রাজন। করি পৃষ্ঠে আরোহিয়া করেন ভ্রমণ ॥ বরাহেরে দেখি জিজ্ঞাসেন বরাননী। তুমিত জানিতে পার যথা গুণমণি ॥ যেই হেতু পূর্ব্বকালে তব রূপ ধরে। ধরা উদ্ধারেন নামি জলের ভিতরে ॥ অতএব তুমি যদি দেখে থাক। তায়। বলে দিয়া তত্ত্ব কথা বাঁচাও আমায় ॥ হরিশোকে হরিপ্রিয়া হয়ে পাগলিনী। এই রূপে যথা তথা কহিয়া কাহিনী ॥ অনুক্ষণ বনে বনে করিয়া ভ্রমণ। অপরেতে সরোবরে উপস্থিত হন ॥ তথা দেখি প্রস্ফুটিত অমল কমল। রাধার কমল চক্ষে ঝরয়ে কমল ॥ কমলিনী সম্ভাষিয়া কমলিনী কন ॥ কহ দেখি কোথা সেই কমল লোচন ॥ অষ্টাঙ্গে ধরেন যিনি তব অবয়ব। কহ কহ কমলিনী কোথা সে কেশব ॥ যদি বল পদ্মপ্রায় অষ্ট অঙ্গকার। বুঝাইয়া কহি তাহা শুন সমাচার ॥ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের প্রধান আখ্যান। অষ্ট অঙ্গ পদ্মাকার আছে বিদ্যমান ॥ পদ্ম সম মুখ তার দুই চক্ষু পদ্ম। পদ্ম দুই কর দুই পদ পদ্ম সদ্ম ॥ নাভি পদ্ম নিয়া দেখ পদ্ম অষ্ট অঙ্গ। সর্ব্বদা তোমারেনিয়া তাহার প্রসঙ্গ ॥ অতএব তুমি তাঁর জানহ সন্ধান। দেখাইয়া পদ্মনাভে রক্ষা কর প্রাণ ॥ এইরূপে পদ্মমুখী পদ্মেরে কহিয়া। কালিন্দীর অভিমুখে চলেন ধাইয়া ॥ যে হ্রদে করেন হরি কালীয় দমন। তার তীরে ত্বরা ত্বরি করেন গমন ॥ বিষম তরঙ্গ তার দরশন করি। মূর্চ্ছা হয়ে পড়িলেন তটের উপরি ॥ এমতি হইল ভ্রম মনোমধ্যে তাঁর। যেন হ্রদে ডুবিলেন শ্রীকৃষ্ণ আবার ॥ ক্ষণকাল মূর্চ্ছাগত তথায় থাকিয়া। পুনরায় উঠিলেন ভ্রমে চমকিয়া ॥ সখীগণে সম্বোধিয়া ভ্রম কথা কন। শিশুরাম দাসে ভাবে ভাবোন্মাদ মন ॥

অথ ভ্রমবশতঃ শ্রীমতী কালীয় হ্রদের তীরে পতিতা হইয়া রোদন করেন।

পয়ার। ভ্রম আসি যার দেহে করে আবির্ভাব। ভুলাইয়া দেয় তারে যথার্থ যে ভাব॥ মিথ্যারে জানায় সত্য সত্যে মিথ্যাকার। ভ্রমেরে করিতে জয় সাধ্য নাহি কার॥ দেব নর মুনি ঋষি চরাচর যত। যখন ধরয়ে ভ্রম হরে জ্ঞান হত॥ ভ্রমে ভুলে ভোলানাথ ভিক্ষারি সমান। কুচনীর বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করি খান॥ ভ্রমে ভুলে বধি যিনি জ্ঞান হারাইয়া। শ্রীকৃষ্ণে সামান্য শিশু মনেতে ভাবিয়া॥ গোবৎস বালক তাঁর করেন হরণ। ভ্রমে ভুলে ইন্দ্র ব্রজে করেন বর্ষণ॥ ঈশ্বরেতে অনীশ্বর ভ্রমে বোধ হয়। অনীশ্বরে ঈশ্বরতা করায় প্রত্যয়॥ মহাজ্ঞানী মহাজন আছেন যাঁহারা। হইয়া ভ্রমের বশ ভুলেন তাঁহারা॥ আদ্যাশক্তি রাধা যিনি শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী। ভ্রমবশে মোহ প্রাপ্তা হইলেন তিনি॥ এই দহে কমলিনী অধৈর্য্য হইয়া। সখীগণে ডাকি কন কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ওগো সখি এই মাত্র শ্রীহরি আমার। ডুবিলেন কালিন্দীর জলেতে আবার॥ দেখেছ কি না দেখছ বলিতে না পারি। বৃক্ষ হৈতে জলে ঝাপ দিলেন মুরারি॥ ওগো বৃন্দে নন্দালয়ে সমাচার দিয়া। যশোদা নন্দেরে শীঘ্র আনহ ডাকিয়া॥ ডাকিয়া আনহ যত রাখালের মায়। বলদেব মহাশয়ে ডাকহ ত্বরায়॥ ডাক ডাক কৃষ্ণপ্রিয় আছে যতজন। সকলে একত্রে মিলে করুক রোদন॥ রাখালেরা কোথা গেল ডাক সর্ব্বজনে। আসিয়া কান্দুক তারা কৃষ্ণের কারণে॥ আর যত নগরেতে আছয়ে নাগরী। আসিয়া কান্দুক তারা উচ্চ ধনি করি॥ তুমি কান্দ আমি কান্দি কান্দুক গোপিনী। ষোড়শ সহস্র অষ্ট আমার সঙ্গিনী॥ সবে মিলে উচ্চৈঃস্বরে করিলে রোদন। জলে হৈতে উঠিবেন শ্রীকৃষ্ণ এখন॥ বিশেষত যশোদার রোদন শুনিয়া। অবশ্যই আসিবেন সুশীঘ্র উঠিয়া॥ জলের শব্দেতে যদি কৃষ্ণ

থাকে কাণ। রোদনের রোল যদি না শুনিতে পান॥ তবে তুমি ইথে আশু করহ উপায়। বলদেবে বল তিনি ডাকুন শিঙ্গায়॥ তাঁহার শিঙ্গার শব্দে পুরে ত্রিভুবন। কিবা জলে কিবা স্থলে শুনে সর্ব্বজন॥ প্রবল শিঙ্গার স্বনেজানিবেন সব। এখনি আসিয়া দেখা দিবেন কেশব। বল বল বল সখি বলদেবে বল। ব্রজবাসীদের দুঃখ ঘুচুক সকল॥ এত বলি ক্ষণকাল মৌন হয়ে রন। পুনশ্চ তটস্থ হয়ে চমকিয়া কন॥ ওগো সখি এখনো না উঠিলেন হরি। বোধ হয় কালিয়া বা রাখিলেক ধরি॥ পূর্ব্বরাগে কালসর্প যোটাইয়া দল। যুদ্ধ বা করিছে দুষ্ট এবার প্রবল॥ মরি মরি দংশন করিছে কত গায়। কি হইবে ওগো সখি হায় হায়॥ আবার বলেন সখি কৃষ্ণেরে কে পারে। কে আছে এমন বীর এ তিন সংসারে॥ বিশেষতঃ সর্পে হবে কি ভয় তাঁহার। রূপান্তরে ক্ষীরোদেতে শেষ শয্যা যাঁর॥ বোধ হয় কালিয়ের যত নারীগণ। কালিয়ের দমনেতে হয়ে দুঃখ মন॥ পূর্ব্ব মত শ্রীকৃষ্ণের ধরিয়া চরণ। ভিক্ষা করি লইতেছে কালীয় জীবন॥ আর তারা বহুবিধ দ্রব্য আদি দিয়া। পূজিতেছে কৃষ্ণপদ বিনত হইয়া॥ তাদের আদরে কৃষ্ণ আদরিত হয়ে। করিছেন সুবিশ্রাম সেই খানে রয়ে॥ ইহা বলি কন পুনঃ এ কথাও নয়। খলের ভবনে তাঁর বিশ্রাম না হয়॥ নিতান্তই যুদ্ধ সখি হতেছে তথায়। কি হইবে ওগো সখি মরি প্রাণ যায়॥ আর না থাকিতে আপনি পারি এই স্থান। এতবলি জলমধ্যে ঝাঁপ দিতে যান। ভালে কর হানি বৃন্দা ধেয়ে গিয়ে ধরে। কি করিলে রাধে বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ ওগো রাধে একেবারে হলি পাগলিনী। আমি ক্ষেপিলি আর ক্ষেপালি সঙ্গিনী॥ কোথা তব কালাচাঁদ কালিয় কোথায়। কেবল রোদন কর পাগলিনী প্রায়॥ চল চল গৃহে চল ধৈর্য্য ধর মনে। কিছু দিন পরে কৃষ্ণে পাবে নিকেতনে॥ সে কথায় কৃষ্ণ প্রিয়া নাহি দেন মন। কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন॥ তবে বৃন্দা সহচরী ধরি তাঁর কর। গৃহ অভিমুখে চলে

হইয়া সত্বর । সখী সঙ্গে সুবদনী যাইতে ভবন । পথিমধ্যে দেখি-লেন গিরি গোবৰ্দ্ধন ॥ গোবৰ্দ্ধনে হেরি প্যারী ধেয়ে গিয়া তথা । কান্দিয়া কান্দিয়া কন শ্রীকৃষ্ণের কথা ॥ গিরিবরে সম্বোধিয়া কহেন বচন । শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন ॥

অথ গোবৰ্দ্ধন পৰ্ব্বতের নিকটে শ্রীমতী রোদন করেন ।

ত্রিপদী । গোবৰ্দ্ধন গিরিবরে, হেরি প্যারী সকাতরে, কান্দি কন কিঞ্চিৎ বচন । শুন শুন গিরিবর তুমিকৃষ্ণ প্রিয়তর, কৃষ্ণ তব হন প্রিয়জন ॥ তুমি জান তার মন, তোমাতে তাহার মন, তমু মন বিভিন্নতা নাই । তুমিও পাষাণ কায়, তিনিও পাষাণ প্রায়, এই হেতু তোমারে সুধাই ॥ ইন্দ্রপূজা নিবারিয়া, তব পূজা প্রচারিয়া, বাড়ালেন তোমার সম্মান । তাহে ইন্দ্র করি কোপ, করিবারে ব্রজলোপ, ব্রজহাতে হৈলা বিদ্যমান ॥ পব-নেরেডাকাইয়া, চারি মেঘে আজ্ঞাদিয়া, ঘন বৃষ্টি করেন বর্ষণ । সঘনে বহান বাত, ঘন ঘন বজ্রাঘাত, নিজ হাতে করেন তখন ॥ দেখি কৃষ্ণ মতিমান, তোমারে ধরিয়া টান দিয়া নিয়া ছত্রা-কার করি । তব মান বাড়াইতে, ব্রজপুর বাঁচাইতে, রাখিলেন বাম হাতে ধরি ॥ সপ্তদিন দিবা নিশি, প্রকাশ না পায় দিশি, সূর্য্য শশী দর্শন না হয় । সর্ব্বক্ষণ ঝড় বৃষ্টি, তবে যে হইল দৃষ্টি, কৃষ্ণ তেজে আলো ব্রজময় । ব্রজের যতেক লোক, না পাইল কোন শোক, জানি ইন্দ্র ভয় পেয়ে মনে । ঝড় বৃষ্টি নিবারিয়া, কৃষ্ণপদে পূজাদিয়া, অবশেষে গেলেন ভবনে ॥ সেই এই ব্রজভূমি, সেই আমি সেই তুমি, সেই গোপ গোপী সমুদয় । সকলেই আছে প্রাণে, তবে কেন এই স্থানে, কৃষ্ণচন্দ্র হলেন নির্দয় ॥ কহ কহ গিরিবর, তুমি তার প্রিয়তর, তব সম তাহার হৃদয় । নহে কেন হানি বাজ, করিবেন হেন কায, নারী বধে

না করিয়া ভয়॥ গিরি তোরে ধিক২, তো হতে অধিক্ ধিক্, শত ধিক্ তোর গিরিধরে। তা হতে অধিক ধিক্, সহস্র সহস্র ধিক্, আমার পাষাণ কলেবরে॥ বিদীর্ণ না হলো দেহ, এখনো প্রাণেতে স্নেহ, কি কঠিন হায় হায় হায়। এত বলি হরিপ্রিয়া, আপনারে ধিক দিয়া, মস্তক ভাঙ্গিতে চান তায়॥ কৃষ্ণশোক হৃদে গাঁথা, পাষাণে কোটেন মাথা, নিজ প্রাণ চান বিনাশিতে। সখীরা যতেক ছিল, শব্দ শুনি চমকিল, ধেয়ে গিয়া ধরিল ত্বরিতে॥ বৃন্দা বলে ব্রজেশ্বরী, ক্ষমা দেহ পায়ে ধরি, ধৈর্য্য ধরি কিছুদিন রও। না ঘুচাও লজ্জা মান, না নাশ আপন প্রাণ, পাবে হরি উতলা না হও॥ এইরূপে সখীগণ, বুঝাইয়া অনুক্ষণ, সুশীতল জল মুখে দিয়া। ধর-ধরি করি তাঁয়, নিবাসেতে নিয়া যায়, শিশু কান্দে সে ভাব দেখিয়া॥

অথ শ্রীমতীর নিবাসে আসিয়া স্বপ্ন সন্দর্শন ও পুনঃ পুনঃ রোদন।

পয়ার। নিবাসে আসিয়া রাধা সহ সখীগণ। করিলেন সুধামুখী ভূমীতে শয়ন॥ অনুক্ষণ মৌনহয়ে শয়নে থাকিয়া। পুনরপি কন কথা উঠি চমকিয়া॥ ওগো সখি স্বপ্নে আমি দেখি-লাম যাহা। বিবরিয়া কহি তোমাদের কাছে তাহা। শুনশুন সখি-গণ হয়ে একমন। পাগলিনী ভাবি নাহি হও অন্যমন॥ কৃষ্ণ যেন মথুরা হইতে ব্রজে আসি। কহিছেন কাছে বসি কথা হাসি হাসি॥ তোমারে ছাড়িয়া আমি মধুপূরে গিয়ে। এক দণ্ড সুখে তথা না ছিলাম প্রিয়ে॥ তবে যে বিলম্ব এত শুন সে কারণ। কংস রাজে করিলাম প্রথমে নিধন॥ বসুদেব দেবকীরে মুক্ত করি দিয়া। তার পরে উগ্রসেনে রাজ্য সমর্পিয়া॥ বিদ্যা শিক্ষা হেতু গিয়া অবন্তীনগরে। আছিলাম কিছুদিন সান্দিপনী ঘরে॥

তথা এক বন্ধুলাভ হয়েছে আমার। সুদামা নামেতে শান্ত দ্বিজের কুমার॥ শয়নে ভোজনে থাকি একত্রে দুজনে। রাত্রিদিন তব কথা সুদামার সনে॥ গুরু কাছে পঠি পাঠ তাহে নাহি মন। কেবল তোমারে চিত্তে চিন্তি সর্ব্বক্ষণ॥ কিছু দিন এই ভাবে তথায় থাকিয়া। আসিবারে চাহি বিদ্যা শিক্ষা সমাপিয়া। গুরু গুরুপত্নী দোঁহে হইয়া মিলন। দক্ষিণা যাচেন অতি অদ্ভুত কথন॥ মৃতপুত্রে চান দান শোকার্ত্ত হইয়া। কি করিব দিতে হৈল তাঁহারে আনিয়া॥ সংযমনীপুরে পরে করিয়া গমন। যমের নিকটে নিয়া গুরুর নন্দন॥ দক্ষিণা প্রদান করি গুরুর চরণে। তবে আমি আইলাম মথুরা ভবনে॥ মথুরার কার্য্য সব করি সমার্পণ। এক্ষণে এসেছি প্রিয়ে তোমার সদন॥ আর না যাইব আমি যমুনার পার। কহিলাম তব কাছে কথা সারোদ্ধার॥ এইরূপে কন কৃষ্ণ আমার সহিত। আমি যেন সে কথায় না পাইয়া প্রীত॥ কুবুজার কথা যেন প্রসঙ্গ করিয়া। বসিয়াছি তাঁর কাছে মানতে মজিয়া॥ কৃষ্ণ যেন সাধিছেন চরণেতে ধরি। স্বপ্নে ইহা দেখিলাম ওগো সহচরি॥ হায় হায় কেন হৈল শুভনিদ্রা ভঙ্গ। স্বপ্নে দেখা দিয়া কোথা গেলেন ত্রিভঙ্গ॥ ওরে নিদ্রা আমি তব ধরি দুটি পায়। আয় আয় মম চক্ষে পুনঃশীঘ্র আয়॥ ওরে স্বপ্ন কৃষ্ণে আনি দেখারে আবার। না ছাড়িব প্রাণকান্তে পাইলে এবার॥ ওহে কৃষ্ণ আসি তুমি স্বপ্নে দেখা দিয়া। কি কারণে পলাইলে দা-সীরে ত্যজিয়া॥ বুঝিয়াছি মানে তুমি হয়ে অপমান। ছেড়েছ আমারে কৃষ্ণ করি হতজ্ঞান॥ আর আমি মান কভু না করিব হরি। দেখা দিয়া প্রাণ রাখ নৈলে প্রাণে মরি॥ তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে নাহি সহে আর। আসিয়া দাসীরে দেখা দেহ একবার॥ শুনা আছে যে তোমারে করয়ে স্মরণ। স্মৃতি মাত্র আসি তারে দেহ দরশন॥ দিতি গর্ব্ভজাত যেই দৈত্যের প্রধান। প্রহ্লাদ নামেতে তার প্রধান সন্তান॥ তব ভক্ত সেই

শিশু জানি দৈত্যেশ্বর। করিল পীড়ন বড় তাহার উপর॥ বারম্বার দৈত্যপতি বলয়ে নন্দনে। ও নাম ছাড়িয়া শিশু ভজ অন্য জনে॥ এইরূপে বহুবিধ নিষেধ করিল। কোনমতে দৈত্যসুত তাহা না শুনিল॥ তাহাতে অধিক দৈত্য হইয়া ক্রোধিত। নন্দনে করিতে নষ্ট হইল চেষ্টিত। যখন দুরন্তাসুর মারিবারে চায়। এক মনে সেই শিশু ডাকয়ে তোমায়॥ প্রহ্লাদের ডাকে তুমি আসি সেই স্থানে। বারম্বার রক্ষা কৈলে শুনেছি পুরাণে॥ তা হতে দুরন্ত দৈত্য বিরহ তোমার। হয়েছে উদ্যত প্রাণ নাশিতে আমার॥ একারণে হয়ে অতি ভয় যুক্তমন। এক চিত্তে করিতেছি তোমায় স্মরণ॥ কাতরা হইয়া ডাকিতেছি নিরন্তর। কি কারণে রক্ষা নাহি কর মুরহর॥ অধীনির ভাগ্যে কেন হইলে নিদয়। বুঝিতে না পারি ভাব ওঁহে দয়াময়॥ তোমার বিরহ বিষে জারিল শরীর। নয়নেতে নিরন্তর বহিতেছে নীর॥ মরি মরি হরি হরি রয়েছি এখন। একবার আসি শীঘ্র দেহ দরশন॥ এত বলি কমলিনী করেন ক্রন্দন। ক্ষণে অচেতন হন ক্ষণে সচেতন॥ কখন কি কথা কন নাহি বিবেচনা। কভু হন ম্লানমুখী কভু হাস্যাননা। কেবল হলেন প্যারী পাগলিনী প্রায়। দেখি যত সখীগণ করে হায় হায়॥ এই ভাবে কিছু কাল কালের হরণ। শিশুভাষে অতঃপর করহ শ্রবণ॥

অথ শ্রীমতীর প্রবল মূর্চ্ছা ও সখীগণ কর্তৃক শুশ্রূষা।

পয়ার। কৃষ্ণভাবে কৃষ্ণকান্তা পাগলিনী হয়ে। কষ্টেতে কাটেন কাল কৃষ্ণ কথা কয়ে॥ পুনঃএক দিনপ্যারী গিয়া কুঞ্জ বন। ব্যগ্র চিত্তে চারি দিক করেন দর্শন॥ না হেরিয়া কোন দিগে কৃষ্ণ অবয়ব। কৃষ্ণ বিনা মুখে আর নাহি অন্য রব॥ হা কৃষ্ণ

কোথায় কৃষ্ণ কবে কৃষ্ণ পায়। কৃষ্ণেরে কহিতে তত্ত্ব কার কাছে যায়॥ মৌন হয়ে মনে মনে ভাবেন অপার। কে যাবে আমার হয়ে যমুনার পার॥ কে কহিবে কৃষ্ণ কাছে মম নিবেদন। কে আছে আমার হেন সুহৃদ সুজন॥ বিরলে কৃষ্ণের কাণে বিবরিয়া কয়ে। কে আনিয়ে দিবে কৃষ্ণে আমার আলয়ে॥ প্রকাশ করিয়া যদি কহে কোন কথা। তা হইলে কার্য্যসিদ্ধি না হইবে তথা॥ মধুপানে মত্ত কৃষ্ণ কুবুজা কমলে। কুবুজার প্রেম ডোর পরেছেন গলে॥ কুবুজা যদ্যপি জানে মম সমাচার। তবে তার ব্রজধামে আসা হবে ভার॥ অসিদ্ধ করিয়া গুণে গুণের সাগরে। রাখিবেক চিরদিন আপনার ঘরে॥ আমারে করিয়া দিবে একেবারে পর। পরাৎপরে ভজিবেক সুখে নিরন্তর॥ এই রূপে মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে। উঠিল গগণে কালো মেঘ আচম্বিতে॥ হেরিয়া মেঘের মূর্ত্তি হরি মনোহরা। মেঘে সম্ভাষিয়া কন হইয়া অধরা॥ ওহে মেঘ তুমি ধন্য পুণ্য করেছিলে। কলেবরে কৃষ্ণমূর্ত্তি পুণ্যেতে পাইলে॥ তোমার পুণ্যের সীমা না পাই ভাবিয়া। সর্ব্বদা রেখেছ কৃষ্ণে দেহে আকর্ষিয়া॥ বিচ্ছেদ তোমার সঙ্গে নাহি এক ক্ষণে। নাহি কেহ তব সম সাধু ত্রিভুবনে বনে॥ মুনি ঋষি আদি করে মহাজন যত। মহামন্ত্রে সুদীক্ষিত হয়ে অবিরত॥ অনশনে অনাসনে অরণ্যে থাকিয়া। না পান যাঁহার তত্ত্ব তপস্যা করিয়া। তুমি তাঁর মূর্ত্তি দেহে করেছ ধারণ। সকলের শিরোমণি তুমি মহাজন॥ শুন শুন নবঘন মম পরিচয়। পাইয়া ছিলাম আমি সে পদে আশ্রয়॥ রাখিতে না পারিলাম দাসী হয়ে তাঁর। আমা সমা অভাগিনী নাহি কেহ আর॥ এত বলি কমলিনী কান্দিয়া কান্দিয়া। পড়িলেন ভূমিতলে নয়ন মুদিয়া॥ বাহ্য জ্ঞান বিরহিত হয়ে সেইক্ষণ। হৃদিপদ্মে কৃষ্ণরূপ করেন দর্শন॥ সখীরা দেখিল সবে পড়িলেন রাই। শবের সমান দেহে বাহ্যজ্ঞান নাই॥ ভাবিয়া

প্রবল মূর্চ্ছা যত সখীগণ। শুশ্রূষা করয়ে সবে চেতন কারণ॥ কেহ আনি জল দেয় শ্রীমুখ কমলে। কেহবা বীজন করে বসন অঞ্চলে॥ কেহ আনে সুশোভিত সুশ্বেত চামর। কেহ আনে তালবৃন্ত হইয়া সত্বর॥ অঙ্গে অঙ্গে বীজন করেন সর্ব্ব-গায়। কোন মতে কোন অঙ্গ স্পন্দন না পায়॥ মহা যোগেশ্বরী রাধা আচরিয়া যোগ। কৃষ্ণরূপ সুধা হৃদে করেন সম্ভোগ॥ হইয়াছে কৃষ্ণভাবে অঙ্গ স্থির যাঁর। কেমনে স্পন্দন পাবে সখীগণ তাঁর॥ কেহ বলে আছে প্রাণে কেহ বলে নাই। কেহ বলে নাসাগ্রে নিঃশ্বাস কিছু পাই॥ তুলা ধরি ত্বরাত্বরি দেখে কোন জন। কোন জন বলে নাকে না সরে পবন॥ মৃত্যু বোধে সকলে কয়য়ে কাণা কাণি॥ বৃন্দা সখী কান্দে শোকে ভালো কর হানি। হাহা কার করি ধ্বনি পড়ে ভূমিতলে। কর্দ্দম করিল মাটি নয়নের জলে॥ করুণা করিয়া কান্দি সখী সর্ব্বজন। কার সাধ্য সে রোদন করিতে বর্ণন॥ বৃন্দা বলে ব্রজেশ্বরি শোকে প্রাণ দিলে। নিজাশ্রিতা সখীগণে কারে বিলাইলে॥ আমরা তোমার দাসী আছি বিদ্যমান। আমাদেরে ত্যজি কোথা করিলে পয়ান॥ বিশেষত মম স্থান ত্রিজগতে নাই। বিশব রূপেতে মনে জান তুমিরাই॥ তোমা বিনা আমি নাহি জানি অন্যজনে। সঁপিয়াছি মন প্রাণ তোমার চরণে॥ তুমিও আপন মুখে বলেছ আমায়। এক আত্মা সহচরি আমার তোমায়॥ এক তনু এক মন এক সদমুয়। সত্য সত্য তিন সত্ত জানিবে নিশ্চয়॥ নিজ সত্তা পরিহার করিয়া এখন। আমারে ছাড়িয়ে কোথা করিলে গমন॥ যখন যে কর্ম্ম কর আমারে তা কও। মম মত ছাড়া তুমি কখন না হও॥ একা তুমি আমা ছেড়ে না যাও কোথায়। এক্ষণে ছাড়িয়া গেলে কাহার কথায়॥ উঠ উঠ হরিণাক্ষি এক বার চাও। চন্দ্রমুখে কথা কয়ে জীবন জুড়াও॥ এই রূপে কান্দে বৃন্দা অনুনয় করি। অবনী লোটায়ে কান্দে যত সহচরী॥ রাধা শোকে স্থির চিত্ত নহে কোনজনে॥ বৃক্ষোপরে

কান্দে পক্ষী পশু কান্দে বনে ॥ সে সময়ে সুচিত্রা নিকটে নাহি ছিল। ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি ধাইয়া আইল ॥ নিকটে আসিয়া সখী দেখিল চাহিয়া। কান্দিতেছে সখীগণ সকলে মোহিয়া ॥ বিশেষতঃ বৃন্দা কান্দে দেখি হৈল ভয়। মনে ভাবে কি হইল সামান্যত নয় ॥ তবে সখী শীঘ্রগতি আসি সেই স্থান। দেখিল পড়িয়া রাধা মুদিয়া নয়ান ॥ মূর্চ্ছিতা দেখিয়া মৃত্যু অনুমান করি। কান্দিতেছে ভূমি লুঠি যত সহচরী ॥ তাহা দেখি সুচিত্রা আসিয়া ত্বরা করি। বৃন্দারে তুলিল শীঘ্র দুই করে ধরি ॥ সুচিত্রা বলিল বৃন্দা একি তব ভুল। কেন তব হইয়াছে এত বুদ্ধি স্থূল ॥ কি কারণে কান্দিতেছ কহ সমাচার। মৃত্যু অনুমান বুঝি করেছ রাধার ॥ যে রাধা জগত কর্ত্রী মৃত্যু যার দাস। তাহার মরণ চিন্তা একি সর্ব্বনাশ ॥ স্থির হও সহচরি শুনহ বচন। চাহিয়া দেখহ তুমি রাধার লক্ষণ ॥ মৃত্যু চিহ্ন শরীরেতে হইয়াছে কই। কি কারণে এত ভুল হৈল তব সই ॥ কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণপ্রিয়া হৃদে কৃষ্ণে ভাবে। হারায়েছে বাহ্যজ্ঞান চেয়ে দেখ ভাবে ॥ স্থির হও সখী সবে না কর রোদন। ক্ষণেক বিলম্বে রাধা পাবেন চেতন ॥ সুচিত্রার বচনেতে বৃন্দা সহচরী। রাধা দেহ অনুক্ষণ নিরীক্ষণ করি ॥ রোদন সম্বরি আসি নিকটে আবার। শুশ্রূষা করয়ে পুনঃ চেতনে রাধার ॥ বাহু পশারিয়া বৃন্দা রাধারে ধরিয়া। সুশীতল শয্যা পরে রাখে শোয়াইয়া ॥ চৌদিগে ঘেরিয়া বৈসে যত সখীগণ। অপারে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥ রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে শিশু-রাম দাসে। রাধাকৃষ্ণ গুণ গান অনিবার ভাষে ॥

অথ চন্দ্রাবলীর নিকটে শ্রীমতীরাধার অপ্রকট সংবাদ।

পয়ার। চন্দ্রভানু সুতা চন্দ্রা সুচারু অঙ্গিনী। পূর্ব্বেতে ছিলেন যিনি রাধার সঙ্গিনী ॥ গোপনেতে কৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া বিহার। হইয়াছে রাধা সঙ্গে সাপত্নতা যাঁর ॥ কি দিব তুলনা তিনি অতুলন

অতি। তুল্যা তাঁর রূপে গুণে দেবী সরস্বতী।। শুভ্র দ্রব্যে সদা রুচি শুভ্র বাস পরা। শুভ্র সরোরুহাসনা শুভ্র বীণা ধরা। শুভ্র কর কলেবরেকৃষ্ণ মনোরমা। সঙ্গীত নিপুণা সাধ্বী সবার উত্তমা।। সহস্র সখীতে সদা সুখ সেব্যমানা। অষ্ট সখী তার মধ্যে বিশেষ প্রধানা।। বৃন্দা আদি অষ্ট জন রাধার যেমন। পদ্মা আদি অষ্ট হয় তাঁহার তেমন।। পদ্মা, পদ্মাবতী পদ্মমালিনী, পদ্মিনী। পদ্মপ্রিয়া, পদ্মমুখী পদ্মবিলাসিনী।। পদ্ম নেত্রা, নিয়া অষ্ট প্রাধান্যে গণন। অন্য সখী নাম কত করিব বর্ণন।। সহস্র সখীতে সদা সেবা করে তাঁর। এক্ষণেতে শুন কিছু কথা সবিস্তার।। কোন এক প্রিয় সখী পুষ্প অন্বেষণে। গিয়াছিল একাকিনী অদূর কাননে।। আসিতে আসিতে রাধাকুঞ্জ সন্নিধানে। ক্রন্দনের শব্দ সখী শুনিলেক কাণে॥ ধীরে ধীরে গিয়া বৃক্ষ আড়েতে থাকিয়া। রাধার কুঞ্জের দ্বারে দেখে নিরক্ষিয়া।। কান্দিতেছে বৃন্দা আদি হইয়া অস্থির। আচম্বিতে তিরোভাব বলিয়া প্যারীর।। অধরা হইয়া কান্দে পড়ি ধরাতলে। হাহা রাধা কি করিলে মুখে এই বলে॥এই শব্দ শুনি তার হর্ষ হৈল মন। তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ।। ভাবিল রাধার সঙ্গে অভাব চন্দ্রার। রাধার অভাবে হবে হর্ষ মন তার।। আমি গিয়া দিলে তার এই সমাচার। আহ্লাদে আমারে দিবে বহু ব্যবহার।। অশন বসন দিবে অনেক ভূষণ। অধিকন্তু কহিবেক প্রণয় বচন॥ প্রাধান্যেতে গণ্যা অদ্য করিবে আমায়। এত ভাবি তথা হৈতে হর্ষ মনে ধায়॥ চন্দ্রার নিকটে শীঘ্র দিতে সমাচার। অবিলম্বে উত্তরিল আসিয়া আগার।। সে সময়ে চন্দ্রাবলী সুনির্জ্জন স্থানে। করিছেন কৃষ্ণগুণ গান বীণা তানে।। কৃষ্ণ বিরহেতে মনে আছেন অস্থির। বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে নয়নেতে নীর॥ এমন সময়ে সখী সম্মুখেতে যায়। জিজ্ঞাসেন চন্দ্রাবলী দেখিয়া তাহায়।। কহসখি কোন খানে করেছিলে গতি। কি কারণে দেখিতেছি এত হর্ষমতি।। কি ভাবে এ ভাব অদ্য দেখি গো তোমার। পেয়েছ কি শ্রীকৃষ্ণের কোন

সমাচার॥ কহ কহ শীঘ্র কহ কুশল বচন। কহিয়া কৃষ্ণের কথা জুড়াও জীবন॥ এত যদি চন্দ্রাবলী সখী প্রতি কয়। সখী বলে ঠাকুরাণী কৃষ্ণ কথা নয়॥ তবে যে কুশল কথা কহি তব স্থান। রাধা নাম হৈল অদ্য ব্রজে তিরোধান॥ তোমারে শত্রুতা ভাব করিতেন যিনি। কৃষ্ণশোকে কলেবর ত্যজিলেন তিনি॥ যেই মাত্র সেই সখী একথা কহিল। শ্রবণেতে চন্দ্রাবলী মূর্চ্ছিতা হইল॥ খসিল হাতের বীণা ভাসে চক্ষু জলে। আছাড় খাইয়া ধনী পড়ে ধরাতলে॥ মূর্চ্ছা হয়ে ধরাসনে থাকি অনুক্ষণ। অপরে উঠিয়া করে অনেক রোদন॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে করে হাহা-কার। কপালে কঙ্কণ ঘন হানে আপনার॥ যে সখী আসিয়া অগ্রে শুনাইয়াছিল। দেখিয়া চন্দ্রার ভাব অবাক হইল॥ অনু-ক্ষণ মৌন হয়ে থাকি সহচরী। পুনশ্চ বলয়ে কথা কর যোড় করি॥ কেন কেন ঠাকুরাণী হইলে এমন। সুখে হৈল শোকোদয় না বুঝি কারণ॥ রাধা যদি অপ্রকট হলেন এখন। প্রস্ফুটিত হৈলাতব সুখ পুষ্পবন॥ এক্ষণে আইলে হরি অবিরোধে রয়ে। স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জিবে সুখ একাকিনী লয়ে॥ রাধা হেতু কৃষ্ণে তুমি না পেতে তখন। ভেবে দেখ কত সুখ পাইবে এখন॥ চন্দ্রা বলে অভা-গিনী কোন বুদ্ধি নাই। নির্ব্বিরোধে কৃষ্ণে পাব ভাবিয়াছ তাই॥ রাধা যদি ছাড়িলেন এই বৃন্দাবন। তবে আর কিসে কৃষ্ণে পাব দরশন॥ রাধা হেতু আশা ছিল আসিবেন হরি। ভাঙ্গিল আশার বাসা ওগো সহচরি॥ রাধা প্রেমে বাঁধা কৃষ্ণ জানিবে নিশ্চয়। রাধার কারণে হন গোকুলে উদয়॥ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা আধার সবার। জগতে যতেক বস্তু আধেয় তাঁহার॥ রাধা হীন ব্রজে নাহি আসিবেন হরি। কহিলাম সার কথা সুনিশ্চয় করি॥ কোথা মম পদ্ম আদি প্রিয়সখীগণ। শীঘ্রগতি ডাকি সবে আনহ এখন॥ অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দেহত সত্বর। প্রবেশ করিব আমি তাহার ভিতর॥ আর না রাখিব দেহ কহিলাম সার। এখনি মরিয়া যাব নিকটে রাধার॥ এতবলি চন্দ্রাবলী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। শব্দ শুনি

সখীগণ আইল সত্বরে॥ আইল যে সখীগণ যে যেখানে ছিল। দেখিয়া শুনিয়া কথা অবাক হইল॥ পদ্মা আদি অষ্ট সখী নিকটে আসিয়া। বসাইল কোলে তুলে চন্দ্রারে ধরিয়া॥ সুশীতল জল মুখে করয়ে সিঞ্চন। সুশ্বেত চামরে কেহ করয়ে ব্যজন॥ বুঝাইয়া বলে পদ্মা ধরিয়া চরণ। রোদন সম্বরি দেবি শুনগো বচন॥ অবোধিনী সখী বাক্য করি অবধান। অবোধিনী হয়ে কান্দ অতি অবিধান॥ সকল বিদ্যার হও তুমি অধিষ্ঠাত্রী। সকল জ্ঞানের তুমি আছ এক পাত্রী॥ তুমি যারে দেহ দেবি বিদ্যা জ্ঞান দান। সেই জন ত্রিভুবনে জ্ঞানী সুবিদ্বান॥ সর্ব্ব জ্ঞান তোমাতে আছয়ে অনুক্ষণ। জ্ঞান হীনা সমা কেন করিছ রোদন॥ অর্ব্বাচীনা বুদ্ধি হীনা সখীর বচনে। রাধার মরণ তুমি ভাবিলে কেমনে॥ শুনিয়া লোকের মুখে কাকে নিল কাণ। কাণে হাত না দিয়া পশ্চাতে ধাবমান। আপনি এমন হলে কে বুঝাবে আর॥ আমিগো তোমার দাসী সাধ্য কি আমার॥ এক নিবেদন আমি করিগো চরণে। সকলে মিলিয়া চল যাই কুঞ্জবনে॥ দেখি চল কি ভাবে আছেন ব্রজেশ্বরী। পরেতে করিব কর্ম্ম বিবেচনা করি॥ রাধা আর তুমি যদি যাও পরিহরি। আমরা থাকিব ব্রজে কি আশ্রয় করি॥ তোমাদের মৃত্যু হলে মরিবে অনেক। না রাখিব আমরাও এ দেহ ক্ষণেক॥ এমন ঘটনা দেবি ঘটিবে যখন। যমুনা জীবনে গিয়া ত্যজিব জীবন॥ সকলে ত্যজিব প্রাণ কি ভাবনা তায়। চল আগে যাই দেখি কুঞ্জেতে রাধায়॥ পদ্মা অতি ধীরা সখী ধীরে ধীরে বলে। তথাপিও চন্দ্রাবলী ভাসে চক্ষু জলে॥ বহুবিধ রোদন করিয়া বহুবার। পদ্মার মন্ত্রণা পরে করিল স্বীকার॥ চন্দ্রা বলে চল তবে যত সহচরী। আগে গিয়া শ্রীমতীকে দরশন করি॥ তাঁর অমঙ্গল কথা সত্য যদি হয়। ফিরে ঘরে না আসিব কহিগো নিশ্চয়॥ এত বলি চন্দ্রাবলী কান্দিতে কান্দিতে। সখী সঙ্গে চলিলেন রাধারে দেখিতে॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন। যে রূপে পথেতে গতি চন্দ্রার তখন॥

অথ চন্দ্রাবলী সখী সমভিব্যাহারে শ্রীমতীর কুঞ্জাভিমুখে গমন করেন।

ত্রিপদী। শোকার্ত্তা মলিন বেশা, ম্লান মুখী মুক্তকেশা, চক্ষু জলে বক্ষ ভেসে যায়। মরাল গমনে চলে, মুখে রাধা রাধা বলে, কুঞ্জবন অভিমুখে ধায় ॥ সঙ্গেতে সহস্র সই, বলে কুঞ্জ কই কই, কই সেই রাধা বিনোদিনী। কতক্ষণে কুঞ্জে যাব, রাধার কি দেখা পাব, বল বল ও সব সঙ্গিনী ॥ বল পদ্মা সহচরি, পূর্ব্ব রাগ পরিহরি, মম সঙ্গে কবেন কি কথা। চল চল শীঘ্র চল, আমারে লইয়া চল, আছেন সে কমলিনী যথা ॥ যদ্যপি দেখিতে পাই, যদি কথা কন রাই, সখি বলি করি সম্ভাষণ। তবেত রাখিব দেহ, ফিরিয়া আসিব গেহ, নহিলে মরিব সেইক্ষণ ॥ কত কথা মুখে কয়, অন্তর সুস্থির নয়, চলে ধনী পাগলিনী প্রায়। কভু আগে বেগে ধায়, কখন পশ্চাতে চায়, সর্ব্বদা করয়ে হায় হায় ॥ সখিরা সঙ্গেতে চলে, বুঝাইয়া কত বলে, কোন মতে নাহি মানে স্থির। স্মৃতি পথে রাধা আনি, সম্ভাষিয়া বলে বাণী, চক্ষুকোণে স্রোতে বহে নীর ॥ বলে রাধে কি করিলে, কি কারণে ভাসাইলে, সাধের এসুখ বৃন্দাবন। না করিয়া কেন স্নেহ, ত্যজিলে আপন দেহ, বিলাইলে কারে কৃষ্ণধন ॥ তোমার কারণে হরি, গোকুলেতে অবতরি, বসালেন প্রেমের বাজার। এ তব কেমন নাট, ভাঙ্গিলে প্রেমের হাট, মুখ না চাহিলে তুমি তাঁর ॥ তুমি ছিলে ছিল আশ, আসিবেন শ্রীনিবাস, ওগো রাধে এ ব্রজ নগরী। বিনাশিয়া সেই আশা, ভাঙ্গিলে ব্রজের বাসা, এক্ষণে আমরা কিবা করি ॥ তব প্রেমে বাঁধা শ্যাম, তব নামে গাঁথা নাম, তব সমা কেহ তাঁর নাই। তব হেতু বংশীধারী, তব হেতু গিরিধারী, তব হেতু চরালেন গাই ॥ বাঁশীতে পূরিয়া তান, তব প্রেম গুণ গান, সর্ব্বদা করেন নিজ মুখে। তব নামে বাঁশী সাধা, সদা কন রাধা রাধা, ভাস মান তব প্রেম সুখে ॥ বলেছেন সে ত্রিভঙ্গ, রাধা তাঁর অর্দ্ধ

অঙ্গ, ব্রজে ইহা জানয়ে সবাই। শ্রীমুখের এই বাণী, জ্ঞানমতে আমি জানি, তোমাতে তাহাতে ভেদ নাই॥ এইরূপে চন্দ্রাবলী, নানা কথা মুখে বলি, রাধাশোকে হইয়া বিমান। রাধার নিকুঞ্জ-বনে সহচরীগণ সনে, কান্দি কান্দি চলেন যখন॥ থাকি কুঞ্জ অন্তরালে, নিরখিয়া সেইকালে, রাধার সঙ্গিনী কোন জন। না জানিয়া বিবরণ, হইয়া বিষণ্ন মন ললিতারে করে নিবেদন॥ ওগো সখী শুন বলি, আসিতেছে চন্দ্রাবলী, সহস্র সঙ্গিনী সহকারে। সঙ্গিনীর কলধ্বনি, শুন শুন শুন ধনী, বোধ হয় রঙ্গ বঞ্চিবারে॥ অকুশল শুনিয়াছে, তাহে তুষ্ট হইয়াছে, দেখিতে আসিছে বুঝি তাই। ও সজনি অসময়, শত্রু আসা ভাল নয়, অচেতনে আছেন যে রাই॥ শুনিয়া সখির কথা, ললিতা কোপিতা তথা, বিবেচনা না করিয়া মনে। শিশুরাম দাসে কয়, ললিতা সামান্যা নয়, দুর্গা রূপা কৈলাস ভবনে॥

যথা রাধা তন্ত্রে।

যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।

কৈলাসেতে দুর্গা যিনি, ব্রজেতে ললিতা তিনি, ললিতা রাধাতে ভেদ নাই। এক আত্মা এক মন, রূপ ভেদে দরশন, যে ললিতা সেই জান রাই॥

অথ চন্দ্রাবলীর আগমন শ্রবণে ললিতার কোপ
ও শ্রীমতীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ।

পয়ার। চন্দ্রাবলী আসিতেছে করিয়া শ্রবণ। ললিতার হৈল মনে কোপ সন্দীপন॥ রাধার প্রবল মোহে আছিল অস্থির। একারণে বিবেচনা না হইলে স্থির॥ শ্রীমতীর সঙ্গে যার শাত্রবত্ব আছে। অসময়ে কি কারণে আসিতেছে কাছে॥ মুখে তার মধু

মাথা মন ক্ষুরধার। চিরকাল করিয়াছে অহিত আচার॥ অতএব কুঞ্জে তারে না দিব আসিতে। এইরূপ মনোমধ্যে ভাবিতে ভাবিতে॥ উদ্বেগে উদ্বেগে বাড়ে রাগে বাড়ে রাগ। বহু শাস্ত্রে বলিয়াছে বহু মহাভাগ॥ শাস্ত্র বাক্য কদাচিৎ না হয় খণ্ডন। ধীরা ললিতার হৈল রাগের বর্দ্ধন॥ আঁখি হৈল রক্তবর্ণ কাঁপে ওষ্ঠদ্বয়। সুগম্ভীর স্বরে অন্য সখীগণে কয়॥ শুন শুন সখীগণ আমার বচন। চন্দ্রারে আসিতে কুঞ্জে না দিবা কখন। না শুনিয়া বাক্য যদি আসিবারে চায়। অপমান করি তারে করিবে বিদায়। রাধা আগুলিয়া আমি আছি যে বসিয়া। একারণে নিজে যেতে না পারি উঠিয়া। তোমরা সকলে মিলে হয়ে অগ্র-সর। নিবারণ কর তারে অতি শীঘ্রতর॥ ললিতার ক্রোধ বাক্য করিয়া শ্রবণ। উঠিয়া দাঁড়ায় তথা যত সখীগণ॥ অসংখ্য রাধার সখী ক্রোধে করে গোল। শব্দ হৈল তাহে যেন সমুদ্র কল্লোল॥ সে শব্দে রাধার দেহে হইল চেতন। জানিলেন তত্ত্ব-ময়ী যতেক কারণ॥ পরমা প্রকৃতি রাধা পারাত্মা রূপিণী। অন্তরে সকল তত্ত্ব জানিলেন তিনি॥ চন্দ্রাবলী আসিতেছে শোকার্ত্তা হইয়া। ললিতা ক্রোধিনী হৈল তাহা না বুঝিয়া॥ এসকল জানি দেবী চমকিয়া চান। ললিতা বসিয়া কাছে দেখি-বারে পান॥ মৃদুস্বরে কন দেবী সখী সম্বোধিয়া। সকলে উতলা এত কিসের লাগিয়া॥ ক্রোধিনীর ন্যায় দেখি তব ছুন-য়ন। প্রকাশ করিয়া কহ বিশেষ কারণ॥ কৃষ্ণ ভাবে আছিলাম আমি অচেতন। বল বল প্রাণ সখি বিস্তার বচন॥ রাধার চেতনে সখী পাইয়া আহ্লাদ। ঘুচিল পূর্ব্বের শোক মনের বিষাদ॥ চন্দ্রা আগমন আর ক্রোধের কারণ। বিস্তারিত কথা সব কহিল তখন॥ শুনি কমলিনী দন্তে জিহ্বা কাটি কন। ওসজনি ক্রোধ তুমি কর সম্বরণ॥ কি ভাবে আসিছে চন্দ্রা দেখে সখী আগে। পরেতে করিহ কর্ম্ম যাহা মনে লাগে॥ শক্র হয় মিত্র হয় এলে সন্নিহিত। অপমান করা তারে না হয়

উচিত॥ পূর্ব্ব ভাব নাহি তার অনুভব করি। জানিলে পাইবে তত্ত্ব সব সহচরী॥ আপনি উঠিয়া তুমি দেখ শীঘ্র করি। ভাব বুঝে আন তারে সমাদর করি॥ সকপট অকপট বুঝিতে পারিবে। তোমা বিনা অন্যের সে সাধ্য না হইবে॥ এত বলি ললিতারে বহু বুঝাইয়া। চন্দ্রারে আনিতে শীঘ্র দেন পাঠাইয়া॥ ললিতা বাহির হয়ে রাধার কথায়। দূরে হতে দেখিলেন ভাব সমুদায়॥ আসিতেছে চন্দ্রাবলী অতি শোক মনে। ঝর ঝর বারি ধারা ঝরিছে নয়নে। ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে ক্ষণে ক্ষণে চলে। হাহা রাধে কি করিলে মুখে এই বলে॥ চারিদিগে সখী গণে আসিছে ঘেরিয়া। সকলেই শোক চিত্তে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ ললিতা সুন্দরী ক্রমে যাইয়া নিকটে। জানিলেন ভাব তার অকপট বটে। তবে সখী অগ্রসরি হইয়া তখন। ধরিয়া চন্দ্রার কর কহেন বচন। এসো এসো চন্দ্রাবলী ভয় নাহি মনে। আমাদের কমলিনী আছেন জীবনে॥ ললিতার সুধামাখা বচন শুনিয়া। চন্দ্রাবলী মনোমধ্যে আশ্বাস পাইয়া॥ ধরি ললিতার কর জিজ্ঞাসেন তথা। কহ সখি কিশোরী কি কহিবেন কথা॥ পূর্ব্বেতে তাঁহার কাছে করিয়াছি দোষ। এখনো কি তাঁর মনে আছে সেই রোষ॥ অদ্য যদি আমা সহ না কন বচন। ঘরে ফিরে আর আমি না যাব এখন॥ এই দণ্ডে যমুনায় করিয়া গমন। প্রবেশ করিয়া জলে ত্যজিব জীবন॥ কহিলাম সত্য কথা সাক্ষাতে তোমার। এ কথার অন্যথাত না হবে আমার॥ এত বলি চন্দ্রাবলী করেন রোদন। ললিতা কহেন চন্দ্রা স্থির কর মন॥ রোদন সম্বরি তুমি সহ সখীগণে। নিকুঞ্জ কানন মধ্যে এসো আমা সনে॥ ব্যগ্র হয়েছেন প্যারী দেখিতে তোমায়। সমাদরে নিয়া যেতে পাঠান আমায়॥ একথা শুনিয়া চন্দ্রা হরষিত মনে। সখী সহ চলিলেন রাধার সদনে॥ বহু দিন চন্দ্রারে হেরিয়া চন্দ্রমুখী। সখি সম্বোধন করি করিলেন সুখী॥ করে কর ধরি কাছে বসালেন

তায়। চন্দ্রাবলী প্রণমিল শ্রীমতীর পায়॥ অপরেতে চন্দ্রার যতেক সখী ছিল। ক্রমে ক্রমে রাধাপদে সবে প্রণমিল॥ সবারে তুষিয়া রাধা সুমধুর বোলে। চন্দ্রারে ভগিনী ভাবে করিলেন কোলে॥ বৃষভানু চন্দ্রভানু সোদর দুয়ের। জ্যেষ্ঠের নন্দিনী রাধা চন্দ্রা কনিষ্ঠের॥ বহুদিনে দুই জনে হৈল সম্মিলন। ঘুচিল বৈরতা পুনঃ পুনঃ আলাপন॥ যাঁর জন্য বৈর ভাব তিনি নাই কাছে। তবে আর বৈরতার কি সম্পর্ক আছে॥ রাধা চন্দ্রাবলী দোঁহে হইলে মিলন। সন্তুষ্ট হইল উভয়ের সখীগণ॥ বহুবিধ আলাপনে তুষিয়া চন্দ্রায়। অপরেতে তাঁর গৃহে পাঠায়ে তাঁহায়॥ তার পরে আপনার সখী সবে লয়ে। কুঞ্জ হতে আইলেন আপন আলয়ে॥ নিভৃত মন্দির মধ্যে করিয়া শয়ন। শ্রীকৃষ্ণে স্মরিয়া পুনঃ করেন রোদন॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনা মুখে নাহি কথা আর। নয়নেতে নিদ্রা নাই নাহিক আহার॥ এমনি অস্থির চিত্ত কহনে না যায়। কখন শয্যায় দগ্ধে কখন ধরায়॥ অন্তিমের রোগী সম সদা আন চান। কখন বা মূর্চ্ছাপন্না কভু পান জ্ঞান॥ এরূপে করেন রাধা কালের হরণ। মতান্তর কথা কিছু করহ শ্রবণ॥ প্রভাসের মতে ইহা নাহিক প্রচার। মতান্তর কথা এই অতি চমৎকার॥

যথা পদাঙ্কে।

গোপীভর্ত্তুর্ব্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী,
উন্মত্তেব স্খলিত কবরীনিঃশ্বসন্তী বিশালং।
তত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া,
ত্যক্তাগেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্জুকুঞ্জংজগাম॥ ১॥

অথ শ্লোকার্থ সংগ্রহ সময়ে পাঠকবর্গ সমীপে গ্রন্থকারের অনুনয়।

কবিতা বনিতা সম স্বভাব শরীর। সর্ব্বদা শোভনা হয় সম্মুখে কবীর॥ ভাব বিনা কবিতার না হয় শোভন। সুন্দরী না শোভে যেন বিনা আভরণ॥ ভাবার্থ মিশ্রিত অর্থ হইল বিস্তার। ভাবকেতে করিলেন ভাবের বিচার॥ যদি কোন মত দোষ ঘটয়ে ইহায়। সুধীগণে শুধিবেন স্বীয় মহিমায়॥

সদোষ সংগ্রহ যেই, শুধে যেবা সুধী সেই, দোষ নাশে সুধী সন্নিধানে। সর্ব্বদা শঙ্কিত মন, পাছে ছলগ্রাহী জন, ছলে ক্ষীরে নীর করে মানে॥ করপুটে নিবেদন, সদাশয় সুধীগণ, সুধাদৃষ্টি করিয়া নিঃক্ষেপ। করি হংস সমাচার, গ্রহণ করিয়া সার, ঘুচাবেন মনের আক্ষেপ॥

অথ ভাবার্থ সহিত শ্লোকার্থ।

পয়ার। ভাবে পরিপূর্ণ এই শ্লোক সমুদয়। ভাবিলে শ্রীকৃষ্ণ পদে ভাবোদয় হয়॥ অতএব সাধুগণ হয়ে একমন। পদাঙ্ক দূতের কথা করহ শ্রবণ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে হয়ে ব্যাকুলিত কায়। কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণপ্রিয় পাগলিনী প্রায়॥ মস্তকে কবির ভার স্খলিত হইল। বিশাল নিঃশ্বাস বেগে বহিতে লাগিল॥ অধিকন্তু ভ্রম এক উপর্জিল মনে। আছেন শ্রীকৃষ্ণ যেন নিকুঞ্জ-কাননে॥ পূর্ব্বেকার কথা যত ভুলিলেন ভ্রমে। স্বভাবের ভাব হত হৈল ক্রমে ক্রমে॥ দৈবযোগে সেই দিন দেখ চমৎকার। সখিরা না ছিল কেহ নিকটে রাধার॥ সর্ব্বদা বেড়িয়া যারে থাকে সখীগণ। এক জন তার কাছে না ছিল তখন॥ একাকিনী কামিনী কেমনে যান বন। অতএব ভাব তার করহ শ্রবণ॥ রাজার

নন্দিনী রাই ভ্রমে হতজ্ঞান। ভ্রান্তিই তাঁহার দূতী হৈল সেই স্থান।। কৃষ্ণভাবে কৃষ্ণপ্রিয়া ভাবিনী হইয়া। ভ্রান্তিরূপা দূতী তারে সঙ্গিনী করিয়া।। কোন দিকে কোনক্রমে ফিরে নাহি চান। গৃহ ত্যজি শীঘ্রগতি কাননেতে যান।। যমুনা নিকট কুঞ্জে করিলা গমন। নিশ্চয় তথায় পাব কৃষ্ণ দরশন।

যথা।

অপ্রাপ্যৈব ব্রজপতি সুতং তত্রকালং কিয়ন্তং,
মূর্চ্ছাপ্রাণ প্রিয়তম সখী সঙ্গতা সঙ্গময্য।
তস্যোপান্তে কুলিশকমল স্যন্দনাঙ্গাদিযুক্তং,
পদ্মাকারং মুরহর পদশ্চারুচিহ্নংদদর্শ।। ২।।

পয়ার। গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে কুঞ্জে না পাইয়া। প্রাণ প্রিয়-তমা মূর্চ্ছা সখী সঙ্গে নিয়া।। করিলেন ক্ষণকাল তথায় ক্ষেপণ। এতাবতা মূর্চ্ছগতা হইলা তখন।। ইহাতে আশ্চর্য্য এই কথা চমৎকার। মূর্চ্ছা প্রিয়তমা কিসে হইল রাধার।। যে মূর্চ্ছায় জ্ঞান হত করে সর্ব্বনরে। নানাবিধ কষ্ট দেয় মৃতপ্রায় করে।। সে মূর্চ্ছা রাধার হইল প্রিয়তমা সই। তাহার কারণ কথা বিবরিয়া কই।। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ ব্যাধি হয়ে উদ্দীপন। শ্রীমতীর দেহে কষ্ট দেয় সর্ব্বক্ষণ।। তাহাতে অস্থিরা সতী আছেন সদাই। সে কষ্ট বিনষ্ট করে হেন কেহ নাই।। মূর্চ্ছা আবি-র্ভাব অঙ্গে হইল যখন।। কষ্টাকষ্ট কোন বোধ না ছিল তখন।। যত ক্ষণ মূর্চ্ছা সঙ্গে আছিল রাধার। ততক্ষণ কোন দুঃখ না ছিল তাঁহার।। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ দূর ক্ষণকাল করি। মূর্চ্ছা হৈল

শ্রীমতীর প্রিয়সহচরী॥ এই হেতু কমলিনী কহিলেন পরে। মূর্চ্ছা সমা প্রিয়তমা নাহি চরাচরে॥ অনুক্ষণ মূর্চ্ছা সঙ্গে সঙ্গতা থাকিয়া। মূর্চ্ছার বিরহে পুনঃ উঠি চমকিয়া॥ কোথা কৃষ্ণ বলি রাধা চারিদিকে চান। চঞ্চলা হরিণীসমা কাননে বেড়ান॥ ভ্রমে কৃষ্ণ অন্বেষিয়া করেন ভ্রমণ। হেনকালে হৈল তথা আশ্চর্য্য ঘটন॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্যারী কুঞ্জে এক স্থান। শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিহ্ন দেখিবারে পান॥ কুলিশ কমল চক্র চিহ্ন সমু পদ্মাকার পদচিহ্ন অতি শোভান্বিত। দেখিয়া সুচারু চিহ্ন দিত। একদৃষ্টে রন। চিত্রের পুতুলী যেন নাহিক স্পন্দন॥

যথা।

তস্মিন্নুদ্যন্নবজলধর ধ্বানমাকর্ণ্য ভূয়ঃ
কন্দর্পেণ ব্যথিত হৃদয়োন্মত্ত তুল্যা যযাচে।
প্রজ্ঞাহীনং বচন রহিতং নিশ্চলং শ্রোত্রহীনং
দৌতং কর্ত্তুং মুরহরপদশ্চারুচিহ্নং দদর্শ॥ ৩॥

পয়ার। পদচিহ্ন প্রতি দৃষ্টি করিয়া ক্ষেপন। একচিত্তে কমলিনী আছেন যখন॥ এ সময়ে নবমেঘ উঠিল গগণে। শুনিয়া তাহার ধ্বনি ব্যথিতা মদনে॥ পুনঃ রাধা হইলেন পাগলিনী প্রায়। কারে কি বলেন কিছু স্থির নাহি তায়॥ জ্ঞান হীন কর্ণ হীন বাক্য বিরহিত। চলিতে যাহার শক্তি নাহি কদাচিত॥ এমন যে পদচিহ্ন সম্মুখে দেখিয়া। ব্যগ্র মনে বিবেচনা বিহীন হইয়া॥ দৌত্য কর্ম্মে যুক্ত তারে করিবার তরে। প্রার্থনা করেন প্যারী তাহার গোচরে॥ পদচিহ্নে পদানতা হইয়া তখন। কান্দিয়া কান্দিয়া কত কহেন বচন। যে প্রকারে কথা কন পদচিহ্ন সনে। ক্রমেতে বিন্যাস তাহা শুন সাধুজনে॥

যথা।

রম্যং যাবন্মুরহরপদে শোভতে তাবদেব
স্বর্য্যপ্যাস্তে কুলিষ কমল স্যন্দনাঙ্গাঙ্কুশাদি।
গোপী দৌত্যপ্রকটনভিয়া সন্নিধৌ চক্রপাণে
র্যানে ধীর প্রমুখ মুখরো নো নুপুর গৃহীত ॥ ৪ ॥

পয়ার। পদাঙ্কেরে কন প্যারী করি সম্বোধন। শুনহ পদাঙ্ক তুমি পরম ভাজন॥ মুরহর পাদপদ্মে শোভা যাহা যাহা। তোমাতে ও সুশোভিত আছে তাহা তাহা॥ তাবত ধরেছ তুমি বক্রী কিছু নাই। কেবল নুপুর চিহ্ন দেখিতে না পাই॥ ইহাতে হতেছে মম এক অনুমান। পূর্ব্বে তুমি জানিয়াছ বিশেষ সন্ধান॥ গোপী দৌত্য কার্য্যে হবে করিতে গমন। শ্রীকৃষ্ণের নিকটেতে সে মধুভুবন॥ পরম সুধীর তুমি নহত অধীর। গোপনে যাইবে মনে করিয়াছ স্থির॥ স্ত্রী লোকের দূত হয়ে করিবে গমন। লোকেতে জানিলে হবে লজ্জার ভাজন॥ নুপুর পরিলে পদে প্রকাশ পাইবে। মুখর নুপুর পথে চলিতে বাজিবে॥ সেই ভয়ে মঞ্জীরে করেছ পরীহার। বুঝিয়াছি পদাঙ্ক হে চাতুর্য্য তোমার॥ জানিলাম ধন্য তুমি মহাপুণ্যময়। তোমা হতে কার্য্য সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়॥ এইরূপে কমলিনী বলিয়া বচন পুনশ্চ বলেন যাহা করহ শ্রবণ॥

যথা।

যুক্তশ্চৈতৎত্বয়ি মধুপুরীং প্রস্থিতে পুণ্যশীলাঃ
কীলালোঘৈঃ সুরভি কুসুমৈ রর্চ্চয়ন্ত্যোপিতত্ত্ব।
পশ্যন্ত্যস্ত্বাং নয়নসুভগং সাশ্রুধারাক্ষি যুগ্মং।
যাস্যন্ত্যচ্চৈঃ পুলকিত তনুপ্রেমধারা মুদারাং। ৫।

পয়ার। পুনশ্চ বলেন প্যারী পদাব্জলাঞ্ছনে। শ্রবণ করহ তুমি আমার বচনে ॥ যদি ভাব স্ত্রীলোকের দূত হয়ে যাব। একর্ম্ম করিতে গেলে অনাদর পাব ॥ এরূপ সন্দেহ যদি থাকে তব মনে। বলি হে নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার সদনে ॥ মধুপুরে যাওয়া তব যুক্তি সমুচিত। গেলে তথা পাবে তুমি বড় মনঃপ্রীত ॥ মধুপুরবাসী যত পুণ্যশীল জন। ভক্তিতে তোমারে তারা করিবে গ্রহণ ॥ সুরভি জলজ পুষ্পে পূজিবে তোমায়। আর কত সমাদর পাইবে তথায় ॥ প্রেমভক্তি ভাবে তারা তোমায় পূজিবে। কহিলাম পদাঙ্ক হে প্রত্যক্ষে দেখিবে ॥ কোন মতে অনাদর কেহ না করিবে নয়ন সফল হেতু তোমারে হেরিবে ॥ পুলকে পূর্ণিত হবে তাদের শরীর। প্রেমানন্দে অক্ষিযুগে বহিবেক নীর ॥ মম দূত হয়ে যাবে ইহা বলি নয়। সহজেই সমাদর পাইবে নিশ্চয় ॥ একারণে বলি তব গমন উচিত। তুমি পাবে বহুমান হবে মম হিত ॥ অতএব মম বাক্যে কর অঙ্গীকার। অনন্তর শুন কিছু কথা বলি আর ॥

যথা।

চেতঃপ্রস্থাপিত মনুভয়া দৌত্য কর্ম্মোপযুক্তং,
তত্রৈবাস্তে মুরহর পদস্পর্শ মাসাদ্য মুগ্ধং।
আকাঙ্ক্ষেয়ং তনুগুরুতয়া নৈবগন্তুং সমর্থা,
কোন্যোগচ্ছেদ্বদ মধুপুরীং গোপিকানাং হিতায় ।৬।

পয়ার। ওহে চরণাঙ্ক শুন মম নিবেদন। তোমা বিনা অধী- নীর নাহি অন্য জন ॥ উপকার করে হেন কে আমার আছে। পূর্ব্বেকার দুঃখ কথা কহি তব কাছে ॥ আছিল আমার মন অতি শীঘ্রগামী। উপযুক্ত জেনে তারে পাঠালেম আমি ॥ সে গিয়া সে মধুপুরে করেছে যে কায। শুন তাহা বলি আমি পদচিহ্ন রাজ।

কৃষ্ণপদ স্পর্শ করে মোহিত হইল। আমারে ভুলিয়া সেই তথায় রহিল।। এক্ষণেতে মম মন মম কাছে নাই। তথায় রয়েছে মন যথায় কানাই।। তবে যে আকাঙ্ক্ষা আছে শরীরে আমার। চলিতে না পারে তার তনু গুরুভার॥ আপনার ভরে সেই আপনি অচল। দেখিতে প্রবল কিন্তু নাহি কোন বল॥ আকাঙ্ক্ষা আমারে ছেড়ে কোথাও না যায়। কৃষ্ণ আসা আশা দিয়া সতত বুঝায়।। কহিতেছি ক্রমাঙ্ক হে যথার্থ বচন। তোমা বিনা হিতকারী নাহি অন্য জন।। কৃপা করি তুমি তথা গমন করিয়া। কর গোপিকার হিত প্রসন্ন হইয়া।। কহিলাম তব কাছে যথার্থ বচন। আর কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ।।

যথা।

আগন্তব্যং ঝটিতি মথুরামণ্ডলাদ্গোপকান্তে,
শান্তেতিত্বং ভবমধুরিপুঃ প্রস্থিতঃ প্রোচ্যচেদং।
বাক্যং তচ্চ শ্রবণমভব ত্তেনমেনে ক্রমাঙ্ক,
প্রায়ঃ সত্যং মতমিদমহো কারণং কার্য্যমেব।। ৭।।

পয়ার। পুনশ্চ সম্ভাষি কন পদাব্জলাঞ্ছনে। যদি তব কিন্তু ভাব হয়ে থাকে মনে॥ যদি বল যাব আমি যমুনার পার। না আইলে নন্দসুত কি করিব তাঁর।। নারীর কথায় হবে মিথ্যা পরিশ্রম। এইসব মনে যদি হয়ে থাকে ভ্রম।। একারণ বিশেষিয়া বলি তব কাছে। আসিবেন ব্রজে হেন আশা তাঁর আছে।। গমন সময়ে সেই গোপিকার পতি। ঝটিতি আসিব বলি করেছেন গতি॥ শান্ত হও গোপকান্তে স্থির কর মন। উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন এরূপ বচন॥ সেই কথা তাঁর অতি আশ্চর্য্য হইল। শ্রবণ হইল মাত্র কার্য্যে না মিলিল।। অতএব অনুভব হইল আমার। অভেদ কারণে কার্য্যে মত এই সার।। কবিতার অর্থ এই হইল পূরণ। ভাবার্থ

কিঞ্চিৎ আর করহ শ্রবণ ॥ শ্রবণ যাহার নাম করি নিবেদন। কর্ণের আকাশ ভাগ তিনিই শ্রবণ ।। বাক্যের কারণ তিনি সর্ব্বমতে কয়। মীমাংসক মতে কিন্তু এই বিপর্য্যয় ।। যাহাতে উৎপত্তি যার সে কারণ তার। মীমাংসক নাহি মানে অভেদ প্রকার ।। ব্রজনাথ ব্রজপুরে ব্রজ গোপিকায়। প্রতারণা করিলেন প্রাকৃতের প্রায় ॥ প্রবোধ দিলেন প্রভু আশায় ভাষায়। বচন আকাশ হৈল এই অভিপ্রায় ॥ এত বলি হরিপ্রিয়া বলেন আবার। এক্ষণে বচন কিছু শুন বলি আর ।। পুনঃ পুনঃ পদাঙ্কেরে বলেন বচন। এক মনে সাধুগণ করহ শ্রবণ ।।

যথা।

তূর্ণং তস্যাং গমন মুচিতং তেনমেতদ্বিয়োগঃ,
ব্যাধেঃ শান্তিস্তবচভবিতা তৎপুরীস্পর্শপুণ্যং।
বৃন্দারণ্যাদ্ভবতু সুকৃতং ভূরিতেনৈবকিং স্যাৎ,
নাকাঙ্ক্ষা কিং ভবতি বিপুল শ্রীমতোর্থান্তরেষু ।।৮।।

পয়ার। পদাঙ্কের প্রতি প্যারী পুনরপি কন। তুমি হে পদাঙ্ক যদি বলহ এখন।। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যদি হইল আকাশ। আমার গমনে কেন তোমার প্রয়াস ॥ বলিলে এমন কথা পার বলিবারে। তাহার উত্তর বাক্য বলি হে তোমারে ।। তুমি যদি মধুপুরে করহ গমন। আসিবেন ব্রজপুরে ব্রজচন্দ্রনন্দন ।। সে মত বিমত তাঁর অবশ্য হইবে। তোমার বচন তথা নিশ্চয় রহিবে ॥ অতএব তূর্ণ তব উচিত গমন। বিস্তার করিয়া বলি শুন সে কারণ ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ রোগে দেহ দগ্ধ হয়। তোমা হতে শান্তি হবে শুনহ নিশ্চয় ।। তোমারো তথায় হবে পুণ্য উপার্জ্জন। মধুপুরী মাধবের করিলে স্পর্শন ।। যদি বল বৃন্দাবনে নিত্য পুণ্য করি। পুণ্যলোভে যাব কেন মথুরানগরী ।। একথা বলিতে তুমি না পার

কখন। তাহার কারণ বলি পদাজলাঞ্ছন॥ শ্রীমন্ত যে জন হয় থাকে বহুধন। সে কি নাহি করে আর ধনে আকিঞ্চন॥ ধনাশা ধনীর কভু নাহি যায় ধনে। পুণ্যাশাও সেইমত পুণ্যবান জনে॥ পুঞ্জ২ পুণ্য তুমি তথায় পাইবে। অধিক নারীর কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে॥ অতএব যাহ শীঘ্র চরণলাঞ্ছন। অনন্তর কথা কিছু করহ শ্রবণ॥

যথা।

অক্রূরস্য ব্রজকুলবধূ প্রাণপানোদ্যতস্য,
প্রীতির্ভূয়োভবতুভবতো দর্শনাত্তেনকিম্বা।
কার্য্যাসিদ্ধির্ভবতিযদহো মাদৃশাং দুঃখহেতু,
নৈবোন্নত্যং সকলভুবনপ্রার্থনীয়ং রিপুণাং॥৯॥

পয়ার। বলি হে পদাঙ্ক আমি মিনতি বচন। এক মন হয়ে কথা করহ শ্রবণ॥ তুমি সেই মধুপুরে গমন করিলে। অক্রূর হইবে সুখী তোমারে দেখিলে॥ ব্রজবধূ প্রাণপানে উদ্যত যে জন। এমন অক্রূর হবে আনন্দে মগন॥ রিপুর আনন্দ হবে তোমা দরশনে। তাহাতে আমার দুঃখ না ঘটিবে মনে॥ যদি বল ক্রমাঙ্ক এ কথা বিপরীত। শত্রুর সন্তোষে কেবা না হয় দুঃখিত॥ অক্রূর পরম ক্রূর শত্রু সে আমার। বিখ্যাত আছয়ে ইহা জগত সংসার॥ তবে যে তাহার সুখে দুঃখি নহে মন। তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ॥ তোমা হতে কৃষ্ণ লাভ হইবে আমার। ইহার অধিক সুখ কিবা আছে আর॥ কার্য্যের অসিদ্ধি হলে যত দুঃখ হয়। শত্রুর সন্তোষে কভু তত দুঃখ নয়॥ এই হেতু তব কাছে কহি আমি সার। হয় হবে তার সুখ তাহে কি আমার॥ অতএব তুমি তথা করহ গমন। অনন্তর কথা কিছু শুন দিয়ে মন॥

যথা।

সন্ত্যেবাস্মৎ কলুষ করিণঃ কোটিশো বারণীয়া,
স্তেপ্যস্মাভিঃ স্মৃতিকর বরেণাঙ্কুশংতে গৃহীত্বা।
স্বচ্ছন্দেন ব্রজমধুপুরীং কোভবেদ্বা বিরোধী,
গোপীভর্ত্তুর্ব্বিরহজলধিং গোপকন্যা স্তরন্তু॥ ১০॥

পয়ার। শুনহ ক্রমাঙ্ক আমি বলিহে তোমায়। স্বচ্ছন্দে গমন তুমি কর মথুরায়॥ যদি বল গোপিকার পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ। কোটি কোটি হস্তী তুল্য প্রবল প্রতাপ॥ সে সব বারণে আমি করিয়া বারণ। কি রূপে যাইব বল সে মধুভুবন॥ এ কথা বলিলে তুমি পার বলিবারে। তাহার উত্তর শুন বলিহে তোমারে॥ আমরা গোপের বালা অবলা অজ্ঞান। সর্ব্বদাই পাপকরী হয় সমুত্থান॥ এ করীতে কি করিতে পারিবে তোমার। আমি যে মন্ত্রণা বলি শুন সারোদ্ধার॥ তোমার স্মরণ রূপ আমাদের কাছে। পাপকরী নিবারণ অঙ্কুশ যে আছে॥ সে অঙ্কুশ করবার করিয়া ধারণ। কোটি কোটি পাপকরী করি নিবারণ॥ স্বচ্ছন্দে গমন কর কহিলাম সার। কার সাধ্য কে বিরোধী হইবে তোমার॥ কোন ভয় নাহি তব চরণ লাঞ্ছন। নিঃশঙ্কেতে তুমি তথা করহ গমন॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহ রূপ জলধি হইতে। পার কর গোপিকায় স্বরূপ তরিতে॥ ত্বরিতে ত্বরায় কৃষ্ণ পদাব্জলাঞ্ছন। আর কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ।

যথা।

আস্তেনূনং যদুষু মথুরামণ্ডলে চক্রপাণেঃ,
কুব্জত্বঙ্গৈ রমলকমলৈ র্ব্বাকুলে গোকুলে বা।

তস্মাদ্গচ্ছরতি লঘুপুরীং ত্বঞ্চ জন্মাববনী
বালক্রীড়াং রচয়তি মুহুর্যত্রতত্রানুরাগঃ॥ ১১ ॥

পয়ার। শুনহ চরণ চঙ্কু আমার বচন। যদ্যপি সন্দেহ তুমি করহ এমন॥ বন উপবন লোকালোক জলস্থল। একবিংশতি যোজন মথুরামণ্ডল॥ রাজদ্বারে রাজদ্বারি আছে শত শত। কত স্থানে কত কাণ্ড কব তার কত॥ মনোহর রাজধানী নগর চত্বর। মনোহরা নারী কত তাহার ভিতর॥ নট নটী নাচে কত করিয়া আনন্দ। কোথা বা আনন্দময় কোথা হয় দ্বন্দ॥ সুললিত গীত বাদ্য হয় সর্ব্বক্ষণ। কোথা বা ভজন গায় কোথা বা কীর্ত্তন॥ বিদ্যার বিচার হয় কোন কোন স্থান। কোথা হয় বেদ পাঠ কোথা বা পুরাণ॥ কোথায় আছেন কৃষ্ণ কেমনে জানিব। কি রূপে তাঁহার আমি উদ্দেশ পাইব॥ ইহার উত্তর কথা করহ শ্রবণ। তুমিত অবিজ্ঞ নহ পদাব্জ লাঞ্ছন। যেখানে পাইবে তত্ব বলি তত্ত্ব তার। মন দিয়া শুন তুমি বচন আমার॥ অর্দ্ধেক নগরে তব করিতে ভ্রমণ। যদুকুলে যদুচন্দ্রে পাবে দরশন॥ তথা বিরাজিত তিনি আছেন নিশ্চয়॥ আর এক স্থান বলি শুন মহাশয়। মথুরামণ্ডল মধ্যে যে খানে গোকুল। অমল কমলে অলি হইয়া আকুল॥ কল স্বরে গান করে অতি হর্ষ মন। পাইবে তথায় তুমি তাঁহার দর্শন॥ এই দুই স্থান মধ্যে পাইবে নিশ্চিত। তাহার কারণ বলি তোমার বিদিত॥ জীবের যাদৃশ প্রেম জন্ম স্থানে হয়। তাদৃশ ক্রীড়ার স্থানে প্রেমের উদয়॥ অতএব যাইতে না কর বিলম্বন। অনন্তর কথা কিছু করহ শ্রবণ॥

যথা।

আস্তাং মধ্যে তরণিতনয়া ভীষণাভূরি নক্রৈ,
রাবর্ত্তাদ্যৈর্ম্মন ভয়দৈ স্তাং তরিষ্যস্যবশ্যং।

সংসারাব্ধিং তরতিসহসা যৎক্ষণং চিন্তয়িত্বা
তস্যা সাধ্যং ভবতি কিমহো পারযানং তটিন্যাঃ ॥১২॥

পয়ার। যদি বল বল প্যারি আপন গৌরবে। অসম্ভব কার্য্য ইহা কি রূপে সম্ভবে॥ কি রূপেতে মথুরায় গমন করিব। অসাধ্য সাধন কার্য্য কি রূপে সাধিব॥ পথিমধ্যে যমুনার বিষম তরঙ্গ। আতঙ্গেতে প্রাণ কাঁপে দেখিলে সে রঙ্গ॥ অধিকন্তু ভয়ানক জল-জন্তু কত। হাঙ্গর কুম্ভীর আদি জলে অবিরত॥ কি রূপেতে পার হয়ে যাইব তথায়। কহ দেখি কমলিনী ইহার উপায়॥ এ কথার প্রতি বাক্য শুন মহাশয়। এ ভয় অন্যের প্রতি তব পক্ষে নয়॥ আছে বটে ভয়ানক জলজন্তু তায়। জলের তরঙ্গ দেখে বটে ভয় পায়॥ তোমার তাহাতে ভয় নাহিক কখন। শুনহে পদাঙ্ক বলি ইহার কারণ॥ তোমারে যে স্মৃতিপথে আনে এক-বার। অপার সংসার সিন্ধু হয়ে যায় পার॥ তোমার এ ক্ষুদ্রা নদী পারে যেতে ভয়। এ বচন অতিশয় অসম্ভব হয়॥ এমন আশ্চর্য্য ভাব না ভাবিহ মনে। অতি তুচ্ছা তরঙ্গিণী তোমার তরণে॥ একথা তোমার কেহ না যাবে প্রত্যয়। আর কিছু কথা বলি শুন মহাশয়॥

যথা।

দৃষ্টেবত্বাং বিদিত মধুনা পূর্ব্ববৎ পদ্মনাভং,
প্রাপ্যাবশ্যং বিরহজলধেঃ পারমাসাদয়িষ্যে।
মোদিষ্যেচ ক্ষণমপি হরেরাস্যচন্দ্রামৃতেন
প্রাপ্তপ্রাণাস্সুরভি কুসুমামোদিতে মঞ্জু কুঞ্জে॥ ১৩।

পয়ার। শুনহে পদাঙ্ক বলি তোমার গোচর। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বড় হয়েছি কাতর॥ কৃষ্ণ বিনা অধীনীর বন্ধু কিছু নাই। কৃষ্ণ

কৃষ্ণ করি প্রাণ কান্দিছে সদাই॥ কৃষ্ণ রূপ চিন্তা মনে হয় সর্ব্ব-ক্ষণ। অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণে করি দরশন॥ কিন্তু সে কৃষ্ণেরে আমি নাহি পাই কাছে। ইহার অধিক বল কিবা দুঃখ আছে॥ দুঃখানলে সর্ব্বক্ষণ দহে কলেবর। কান্দিয়া ভ্রমণ করি বনের ভিতর॥ উন্মাদিনী হইয়াছি কৃষ্ণের কারণে। এক দণ্ড স্থির আমি নাহি পাই মনে॥ কখন কি কর্ম্ম করি নাহি কিছু স্থির। কহি-তেছি তব কাছে শুনহ সুধীর। অদ্য বুঝি ভাগ্য মম প্রসন্ন হইল। এ কারণে তব সঙ্গে মিলন ঘটিল॥ তোমারে দেখিবা মাত্র জানিলাম সার। পূর্ব্বমত পদ্মনাভে পাইব আবার॥ পূর্ব্ববৎ প্রাণকান্ত নিকুঞ্জেতে আসি। রাধা রাধা বলি পুনঃ বাজাবেন বাঁশী॥ পূর্ব্ববৎ শোভা হবে নিকুঞ্জ কাননে। ফুটিবে সুগন্ধ ফুল হরি আগমনে॥ পূর্ব্ববৎ প্রাণনাথে পেয়ে পুনর্ব্বার। সে চন্দ্র বদন সুধাপিব অনিবার॥ তরিব বিরহ রূপ প্রলয় সাগর। তোমা হতে পাব কৃষ্ণ গুণের সাগর॥ অতএব তুমি তথা করহ গমন। আর কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ॥

যথা।

সম্পর্কাত্তে তরণিতনয়াতীর সোপান বৃন্দং,
রাজ্ঞঃপন্থা স্থলমপি তরো রাচিতং পদ্মরাগৈঃ।
শোভাং যাস্যত্যচির মতুলাং স্বীয়কার্য্যানুরোধা-
দুক্তেরেতৈ র্মুহুরপি সখে তত্রনস্থেয়মেব॥ ১৪॥

পয়ার। শুনহে ক্রমাঙ্ক আমি করি নিবেদন। মথুরার অভি-মুখে করিবে গমন॥ তরণি তনয়া তীরে সোপান সকল। তোমার স্পর্শনে দেহ করিবে সফল॥ সুখেতে যাইবে তুমি রাজপথ দিয়া। ধন্য হবে সেই পথ তোমারে স্পর্শিয়া॥ রাজপথে আবদ্ধিত তরু-মূল কত। পদ্মরাগে বিমণ্ডিত আছে শত শত॥ গমনের পরি-

শ্রমে বসিবে তথায়। ইহাতে হইবে ধন্য তাহাদের কায়॥ তো- মারে পাইলে বহু আদর করিবে। সুশীতল ছায়া দানে শরীর তুষিবে॥ হেরিয়া সে শোভাচয় ওহে মহাশয়। দেখ যেন তথা বসি বিলম্ব না হয়॥ স্বকার্য্যের তরে আমি বলি বার বার। কৃপা করি রেখ এই বচন আমার॥ কাতর হইয়া বলি তব বিদ্যমানে। ভুলিয়া না থেকো তুমি যেন সেই স্থানে॥ সদয় হইয়া সুখে কর এই কায। আর কিছু কথা বলি পদচিহ্ন রাজ॥ সবার বাঞ্ছিত তুমি আমা বলে নয়। এ কারণে ভয় আরো হয় অতিশয়॥ দেখো দেখো কথা রেখো না থেকো কখন। যেমন ভুলিয়ে তথা রহিয়াছে মন॥

যথা।

যে বীক্ষন্তে সতত মধুনা শ্রীপতেরঙ্ঘ্রি পদ্মং,
মঞ্জিরাদ্যৈঃ কনক কলিতৈ র্ভূষণৈ র্ভূষিতঞ্চ।
তেষাঞ্চেত্ত্বং কিমনুভবিতালোচন প্রীতিহেতু
র্ব্যক্তৈরেতৈঃ কুলিশ কমলস্যন্দনাঙ্গাদিচিহ্নৈঃ। ১৫।

পয়ার। যদি বল পদাঙ্ক হে এমন বচন। মথুরানগর বাসী আছে যত জন॥ কি পুরুষ কিবা নারী তারা পরস্পর। কেহ না করিবে তথা আমার আদর॥ দিবা নিশি কৃষ্ণপদ হেরিতেছে তথা। আমারে করিবে যত্ন একি হয় কথা॥ ইহার উত্তর তুমি শুন মহাশয়। তাহারা তোমারে যত্ন করিবে নিশ্চয়॥ চিরকাল জীবগণে আছয়ে নির্ণয়। জন্যে যত সমাদর জনকে তা নয়॥ তাহার দৃষ্টান্ত দেখ কর্ম্মকার গণ। বহু মুল্য অলঙ্কার করয়ে সৃজন॥ যতক্ষণ অলঙ্কার প্রস্তুত না হয়। ততক্ষণ সমাদর কামা- রের রয়॥ অলঙ্কার পেলে আর কি কার্য্য কামারে। অতএব যত্ন

তারা করিবে তোমারে ।। কনক নূপুরযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চরণ। নিরন্তর যাহারা করিছে নিরীক্ষণ ।। তোমারে দেখিলে তারা কৃতার্থ হইবে। ভক্তিতে ভাসিয়া যত্ন অনেক করিবে ।। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন চরণের ধন। তোমাতে সুব্যক্ত আছে পদাব্জলাঞ্ছন ।। একা-রণ বলিতেছি তোমারে দেখিলে। ভাসমান হবে তারা আনন্দ সলিলে ।। মথুরা বাসীর নেত্র পবিত্র কারণ। অবশ্য হইবে তুমি নিশ্চয় বচন ।। ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ আর। এক্ষণেতে শুন বলি বচন আবার ।।

যথা।

যস্যাসাঙ্গদলভততনুং মানুষীং গৌতম স্ত্রী
ধ্যানেনৈব প্রথিত মহিমা শ্রীপতিং নারদাদিঃ।
তস্মাজ্জাতেত্বয়ি মধুরিপোরঙ্ঘ্রি পদ্মাদ্বিচিত্রং
কিং দীনানামুপরি করুণালিঙ্গিতো দৃষ্টিপাতঃ। ১৬।

পয়ার। শুনহে চরণ চিহ্ন বলি তব স্থান। আমি অতি দীনা ক্ষীণা অবলা অজ্ঞান ।। তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি। একে আমি গোপজাতি তাহে হই নারী ।। মহতের কাছে তব মহিমা প্রকাশ। আমি কি জানিব বল তোমার আভাস ।। তো-মারে যে জানে তার ভয় নাহি রয়। শমনের শাস্তি হয় সামান্যে কি ভয় ।। তোমার মহিমা সীমা বেদে নাহি পায়। পঞ্চমুখে পঞ্চানন সর্ব্বক্ষণ গায় ।। অনন্ত সহস্রমুখে করেন বর্ণন। ত্রিভুবনে ধন্য তুমি পদাব্জলাঞ্ছন ।। তোমার মাহাত্ম্য এক শুনেছি শ্রবণে। অপূর্ব্ব আখ্যান সেই গীত রামায়ণে ।। রামায়ণ শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে সার। করেছেন মহামুনি বাল্মিকী প্রচার ।। স্বামী শাপে বহুকাল গৌতম কামিনী। অহল্যা আছিল হয়ে কাননে পাষাণী ।। তোমার জনক যিনি ব্রজেন্দ্র কুমার। আছিলেন সে সময়ে রাম

অবতার ॥ তাঁহার চরণ রজ স্পর্শন করিয়া। অহল্যা মানুষী হৈল পাষাণ ঘুচিয়া॥ স্বামীশাপে পরিমুক্ত হইয়া তখন। পুনরায় স্বামী সঙ্গে হইল মিলন॥ নারদাদি ঋষিগণ যে পদ ধেয়ায়। মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয় যে পদ কৃপায়॥ সেই মুরহর পদ তব জন্ম স্থান। একারণ বলিতেছি তব বিদ্যমান॥ পবিত্র বংশেতে জন্ম তুমি হে পবিত্র। আমারে করিবে কৃপা এ নহে বিচিত্র॥ একবার যাও তুমি যমুনার পার। অনন্তর কথা কিছু শুন বলি আর॥

যথা।

একং চিহ্নং হরিপদভবং পন্নগস্যোত্তমাঙ্গে,
তাদৃক্ শোভামপি খগপতের্নির্ভয়ন্তঞ্চকার।
পিণ্ডেনান্যত্তরণিরভবদ্ঘোর সংসার সিন্ধৌ,
ধ্যাতুং তাদৃক্ ত্বমপি মহতাং জন্মবিশ্বোপকৃত্যৈ।১৭।

পয়ার। শুনহে প্রসন্ন হয়ে পদাব্জলাঞ্ছন। অধীনীর প্রতি না করিহ প্রতারণ॥ চিরকাল উপকারী স্বভাব তোমার। অতএব রক্ষা কর মিনতি আমার॥ যদি বল অনেক জনের উপকারে। করেছেন কীর্ত্তি তিনি রাম অবতারে॥ তাহে কি এক্ষণে বল হইবে আমার। বৃথা কেন কথা বৃদ্ধি কর বারম্বার॥ ইহা বলি আমারে না কর বিড়ম্বন। কীর্ত্তি রাখ কুলধর্ম্ম করহ পালন॥ মহাবংশ প্রভবের মহতচরিত। তোমার বংশেতে ইহা আছয়ে বিদিত॥ বিশেষ করিয়া কহি করহ শ্রবণ। তোমার বংশের কথা অপূর্ব্ব কথন॥ কালিয় মস্তকে এক তব সহোদর। শ্রীহরি চরণ চিহ্ন অতি শোভাকর॥ অসম্ভব কীর্ত্তি তার জগতে বিস্তার। খগপতি ভয়ে সর্পে করেছে নিস্তার॥ আর এক চিহ্ন দেখ গয়াসুর শিরে। তাহার অদ্ভুত কীর্ত্তি আছে চিরস্থিরে॥ এঘোর

সংসার সিন্ধু পারের তরণী। বিশেষতঃ পিণ্ডদানে হয়েছে আ-পনি॥ অতএব মহাশয় জানিলাম মর্ম্ম। পর উপকার করা তব কুল ধর্ম্ম॥ আপনিও সেই কুলে লয়েছ জনম। একারণে তব কাছে কহি হে পরম॥ মম উপকার কর হইয়া সদয়। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দেহে প্রাণ নাহি রয়॥ কৃপা কর কৃপাময় চরণলাঞ্ছন। আর কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ॥

যথা।

উৎফুল্লানামতি সুরভয়ঃ সৌরভৈরম্বুজানা,
মম্ভোলেশৈস্তরণি দুহিতুঃ শীতলৈঃ শীতলাশ্চ।
অত্যাবশ্যং সততগতয়ঃ স্বৈরমাধূতবর্হা,
বর্ত্তিষ্যন্তে ভবদভিমতঃ শীতয়েলাঞ্ছনাগ্র॥ ১৮॥

পয়ার। রাখ হে পদাঙ্ক তুমি আমার বচন। বারেক সে মধু-ভূমে করহ গমন॥ পথেতে যাইতে তব ক্লেশ না হইবে। অনা-য়াসে অতি সুখে তথায় যাইবে॥ তাহার কারণ বলি করহ শ্রবণ। অনিল পাইয়া পথে তব দরশন॥তব পরিশ্রম দূর করিবার তরে। হইবেন ব্যস্ত তিনি আপন অন্তরে॥ বহমান হইবেন অতি ধীরে ধীরে। করিবেন সুখী তিনি তোমারে অচিরে॥ কিরূপ পবন তাহা বলি হে তোমারে। প্রফুল্ল জলজ পুষ্প গন্ধ সহকারে॥ শীতল যমুনা জল কণিকা সহিত। বহমান হন যিনি হয়ে আমোদিত॥ বিচিত্র ময়ূরপিচ্ছ মন্দ২ বায়। ঈষৎ না চান যিনি হর্ষযুক্ত কায়॥ এমন পবন অতি আনন্দিত মনে। বহমান হইবেন তোমার গমনে॥ গমনেতে কষ্ট তব না হইবে কায়। কহিলাম বিবরিয়া আমি হে তোমায়॥ অতএব ত্বরা তুমি করহ গমন। না হইও শ্রম ভয়ে চিন্তা যুক্ত মন॥ রাখহ মিনতি কর মম উপকার। অনন্তর শুন কিছু কথা বলি আর॥

যথা।

ত্যক্তব্যেয়ং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধা
মাখিন্নস্ত্ব ত্রিভুবনজন ত্রাণহেতোঃক্রমাঙ্ক।
কিন্নত্যজ্যং ভবতি মহতাঞ্চেৎ পরস্যোপকারো
বারাণস্যাং মুনিরপি গতো দক্ষিণাশামগস্ত্যঃ। ১৯।

পয়ার। যদি বল ক্রমাঙ্ক হে এমন বচন। জন্মভূমি ছেড়ে আমি যাব কি কারণ॥ তাহার উত্তর কথা করহ শ্রবণ। কদাচিৎ মনোমধ্যে না কর চিন্তন॥ ক্ষণকাল জন্যে তুমি তথায় যাইবে। পালটিয়া শীঘ্রগতি পুনশ্চ আসিবে॥ ইহাতে না কর খেদ পদাব্জলাঞ্ছন। তুমি ত্রিভুবন জন ত্রাণের কারণ॥ যদি হয় কদাচিৎ পর উপকার। কিবা নাহি ত্যজ্য হয় মহত জনার॥ অগস্ত্য নামেতে মুনি জিনি মহামতি। কাশী ত্যজি দক্ষিণেতে করিলেন গতি॥ আর না এলেন তিনি রহিলেন তথা। পর উপকার হেতু শুনা আছে কথা॥ এ কারণ মহাশয় করি নিবেদন। পর উপকারে তুমি পরম ভাজন॥ এই উপকার কর এক্ষণে আমার। একবার যাহ সেই যমুনার পার॥ পুনশ্চ আসিবে ব্রজে কি ভাবনা তার। মিলিত হইয়া সেই জনকে তোমার॥ পিতৃ সঙ্গে পুনরায় আসিবে হে ফিরে। অধীনার দুঃখ দশা ঘুচিবে অচিরে। এই হেতু তব আছে ব্যগ্রতা আমার। আর কিছু কথা বলি শুন আরবার॥

যথা।

কর্পূরাদেঃ সলিল মভবদ্বৈতরণ্যম্বুতুল্যং,
বাক্যাগম্যং নদতিকঠিনং কোকিলঃ ষট্পদোপি।
বৃন্দারণ্যে কিরতি গরলং দুঃসহং শীতরশ্মি
র্নৈতদ্বাচ্যং সকৃদপিসখে সন্নিধৌ কেশবস্য। ২০।

পয়ার। শুনহ তোমারে বলি পদ্মাক্ষ উদ্ধব। হইয়াছে ব্রজে যত দুঃখ সমুদ্ভব॥ কর্পূর বাসিত জল সুশীতল ছিল। কৃষ্ণ বিনা বৈতরণী তুল্য সে হইল। ভ্রমরের গুঞ্জ রব কোকিলের স্বর। হয়েছে কঠিন যেন বজ্রের সোসর॥ সুধাকর কথা কত করিব বর্ণন। জগতে করেন যিনি সুধা বরিষণ॥ কৃষ্ণচন্দ্র বিনা সেই চন্দ্র সুধাময়। বৃন্দাবনে বিষবৃষ্টি করেন এখন॥ এইরূপ দুঃখোদয় এত হইয়াছে। না বলিছ এসকল শ্রীকৃষ্ণের কাছে॥ তাহার কারণ বলি শুন মহাশয়। সর্ব্বশাস্ত্রে মাধবেরে নিত্যানন্দ কয়॥ সুখের সাগর তিনি সুখস্থানে বাস। সুখীজনে দুঃখস্থান না করে প্রয়াস॥ ব্রজনাথ বিরহেতে ব্রজ গোপী যত। দুঃখিনী হইয়া বনে ভ্রমে অবিরত॥ রসিক নাগর শ্যাম রসিকা সহিত। মনের আবেশে তথা আছে আমোদিত॥ এতেক দুঃখের কথা করিলে শ্রবণ। এ স্থানেতে নাহি আসিবেন কদাচন॥ এই হেতু কহি দুঃখ না করো প্রচার। অনন্তর শুন কিছু কথা বলি আর॥

যথা।

প্রস্থানং তে কুলিশ কলনাম্মিশ্চিতং পণ্ডিতাগ্রে
শ্চিত্তেঽস্মাকং তদপিয়মতেযাহি যাহীতিবাণী।
অপ্রামাণ্যং কথয়তি সদানন্দসূনোর্ব্বিয়োগো
ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপিসিদ্ধৌ। ২১।

পয়ার। শুন শুন কুমাঙ্ক হে বচন আমার। যাইবে তথায় তুমি বুঝিয়াছি সার॥ যে কারণে মনোমধ্যে হয়েছে প্রত্যয়। বিস্তার করিয়া বলি শুন মহাশয়॥ যখন কুলিশ চিহ্ন করেছ ধারণ। তখনি জেনেছি তুমি করিবে গমন॥ তথাপি যে যাও যাও বলি বার বার। বিশেষিয়া কহি শুন কারণ তাহার॥ অসহ্য সে নন্দসুত বিরহ ব্যাপিয়া। জন্মাইল অপ্রামাণ্য হৃদয়ে আসিয়া॥ গমনে সন্দেহ পুনঃ তাহে অনুমানি। পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যাও

যাও বাণী॥ ব্যাপ্যজ্ঞানে ব্যাপকতা সিদ্ধির প্রমাণ। মম দরশনে হয় অগ্নি অনুমান॥ প্রকৃত স্থানেতে এই মত পরিচয়। কুলিশ ধারণ দৃষ্টে গমন নিশ্চয়॥ অতএব জেনেছি হে পদাব্জলাঞ্ছন। অবশ্যই তুমি তথা করিবে গমন॥ বিলম্ব না কর আর যাহ শীঘ্র-গতি। কৃপা করি অধীনির ঘুচাও দুর্গতি॥ তোমা বিনা দুঃখি-নীর কেহ নাহি আর। নিতান্ত নিয়াছি আমি শরণ তোমার॥ যাও যাও যাও ওহে চরণলাঞ্ছন। আর কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ॥

যথা।

উক্তংপ্রায় স্তরণিতনয়া নাগয়োস্তৎকথায়া,
মাস্তেকোবা জগতিভবতাং ভীতি হেতুঃ ক্রমাঙ্ক।
কিঞ্চস্বান্তে ক্ষণমপিভবৎ সঙ্গমে যাতি দূরং,
ভীতি মৃ'ত্যোরপি ক্বিমশনিং লোকরীত্যাদধাসি।২২

পয়ার। যদি বল স্বীয় কার্য্য সাধনের তরে। বলিতেছ এত কথা আমার গোচরে॥ পথিমধ্যে একাকী চলয়ে যেই জন। অবশ্য হইতে পারে ভয় সংঘটন॥ তাহার উত্তর কথা শুন মহাশয়। বিশেষিয়া কহি যে বিশেষ পরিচয়॥ জগতের ভয়হারী তুমি মতিমান। তোমার যে ভয় আছে নাহি হেন স্থান॥ তবে যে আছয়ে পথে যমুনা তরঙ্গ। অতিশয় ভয়ানক কালিয় ভুজঙ্গ॥ তাহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে কহিয়াছি সব। বিস্তার করিয়া তোমা প্রতি পদোদ্ভব॥ এক্ষণে কিঞ্চিৎ শুন কহি আমি তার। আসঙ্গ করয়ে যেই সঙ্গেতে তোমার॥ বারেক তোমারে হৃদে ভাবে যেই জন। মরণের ভয় তার হয় সংহরণ॥ মৃত্যু ভয় দূর হয় বেদেতে প্রমাণ। জগতে তোমার কোথা নাহি ভয় স্থান॥ সাক্ষী তার দেখিতেছি তোমার লক্ষণে। লোক রীতি ব্যবহারে ভয় নিবারণে॥ করেছ আপনি তুমি অশনি ধারণে। লোকালোকে হও তুমি ভয় নিস্তা-

রণ ॥ ত্রিভুবনে নাহি কেহ সমান তোমার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর ॥

যথা।

যেনারূঢ়ং বিষধর শিরো ভূরি বক্তব্য মন্যৎ,
কিম্বা কারি স্তন গিরিবরা রোহণঞ্চ শ্রুতং তৎ।
উৎপন্নস্ত প্রিয়তম পদাত্তেনভীতি স্তবাস্তে,
কোবা ব্রূয়াদিতিহি সদৃশং কারণে নৈব কার্য্যং ॥ ২৩

পয়ার। ওহে পদচিহ্ন তুমি জগত তারণ। আমি কি করিব বল তোমার বর্ণন। ভবাব্ধি তরণে তুমি তরণী বিস্তার। কাণ্ডারি তাহাতে হন জনক তোমার ॥ তোমা হতে যমের ভয়েতে তরে জন। আছয়ে তোমার ভয় কে করে এমন ॥ বিবরিয়া বলি আমি শুন মহাশয়। যাহা জানি কিঞ্চিৎ তোমার পরিচয় ॥ বিষধর শিরে আরোহিল যে চরণ। গোবর্দ্ধন গিরি পরে যার আরোহণ ॥ এক মুখে আমি কত করিব বর্ণন। তুমিত এ কথা সব করেছ শ্রবণ ॥ সেই শ্রীচরণ হতে তব জন্ম হয়। তোমার গমনে ভয় কে করে প্রত্যয় ॥ কারণ সদৃশ হয় কার্য্যের প্রভব। কহিলাম তব কাছে বিস্তারিত সব ॥ কৃপাকরি পদচি[illegible]রাখহ বচন। একবার মধুপুরে করহে গমন ॥ আর না সহিতে পারি বিরহ হরির। আনিয়া শ্রীকান্তে তুমি করহ সুস্থির ॥ তুমি গেলে সুনিশ্চিত আসিবেন হরি। এ কারণে কহিতেছি কৃতাঞ্জলি করি ॥ অধীনীর প্রতি কৃপা করহ বর্ষণ। আর. কিছু কথা বলি করহ শ্রবণ ॥

যথা।

জ্ঞাতং জ্ঞাতং কুলিশ সদৃশং চিহ্নমেতন্মবজ্রং,
নোচেদেবং জনয়তি কথং লোচনে প্রীতিধারাং।

দূরস্থঞ্চ গ্লপয়তিমনো নিঃস্বনো যস্যতস্মাৎ,
নেত্রপ্রীতিপ্রদমিতি বচো নশ্রুতং ক্বাপিকেন।২৪

পয়ার। বিরহে ব্যাকুলা রাধা পাগলিনী প্রায়। কখন কি কথা কন স্থির নাহি তায়॥ পদাঙ্কেরে বারম্বার প্রশংসা করিয়া। কহেন কমলাননী কথা ফিরাইয়া॥ ক্রমাঙ্ক তোমার কথা কি কহিব আর। সদৃশ নাহিক কেহ জগতে তোমার॥ তব রূপ গুণ কথা করিতে বর্ণন। ত্রিভুবন মধ্যে নাহি দেখি হেন জন॥ জেনেছি জেনেছি আমি বুঝেছি নিশ্চয়। বজ্র চিহ্ন মাত্র এই বজ্র কভু নয়॥ তা হইলে বল কেন তব দরশনে। উথলে অপার সুখ লোকের মননে॥ প্রেমধারা চক্ষে কেন হয় বরিষণ। বজ্র হলে না হইত কখন এমন॥ দূরেতে থাকিয়া যার শুনিয়া নিঃস্বন॥ মনেতে বিশাল ভয় হয় উদ্দীপন॥ চমকিয়া উঠে লোক যাহার নিঃস্বনে। তাহারে দেখিলে কেন প্রীতি হবে মনে॥ কেবা কোথা দেখে হেন শুনেছে শ্রবণে। বজ্র দৃষ্টে মনে প্রীত হয় কভু জনে॥ একারণে বলিতেছি বজ্র ইহা নয়। বজ্রের সমান চিহ্ন ধরেছ নিশ্চয়॥ ওহে গুণময় তব কি কহিব গুণ। আর কিছু কথা শুন হইয়া নিপুণ॥

যথা।

আস্তে চৈবং নবজলধরো যং বিলোক্য প্রমোদা,
নৃত্যন্ত্যু চৈর্ব্বিষধর ভুজো নিঃস্বনোপ্যস্য ভীমঃ।
মিথ্যেবায়ং যদবধিময়া বীক্ষিত স্তাদৃশোহয়ং,
কন্দর্পোমাং তদবধিহত্যেব বাণৈরসহ্যৈঃ॥২৫॥

পয়ার। যদি বল পদাঙ্ক হে এমন বচন। যে কথা কহিলে প্যারি এ হেন কথন॥ নিশ্চয় করেছ তুমি আপনার চিতে। যাহার কর্কশ রব তাহারে দেখিতে॥ দুঃখ বই সুখ নাই এ কথ

কেমন। শ্রবণ করহ বলি দৃষ্টান্ত বচন॥ নব জলধর মেঘ উঠিলে আকাশে। সুখী হয় শিখীকুল তাহার প্রকাশে॥ যাহার ভীষণ ধ্বনি করিলে শ্রবণ। ভয়েতে ব্যাকুল চিত্ত হয় সর্ব্বজন॥ তাহারে দেখিলে শিখী হয়ে আনন্দিত। নৃত্য করে ভাব ভরে হইয়া মোহিত॥ এ কথা বলিলে তুমি পার বলিবারে। ইহার উত্তর কিছু বলি হে তোমারে॥ এ কথা আমার মনে মিথ্যা বোধ হয়। তাহার কারণ বলি শুন মহাশয়॥ যে অবধি নব মেঘ দেখেছি অম্বরে। দহিছে আমার দেহ কন্দর্পের শরে॥ অসহ্য মদন শর সহ্য করা দায়। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রাণ বুঝি বাহিরায়॥ হে পদাঙ্ক রাখ মম বিনয় বচন। এক বার মধুপুরে করহ গমন॥ মাধবের কাছে কহ মম সমাচার। অনন্তর কথা কিছু বলি শুন আর॥

যথা।

ক্রোশস্যান্তে চরণযুগলং ক্ষালয়ন্নংশুজায়াং,
ছায়ায়াঃকিঞ্চিৎক্ষণমপিতরোর্ম্মূল মাসাদ্য তির্ষ্ঠেঃ।
উৎকৃষ্টং যো জনয়তি পদং সেবকানাং জনানাং,
পন্থ্যাং হীনং তদিতি জগতাং প্রত্যয়ঃ কূর্ম্মলোম।২৬

পয়ার। শুন শুন পদাঙ্ক হে বলি আরবার। স্থির হয়ে শুন তুমি বচন আমার॥ যদি বল পথে যেতে হবে বড় ক্লেশ। যাহাতে না হয় তাহা শুন সবিশেষ॥ ক্রোশান্তেতে যমুনায় চরণ ধুইবে। মধ্যে মধ্যে তরুমূলে ছায়াতে বসিবে॥ তাহে তব না হইবে অতি পরিশ্রম। পথ চলনের এই বিশেষ নিয়ম॥ ইহাতে যদ্যপি বল এ কথা কেমন। চরণ বিহীন জনে ধুইবে চরণ॥ মাথা নাহি মাথা ব্যথা কথা চমৎকার। তাহার উত্তর তুমি শুন আরবার॥ তোমায় বারেক যারা করয়ে স্মরণ। তাহাদের দাও তুমি উত্তম

চরণ ॥ এত বড় বিষ্ণুপদ করহ প্রদান। সে চরণে কত জনে বাঞ্ছা করে স্থান॥ চরণবিশিষ্ট কর বিবিধ বিধানে। তোমার চরণ নাই এ কথা কে মানে॥ তবে যে চরণ দৃষ্ট না হয় তোমার। বিশেষ প্রমাণ কিছু বলিহে ইহার॥ কূর্ম্ম দেহে লোম দৃষ্ট না হয় যেমন। তেমন তোমাতে দৃষ্ট না হয় চরণ॥ কৃপা করে মধুপুরে যাহ একবার। আর কিছু কথা বলি শুনহ আমার॥

যথা।

আরুহ্যাস্মদ্ধৃদয় মথুরা গচ্ছতুঙ্গংতুরঙ্গং।
সৌরস্তেজঃ সজলজলদশ্ছায়য়া বারণীয়ং।
বৃষ্টিংনৈবত্বত্তুপরি করিষ্যত্যয়ঞ্চগুরশ্মিঃ
খেদাশঙ্কা সরসিজসখস্তুদ্ধৃতাম্ভোরুহস্য॥ ২৭॥

পয়ার। শুন শুন মম বাক্য পদাব্জলাঞ্ছন। যদি তুমি মনে মনে ভাবহ এমন॥ বিনা যানে কি রূপেতে যাব মথুরায়। মান্যমান বহু লোক আছয়ে তথায়॥ অসম্মান আছে পদব্রজে গেলে পর। অধিকন্তু গমনেতে কষ্ট বহুতর॥ এরূপ বিচার যদি করহ সুধীর। তাহার উপায় আমি করিয়াছি স্থির॥ আছয়ে আমার মনোরূপ তুরঙ্গম। অতিশয় উচ্চ তব গমনে উত্তম॥ তাহে আরোহণ করি করহ গমন। মান রবে শ্রম না হইবে কদাচন॥ না লাগিবে তব অঙ্গে রবির কিরণ। সজল জলদে করিবেক আচ্ছাদন॥ বৃষ্টি না হইবে তার শুন সমাচার। তোমাতে সরোজ চিহ্ন আছয়ে বিস্তার॥ সরোজের প্রিয় সখা সূর্য্য মহাশয়। বর্ষণেতে সরোজের হবে দুঃখোদয়॥ সূর্য্যদেব সচিন্তিত হয়ে এ কারণ। জলদেরে করিবেন বর্ষিতে বারণ॥ সবিতার বাক্যে মেঘ কভু না বর্ষিবে। বৃষ্টি তাপ না লাগিবে স্বচ্ছন্দে যাইবে॥ অতএব মহাশয় যাও একবার। অনন্তর কথা বলি শুন কিছু আর॥

যথা।

এতেনস্যান্মধুপুরগতিঃ কেনমে পঙ্কিলোভূৎ,
পন্থানন্দব্রজকুলভুবাং লোচনাম্ভোভিরুচ্চৈঃ।
নোবাশুষ্কো হরিবিরহজোত্তাপিতোপীন্দুবক্ত্রে,
নিত্যোৎপত্তে র্নয়ন পয়সাং বাক্যমেতন্মিরস্তং। ২৮।

পয়ার। মনো তুরঙ্গমে যেতে বলি যে কারণ। শুন শুন সে বচন পদাব্জলাঞ্ছন॥ যদি বল গোপিকার নয়নের জলে। পঙ্কিল হয়েছে পথ গোকুল মণ্ডলে॥ কি রূপে যাইব আমি সে মধুভুবন। কেমনে করিব সেই হরি দরশন। হরি বিরহজ তাপ প্রদীপ্ত হইয়া। ইন্দুমুখি বলিছ যে গেছে শুকাইয়া। এ বচন মিথ্যা প্যারি তব সমুদয়। নিত্য সমুত্থিত জল নয়নেতে হয়॥ অতএব এই পথ কেমনে শুকায়। ইহা বলি কর যদি নিরস্ত আমায়॥ এই হেতু বলিতেছি করিয়া মিনতি। মনো তুরঙ্গমে চড়ি যাও মহা-মতি॥ তা হলে আপত্তি আর কিছু না রহিবে। অনায়াসে মধু-পুরে যাইতে পারিবে॥ ওহে মহাশয় কৃপা করি বিতরণ। শীঘ্রগতি একবার করহ গমন॥ আনিয়া সে মুরহরে হর দুঃখ রাশি। আমি যে তোমার হরি চরণের দাসী॥ হরি বিনা মরি মরি হয়েছি এখন। রক্ষা কর ওহে হরি চরণলাঞ্ছন॥ দেখাও সে শ্যামচাঁদে আনি একবার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর॥

যথা।

অস্তিস্তাভি স্তরণিতনয়া পীনতাং নৈবলব্ধা,
গোপীভর্ত্তু র্বিরহ দহনৈঃ প্রত্যুতৈঃ ক্ষীণতাঞ্চ।
নোচেদেবং সলিলতরসা গোকুলেমাস্ত কিঞ্চিৎ,
প্রস্থানস্তেকিল মধুপুরে নির্ব্বিরোধং ক্রমাঙ্ক ॥ ২৯॥

পয়ার। শুনহ আমার কথা পদাব্জ উদ্ভব। বিবরিয়া ক্রমে ক্রমে বলিতেছি সব ॥ বল যদি গোপিকার নয়নের জলে। বাড়িয়াছে সূর্য্যসুতা সকলেতে বলে ॥ এক্ষণে কেমনে আমি করিব গমন। ইহার উত্তর কথা করহ শ্রবণ ॥ বাড়িয়াছিলেন বটে প্রথমে তটিনী। এক্ষণেতে অতি ক্ষীণা হয়েছেন তিনি ॥ উদ্দীপ্ত হইয়া হরি বিরহ দহন। ক্ষীণতা করেছে কায় শুনহ বচন ॥ পূর্ব্বমত দেহে আর নাহি তত বল। উত্তাপে অনেক শুষ্ক হইয়াছে জল ॥ এ কথা না শুন যদি সন্দেহ করিয়া। গোকুল নগরে পথ দেখ নিরক্ষিয়া ॥ যদি যমুনার বেগ থাকিত তেমন, জলে গোকুলের পথ থাকিত মগন ॥ প্রশস্ত দৃষ্টিতে তুমি দেখে সমুদয়। নির্ব্বিরোধে কর গতি ওহে মহাশয় ॥ নিতান্ত আশ্রয় আমি লয়েছি তোমার। অধীনীরে দুঃখ হতে করহ উদ্ধার ॥ কৃপাময় মহাশয় শ্রীহরি চরণ। সে চরণে হইয়াছে তোমার জনন ॥ পিতৃ দৃষ্টে প্রকারেতে চাহ একবার। অনন্তর বলি কিছু কথা শুন আর ॥

যথা।

ক্ষীণৈবাস্তে তরণিতনয়া বস্তুতস্তদ্বিয়োগে,
কাবা পীনা ভবতি বচনং কস্যচিন্নেতিযুক্তং।
গোপস্ত্রীণাং নয়ন সলিলৈ র্ব্বর্দ্ধতেসাবিশীর্ণা
অন্যেনন্দব্রজপুর জনা ন্যূনমিত্যর্থকং যৎ ॥ ৩০।

পয়ার। শুন শুন ক্রমাঙ্ক আমার নিবেদন। যদি তুমি অনুমান করহ এমন ॥ বেড়েছে যমুনা গোপীদের চক্ষুজলে। তবে কেন হেন কথা অন্য লোকে বলে ॥ তাহার উত্তর তুমি শুন মহাশয়। আরোপ বচন মাত্র কথা কিছু নয় ॥ কোন কোন জনে বটে বলে এ বচন। আঁখি নীরে তরঙ্গিণী হয়েছে বর্দ্ধন ॥ কেহ কেহ সে

কথায় দোষ দিয়া কয়। বিশেষ করিয়া বলি শুন পরিচয়॥ ব্রজপুরে ব্রজনাথ বিরহ দহনে। পশু পক্ষী আদি করে পোড়ে সর্ব্বক্ষণে॥ যমুনার বৃদ্ধি কথা যুক্তিসিদ্ধ নয়। বিশীর্ণা হয়েছে ব্রজপুরে সমুদয়॥ বস্তু তত্ত্ব এই কথা প্রসিদ্ধ বচন। দেখহ তাহার সাক্ষী পদাঙ্কধীমন॥ শাখী পরে কান্দে পাখি মৃগ কান্দে বনে। না খায় ফুলের মধু ভ্রমরের গণে॥ ময়ূর চকোর আদি সকাতর সব। মূক হইয়াছে পিক মুখে নাহি রব। বিরহে বিশীর্ণ সব পুষ্ট কেহ নয়। তরণি তনয়া বৃদ্ধি সম্ভব কি হয়॥ শঙ্কা ত্যজি শীঘ্রগতি যাহ একবার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর॥

যথা।

সামগ্রীচেন্ন ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং,
তত্ত্বং গোপীনয়ন সলিলে কেবলেহপ্যস্তিমৈবং।
উৎকণ্ঠায়াং হৃদি ন কুরুতে কারণানাং সহস্রং
লক্ষং বাপি ক্ষণমপি যতঃ পীবরত্বং জনানাং।৩১॥

পয়ার। যমুনা প্রবল শঙ্কা করি নিবারণ। পুনশ্চ তোমাকে বলি পদাঙ্কলাঞ্ছন॥ কেবল নয়ন জলে বৃদ্ধি কালিন্দীর। একথা না হয় লগ্ন কখন সুধীর॥ সকল কারণ রূপ সামগ্রী সঞ্চয়। হলে পরে হয় যেন ফলের উদয়॥ পণ্ডিতের ব্যাপ্তি এই সর্ব্বমত সিদ্ধ। সামগ্রী বিহনে ফল এ কথা অসিদ্ধ॥ কেবল নয়ন জলে জল উৎপাদন। কভু না হইতে পারে বলয়ে সুজন॥ শরীর স্থূলের হেতু উত্তম সম্ভোগ। করিলে না হয় স্থূল যদি থাকে রোগ॥ হৃদয়েতে চিন্তা রূপ রোগ থাকে যার। তার আর লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার॥ কারণ মিলন হৈলে নাহি হয় স্থূল। চিন্তাজ্বর জানিবেন ক্ষীণতার মূল॥ এই হেতু কহিতেছি পদাঙ্ক উদ্ভব।

যমুনায় জল বৃদ্ধি অতি অসম্ভব॥ চিন্তিত না হও তুমি যমুনা কারণ। স্বচ্ছন্দেতে সুখে তথা করহ গমন॥ মথুরায় গেলে মনে পাবে বড় সুখ। আমার বচনে তুমি না হও বৈমুখ॥ অতি শীঘ্র তুমি তথা যাহ একবার। অনন্তর কথা কিছু বলি শুন আর॥

যথা।

তস্মাত্তস্যাবিরতিরথবা হেতুরস্যাদৃশঃ স্যা,
ন্নস্যাদেবং ক্বচিদপি ফলং কারণা সন্নিধানে।
নষ্টেহেতৌ প্রভবতি কুতঃ কার্য্যমিত্যপ্যযুক্তং।
যাগে পূর্ব্বা দিব জনকতাং দ্বারত স্তস্যাসিদ্ধাঃ ॥৩২॥

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ হেতু হইয়া চিন্তিত। অতি ক্ষীণা হইয়াছে যমুনা নিশ্চিত॥ চিন্তার বিরাম বিনা পুষ্টি শরীরের। কখন না হয় এই বচন ধীরের॥ চিন্তা বিনাশন হয় পুষ্টির কারণ। চিন্তা সত্ত্বে পুষ্টি নাহি হয় কদাচন॥ ইহার কারণ কিছু আমি বলি আর। পুষ্টির বিরহ জান বিরহ তাহার॥ কারণের অনিকটে কার্য্য নাহি হয়। কারণ নিয়ত কার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥ যদি বল এ কথাটি রচনা তোমার। ইহাতে অনেক ঠাঁই দেখি ব্যভিচার॥ অনুভব কারণ স্মরণ পক্ষে বটে। স্মরণের পূর্ব্বে নাহি অনুভব ঘটে॥ নিকুঞ্জ বেহারী হরি নিকুঞ্জ ভবনে। কত দিন ব্রজগোপী দেখেছে নয়নে॥ সেই অনুভব জন্য স্মরণ হইয়া। দিবা নিশি কান্দে গোপী নিকুঞ্জে আসিয়া॥ একথা অন্যায় বড় জানিবে নিতান্ত। স্বর্গের সাধন যাগ বেদের দৃষ্টান্ত॥ ইহকালে করে যাগ স্বর্গ কামনাতে। পরকালে স্বর্গ হয় অদৃষ্ট দ্বারাতে॥ অদৃষ্ট স্বর্গের প্রতি সাক্ষাৎ কারণ। অদৃষ্ট দ্বারাতে যাগ স্বর্গের সাধন॥ হরি স্মরণের প্রতি জন্যে পদোদ্ভব। সংস্কার ব্যাপার কিন্তু কারণানুভব॥ সংস্কার সম্বন্ধ হেতু নাহি ব্যভিচার। কহিলাম সমুদয় সাক্ষাতে তোমার॥ অতএব শুন বলি চরণলাঞ্ছন। আপত্তি না

কর যাহ মথুরা ভবন॥ কৃষ্ণে আনি দুঃখে মম কর সমুদ্ধার। অনন্তর কিছু কথা শুন বলি আর॥

যথা।

ক্লেশোস্মাকং মলয়পবনৈ মূর্চ্ছয়া চোপকারঃ,
তস্মাৎ সর্ব্বং কিলবিধিকৃতং কারণং কারণং ন।
অম্ভোজানা মমৃতকিরণ জ্যোতিষা ম্লানি কৃচ্ছে,
কুগ্রজ্যোতি কিরণ মিলনাজ্জায়তেচ প্রকাশঃ।৩৩।

পয়ার। শুনহে পদাঙ্ক আমি বলি যে বচন। এক মন হয়ে তুমি করহ শ্রবণ॥ কারণ অনবধানে কার্য্য নাহি হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য এক শুন মহাশয়॥ আমাতেই ঘটিয়াছে ইহার আভাস। বিস্তারিয়া বলি তাহা করিয়া প্রকাশ॥ মলয়পবনে হৈল কষ্ট সুপ্রচুর। মূর্চ্ছায় জন্মিল সুখ দুঃখ করি দূর॥ অকারণ কারণ কারণ অকারণ। এ সকলি বিধি কৃত জানিবে লাঞ্ছন॥ নলিনী মলিনী হয় সুধাকর করে। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে প্রকাশিত করে॥ ইহাতে দেখহ তুমি করিয়া বিচার। তুমিত সুবিজ্ঞ বট জগত নিস্তার॥ কৃপা করে মধুপুরে যাও একবার। অনন্তর কিছু কথ বলি শুন আর॥

যথা।

স্ত্রীভিঃ প্রেম প্রিয়তমগতং নৈবশক্যং বিহাতুং,
যাচেত্বস্ত্বাং কিলমধুপুরীং চংক্রমায়ক্রমাঙ্ক।
দগ্ধেনাপি ব্যথিত হৃদয়ো পঞ্চবাণেন বাণৈঃ,
ক্রূরৈরুচ্চৈ র্মদনরমণী তৎকৃতে রোদিতিস্ম।৩৪।

পয়ার। শুন শুন পদাঙ্ক হে করি নিবেদন। তুমি যদি আমা প্রতি বলহ এমন॥ কুটিল কালিয়া হেতু কর বিলাপন। অকারণ এত কেন করহ রোদন॥ তাহার উত্তর আমি করি হে তোমারে। স্বামীর বিচ্ছেদ নারী সহিতে না পারে॥ প্রাণ প্রিয়তম কান্ত বিচ্ছেদের দায়। সহ্য করিবারে নারে স্ত্রীগণে কোথায়॥ তাহার দৃষ্টান্ত কথা করহ শ্রবণ। অতিশয় ক্রূরমতি নির্দ্দয় মদন॥ ক্রূরকর্ম্ম ক্রমে ক্রমে করি অতিশয়। শিব কোপানলে পুড়ে হৈল ভস্মময়॥ পঞ্চশরে নিরন্তর ব্যথিতা রমণী। কাতরা হইয়া কান্দে দিবস রজনী॥ অকারণ কথা মম কোন মতে নয় বিশেষ করিয়া বলি শুন মহাশয়॥ সেই যে শ্যামের প্রেম কারণ ইহার। কখন ব্রজের নারী না ভুলিবে আর॥ কৃতাঞ্জলি করি আমি বলি হে তোমায়। বারেক গমন কর সেই মথুরায়॥ আনিয়া শ্রীকৃষ্ণে মম বাঁচাও জীবন। কৃপা বিতরণ কর রাখহ বচন॥ তব সম কৃপাবান নাহি ত্রিসংসারে। অনন্তর কিছু কথা বলি হে তোমারে॥

যথা।

আস্তে চিত্তে কিলকলয়িতুং বাসনা শম্বরারে,
রেকৈকেন ব্রজপুরবধূ প্রাণমেকৈকমঙ্ক।
বাণেনাতঃ সততমতনুর্জাত কোপাহিতুল্যৈঃ,
ক্রূরৈরস্মান্ দহতি কুসুমৈঃ শায়কৈঃ পঞ্চসংখ্যৈঃ॥৩৫

পয়ার। প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে শুনহ আশ্চর্য্য। বিরহীজনের প্রতি মদনের কার্য্য॥ বুঝা যায় মদনের মনের বাসনা। বধিবে ব্রজের বধু করেছে কামনা॥ সন্ধান করিয়া বাণ প্রত্যেকের কায়। প্রত্যেকে বধিবে প্রাণ তার অভিপ্রায়॥ ইহায় কারণ

শুন চরণলাঞ্ছন। হরকোপে তনু তার হয়েছে পতন॥ খলের স্বভাব এই জানিবে নিশ্চয়। মরিলেও স্বভাবের অভাব না হয়॥ বিষম খলের ভাব না হয় খণ্ডন। কহিলাম তব কাছে নিশ্চয় বচন॥ কুকর্ম্ম করিয়া কাম মরেছে পুড়িয়া। তথাপি কুসুম বাণে মারে পোড়াইয়া॥ কৃষ্ণ বিনা কাম শর হয়ে বলবান। বধিতে উদ্যত আছে ব্রজবধূ প্রাণ॥ কি কব তোমার কাছে পদ্মাঙ্কলাঞ্ছন। হইয়াছে দেহ মম অতি জ্বালাতন॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ আর না পারি সহিতে। ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ ভাবিতে ভাবিতে॥ সেই বাঁশী সেই হাসি সেই অবয়ব। জাগিছে হৃদয়ে কিন্তু না পাই মাধব॥ এই হেতু তব কাছে কান্দি বার বার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর॥

যথা।

যল্লোকানামুপকৃতিভয়াৎ কালকূটোপিপীত,
স্তানেবায়ং দহতিগরলৈ স্তাদৃশৈরাচিতেন।
বাণেনেতি ত্রিপুররিপুণা জাত কোপেনদগ্ধো,
নেত্রোত্থেন প্রবলশিখিনা নির্দ্দয়ং শম্বরারি॥ ৩৬॥

পয়ার। শুনহে তোমারে বলি চরণলাঞ্ছন। দুরন্ত দুরাত্মা সেই কামের বচন॥ ত্রিলোকের নাথ শিব আশুতোষ যিনি। মদনেরে অসন্তোষ হইলেন তিনি॥ তাহার বচন বলি শুন পরিচয়। যেই হেতু শিব তারে হলেন নির্দ্দয়॥ দেব দেব মহাদেব দয়াম্বু চরিত। জগতে যাহার দয়া বিশেষ বিদিত॥ লোক অপকার ভয় করি অনুমান। কালকূট বিষ যিনি করেছেন পান॥ জগতের হিত হেতু সদা চেষ্টা যাঁর। অহিত দেখিলে সহ্য নাহি হয় তাঁর॥ মদন সর্ব্বদা পীড়া দেয় জগজনে। কামশরে জরজর

করে সর্ব্ব ক্ষণে ।। তাহা দেখি মহাদেব মহাক্রোধ মনে। নেত্রা-নলে দহিলেন নির্দ্দয় মদনে।। উচিত হয়েছে কর্ম্ম অনুযায়ী ফল। নারীর কপাল হেতু না টুটিল বল।। মরিয়াও দুরাচার হানে পঞ্চ-বাণ। অস্থির করয়ে সদা বিরহীর প্রাণ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমি হয়েছি অস্থির। বিবরিয়া কহিলাম তোমারে সুধীর।। একবার যাহ তুমি যমুনার পার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর।।

যথা।

নৈবং ন্যূনং সগরজগরস্তৎসম্বরারেঃ শরস্ত,
ব্রহ্মাদীনাময়মপিযতো ধৈর্য্যবিধ্বংসহেতুঃ।
এতদ্বাক্যং গিরিশচরণং খণ্ডিতৈঃ পণ্ডিতাগ্রে
র্যস্তাসঙ্গাদ্ব্যথিতহৃদয়ে নির্দ্দয়ং দগ্ধকামৈঃ ।। ৩৭ ।।

পয়ার। শুন শুন ওহে পদচিহ্ন মতিমান। পুনশ্চ কিঞ্চিৎ কহি তব বিদ্যমান। সগরজ সমাখ্যাত বিশুদ্ধ সাগর। তাহাতে উত্থিত হয় গরল দুস্তর।। গরলের এক নাম কালকূট বলে। যাহার স্পর্শনে জীব যম ঘরে চলে।। কালকূট বিষের অধিক কামবাণ। বিবেচিয়ে দেখ তুমি তাহার প্রমাণ।। কালকূট ভয়ে ব্রহ্মা আদি দেবগণ। স্বস্থান ছাড়িয়া সবে পলায়িত হন।। সাগর সম্ভব বিষ কভু ন্যূন নয়। মদন শরের তুল্য কেহ কেহ কয়।। এ কথা অন্যথা তার শঙ্কর প্রমাণ। অনায়াসে কালকূট করে-ছেন পান।। দেবের দেবতা শিব জগতের সার। যমেরে করিয়া জয় মৃত্যু নাহি যাঁর॥ বিষে বিষাদিত যিনি ক্ষণমাত্রে নয়। কামবাণে হয়েছেন ব্যথিত হৃদয়।। গরল অধিক অতি খর রতিপতি। জানি তারে নির্দ্দয়ে দহেন পশুপতি।। পোড়া কাম পুড়িয়াও পোড়ায় শরীর। ইথে বিবেচনা কর তুমি মহা-

ধীর॥ কৃষ্ণে আনি দিয়া রক্ষ করহ জীবন। অনন্তর কিছু কথা করহ শ্রবণ॥

যথা।

উত্তাপোহয়ং হরিবিরহজো বর্দ্ধতে নিত্যমুচ্চৈ,
বৃন্দারণ্যে বসতি রধুনা কেবল দুঃখ হেতুঃ।
কিঞ্চাস্মাকং নয়নসলিলৈ বর্দ্ধতে চেন্নদীয়ং
কেনস্থেয়ং দ্রুতগতি জলৈরাচিতে কুঞ্জমধ্যে॥ ৩৮।

পয়ার। কাতরে তোমার কাছে করি নিবেদন। অধীনির বাক্য গুলি করহ শ্রবণ॥ তোমা হতে জুড়াইবে আমার হৃদয়। একারণে তোমারে কহিয়ে সমুদয়॥ হইতেছে অতি ভয় হৃদয়ে আমার। প্রকাশ করিয়া বলি সাক্ষাতে তোমার॥ শ্রীহরি বিরহ-জাত সন্তাপ প্রবল। দিনে২ বৃদ্ধি হয়ে করিতেছে বল॥ এক্ষণে ব্রজেতে বাস দুঃখ হেতু সব। আশা নাহি আর হবে সুখ সমুদ্ভব॥ অদ্যাপি না আইলেন কমললোচন। উঠিল ব্রজের বাস শুন সে কারণ॥ আমাদের চক্ষুজল প্রত্যহ পড়িয়া। অচিরেতে এই নদী প্রবলা হইয়া॥ কুঞ্জবন মধ্যে আসি করিব প্রবেশ। প্লাবিত হইয়া জলে ভাসিবেক দেশ॥ তবে আর ব্রজবাসী কোথা দাঁড়াইবে। উঠিল ব্রজের বাস এ হেতু জানিবে॥ হায় হায় কৃষ্ণ বিনা ভাসে সমুদয়। তুমি কৃপা করে রক্ষা কর মহাশয়॥ একবার যাহ শীঘ্র সে মধুভুবন। আনিয়া শ্রীকৃষ্ণনিধি করহ রক্ষণ॥ চরণ-লাঞ্ছন ধরি চরণ তোমার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর॥

যথা।

যদ্ধ্যানং জনয়তিসুখং যাদৃশং তাদৃশং ন
স্বর্লোকাদাবপি কিমপরং ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতৌচ।

জ্ঞেয়ঞ্চেতন্মুনিবর মুখাম্ভোজতঃ কীদৃশী তে
বুদ্ধিস্তাদৃক্‌জনক বিষয়ে দর্শনে নাস্তিযত্নঃ॥ ৩৯॥

পয়ার। পদাঙ্কেরে পুনঃ পুনঃ যাও যাও কন। না চলে পদাঙ্ক আর না কহে বচন॥ চিহ্নের শরীরে কি এ জ্ঞানবল আছে। না বুঝিয়া বিধুমুখী কন তার কাছে॥ শুন হে পদাঙ্ক তুমি বড়ই নিষ্ঠুর। বারম্বার বলিতেছি যাও মধুপুর॥ না দেহ উত্তর আর না কর গমন। বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ॥ বিলম্ব না কর আর চরণলাঞ্ছন। শীঘ্রগতি কৃষ্ণে গিয়া কর দরশন॥ মুনিবর মুখে তুমি শুনেছত সব। কৃষ্ণ দরশনে হয় যে সুখ উদ্ভব॥ না হয় তেমন সুখ প্রাপ্তি কারো কাছে। ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয় স্বর্গ কোথা আছে॥ জানিয়া শুনিয়া তত্ত্ববর্ত্ম নাহি ধর। মূর্খের সমান কার্য্য কি কারণে কর॥ ইহাতেই বোধ হয় বুদ্ধি তব নাই। এ কথায় মৌন হয়ে রহিয়াছ তাই॥ অধিকন্তু আর এক দেখি চমৎকার। কিছুমাত্র মায়া নাহি শরীরে তোমার॥ বুঝায়ে কহিব কত বিশেষ বচন। জনকে দেখিতে তব না হয় যতন॥ অতএব মহাশয় যাহ একবার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর॥

যথা।

বক্তব্যং যন্মদনজনিতং দুঃখমস্মাক মেত-
দ্ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়তমপদে গোপয়িত্বা স্বদেহং।
দৃষ্টে তেন ত্বয়িনয়নয়োর্নিস্তলপ্রীতিহেতো
র্যাস্যস্ত্যেব ক্ষণপিমনস্তং কথায়াং ন তস্যা॥ ৪০॥

পয়ার। নিবেদন করি আমি চরণলাঞ্ছন। মনোযোগ করি তুমি শুনহ এখন॥ যখন কৃষ্ণের কাছে উপনীত হবে। পুনঃ পুনঃ দুঃখ কথা বিবরিয়া কবে॥ মদনজনিত দুঃখ হইয়াছে যত।

বিশেষ করিয়া তাঁরে কবে বিশেষত॥ কিন্তু তুমি তাঁর কাছে কহিবে যখন। আপন শরীর তথা করিবে গোপন॥ অলক্ষ্য থাকিয়া কবে সব সমাচার। দেখিতে না পান যেন শরীর তোমার॥ ইহার কারণ বলি শুন মহাশয়। সে সময়ে তব দেহে দৃষ্টি যদি হয়॥ আনন্দ বাড়িবে মনে তোমারে দেখিয়া। তোমা প্রতি একদৃষ্টে রবেন চাহিয়া॥ আনন্দেতে ভাসিবেন কমললোচন। দুঃখ বাক্যে মনোযোগ না হবে তখন॥ এই হেতু বার বার বলি হে তোমারে। কথার সময়ে দেখা না দিও তাঁহারে॥ দুঃখ শুনাইয়া আগে দয়া জন্মাইবে। পরেতে সাক্ষাৎ করি সঙ্গেতে আসিবে॥ বুঝাইয়া বলিলাম সকল বচন। দেখো যেন না ভুলিও পদাব্জলাঞ্ছন॥ সাবধানে যাহ তুমি যমুনার পার। অনন্তর কিছু কথা বলি শুন আর॥

যথা।

বক্তব্যঞ্চস্ফুটমিতি যদা নির্জ্জনস্থো মুকুন্দঃ
পদ্মাদ্যঙ্কৈরতি সুললিতৈ রঙ্কিতং তৎপদাব্জৈঃ।
বৃন্দারণ্যং স্মরসি ন কথং শ্রীপতে মঞ্জুকুঞ্জং,
জ্ঞাতং জ্ঞাতং যদিহনপরীরম্ভণং কুব্জিকায়াঃ॥ ৪১।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে নাহি রাধিকার জ্ঞান। নিশ্চয় ভাবিয়া পদচিহ্নের প্রমাণ॥ পদ্ম আদি বিচিহ্নিত পদাঙ্কের আগে। বিবরিয়া কন রাধা মনে যাহা জাগে॥ কাতরা হইয়া কথা কন বার বার। শুন শুন পদচিহ্ন বচন আমার॥ মথুরানগরে তুমি করিয়া গমন। শ্রীকৃষ্ণেরে নির্জ্জনেতে পাইবে যখন॥ স্পষ্ট করি কথা তাঁরে কবে সমুদয়। সে সময়ে মনোমধ্যে না হয়ো বিস্ময়॥ কহিবে কৃষ্ণেরে প্রভু একি চমৎকার। মনে কি না হয় বৃন্দাবন একবার॥ মনোহর সুখময় নিকুঞ্জকানন। একেবারে

হইয়াছ সব বিস্মরণ ।। জেনেছি জেনেছি নাথ বিশেষ কারণ। ইহারূ আমূল কুবুজার আলিঙ্গন ।। কুবুজার কারণেতে ভুলিলে রাধায়। কি কহিব গুণনিধি হায় হায় হায় ।। এইরূপে কবে তুমি তাঁহারে বচন। কিন্তু যেন অন্য লোকে না করে শ্রবণ ।। আমার উক্তিতে কবে করিয়া বিনয়। যাহাতে এ কুঞ্জধাম মনে তাঁর হয় ।। এতবলি কমলিনী কহেন আবার। অনন্তর কথা কিছু শুন বলি আর ।।

যথা।

আকাঙ্ক্ষায়াং গুপয়তি মনো মাদৃশাং বাসনা সা
শব্দে ধর্ম্মে সতি ন ভবিতা হানিরেব ক্রমাঙ্ক।
সাকাঙ্ক্ষোক্ত্যা মুরহর পদে সর্ব্বমেতন্নিবেদ্যং
নোচেত্তস্যপ্রমিতি জননে কেন হেতুস্তবোক্তিঃ। ৪২।

পয়ার। পুনশ্চ কহেন প্যারী বিনীত বচন। শুন শুন ক্রমাঙ্ক হে করি নিবেদন।। সাবধান হয়ে শীঘ্র মথুরায় যাবে। নির্জ্জনে কৃষ্ণের দেখা যেথানেতে পাবে।। প্রণাম করিয়া যত্নে স্থিরচিত্তে রয়ে। নম্রভাবে কবে কথা নম্রমুখ হয়ে॥ নম্রমুখে সমুদয় কবে তুমি তাঁয়। না কবে নিষ্ঠুর ভাষা কদাচ তথায়।। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে একে পুড়িতেছে মন। তাহার দ্বিগুণ পোড়া পোড়ায় মদন।। সকলি বলেছি অগ্রে বক্রী কিছু নাই। আকাঙ্ক্ষা কেবল হরি দরশন পাই।। সিদ্ধি যদি নাহি হয় আকাঙ্ক্ষার ফল। কেবল পীড়ার হেতু জানিবে সকল।। ফলিলে আকাঙ্ক্ষা ফল পূরিবে বাসনা। সাকাঙ্ক্ষা জানিবে বাক্য আমার প্রার্থনা।। নিরাকাঙ্ক্ষ্য বাক্যে কভু বোধ না জন্মিবে। এ কারণে কৃষ্ণ কাছে সাকাঙ্ক্ষ্য কহিবে॥ তোমার কথায় তাঁর প্রতীতি হইয়া। বুঝিবেন ব্রজনাথ বিচার করিয়া॥ যাহাতে এসেন হরি করিবে এমন। তুমিত

সুবিজ্ঞ বট পদ্মাজলাঙ্গুন। বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ গমন। অনন্তর কিছু কথা করহ শ্রবণ॥

যথা।

আগন্তব্যং সরসিজদৃশা বোধিতে ন ত্বদুক্ত্যা
নাপ্রত্যক্ষং প্রমিতিকরণং বাক্যমেতন্নমানং।
স্বীকর্ত্তব্যং নয়নবিরহাপত্তিভীত্যেতি সর্ব্বৈ,
র্মানাভাবান্দৃশি নহিভবেন্মান মন্যদ্বিতীয়াৎ॥ ৪৩॥

পয়ার। শুন শুন পদাঙ্ক হে মম নিবেদন। তুমি যদি মনোমধ্যে ভাবহ এমন॥ বাক্যের প্রবন্ধে করি বৌদ্ধমত দোষে। শব্দের প্রামাণ্য সাধ্যে অত্যন্ত সন্তোষে॥ কমলনয়ন হরি তোমার কথায়। আসিবেন ব্রজে পুনঃ বুঝিয়া ত্বরায়॥ বাক্যের প্রামাণ্য নাই কি হবে কথায়। চার্ব্বাকের মতে যদি যান যদুরায়॥ প্রত্যক্ষ ভিন্নের কভু প্রমাণতা নাই। চার্ব্বাকের মত বটে কিন্তু মিথ্যা তাই॥ চক্ষুতে দেখিবে বস্তু এই মত তার। চক্ষু বস্তু সাধকে প্রমাণ পাওয়া ভার॥ অতএব চার্ব্বাকের মতটি অসিদ্ধ। প্রমাণে প্রামাণ্য সাধে অনুমান সিদ্ধ॥ অতএব মহাশয় করুহ গমন। অনন্তর কিছু কথা করহ শ্রবণ॥

যথা।

বৌদ্ধস্যৈতন্মত বিটপিনো মূলমাচ্ছাদিতস্যা,
ন্মুক্তিস্তস্যা নৃতবচনতো যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তং।
যদ্যস্মাকং সততমতনোঃ শায়ক ক্ষুণ্ণদেহঃ
প্রামাণ্যং স্যাৎকুসুমবিশিখোত্তীতিবাক্যেনসাক্ষী॥৪৪

পয়ার। পদাঙ্কে সম্ভাবি প্যারী কন আরবার। তুমি যদি মনে ভাব এরূপ প্রকার॥ কি প্রকারে প্রমাণতা সিদ্ধ অনুমানে। শব্দের প্রামাণ্য সিদ্ধ শুদ্ধরূপে মানে॥ অতএব মনে ভেবে দেখ তুমি ভাই। শব্দের প্রামাণ্য সিদ্ধ নিশ্চয় ইহাই॥ বিবেচনা করে তুমি দেখহ অন্তরে। বৌদ্ধ মত প্রদূষিত হইতেছে পরে॥ অতনু শরেতে ক্ষুণ্ন আমাদের দেহ। সতত কাতর গোপী ছাড়া নহে কেহ॥ একথা অলীক বলে যদি কর জ্ঞান। সাক্ষী পুষ্পায়ুধ তার আছে বিদ্যমান॥ কহি যে তোমার প্রতি বিস্তার বচন। এক মনে এই কথা করহ শ্রবণ॥

যথা।

মূর্খাএব ক্ষণিক মনিশং বিশ্বমাহুর্নধীরাঃ
খেদোস্মাকং হরিবিরহজঃ সর্ব্বদৈবাস্তিচিত্তে।
নান্তঃশব্দো বচনমপিতত্তাদৃশংকিন্তু তস্য,
প্রেমৈবস্যাৎ প্রিয়তমকৃতং তন্নগোপাঙ্গনাসু। ৪৫।

পয়ার। মূর্খলোক সবে বলে এই মত সার। ক্ষণিক সকল বস্তু জগৎ সংসার॥ পণ্ডিতে এমত কথা কখন না কয়। তাহার প্রমাণ কহি শুনহ নিশ্চয়॥ হরি বিরহজ তাপ প্রবল হইয়া। সতত হৃদয়মাঝে উঠিছে জ্বলিয়া॥ সকল পদার্থ যদি ক্ষণিক হইত। হরি বিরহজ দুঃখ ক্ষণেকে যাইত॥ ইহা বিবেচনা কবি পদাঙ্ক দেখ হে। ক্ষণভঙ্গুরের মত যুক্তিসিদ্ধ নহে॥ গুরু ভট্ট প্রভাকর মীমাংসক যারা। শব্দের নিত্যতা সাধে ভালবটে তারা॥ ইহার দৃষ্টান্ত এক দেখাই তোমায়। বিবেচনা করে তুমি দেখহ ইহায়॥ বংশীধারি বংশীধরি আমারে নিয়ত। রাধা রাধা রাধা বলে ডেকেছেন যত॥ অদ্যাবধি হৃদয়ে জাগিছে সেই বাণী।

এই হেতু শব্দের নিত্যতা করে মানি॥ অনিত্য ক্ষণিক বস্তু নহেত অলীক। কেবল কৃষ্ণের প্রেম আমাতে ক্ষণিক॥ ওহে কৃষ্ণ পদ-চিহ্ন শুনহ বচন। বারেক কৃষ্ণের কাছে করহ গমন॥ এইরূপে পদাঙ্কের কাছে কমলিনী। কুঞ্জমধ্যে কাঁদিছেন হয়ে পাগলিনী॥ শিবরাম দাসে ভাবে অপূর্ব্ব কথন। অপরে হইল যাহা করহ শ্রবণ॥

—(০০)—

পয়ার। কাননেতে কমলিনী এসেন যখন। সখীরা না ছিল কেহ নিকটে তখন॥ ক্ষণকাল পরে সবে নিবাসে আসিয়া। চমকিত হৈল তারা রাধা না দেখিয়া॥ চকিতনয়নে তারা চারিদিকে চায়। কোনদিকে শ্রীমতীকে দেখিতে না পায়॥ আসন বসন আর শয়নের ঘর। রন্ধন প্রভৃতি যত পুরীর ভিতর॥ ক্রমে ক্রমে প্রতি গৃহে করিয়া ঈক্ষণ। কোন গৃহে না পাইল রাধার দর্শন॥ পরেতে আকুল হয়ে যত সখীগণ। বাড়ী বাড়ী পাড়া পাড়া করে অন্বেষণ॥ অন্য ছলে অনুক্ষণ ভ্রমে যথা তথা। কিন্তু কেহ প্রকাশ না করে কোন কথা॥ চঞ্চলা হরিণী সমা ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন স্থানে অন্বেষণ কিছু নাহি পায়॥ তবে সব সখীগণ একত্রে মিলিয়া। অস্থির হইল অতি রাধার লাগিয়া॥ রাধাগত দেহ মন রাধাগত প্রাণ। রাধা বিনা সখীরা না জানে কিছু আন॥ হা রাধা কোথায় রাধা কি হবে উপায়। হায় বিধি ঘটাইলে একি ঘোর দায়॥ রাধা হেতু কোন খানে করিব গমন। কোথা গেলে পাব সেই রাধা দরশন॥ ব্যাকুল হইল মন সখী সবাকার। রাধা রাধা বলিয়া করয়ে হাহাকার॥ বৃন্দা সখী আরম্ভিল করিতে রোদন। চিত্রা বলে চুপ চুপ একি অলক্ষণ॥ প্রকাশ হইলে পরে

প্রমাদ ঘটিবে। চারিদিকে শত্রুগণে এখনি হাসিবে।। সখীর মণ্ডলে তুমি প্রধানা সবার। অধৈর্য্য হইবে সবে অধৈর্য্যে তোমার।। তুমি যদি এ সময়ে ধৈর্য্যহীনা হও। রাধার উদ্দেশ তবে কে করিবে কও।। বিপদেতে ধৈর্য্য ধরে বুদ্ধিজীবী জন। বুদ্ধিতে উপায় করে বিজ্ঞের বচন।। বিজ্ঞা তুমি আমাদের সবার উপরি। শ্রীমতীর প্রাণতুল্যা প্রিয় সহচরী।। বিপদেতে সখি তুমি না কর শোচন। চেষ্টা কর যাতে হয় বিপদ মোচন।। তোমার বুদ্ধিতে তরি চিরকাল সবে। তুমি হেন হইলে উপায় কিসে হবে।। সুমন্ত্রণা কর সখি ছাড় দুঃখ মনে। চলহ সকলে যাই রাধা অন্বেষণে।। বৃন্দা বলে চিত্রা তুমি বলিলে গো বটে। আমার প্রভাব যত রাধার নিকটে।। রাধা মম আত্মা মন রাধা বুদ্ধি বল। রাধা বিনা শূন্যময় দেখি এ সকল।। রাধার প্রসাদে আমি প্রধানা সবার। রাধা বিনা অধীনীর কেহ নাহি আর।। রাধা হারা হয়ে সখি হারায়েছি জ্ঞান। অধিক কহিব কিবা তব বিদ্যমান।। চিত্রা বলে জানি আমি সব সমাচার। একারণে এককথা শুনহ আমার।। চল সবে একত্রে মিলিয়া সখীগণে। অন্বেষণ করি গিয়া নিকুঞ্জ কাননে।। অনুমান হইতেছে আমার অন্তরে। প্রবেশ করেছে প্যারী কানন ভিতরে।। কৃষ্ণশোকে কৃষ্ণপ্রিয়া কাতরা হইয়া। বোধ হয় কান্দিছেন কাননে বসিয়া।। বৃন্দা বলে সখি বটে বলিছ বচন। আমার মনেতে ইহা না লয় এখন।। একাকিনী কাননে কখনো নাহি যায়। ওগো সখি না বলিয়া তোমায় আমায়।। বিশেষত এক্ষণে কেমনে যাবে রাই। কৃষ্ণশোকে অতি ক্ষীণা কোন শক্তি নাই।। বসিলে উঠিতে নারে অশক্তা গমনে। কেমনে যাইবে বল সেদূর কাননে।। চিত্রা বলে যাহা বল সকলি সম্ভব। কিন্তু এক কথা ইথে আছে অনুভব। শোক আসি আবির্ভাব হয় দেহে যার। বুদ্ধি জ্ঞান একে বারে সব নাশ তার।। চিন্তায় বাতিক বাড়ে দেহের মাঝারে। বাতিকে বাড়য়ে বল বলে শাস্ত্রকারে।। হরি ভাবি হরিপ্রিয়া উন্মাদিনী হয়ে। বোধ হয় প্রবেশ

করেছে বনান্তরে॥ যে হয় সজনি আগে তত্ত্ব করা চাই। তার পরে যাহা জান করিহ গো তাই॥ এত যদি চিত্রা সখী বৃন্দারে কহিল। বিশাখা প্রভৃতি তার বাক্যে সায় দিল॥ তবে বৃন্দা সহচরী চিত্রার কথায়। অন্য অন্য সখীগণে ডাকিয়া ত্বরায়॥ মন্ত্রণা করি সখী সবাকার সনে। বিভাগ হইয়া ক্রমে চলিল কাননে॥ ত্রস্তে চলে ত্রস্তমনে শুভযাত্রা করি। রাধা অন্বেষিতে যায় রাধা নাম স্মরি॥ কেহ বা গহনে যায় কেহ বা যাবটে। কেহ কেহ যায় গোবর্দ্ধনের নিকটে॥ শাল তাল তমাল কাননে কোন জন। পিয়াল প্রভৃতি আদি যথা যত বন॥ অসংখ্য রাধার সখী চারিদিগে ধায়। রাধার উদ্দেশে হয় পাগলিনী প্রায়॥ বৃন্দাবন মধ্যে যত আছে উপবন। অথবা আছয়ে যত সুরম্য কানন॥ সুগম্য অগম্য বন আছে যে যেখানে। প্রবেশ করিল বহুসখী স্থানে স্থানে॥ পাতি পাতি করি বন করে অন্বেষণ। কোন স্থানে রাধার না পায় দরশন॥ ইন্দুমুখী আদি রঙ্গদেবী দশ জন। নিধুবন মধ্যেতে করিল প্রবেশন॥ ললিতা বিশাখা বৃন্দা চিত্রা সুলোচনা। চম্পক লতিকা চন্দ্রমালা চন্দ্রাননা॥ এই অষ্ট জন গিয়া নিকুঞ্জকানন। রাধা অন্বেষিয়া করে চৌদিগে ভ্রমণ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখিল অচিরে। নির্জ্জনে নীরজনেত্রা ভাসে নেত্র-নীরে॥ যোগাসনে বসি করযোড়ে কথা কয়। কার সনে কহে কথা দৃষ্ট নাহি হয়॥ চন্দ্রমুখী রাধার পাইয়া দরশন। আনন্দে পূর্ণিত হৈল সখীরা তখন॥ যে রূপ আনন্দ তার না হয় বর্ণন। শুকানের মৎস্য যেন পাইল জীবন॥ মৃতদেহে যেই মত পুনঃ প্রাণ পায়। ততোধিক আনন্দিত হইল তথায়॥ দ্রুতগতি কাছে গিয়া দেখে চমৎকার। শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন অপূর্ব্ব আকার॥ তাহারে করিয়া লক্ষ কথা কহে রাই। ভাবেতে হইয়া মুগ্ধ বস্তু বোধ নাই॥ কাতরা হইয়া অতি বিচ্ছেদের দায়। দূত করি পদাব্জেরে পাঠাইতে চায়॥ মিনতি করিয়া সতী সজল লোচনে। গদ গদ স্বরে কথা কহে তার সনে॥ ভাব দেখি সখীগণ করে হাহাকার॥

হায় বিধি কি করিলে শ্রীমতী রাধায়॥ হাঁগো রাধে একেবারে হলি পাগলিনী। কাননে আইলি একা ছাড়িয়া সঙ্গিনী॥ কিছু মাত্র জ্ঞান লেশ নাহি তব অঙ্গে। ব্যাকুলা হইয়া কথা কহ কার সঙ্গে॥ চিহ্ন কি চলিতে প্যারি পারয়ে কখন। চিহ্নেরে পাঠাতে চাহ মথুরাভুবন॥ উঠ উঠ শীঘ্র উঠ এসো গৃহে যাই। রোদন সম্বর ওগো কমলিনী রাই॥ এইরূপে সখীগণ কহে বারবার। সে কথায় অবধান নাহিক রাধার॥ সখীরা দাঁড়ায়ে কাছে নাহি নিরীক্ষণ। কেবল পদাঙ্ক প্রতি দৃষ্টি সমর্পণ॥ পুনঃ পুনঃ পদাঙ্কেরে বলেন বচন। একবার মথুরায় করহ গমন॥ কৃষ্ণেরে আনিয়া দেহ ধরি তব পায়। বিরহ ব্যাধিতে রক্ষা করহ আমায়॥ বারম্বার এরূপেতে কন কমলিনী। দেখিয়া সে ভাব বৃন্দা অতি বিষাদিনী॥ মনে ভাবে কি ভাবেতে রাধারে বুঝাই। একান্ত শ্রীকান্ত বিনা নাহি বাঁচে রাই॥ যে হয় করিব পরে বুঝাই এক্ষণে। আমি যাব কমলিনী কৃষ্ণ আনয়নে॥ পদাঙ্ক চলিতে নারে তারে কেন কও। আমি কৃষ্ণে আনি দিব স্থির হয়ে রও॥ ইহা বলি বহু বিধ প্রবোধ বচনে। শ্রীমতীকে কিছু শান্ত করি সেইক্ষণে॥ সকলে একত্রে মিলে যত সখীগণ। রাধারে লইয়া বাসে করিল গমন॥ মতান্তর মত এই হৈল সমাপন। এক্ষণে প্রস্তাব মত করহ শ্রবণ॥ শিশুরাম দাসে যাচে রাধাকৃষ্ণ পায়। আজন্ম রসনা রাধা কৃষ্ণগুণ গায়॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ আনায়নার্থ সখীগণের মন্ত্রণা।

পয়ার। কৃষ্ণহেতু কৃষ্ণপ্রিয়া সতত অস্থির। ভাবিয়াভাবিয়া কৃশ হইল শরীর॥ শুকাইল শ্রীমতীর শ্রীমুখকমল। নয়ন কমলে সদা ঝরিছে কমল॥ নাশাগ্রে নিশ্বাস বহে প্রলয় পবন। নেত্রে নিদ্রা নাহি কিন্তু সর্ব্বদা শয়ন॥ উঠিবার শক্তি ক্রমে হৈল অবসান। কখন বা মূর্চ্ছাপন্ন কভু জ্ঞান পান॥ পানাশন একেবারে ছেড়েছেন সব। কেবল আছয়ে মাত্র মুখে কৃষ্ণরব॥ একবস্ত্র

পরিধানা নির্দ্ধনীর ন্যায়। মুক্তবেণী পাগলিনী ম্লানমুখী প্রায়॥ ভ্রমেভুলে কভু নাহি চান কারো পানে। আঁখি মুদে রন সদা কৃষ্ণরূপ ধ্যানে॥ ডাকিতে ডাকিতে কথা কন কদাচিত। নতুবা সর্ব্বদা রন হইয়া মূর্চ্ছিত॥ কখন বা শ্বাস হয় একেবারে রোধ। নিস্পন্দ হইয়া অঙ্গ নাহি থাকে বোধ॥ কখন বা দেহে হয় জ্ঞান সন্দীপন। সখি সখি বলি মাত্র ডাকেন কখন॥ ডাক শুনি সখীগণ শীঘ্র কাছে যায়। দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছা হন পুনর্ব্বার॥ ডাকিলে না কথা কন হন অচেতন। থাকি থাকি চমকিয়া উঠেন কখন॥ উচ্চৈঃস্বরে কখন কহেন কই কই। কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই ওগো প্রাণসই॥ বলিয়া এরূপ কথা পুনঃ মৌন হন। সঘনে নয়নে নীর হয় বরিষণ॥ একান্ত রাধার দশা হইলে এমন। ভাবিয়া অস্থির হৈল যত সখীগণ॥ ললিতা বিশাখা বৃন্দা চিত্রা সুলোচনা। একত্রে বসিয়া সবে করয়ে মন্ত্রণা॥ সখীতে সখীতে বলে কি হবে উপায়। কি রূপেতে শ্রীমতীরে সুস্থ করা যায়॥ বৃন্দা বলে একমাত্র সুউপায় আছে। সংবাদ জানাতে হয় শ্রীকৃষ্ণের কাছে॥ কৃষ্ণ আনা আশা দিয়া রাখিয়া রাধায়। অষ্ট সখী মিলে চল যাই মথুরায়॥ আমরা গোপের মেয়ে বিকি ছলে যাব। অবশ্য কৃষ্ণের দেখা ঘাটে পথে পাব॥ পথে ঘাটে না পাইলে পুরে প্রবেশিব। শুনায়ে সকল কথা কৃষ্ণেরে আনিব॥ কৃষ্ণ আনা বিনা আর সুউপায় নাই। কৃষ্ণ বিনা কোনমতে না বাঁচিবে রাই॥ এইরূপে মন্ত্রণা করিয়া সেই স্থান। শিশু কহে শ্রীমতীরে আশা করে দান॥

অথ শ্রীমতীকে বৃন্দার আশ্বাস প্রদান।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদানলে শ্রীরাধার মন। দগ্ধ করে অনিবার নহে নিবারণ॥ মূর্চ্ছা হয়ে ভূমিতলে পড়েন আবার। দেখি বৃন্দা সহচরী হয়ে অগ্রসার॥ কৃষ্ণ আনা আশাবারি করিয়া সিঞ্চন। শ্রীমতীর কর্ণপথে করায় অর্পণ॥ বৃন্দা কহে অবধান

কর ওগো রাই। শ্রীকৃষ্ণে আনিতে আমি মধুপুরে যাই॥ আপনি উঠিয়া বসি কর আশীর্ব্বাদ। পথিমধ্যে যেন কোন না ঘটে বিবাদ॥ এই কথা সখী যদি কর্ণেতে কহিল। আশা পেয়ে কমলিনী উঠিয়া বসিল॥ ধরিয়া বৃন্দার কর কন বার বার। কি বলিলে প্রাণসখি বল আরবার॥ যে কহিলে প্রিয়বাক্য অমৃত সমান। মৃতদেহে প্রাণ পুনঃ হইল সংস্থান॥ এইরূপে রাধা যদি বলেন বচন। বৃন্দা বলে বিনোদিনী স্থির কর মন॥ ধৈর্য্যধর গুণবতি না হও ভাবিত। তব হেতু মধুপুরে যাইব ত্বরিত॥ আমার সঙ্গেতে দেহ সখী অষ্টজন। নব নারী মিলে তথা করিব গমন॥ অধিকন্তু সঙ্গে লব প্রবীণা বড়াই। ত্রিভঙ্গে কহিবে কথা করিয়া বড়াই॥ রাধা কন বটে সখি বলিলে যাইবে। কহ দেখি কালাচাঁদে কেমনে আনিবে॥ ব্রজের সমান তথা নহেত রাখাল। মহাপাত্রে সমাবিষ্ট মহা মহীপাল॥ দ্বাররুদ্ধ করে তথা আছে দ্বারীগণে। পুরে প্রবেশিতে নাহি দেয় দুঃখী জনে॥ বিশেষত নারী দেখে যাইতে না দিবে। কেমনে কৃষ্ণের দেখা তথায় পাইবে॥ আর এক কথা সখি আছয়ে ভীষণ। কুবুজার নবপ্রেমে আবদ্ধ এখন॥ নূতনে নিবদ্ধ হলে পুরাতনে মন। কদাচিৎ নাহি থাকে বিজ্ঞের বচন॥ নব অনুরাগে রাগ বাড়ে অতিশয়। তাহাতে বিনাশ করে পূর্ব্বের প্রণয়॥ কাতরে কহিলে কথা পূর্ব্বে প্রিয়জন। করুণা না হয় বরং কোপ সন্দীপন॥ বাড়াইতে নবপ্রেম নূতনের মান। পূর্ব্ব প্রিয়মত জনে করে অপমান॥ নাগরালী ভাবের এ ভাব চিরদিন। কিরূপে করিবে তুমি সে ভাবের ক্ষীণ॥ কৃষ্ণ যদি কোন কথা নাহি কন তথা। অথবা কহেন কোন অনাদরে কথা॥ কুব্জা যদি কোন কথা বলয়ে তোমায়। কহ দেখি সহচরী কি করিবে তায়॥ অপমানে ওগো সখি বড় আমি ডরি। অপমান হতে ভাল প্রাণে যদি মরি॥ লোকে বলে শতগুণে ভাল প্রাণ নাশ। তথাপি না হয় যেন মানের বিনাশ॥ ও সজনি এই হেতু ভয় হয়

মনে। পাছে কৃষ্ণ কথা নাহি কয় তোর সনে॥ আমাদের কথা পাছে কন নরহরি। তবে তুমি কি করিবে বল সহচরি॥ বৃন্দা কহে কমলিনী কর অবধান। কার সাধ্য আমারে করিবে অপমান॥ তোমার কিঙ্করী আমি বৃন্দা নাম ধরি। আছুক অন্যের কার্য্য যমে নাহি ডরি॥ কোন ছার কুবুজা সে কি সাধ্য তাহার। উচ্চ মুখে কথা কবে সম্মুখে আমার॥ কৃষ্ণ যদি কোন কথা তার হয়ে কন। তাহাতে বিহিত আমি করিব তখন॥ তোমারেত দাসখত দিয়াছেন হরি। সে খত লইব আমি যত্নে সঙ্গে করি॥ দেখাইব সেই খত সে রাজসভায়। বান্ধিয়া আনিব কৃষ্ণে কি ভাবনা তায়॥ রাধা কন বৃন্দা তুমি না কর একায। না দিও সভার মাঝে শ্রীকৃষ্ণেরে লাজ॥ কেমনে কহিলে তুমি করিবে বন্ধন। এ কথায় হৃদি মম হয় বিদারণ॥ যে দিন যশোদা রাণী নবনীর তরে। বন্ধন করিয়াছিল বঁধুয়ার করে॥ সে দিনের কথা সখি হইলে স্মরণ। সঘনে নয়নে জল হয় বরিষণ॥ মরি মরি বিরহেতে আমি গো মরিব। বঁধুর বন্ধন কভু সহিতে নারিব॥ এমন বচন তুমি না বলিহ আর। যে কথায় প্রাণ মন কান্দিবে আমার॥ বৃন্দা কহে কমলিনী সে বন্ধন নয়। যে রূপে বান্ধিব কৃষ্ণে শুন পরিচয়॥ বিস্তার করিয়া বলি বিশেষ কথন। স্থির হয়ে কমলিনী কর গো শ্রবণ॥ শিবরাম দাসে ভাষে শ্রীমতীর পায়। সামান্য রজ্জুতে কিগো কৃষ্ণ বান্ধা যায়॥ অতএব কৃষ্ণপ্রিয়া স্থির কর মন। শুনহ বৃন্দার মুখে বিশেষ বচন॥

অথ বৃন্দাসখী যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরে আনয়ন করিবেন তদ্বিবরণ।

ত্রিপদী। বৃন্দা কহে ব্রজেশ্বরি, তোমার চরণ স্মরি, যাব আমি মথুরাভুবন। না ভা বহ কছু তায়, আনিব সে শ্যামরায়, তব গুণে করিয়া বন্ধন॥ আছে তব তিন গুণ, সে গুণেতে হবে গুণ, প্রকাশ করিব আমি সবে। কার আছে হেন গুণ, সে গুণে

করি বিগুণ, নটবরে ছাড়াইয়া লবে।। আমি গো তোমার দাসী, ধরাইব চূড়া বাঁশী, ঘুচাইব তাঁর রাজবেশে। আপন জোরেতে ধরি, আনিব সে চোরা হরি, কার সাধ্য রাখে সেই দেশে।। পদ-ধূলা দেগো রাই, আনিতে যাব কানাই, হাস্যমুখে কথা কও তুমি। ও চাঁদবদনে হাসি, হেরিয়া আনন্দে ভাসি, সুযাত্রা করিয়া যাই আমি।। হরিষাস্তে হরিপ্রিয়ে, তিনগুণ বিস্তারিয়া, যে রূপে আনিব শ্যামরায়। প্রথমেতে সুনিপুণ, প্রকাশিয়া তমোগুণ, পরিহাসে বান্ধিব তাঁহায়।। রসাভাষে করি রোষ, রসময়ে দিয়া দোষ, কুবুজার কথায় কথায়। নানারূপ বর্ণাইয়া, নানা ভাব প্রকাশিয়া, তুষ্ট করি আনিব তাঁহায়।। তারপরে কহি শুন, প্রকাশিয়া রজোগুণ, জানাইব রাজতা তোমার। বাড়াইব বহু রস, কথায় করিব বশ, তনু মন বান্ধিব তাঁহার।। শেষে সত্বগুণ নিয়া, গাঢ়ভক্তি মিশাইয়া, দৃঢ়ভাবে করিয়া বন্ধন। চড়ায়ে সুগতি রথে, আনিয়া প্রেমের পথে, তোমারে অর্পিব তব ধন।। ওগো রাধে চন্দ্রাননে, না ভাবিহ কিছু মনে, রোদন করহ পরীহার। বিধুমুখে হাসি হাসি, আজ্ঞা দেহ আমি আসি, কার্য্য সিদ্ধি করিয়া তোমার।। শুনিয়া বৃন্দার বাণী, সে সময়ে রাধারাণী, শোকে হর্ষে হইয়া জড়িত। কহেন কাতরে তায়, যাবে যদি মথুরায়, শুন সখি কহি কিছু নীত।। সুবোধিনী সহচরী, বাছি লহ সঙ্গে করি, যারে যারে হয় তব মন।। সেখানে শ্যামের সনে, কথা কবে বুঝে মনে, এবে তিনি রাধাকান্ত নন।। কুবুজার কান্ত জানি, বুঝিয়া কহিবে বাণী, যেন মান হানি নাহি হয়। ব্রজের স্বভাব তাঁর, সে দেহেতে নাহি আর, কহিলাম তোমারে নিশ্চয়।। ব্রজধামে গোপ জাত, মথুরায় মহাখ্যাত, বসুদেব দেবকী সন্তান। কুবুজার প্রেমে রত, নহেন গোপিকা গত, তথা তিনি মহা মান্যমান।। অতএব সাবধানে, কথা কবে সুবিধানে, ইহা বলি ছাড়েন নিঃশ্বাস। কি ভাবেতে এ ভারতি, কহিলেন রাধাসতী, তিনিই জানেন তাঁর ভাষ।। শুনিয়া একপ

রাণী, আক্ষেপ বচন মানি, বৃন্দা সখী করে নিবেদন। যে আজ্ঞা তোমার রাই, পালন করিব তাই, আজ্ঞা ছাড়া নহিত কখন॥ কিন্তু এক কথা বলি, স্বভাবেতে সদা চলি, অন্যায় দেখিতে নাহি পারি। অন্যায় হইলে পর, ব্রহ্মারে না করি ডর, এই এক দোষ মোর ভারি॥ আশীর্ব্বাদ কর রাই, মথুরাভুবনে যাই, মম হেতু না হও ভাবিত। তোমার চরণ বলে, ভূমি স্বর্গে রসাতলে, জয়ি আমি জানিবে নিশ্চিত॥ এতবলি সেইক্ষণ, সুচিত্রারে ডাকি কন, শুন সখি আমার বচন। তোমা আদি অষ্ট জনে, চলহ আমার সনে, পশরার করিয়া সাজন॥

অথ মথুরা গমনার্থ বৃন্দা আদি সখীগণের
সম্মিলন ও গমনোদ্যোগ।

পয়ার। বৃন্দা যদি ব্যগ্র হয়ে বলিল বচন। উঠিল সুচিত্রা আদি সখী অষ্টজন॥ বৃন্দা সহ নয় জন হইল গণন। একে একে নাম কহি করহ শ্রবণ॥ ললিতা বিশাখা বৃন্দা চিত্রা চন্দ্রমালা। সুচিত্রা সুনীতি প্রিয়া এই সপ্ত বালা॥ ইন্দুমুখী রঙ্গদেবী নিয়া নয়জন। মথুরা গমন হেতু হইল মিলন॥ শ্রীকৃষ্ণে ভেটিব বলে মানস করিয়া। পশরা পূর্ণিত করে নানা দ্রব্য নিয়া॥ এক দুগ্ধে বহু দ্রব্য প্রস্তুত করিল। প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রতি পাত্রেতে পূরিল॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নবনীত সার। ক্ষীর সর আদি করি উত্তম প্রকার॥ অনন্তরে ফল কিছু সুমিষ্ট দেখিয়া। লইল পশরামধ্যে গোপন করিয়া॥ পশরা সুসজ্জা করি অত্যন্ত যতনে। আপনারা সুসজ্জিতা হৈল নয় জনে॥ বড়াই বড়াই বলি ডাকিল তখন। শুনিয়া বড়াই শীঘ্র কৈল আগমন॥ মথুরা গমন কথা করিয়া শ্রবণ। হইল তাহার অতি আনন্দিত মন॥ প্রবীণা বড়াই অতিশয় বুদ্ধিমতী। বিশেষতঃ কৃষ্ণপদে আছয়ে ভকতি॥ কৃষ্ণ দরশন মনে করি অভিলাষ। অধিকন্ত হৈল তার আনন্দ উল্লাস॥ দশজনে সুমিলিত হয়ে সেই ক্ষণে। আইল

বিদায় নিতে রাধার সদনে।। কৃতাঞ্জলি হয়ে সবে করে নিবেদন॥ আজ্ঞা দেহ মধুপুরে করিব গমন।। এই আশীর্ব্বাদ আশু কর ওগো রাই। যাবামাত্রে যেন কৃষ্ণ দরশন পাই।। ধৈর্য্যধরো গুণবতী সম্বর রোদন। প্রসন্ন বদনে চাই মিলিয়া নয়ন।। শ্রীমতী কহেন যদি যাবে মথুরায়। পূজ আগে কাত্যায়নী গিয়া যমুনায়।। পাইয়াছি কৃষ্ণনিধি যে পদ পূজিয়া। সুযাত্রা করহ সখি সে পদ অর্চ্চিয়া।। পৌর্ণমাসী পুরে গিয়া পূজা কর মায়। তার পরে গমন করিহ মথুরায়।। এত যদি কমলিনী কহেন বচন। শুনি বৃন্দা কর-পুটে করি নিবেদন।। তুমি গো পরম আদ্যা প্রধানা সবার। সর্ব্ব-শক্তি স্বরূপিণী শাস্ত্রে সুবিস্তার।। পূজিলে তোমার পদ সর্ব্ব-পূজা হয়। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা তুমি মুনিগণে কয়।। তবে যে করিলে আজ্ঞা করিব পালন। অবশ্য করিব কাত্যায়নীর পূজন।। পৌর্ণ-মাসী মহামায়ে অবশ্য পূজিব। সর্ব্ব অগ্রে গণদেবে অবশ্য অর্চ্চিব॥ এত বলি সেইক্ষণে সখী দশজন। যমুনার তীরে শীঘ্র করিল গমন।। প্রথমেতে স্নান করি যমুনার জলে। মানসেতে গণদেবে পূজি কুতূহলে।। বালুকায় কাত্যায়নী মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া। পূজা কৈল পূর্ব্বমত নৈবেদ্যাদি দিয়া।। পূজা সমাপিয়া গোপী বহু স্তব করি। প্রতিমূর্ত্তি জলে দিল স্মরিয়া শ্রীহরি।। পৌর্ণমাসী মন্দিরেতে হয়ে উপনীত। পূজা কৈল মহামায়ে বিধান বিহিত।। ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা দ্রব্য দিয়া। ভক্তিভাবে পৌর্ণমাসী মায়েরে পূজিয়া।। রাধার আদেশ নিতে আইল ত্বরায়। দেখে রাধা মূর্চ্ছাগতা পুনশ্চ ধরায়।। তাহা দেখি বৃন্দা দূতী প্রমাদ গণিল। অতিশয় মনোমধ্যে উদ্বিগ্না হইল।। রাধারে রাখিয়া আমি যাব মথুরায়। কি জানি ইহার মধ্যে ঘটায় কি দায়।। এই রূপ মনে মনে অনেক ভাবিয়া। কৃষ্ণ কথা শ্রীমতীর কাণে শুনা-ইয়া।। মূর্চ্ছাভঙ্গ করি পুনঃ বুঝায় রাধায়। শিশু আশু যাচে ভক্তি রাধাকৃষ্ণ পায়।।

অথ বৃন্দা শ্রীমতীকে পুনুরায় প্রবোধ প্রদান করিয়া মথুরায় গমন করেন।

লঘুত্রিপদী। বৃন্দা বলে রাধে,কেন গো বিষাদে,এখনো ভাবিছ আর। ওগো চন্দ্রাননে, ও চাঁদবদনে, কথা কহ একবার ॥ সুধা জিনি ভাষ, প্রকাশিয়া হাস, নাশি তমোরাশিচয়। নীরজনয়নে, করি নিরীক্ষণে, ঘুচাও মনের ভয়। সাধনের ধন, তোমার যে জন, সেধনে আনিতে যাই। কর আশীর্ব্বাদ, না ঘটে বিষাদ, গিয়ে দেখা যেন পাই॥ ও রাঙ্গা চরণ, করগো অর্পণ, আমার মস্তকোপরে। না ভাবিহ মনে, ওগো সুলোচনে, ত্বরায় আসিব ঘরে॥ সেই নটবরে, আনিব সত্বরে, তোমার পীরিতি কাযে। চলিলাম তাই, চন্দ্রামুখী রাই, জলাঞ্জলি দিয়া লাজে॥ না মানিয়া কায়, প্রবেশি সভায়, দেখিব শঠের কায। কি রূপ আচার, কি রূপ বিচার, কি রূপ মথুরারাজ॥ যদি আমা সনে, মিষ্ট আলাপনে, তোষেণ ভাল কথায়। আমিও তুষিব, যতনে কহিব, মান্যমান রাখি তাঁয়॥ রাখিয়া পীরিত, এসেন ত্বরিত, ভালে ভালে শ্যামরায়। তবে ভাল হবে, মান তাঁর রবে, নতুবা ঘটাব দায়॥ পূর্ব্বের বিষয়, করু সমুদয়, সে রাজসভার মাজ। দাসখত নিয়া, সবে দেখাইয়া, সুসিদ্ধ করিব কায॥ আর যদি শ্যাম, শুনি মম নাম, পূর্ব্বেতে গোপন হন। দেখা নাহি দিয়া, লুকাইয়া গিয়া, রমণী মণ্ডলে রন॥ মথুরানগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুজিব সে মনচোরে। যেখানে পাইব, সেখানে ধরিব, বান্ধিব আপন জোরে॥ বৃন্দার বচন, করিয়া শ্রবণ, শ্রীমতী তখন কন। ওগো সহচরি, ক্রোধ পরিহরি, করিবে কার্য্য সাধন॥ তুমিগো সরলা, না হবে চঞ্চলা, পূর্ব্বেতে বলেছি সব। ক্রোধেতে তাঁহারে, বান্ধিতে না পারে, দেখ করি অনুভব॥ যবে যশোমতী, হয়ে ক্রোধমতী, নবনী নষ্টের তরে। রজ্জু নিয়া করে, শ্রীকৃষ্ণেরে ধরে, বান্ধিতে বাসনা করি॥ আনে যত দাম, দামোদর শ্যাম, কিছুতে না যায় বাঁধা। দ্বিঅঙ্গুলি

তায়, নাহিক কুলায়, দেখিয়া লাগিল ধাঁধা॥ করি দৌড়াদৌড়ি, আনি বহু দড়ি, কটিবেড়ি দিতে চায়। করিতে বেষ্টন, হয় অনাটন, বিজড়ুলি পুনঃ তায়॥ দেখি চমৎকার, রাণী যশোদার, উপজিল মুখে হাসি। ক্রোধ হৈল দূর, আহ্লাদ প্রচুর, প্রবেশিল হৃদে আসি॥ আমার গোপাল, দামাল বিশাল, বান্ধিতে না আঁটে তায়। ভাবিয়া মনেতে, পূরিয়া প্রেমেতে, নাকে হাত দিয়া চায়॥ জননীর মন, জানিয়া তখন, বন্ধন নিলেন হরি। প্রেম বিনা তাঁরে, বান্ধিতে কে পারে, ওগো প্রাণ সহচরি॥ ক্রোধেতে বন্ধন, করিতে মনন, কভু না করিহ তাঁয়। প্রেমভক্তি ধন, বিনা কৃষ্ণধন, কখন কেহ না পায়॥ বৃন্দা কহে বাণী, আমি তাহা জানি, ও চন্দ্রবদনী রাই। তব প্রেমডোরে, বান্ধিব তাহারে বাসনা করেছি তাই॥ আজ্ঞা কর আসি, আমি তব দাসী, আজ্ঞা ছাড়া নাহি হই। রাধা কন সই, তুমি প্রাণসই, তুমি আমি ভিন্ন নই॥ যাহ সহচরি, শুভযাত্রা করি, উতলা নাহিক হও। আমি কি কহিব, কিবা বুঝাইব, তুমিত অবিজ্ঞা নও॥ আমার কারণে, না ভাবিহ মনে, না মরিব গো কখন। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে, না মরিলা খেদে, এখনো আছি যখন॥ বৃন্দারে বলিয়া, পরেতে ডাকিয়া, ললিতাদি নয়জনে। সুধা জিনি ভাষে, সবারে সম্ভাষে, তুষিলেন সেইক্ষণে॥ সখীরা তথায়, লইয়া বিদায়, প্রণমিয়া রাধা পায়। শিশু আসি ভাষে, কৃষ্ণ লাভ আশে, মথুরা ভবনে যায়॥

অথ শ্রীমতীকে নিকুঞ্জে রাখিয়া বৃন্দা আদি নয় সখীর, মধুপুরে যাত্রা।

পয়ার। বৃন্দা আদি নবসখী উঠিল তখন। পুনশ্চ শ্রীমতী তাকে বলেন বচন॥ তোমরা চলিলে যদি মথুরা ভবনে। আমারে রাখিয়া যাও নিকুঞ্জ কাননে॥ যে অবধি নয়জন ফিরে না আসিবে। কাননে থাকিব আমি নিশ্চিত জানিবে॥ রাধার বচন শুনি হয়ে হৃষ্ট মন। সহস্র সহস্র সখী করি নিয়োজন॥ রাধারে

রাখিয়া সেই নিকুঞ্জ কাননে। তথা হৈতে শুভযাত্রা করে নন্দ-জনে॥ প্রণাম করিয়া পদে হইয়া সত্বরা। মস্তকে তুলিয়া নিলা দধির পশরা। বৃন্দা কহে এখানে আছহ যত জন। যাত্রাকালে এক কার্য্য করগো এখন॥ উচ্চৈঃস্বরে রাধাকৃষ্ণ নাম বলে মুখে। শুনিয়া মঙ্গলধ্বনি চল যাই সুখে॥ আমাদের আর কিছু নাহি বুদ্ধি বল। রাধাকৃষ্ণ নাম সখি পথের সম্বল॥ জয় জয় রাধাকৃষ্ণ বল এ সময়। যে নামেতে নাহি থাকে শমনের ভয়॥ যেই মাত্র বৃন্দা সখী এ কথা কহিল। একেবারে চারিদিগে ডাকিয়া উঠিল॥ অসংখ্য সখীতে সুখে উচ্চারয়ে নাম। কেহ বলে রাধা রাধা কেহ বলে শ্যাম॥ হইল আশ্চর্য্য এক ঘটনা সে স্থানে। কেহ কোথা না দেখেছে না শুনেছে কাণে॥ তথাকার জীবজন্তু তরু লতা বন। স্থাবরাস্থাবরে করে নাম উচ্চারণ॥ সখীদের প্রতি ধ্বনি আকর্ষণ করি। ভূমি বলে রাধা রাধা কুঞ্জে বলে হরি॥ তরুলতা বনে বলে বিপিনবিহারি। গোবর্দ্ধন গিরিবরে বলে গিরিধারি॥ পাখী সব শাখীপরে আলম্বন করি। কেহ বলে রাধা রাধা কেহ বলে হরি॥ ময়ূর চকোর শুক কোকিল ভ্রমরে। উচ্চারে যুগল নাম অতি উচ্চৈঃস্বরে। মৃগ করী আদি করি জন্তু সমুদয়। রাধাকৃষ্ণ নাম মুখে সুখে উচ্চারয়॥ এইরূপে তথাকার জীব জন্তু যত। করয়ে মঙ্গল ধ্বনি ভাবে উনমত॥ কৃষ্ণ আসা আশা করি উল্লাসিত মনে। ডাকিছে যুগল নাম অতি সযতনে॥ একেবারে শুভধ্বনি হইল যখন। বৃন্দা দূতী শুভযাত্রা করিল তখন॥ এসময়ে শ্রীরাধিকা মিলিয়া নয়ন। মথুরাগামিনী সখী করে নিরীক্ষণ॥ সর্ব্ব রূপাধারা রাধা করিলেন দৃষ্টি। সখীদের রূপ হৈল সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি॥ সহজে আছিল তারা সবার উত্তমা। ত্রিলোকের মধ্যে রূপ হৈল অনুপমা॥ করিলেন এ ভাবেতে রূপের প্রদান। মথুরা-নাগরী দেখে হারাইবে জ্ঞান॥ দেখিয়া দাসীর রূপ কুবুজা মোহিবে। শ্রীহরির মনে খেদ হর্ষ উপজিবে॥ প্রথমতঃ খেদের কারণ এই তায়। করেছেন রূপবতী নিজে কুবুজায়॥ কুবুজা হইল

খাট দাসীদের কাছে। খেদের কারণ এই বিলক্ষণ আছে॥ হর্ষের কারণ কথা করহ শ্রবণ। এক পুরুষের নারী থাকে বহুজন॥ থাকয়ে পুরুষ যবে একের সকাশে। অন্যের আধিক্য রূপ তথায় প্রকাশে॥ প্রকাশ থাকুক দূরে বলিলে কথায়। সে নারীর নিকটে গুমরি বেড়ে যায়॥ মুখেতে না বলে কিছু মনে বাড়ে মান। হর্ষের কারণ এই ইহাতে প্রধান॥ এই কথা কমলিনী মনেতে ভাবিয়া। সখীদের অঙ্গে রূপ দেন বাড়াইয়া॥ দাসীগণ যাহার এরূপ রূপবতী। না জানি কতেক রূপ ধরেন শ্রীমতী॥ ইহা ভাবি কুবুজিনী হইবে মোহিত। অবশ্য কৃষ্ণের মন হবে হরষিত॥ অথবা আপন সখীগণের সম্মানে। আপনার মান বৃদ্ধি হইবে সেখানে॥ যে ভাব তাঁহার মনে জানেন তা তিনি। বাস্তব রূপেতে আলো করিল সঙ্গিনী॥ দশদিগ আলো করি চলিল সত্বর। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন অতঃপর॥

অথ বৃন্দাদির মধুপুরে গমন।

পয়ার। বড়াই চলিল অগ্রে করে যষ্টি ধরি। পশ্চাতেতে বৃন্দা আদি নব সহচরী॥ একত্রেতে দশজন হইয়া মিলন। মথুরার অভিমুখে করিল গমন॥ যমুনা তরঙ্গোপরে আরোহিয়া তরী। শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারি স্মরি অনায়াসে তরি॥ মথুরার ঘাটে গিয়া হয়ে উপনীত। তরী হৈতে তিরোপরে নামিয়া ত্বরিত॥ নগরে প্রবেশ গিয়া করিল যখন। রূপ হেরি মুগ্ধ হৈল তথাকার জন॥ অপ্সরি কিন্নরী নরী কিবা বিদ্যাধরী। রূপেতে নাহিক তুল্য ত্রিলোক সুন্দরী॥ অতুল্য রূপের হবে কি রূপে বর্ণন। বড়াইর রূপ দৃষ্টে বুঝহ যেমন॥ সুবৃদ্ধা বড়াই বয়ঃক্রম বহু তার। চলন সময়ে যষ্টি আলম্বন যার॥ সহস্র চন্দ্রিমা জিনি তেজ কলেবরে॥ সে তেজেতে ঘোর অন্ধকার নষ্ট করে॥ দিবসেতে চলিয়াছে পথ আলো করি। দেখিয়া বিস্ময় হৈল মথুরানাগরী॥ ইহাতে বুঝহ রূপ সখীরা যে রূপ। বর্ণনেতে বর্ণহারে বর্ণিব কি

রূপ ॥ অঙ্গে শোভে মাণিক্য নানা অলঙ্কার ॥ চলনেতে রুনু ঝুনু শব্দ হয় তার ॥ চরণে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী। করেতে কঙ্কণ বাজে মধুর শিঞ্জিনী॥ তাহাতে কোকিলকণ্ঠ সখী নরজন। কোকিল জিনিয়া ধ্বনি করিল তখন ॥ দহিলে দহিলে বলি যেমন ডাকিল। কি পুরুষ কিবা নারী সবে চমকিল ॥ চমকিত হয়ে লোক দেখিবারে ধায়। দেখিয়া আশ্চর্য্য রূপ সম্বিত হারায় ॥ দাঁড়াইয়া রহে লোক পথের দুধারে। কুলের কামিনী রহে গবাক্ষের দ্বারে ॥ নারী হেরি নারীর মোহিত হৈল মন। পুরুষের কথা ইথে বুঝ বিচক্ষণ ॥ যে যে অঙ্গে দৃষ্টি পাত করয়ে যে জন। সেই সেই অঙ্গে দৃষ্টি রহে আবর্দ্ধন ॥ আঁখি পালটিতে কার সাধ্য নাহি হয়। নিমেষ হইয়া হারা একদৃষ্টে রয় ॥ সবে বলে একি একি রূপ অপরূপ। ত্রিলোকে না দেখি হেন মাধুর্য্যের কূপ। অমর বাঞ্ছিত রূপ মনুষ্য কি ছার ॥ শিরে শোভে পশরা সে কিবা চমৎকার ॥ মানবী না হয় এরা দেবতার মায়া। কে কোথা দেখেছ হেন মানবের কায়া ॥ কি ছলে আইল এই মথুরাভবন। বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥ কখন ইহারা নহে দধি বিক্রয়িণী। মায়াতে ধরেছ রূপ হয়ে গোয়ালিনী ॥ যদি বল দধি দুগ্ধ বিক্রয় করিতে। এসে থাকে কত গোপী এ মধুপুরীতে। কত রূপ বতী গোপী দেখিয়াছি ভাই। গোপীর এমন রূপ চক্ষে দেখি নাই ॥ দেবমায়া নিশ্চয় এ মনে অনুমানি। ইহা বলি সকলেতে করে কাণাকাণি ॥ দধি দুগ্ধ লওয়া থাকুক্ কথা কৈতে নারে। ভয়েতে দাঁড়ায় রহে স্তম্ভিত আকারে ॥ পথে চলে নানা ছলে ব্রজগোপী গণ। দহিলে দহিলে বলে ফুকারে সঘন ॥ কোকিল সুস্বরে বলে দাহিলে দহিলে। মন মুগ্ধ হয় সেই দহিলে শুনিলে ॥ মাঝে মাঝে সুতানে সকলে এক মিলে। রাধাকান্ত একান্ত এ দহিলে দহিলে ॥ প্রেমের ভরেতে তনু করে টলমল। দহিলে বলিছে মুখে আঁখি ছল ছল ॥ এইরূপে কত দূর করিয়া গমন। হইলেন সখীগণ চিন্তাকুল মন ॥ কি রূপে কৃষ্ণের দেখা

কোন স্থানে পাব। কি রূপে বা রাজসভা বিদ্যমানে যাব।। কি করিব কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে।। বসিলেন তরুতলে মন্ত্রণা করিতে।। রাজপথ সন্নিধানে দিব্য সরোবর। ছায়া সমন্বিত বৃক্ষ ঘাটের উপর।। প্রস্তরে প্রশস্ত মূল বদ্ধ আছে তার। বিশ্রাম করয়ে লোক বসিয়া তথায়॥ পশরা নামায়ে রাখি তাহার উপরে। বসিলেন সেই স্থানে চিন্তিত অন্তরে।। মতান্তরে ঐ স্থানে কৃষ্ণ সম্মিলন। সখীদের স্থানে চূড়া বাঁশীর অর্পণ।। প্রভাসের মতে দেখ কুবুজার বাস। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত যথা শ্রীনিবাস।। পশ্চাতে করিব তাহা বিশেষ বর্ণন। মতান্তর কথা অগ্রে করহ শ্রবণ।। অদ্ভুত কৃষ্ণের লীলা কথা সুধাধার। শিশুভাষে শুনে হয় ভবসিন্ধু পার।।

ত্রিপদী। বৃক্ষমূলে সখীগণ, বসিয়া চিন্তিতমন, কি রূপে কৃষ্ণের দেখা পাই। পরিহরি মান লাজ, সে রাজসভার মাঝ, নারী হয়ে কি রূপেতে যাই।। কিন্তু না গেলেও নহে, ললিতা বৃন্দারে কহে, কহ সখী কি হবে ইহার। কি রূপে যাইবে তথা, কি রূপে কহিবে কথা, যন্ত্রণা ঘুচাব শ্রীরাধার।। বিলম্ব হইলে পরে, ব্রজপুরে রাই মরে, বিবেচনা করে দেখ মনে। কৃষ্ণগত তার প্রাণ, কৃষ্ণ বিনা নাহি ত্রাণ, বেঁচে আছে কৃষ্ণের কারণে॥ সখীতে প্রধানা অতি, তুমি সখী বুদ্ধিমতি, তোমার মন্ত্রণে সবে তরি। ব্রজধাম ছাড়িলাম, মথুরায় আইলাম, তোমার সাহসে ভর করি॥ সুমন্ত্রণা শীঘ্র কর, মিলাইয়া নটবর, যাতে যেতে শীঘ্র পারা যায়। বিলম্বেতে বিপরীত, ভেবে দেখ সুনিশ্চিত, রাধারে বাঁচান হবে দায়।। বৃন্দা ললিতারে কয়, সত্যকথা সমুদয়, যে কথা বলিলে সহচরি। ভাবিতেছি আমি তাই, কেমনে সভায় যাই, কি রূপে ভেটিব সেই হরি।। সুচিত্রা বলেন আর, শুন সখি সবিস্তার, চল যাই রাজ সন্নিধানে। শিরে পড়ে দায় যার, লজ্জা মান কোথা তার, যেতে হয় যেখানে সেখানে।। আমরা গোপের নারী, যথা তথা যেতে পারি, দধি দুগ্ধ বিক্রয়ের ছলে। ছলে গিয়া সভাতলে,

ছলে দুঃখ কথা বলে, আনিব কৃষ্ণেরে ছলে কলে॥ এইরূপে সখীচয়, নানা রূপ কথা কয়, বড়াই বলিল শুন সার। বলিছ যে সব কথা, এ সব অসার যথা, নাহি লাগে মনেতে আমার॥ সত্যাতে যাইবে ছলে, কথা কবে ছলেকলে, ছলে অন্য কার্য্য সব হয়। এবড় বিষম কথা, ছল না খাটিবে তথা, ছলে কভু কৃষ্ণ বশ নয়॥ হরিতে ভূমির ভার, ভুবনেতে অবতার, হয়েছেন নর কলেবর। অবারিত চক্ষুকাণ, অবিদিত তাঁর স্থান, নাহি কিছু ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥ যেখানে যে কর্ম্ম করি, একস্থানে বসি হরি, দেখেন শুনেন তিনি সব। সকলি তাঁহার দেহ, তাহা ছাড়া নহে কেহ, সকলের মূল সে মাধব॥ গৃহ ত্যেজি সাধুগণ, প্রবেশি নির্জ্জন বন, একমনে করয়ে স্মরণ। স্বধামে থাকিয়া জানি, বনে আসি চক্রপাণি, ভক্তগণে দেন দরশন॥ অতএব বলি শুন, ভক্তি করি সুনিপুণ, স্নান করি সরোবর জলে। এক ধ্যানে এক মনে, পূজি সেই নারায়ণে, ভক্তিভরে ডাক কুতূহলে॥ সত্য জানো বেদে লেখা, এখানে পাইবে দেখা যাইতে না হইবে কোথায়। বড়াই এতেক বলে, সখীগণ সেইস্থলে, শুনিয়া সকলে দিল সায়॥ সে কথায় শ্রদ্ধা করে, নামি সেই সরোবরে, স্নান করি সখীগণ সব। ভক্তিতে নির্ভর করি, মানসেতে পূজে হরি, অবশেষে আরম্ভিল স্তব॥ নবসখী সুমিলনে, ভক্তি করে নারায়ণে, একমনে অতি সকাতরে। শিশুরাম দাস কয়, কৃষ্ণ কথা সুধাময়, শ্রবণেতে ভবভয় হরে॥

অথ বৃন্দাদি নবসখী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের

স্তব।

পয়ার। অন্তকেতে নবসখী শ্রীকৃষ্ণেরে স্মরি। স্তুতি করে সকাতরে করযোড় করি॥ নমো নমো নারায়ণ নিখিল কারণ। গোকুলে গোবিন্দ মূর্ত্তি গোপেন্দ্রনন্দন॥ যশোদা জীবন ধন জগতের গতি। গোপকুল রক্ষাকারি গোপিকার পতি॥ রাধা-

কান্ত রাধাপ্রাণ রাধা মনোহারি। রসময় রসাত্মন শ্রীরাস বিহারি॥ সমুহ গোপিনী সেব্য সুভব্য নায়ক। পরম পবিত্র প্রভু পরার্থ দায়ক॥ বাঞ্ছাকল্পতরু বিভু বিশ্বের নিলয়। সত্যসন্ধ সনাতন সর্ব্ব সুখময়॥ গোবৎস বালকপ্রিয় গোচারণ কারি। গোগোপ রক্ষক গিরি গোবর্দ্ধন ধারি॥ বনপ্রিয় বনমালী শ্রীবংশীবদন। বংশীবট সুবিহারি সঙ্কট খণ্ডন॥ নিকুঞ্জকাননাশ্রম বিশ্বের আশ্রয়। নির্ব্বিকার নিরঞ্জন নিত্যানন্দময়॥ কঞ্জাক্ষ কমলাপতি করুণাকারক। ভবারাধ্য ভগবান ভবাব্ধি তারক॥ মতি গতি মুক্তিদাতা মুকুন্দ মাধব। জগন্নাথ জগদীশ জয়াত্ম যাদব॥ শ্রীদ-শ্রীশ শ্রীনিবাস সৃষ্টিরকারণ। শ্রীনিধি শ্রীনিকেতন শ্রীবৎস ধারণ॥ সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মন সকলের সার। তোমা বিনা ত্রিজগতে কিছু নাহি আর॥ ভূমি স্বর্গ রসাতল ভূচর খেচর। নাগ নর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ তুমি সর্ব্বেশ্বর। তুমি দিবা তুমি নিশা দিবা নিশাকার॥ তোমাতে উৎপত্তি হয় তোমাতে বিলয়। তুমি সকলের মূল সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ আমরা অবলা জাতি কি জানি স্তবন। কৃপা করি কৃপাময় দেহ দরশন॥ তোমার বিরহজরে কিশোরী তোমার। ব্রজপুরে প্রাণ ছাড়ে ওহে বিশ্বাধার॥ আশা দিয়া কিশোরীকে রাখিয়া তথায়। আমরা এসেছি হরি লইতে তোমায়॥ মথুরানগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া। ব্যাকুলা হয়েছি নাথ তোমার লাগিয়া॥ নারী জাতি কি রূপেতে যাইব সভায়। যাইলেও তব লজ্জা ঘটিবে তথায়॥ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ তুমি জানিতেছি সব। তবে কেন দয়া নাহি কর হে কেশব॥ যদ্যপি না দেখা দেহ ওহে নটবর। এই সরোবরেতে ছাড়িব কলেবর॥ আর না যাইব ব্রজে কহিলাম সার। যে হয় হইবে ভাগ্যে শ্রীমতী রাধার॥ দেখা দিয়া মান প্রাণ রাখ দয়াময়। অধীনীগণের প্রতি না হও নির্দ্দয়॥ অধিক তোমারে প্রভু কব কত আর। যদ্যপি না দেখা দেহ দোহাই রাধার॥ এইরূপে নব-সখী বটবৃক্ষতলে। বহুবিধ স্তুতি করে ভাসে চক্ষুজলে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ সখীদিগকে দর্শন দিবার মানসে

নগর ভ্রমণের উদ্যোগ করেন।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ সভায় বসি জানিলেন মনে। আইল রাধার সখী আমার কারণে॥ বিচ্ছেদে কাতরা হয়ে শ্রীমতীসুন্দরী। পাঠাইয়া দিয়াছেন প্রিয় সহচরী॥ বৃন্দা আদি নবসখী বড়াই সহিত। মথুরানগরে হইয়াছে উপনীত॥ লজ্জা মান ভয়ে তারা না আসি সভায়। সরোবর কুলে বসি ডাকিছে আমায়॥ অশ্রুমুখী হয়ে তারা করিছে রোদন। এ সময়ে শীঘ্র হবে দিতে দরশন॥ আর যদি ক্ষণকাল আমারে না পায়। নিশ্চয় সরসীজলে ত্যজিবেক কায়॥ এই মত নরহরি ভাবিতে ভাবিতে। ব্রজভাব উথলিল শ্রীহরির চিতে॥ অন্তরেতে ভাবোদয় হৈল শ্রীহরির। কমলনয়নে আসি যোগাইল নীর॥ আঁখিবারি আঁখি মধ্যে করি সম্বরণ। অমাত্যেরে আজ্ঞা দেন শ্রীহরি তখন॥ হস্তীপকে আদেশ করহ মন্ত্রীবর॥ শীঘ্রগতি সাজাইয়া আন হস্তীবর। বহুদিন আসিয়াছি মথুরাভবন। ভালরূপে করি নাহি নগর ভ্রমণ॥ অদ্য আমি যাব এই ভ্রমিতে নগর। না হয় বিলম্ব যেন আনিতে কুঞ্জর॥ যেইমাত্র এই কথা কহিলেন হরি। মন্ত্রীবর আদেশিল সাজাইতে করী॥ পরে মন্ত্রী সুমন্ত্রণা করি নিজ মনে। আজ্ঞা দিলা সুসজ্জিত হইতে স্বগণে॥ নগরে বাহির হৈতে যা চাহি রাজায়। বুঝি মন্ত্রী আজ্ঞা দিলা সাজাইতে তায়॥ বলরাম আছিলেন তথায় বসিয়া। নগর ভ্রমণে ত্বরা কৃষ্ণের শুনিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ বদনে দৃষ্টি করেন সত্বরে। দেখেন নয়নে জল বিন্দু বিন্দু ঝরে॥ ভাব দেখি বলদেব বুঝিলেন ভাব। উদয় হয়েছে মনে বৃন্দাবন ভাব॥ ব্রজভাব ভিন্ন ভাব আর কিছু নয়। আঁখিতে দেখিয়া নীর হয়েছে নিশ্চয়॥ ধন্য ধন্য ব্রজ ধন্য ব্রজের রমণী। যে ভাবেতে পূর্ণ ব্রহ্ম কান্দেন আপনি॥ বলরাম কন ভাই একি দেখি ভাব। পড়িয়াছে মনে বুঝি ব্রজবাসী ভাব॥ যে ভাব

স্মরণে চক্ষে নিঃসরয়ে নীর। নগর ভ্রমিয়া কিসে হবে মনস্থির।। আমার বচনে ব্রজে চল একবার। দেখা দিয়া জননীরে এসো আরবার।। ভাই বন্ধু সখা সখী তুষিয়া সবায়। সুস্থচিত্ত হয়ে ভাই আইসহ ত্বরায়।। দেখিতে না পারি তব মলিন বদন। বোধ হয় ভাবিতেছ ব্রজের কারণ॥ ভাবিতেও হয় সত্য ও ভাই কানাই। তোমা বিনা তাহাদের অন্য ধন নাই।। নাহি জানে তোমা বিনা শয়নে স্বপনে। সতত কান্দিছে তারা তোমার কারণে।। কৃষ্ণ কন যে কথা কহিলে মহাশয়। মধ্যে মধ্যে সে কারণে ভাবনাও হয়॥ এক্ষণে যাইতে আমি না পারি তথায়। পশ্চাতে কহিব তাহা বিস্তারি তোমায়।। অদ্য আমি এ নগরে ভ্রমণ করিব। দুঃখী তাপী জন যত সম্মুখে দেখিব।। সযতনে দুঃখ দূর করিব সবার। ইচ্ছা হইয়াছে এই অন্তরে আমার।। বলদেব কন কৃষ্ণ বাসনা তোমার। দুঃখ হৈতে দুঃখী জনে করিবে উদ্ধার।। ধন হীন জনে বহু ধন দান দিবে। অনায়াসে দুঃখ হতে উদ্ধার করিবে।। তাপিতের তাপ তুমি নাশিবে কেমনে। বিস্তার করিয়া বল শুনিব শ্রবণে।। পুত্রশোকে সন্তাপিত আছে যেই জন। তার তাপ কি রূপেতে করিবে মোচন।। কৃষ্ণ কন মহাশয় করি নিবেদন। যে রূপেতে তাপ তার করিব মোচন।। পুত্র-শোকে যে কান্দিবে অগ্রেতে আমার। পুত্র সম মা বলিয়া কোলে যাব তার।। এখানেতে না রাখিব দুঃখী একজন। হইয়াছে মম মনে অদ্য এই পণ।। এত বদি কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন বাণী। শুনিয়া সন্তোষযুক্ত হৈলা হলপাণি।। এইরূপে কৃষ্ণ বলরামে কথা হয়। এদিগেতে সুসজ্জিত হৈল সমুদয়।। হস্তী সাজাইয়া শীঘ্র সম্মুখে আনিল। হেরিয়া কৃষ্ণের মন আনন্দে ভাসিল।। রাজবেশে রাজীবাক্ষ আরোহিয়া করী। নগরে বাহির হন সমা-রোহ করি।। শিবরাম দাসে ভাষে শুন সাধু জনে। যে রূপে চলেন হরি নগর ভ্রমণে।।

অথ শ্রীকৃষ্ণের সমারোহ পূর্ব্বক নগর ভ্রমণে যাত্রা।

পয়ার। প্রথমে বাহির হৈল চন্দনের চড়া। শত শত জনে রাজপথে দেয় ছড়া॥ ধূলা নিবারিয়া চলে সুসারচন্দনে। গন্ধবহ গন্ধবহে সানন্দিত মনে॥ বৃহদ্দ্বিরদ পরে বাজাইয়া ডঙ্কা। তাহার পশ্চাতে চলে দেখে লাগে শঙ্কা॥ অপরে অনেক চলে কুঞ্জরী কুঞ্জর। সুসজ্জিত কলেবর দেখিতে সুন্দর॥ তাহার পশ্চাতে চলে তুরঙ্গী তুরঙ্গ। মুক্তাজাল সুবেষ্টিত সুরঞ্জিত অঙ্গ॥ পথের দুধারে চলে পতাকা নিশান। শ্বেত রক্ত নীল পীত বিবিধ বিধান॥ আশাধারি আশা ধরি সারি সারি চলে। তাহার শোভার কথা কার সাধ্য বলে॥ মধ্যে চলে বাদ্যকর অসংখ্য গণন। নানা শব্দে বাজাইয়া মঙ্গল বাজন॥ ভেরি তুরী ধুধুরী বাঁশরী মনোহর। শানাই সেতারা শিঙ্গা টিকারা ডগর॥ বেণী বীণা সপ্তস্বরা করতাল খোল। জগঝম্প জয়ঢাক মন্দিরা মাদোল॥ বিবিধ বাজনা বাজে কত কব নাম। নট নটী নাচিয়া চলয়ে অবিরাম॥ ভাড় ভক্ত্যা ভক্ত মাল অনেক প্রকার। হরবোলা আদি করে বহু চলে আর॥ গাথক পাঠক ভাট বন্দী শত শত। বর্ণিয়া রাজার যশ চলে অবিরত॥ তার পরে নামমালা মঙ্গল ভজন। গাইয়া চলেছে লোক অসংখ্য গণন॥ পরেতে পদাতি গতি গণনে অপার। সশস্ত্রেতে চলিয়াছে ভীষণ আকার॥ শেল শূল ভিন্দিপাল মুষল মুদ্গার। শর্ম্ম বর্ম্ম অসি চর্ম্ম পরশু তোমর॥ কবচে আচ্ছন্ন অঙ্গ মাথে লাল পাগ। দুপাটে দপটে চলে প্রকাশিয়া রাগ॥ পরেতে প্রধান সেনা মহাবীর যত। সন্দষ্টৌষ্ঠপুট ধনুর্ব্বাণধারী শত॥ যম সম কলেবর করে কালদণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড করিতে পারে ক্ষণে লণ্ডভণ্ড॥ চারিদিগে চলিতেছে চক্রাকার করে। মধ্যেতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হস্তীর উপরে॥ হস্তীর শোভার কথা কহনে না যায়। ইন্দ্র ঐরাবত তার কাছে লজ্জা পায়॥ তদুপরে

রাজবেশে রাজীবলোচন। বসেছেন নানাবিধ পরিয়া ভূষণ ॥ কিঙ্করে মস্তকোপরে শ্বেত ছত্র ধরে। চারিজনে সুবিধানে মৌরছল করে ॥ সম্মুখেতে দুইজন আছে দণ্ডধারী। রাজমন্ত্রী বসিয়াছে করযোড় করি ॥ লইয়া সুবর্ণ মুদ্রা আছে চারি জন। নি ক্ষেপ করিছে পথে দেখি দুঃখি জন ॥ মাহুতেতে চালাইছে ধীরে ধীরে করী। দেখিয়া নগর শোভা চলেন শ্রীহরি ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে করহ শ্রবণ। বৃন্দা আদি সখী সহ কৃষ্ণের মিলন ॥

অথ সখীগণের কৃষ্ণ সন্দর্শন।

পয়ার। যে পথের প্রান্তভাগে সরোবর কূলে। সখীরা আছেন বসি বটবৃক্ষমূলে ॥ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন আশে হইয়া ভাবিত। সে পথে সহসা গোল হৈল উপস্থিত ॥ প্রথমে প্রবৃষ্ট হৈল হস্তীপরে ডঙ্কা। পশ্চাতে অসংখ্য গোল শব্দে লাগে শঙ্কা ॥ পত পত পতাকিনী হতেছে উড্ডীন। কিরণেতে দিনকরে করিয়াছে ক্ষীণ। যূথে যূথে আসিতেছে সুন্দর কুঞ্জর। সুসজ্জিত তুরঙ্গম আসিছে বিস্তর ॥ পদাতিগণের মূর্ত্তি করি দরশন। ভয়েতে অস্থির হৈল সখীদের মন ॥ ভয়ঙ্কর বীরগণে হেরি তার পরে। কম্পন হইল যত গোপী কলেবরে ॥ ঝড়েতে কদলী তরু কাঁপয়ে যেমন। সেই মত কাঁপিতে লাগিল সখীগণ ॥ ভয়ে জড়সড় হয়ে বৃক্ষআড়ে গিয়া। আড়ে আড়ে দেখিতে লাগিলা নিরক্ষিয়া ॥ ইতিমধ্যে করীপরে কৃষ্ণ আগমন। দেখিয়া হইল অতি হরষিত মন ॥ আঁখিতে আনন্দনীর বহিতে লাগিল। লোকভয়ে নিকটেতে আসিতে নারিল ॥ অতি ভয়ে না পারিয়া সম্মুখে আসিতে। চেয়ে দেখি আড়ে থাকি কাঁপিতে কাঁপিতে ॥ হস্তীতে থাকিয়া হরি দেখেন চাহিয়া। বৃন্দা আদি সখীগণ আড়ে দাঁড়াইয়া ॥ প্রবীণা বড়াই মাত্র সম্মুখেতে আছে। দধির পশরা ধরা আছে তার কাছে ॥ রাধার সঙ্গিনীগণে করি দরশন। যে হৈল হরির মন না যায় বর্ণন ॥ মনোমধ্যে ব্রজভাব আসি উপজিল।

নয়নে আনন্দ নীর বহিতে লাগিল॥ মাহুতে বলেন কৃষ্ণ সম্বোধন করি। এইখানে ক্ষণকাল স্থির কর করী॥ ইহা বলি সেইখানে রাখিয়া কুঞ্জর। মন্ত্রীরে বলেন তুমি দেখ মন্ত্রীবর॥ বৃক্ষ আড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কারা। বোধ হয় যেন কোন ধন হয়ে হারা॥ এসেছে এখানে ন্যস্ত ধন অন্বেষণে। অই দেখ বারিধারা বহিছে নয়নে॥ সামান্যা না হবে এরা হবে মান্যা নারী। নহিলে এতেক কেন পাবে ভয় ভারি॥ অতএব তুমি একা নিকটেতে যাও। বিশেষ করিয়া কথা যতনে সুধাও॥ এতবলি মন্ত্রীবরে দেন পাঠাইয়া। চমৎকার হৈল মন্ত্রী নিকটে যাইয়া॥ রূপ হেরি জ্ঞান হৈল নর নারী নয়। দেবকন্যা ভূমিতলে হয়েছে উদয়॥ তেজেতে নিকটে যেতে ভয় হয় মনে। ভাবে মনে পরিচয় সুধাব কেমনে॥ কি করিব রাজ আজ্ঞা না সুধালে নয়। যে থাকে আমার ভাগ্যে ঘটিবে নিশ্চয়॥ এই রূপ মনে মনে অনেক ভাবিয়া। অনন্তর ভূমি লুঠি প্রণাম করিয়া॥ করপুটে মন্ত্রীবর করে নিবেদন। আপনারা কে বট কি হেতু আগমন॥ কোন হেতু নয়নেতে বহি-তেছে ধারা। কি এমন ন্যস্ত ধন হয়েছেন হারা॥ কোন দেশে বাস আর কোন আশে আসা। কৃপা করি প্রকাশিয়া কহ সত্য ভাষা॥ রাজার হয়েছে আশ আশা পূরাইতে। পাঠালেন আমারে এ কথা জিজ্ঞাসিতে॥ রাজ আজ্ঞামতে আমি একথা সুধাই। পরি-চয় দেহ ইথে দোষ কিছু নাই॥ যেই মাত্র মন্ত্রীবর একথা কহিল। সখীদের হৃদে শোক দ্বিগুণ বাড়িল॥ মন্ত্রী প্রতি কোন কথা না কহি তথায়। কপালে কঙ্কণ হানে করে হায় হায়॥ নয়ন যুগলে নীর ঝর ঝর ঝরে। প্রলয় বাতাস সম নিঃশ্বাস নিঃসরে॥ বক্ষ শিরে সঘনেতে করে করাঘাত। মন্ত্রী বলে একি দেখি বিষম উৎ-পাত॥ ভাল কথা জিজ্ঞাসিতে মন্দ উপজিল। শোকসিন্ধু সলি-লেতে অস্থির হইল॥ বড়াইর কাছে মন্ত্রী করে নিবেদন। আপনি প্রবীণা তুমি কহগো বচন॥ কি কারণে কান্দিছেন এই সব নারী। কিছুই ইহার আমি বুঝিতে না পারি॥ রাজার আদেশে আসি

সুধাইতে কথা। না পাই আভাষ কিছু কি কহিব তথা॥ আপনি করুণা করি বল বিবরণ। কি কারণে কামিনীরা করেন ক্রন্দন॥ কোন দেশে ঘর আর কি কারণে আসা। শ্রবণ করিলে রাজা পূরাবেন আশা॥ বড়াই বলিলা তুমি মন্ত্রী বিচক্ষণ। রাজার নিকটে গিয়া কর নিবেদন॥ যদি তাঁর বাঞ্ছা হয় পূরাইতে আশা। আপনি আসিয়া বার্ত্তা করুন্ জিজ্ঞাসা॥ অন্য দ্বারা জিজ্ঞাসিলে না পাবেন প্রীত। কেবল ঘটিবে ক্রমে হিতে বিপরীত॥ স্ত্রীহত্যার পা তাঁরে ভুগিতে হইবে। তুমি কেন বৃথা এর ভাগেতে পড়িবে॥ যা দেখিলে তাহা গিয়া বলহ রাজারে। করিবেন যাহা হয় তাঁহার বিচারে॥ বড়াইর কথা শুনি মন্ত্রী বিচক্ষণ। কৃষ্ণের নিকটে গিয়া করে নিবেদন॥ বিবরিয়া বিবরণ কহিলেক সব। শুনি মনে মনে চিন্তা করেন মাধব॥ ভাল কার্য্য হয় নাই মন্ত্রী পাঠাইয়া। কুকায করেছি আমি আপনি না গিয়া॥ না হয়েছে কার্য্য এই আত্মীয় সমান। সখীদের হতে পারে ইথে অভিমান॥ আপনার জন যদি বহুদিন পরে। দেখিয়া পূর্ব্বের সম সম্ভাষ না করে॥ অবশ্যই খেদ তাহে উপজয়ে মনে। বিশেষত অধিকন্তু হয় নারীগণে॥ এইরূপ মনে মনে বিচারিয়া হরি। নামিলেন সেইক্ষণে করী পরিহরি। মন্ত্রীবরে নরহরি কহিলেন বাণী। সমারোহ সহ তুমি যাহ রাজধানী॥ এই সব কামিনীর নিয়া পরিচয়। বিশেষ করিয়া জানি দুঃখের বিষয়॥ দুঃখ দূর করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া। আসিয়াছি পুরী হৈতে বাহির হইয়া॥ দুঃখিনী দেখিয়া দুঃখ না করিয়া দূর। যদি ঘরে যাই পাপ ঘটিবে প্রচুর॥ অতএব তুমি যাহ লইয়া সবায়। আমি পদব্রজে যাব চিন্তা নাহি তায়॥ এতবলি করি পৃষ্ঠ হৈতে নারায়ণ। পূর্ব্বেকার সাজ যাহা আছিল গোপন॥ অঙ্গবাসে আবরিয়া করি নামাইয়া। করী সহ সমারোহ বিদায় করিয়া॥ সখীদের নিকটেতে চলেন তখন। শিবরাম দাসে ভাষে অপূর্ব্ব কথন॥

অথ সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন।

পয়ার। সমারোহ সমুদয় বিদায় করিয়া। করী পরিহরি হরি ভূমিতে নামিয়া॥ অপরাধি সম অতি অপরুদ্ধ ভাবে। উপনীত হইলেন সরল স্বভাবে॥ বড়াই সহিতে আগে সম্ভাষণ করি। বটবৃক্ষতলে যান যথা সহচরী॥ সহচরীগণ কৃষ্ণে করি দরশন। অভিমানে প্রথমে না কহেন বচন॥ নারীর স্বভাব এই সৃষ্টি বিধাতার। যাহার বিরহে মরে দেখা পেলে তার॥ তখনি উপজে মান অন্তরে আসিয়া। অমনি ফিরায় মুখ কথা না কহিয়া॥ যে কৃষ্ণ পাবার জন্য ছাড়ি বৃন্দাবন। আসিয়া মথুরা ধামে করি পর্য্যটন॥ দেখা করিবার জন্য হইয়া অস্থির। অলক্ষেতে স্তব কত করিলা হরির॥ নিকটে পাইয়া দেখা দেখ চমৎকার। অভিমানে সে সময়ে কথা নাহি আর॥ কথা কহিবার জন্য করয়ে মনন। কি করিবে রসনায় না সরে বচন॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন এসো এসো সখীগণ। অকস্মাৎ পথমাঝে একি সুঘটন॥ তোমাদের দেখা পেয়ে যে হইল মন। শতমুখে সহচরি না হয় বর্ণন॥ কহ কহ বিশেষিয়া ব্রজ সমাচার। এক্ষণেতে কে কেমন আছেন আমার॥ মাতা পিতা ভাই বন্ধু সখা সখীগণ। প্রেমময়ী শ্রীমতী বা আছেন কেমন॥ একে একে সবাকার শুভ সমাচার। কহিয়া শীতল কর অন্তর আমার॥ এইরূপে কন কথা করিয়া যতন। সখীদের মুখে তবু না সরে বচন॥ অশ্রুজল নেত্রে সরে একদৃষ্টে চায়। অমুক্ষণে আস্তে আস্তে বৃন্দা কহে তাঁয়॥ জেনেছি জেনেছি হরি তোমার হৃদয়। বুঝিয়াছি যত দয়া ওহে দয়াময়॥ ভুলিতে হবে না আর কপট বচনে। বুঝিয়াছি মন্ত্রীরে পাঠায়ে সেইক্ষণে॥ কৃষ্ণ বলে বুঝিয়াছি জন্মিয়াছে মান। অপরাধ নাহি মম শুনহ বিধান॥ দূরে হৈতে ভালোরূপে না পারি চিনিতে। মন্ত্রীবরে পাঠাইয়া ছিলাম জানিতে॥ কহিলাম সহচরি নিশ্চিত বচন। ইথে মম অপরাধ না কর গ্রহণ॥ তোমাদের কাছে কি

আমার অহঙ্কার। নিতান্ত জানিবে আমি আশ্রিত রাধার॥ রাধার নিকটে দাসী তোমরা যেমন। আমিও রাধার দাস জানিবে তেমন॥ যেই মাত্র এই কথা কহিলেন হরি। ছল পেয়ে কহে তবে নবসহচরী॥ অনেক বচনে কৃষ্ণে ভৎর্সন করিল। অনেক আক্ষেপ করি অনেক কান্দিল॥ অনেক ব্রজের দুঃখ করিল বর্ণন। শুনি কৃষ্ণ করিলেন অনেক ক্রন্দন॥ অনন্তর সখীগণে আশ্বাস করিয়া। রাধা সান্ত্বাইতে নিজ চূড়া বাঁশী নিয়া॥ সখী-গণ স্থানে হরি করিয়া অর্পণ। কহিলেন কিছু অগ্রে করহ গমন॥ পশ্চাতে পশ্চাতে আমি যাইব ত্বরায়। ভাবনা করিতে মানা করিবে রাধায়॥ ভেট দ্রব্য এনেছিল যাহা সখীগণ। দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর নবনী মাখন॥ একে একে কৃষ্ণ তাহা ভক্ষণ করিয়া। গোপীগণে বচনেতে অনেক তুষিয়া॥ রাধা সান্ত্বাইতে শীঘ্র করেন বিদায়। সখীরা আসিয়া ব্রজে রাধারে সান্ত্বায়॥ কৃষ্ণ আসা আশা আর চূড়া বাঁশী দিয়া। রাধারে রাখিল কিছু সান্ত্বনা করিয়া॥ মতান্তর কথা এই মতে হৈল সায়। বিস্তারিত না হইল বর্ণনা ইহায়॥ সখীদের খেদ আর ভৎর্সন রোদন। ব্রজের দুঃখেতে কৃষ্ণ দুঃখিত যেমন॥ প্রভাসের মতে হবে বর্ণন ইহার। এই হেতু ইহাতে না হইল বিস্তার॥ দুই স্থানে এক ভাব কথা বর্ণাইলে। পুথি বেড়ে যায় আর রস নাহি মিলে॥ অতএব সাধু-গণ করহ শ্রবণ। প্রভাসখণ্ডের মতে বিস্তার বর্ণন॥

অথ প্রভাসখণ্ডেরমতে সখীগণ মথুরাপ্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণান্বেষণ করেন।

পয়ার। যখন প্রবিষ্ট হয়ে মথুরাভবন। কৃষ্ণ হেতু সখীগণ করেন ভ্রমণ॥ কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে। দহিলে দহিলে শব্দে ভ্রমেণ নগরে॥ রূপ হেরি স্বর শুনি তথাকার জন। একদৃষ্টে রহে চেয়ে না কহে বচন। মানব না হয় মনে করি অনু-মান॥ দেবতার মায়া ভাবি ভয়যুক্ত প্রাণ॥ সখীরাও কৃষ্ণ তত্ত্ব

নাহি পান তথা। মনেতে ভাবেন কারে জিজ্ঞাসিব কথা।। কোন খানে কোন পুরে আছেন শ্রীহরি। কি রূপে তাঁহার তত্ত্ব কোন্ স্থানে করি।। কারে জিজ্ঞাসিলে পাব কৃষ্ণের সন্ধান। ইহা ভাবি সখীগণ ধীরে ধীরে যান।। এসময়ে কতগুলি মথুরানাগরী। জল আনিবারে যায় কক্ষেতে গাগরী।। মিলিতা হইয়া তারা সখীতে সখীতে। কুবুজা কৃষ্ণের কথা কহিতে কহিতে।। রহস্য প্রসঙ্গে অন্য মনে চলিয়াছে। সে সময়ে বৃন্দা আসি উপনীত কাছে॥ পশ্চাতে থাকিয়া শুনি তাদের বচন। ললিতার প্রতি বৃন্দা বলেন তখন।। এতক্ষণে সহচরি হইল বিধান। ইহাদের স্থানে পাব কৃষ্ণের সন্ধান।। এসো সখি ইহাদের সঙ্গেতে মিলিব। তবে সে কৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষ পাইব।। এতবলি সখীগণ পিছায় কিঞ্চিৎ। দহিলে দহিলে শব্দ কৈল আচম্বিত॥ দধি ছলে বলে মুখে দহিলে দহিলে। রাধাকান্ত নিতান্ত এ দহিলে দহিলে।। সুধাস্বরে সখী-গণ ফুকারে যখন। মথুরানাগরী ফিরে চাহিল তখন।। পশ্চাতে চাহিয়া দেখে অপরূপ রূপ। ত্রিভুবনে তুল্য দিতে নাহিক স্বরূপ।। আলো করে দশদিক আসে দশজন। দেখিয়া তাহারা হৈল চমকিত মন।। একদৃষ্টে চেয়ে পথে দাঁড়ায়ে রহিল। বৃন্দা আদি গোপী গিয়া নিকটে মিলিল। তবে সেই মথুরার নাগরী সকল। চঞ্চলা হরিণী সমা হইল চঞ্চল।। ভাবেতে জানিল দধি বিক্রয়িনী নয়। ভ্রমিতেছে মধুপুরে ছলেতে নিশ্চয়।। মানবী ইহারা বটে নহে দেব মায়া। হাটিতেছে ভুমিতলে দেহে আছে ছায়া।। কিহেতু একপ বেশ জানিতে হইবে। বোধ হয় সুধাইলে অবশ্য বলিবে॥ ব্রজপুর বাসী এরা হয় অনুমান। করিতেছে আমাদের রাজার সন্ধান।।

অথ মথুরাবাসিনী নাগরীর সহিত
বৃন্দাদির কথা।

পয়ার। এত ভাবি সুবোধিনী কোন জন তার। বিনয়েতে বৃন্দারে সুধায় সমাচার॥ আপনারা কোথা হৈতে কৈলে আগ-

মান। এ বেশে এ নগরেতে ভ্রম কি কারণ।। রূপ হেরি বোধ হয় মানবী না হও। দধির পশরা শিরে কি কারণে কও।। তোমাদের বেশ হেরে হয়েছি মোহিত। সত্য কয়ে সুবদনি সুস্থ কর চিত।। ইচ্ছা হয় সখি বলে করি সম্ভাষণ। কহিতে না পারি কিছু ভয়ের কারণ।। বৃন্দা কন সখীভাবে সুধালে যখন। অবশ্য কহিব সখি তোমারে বচন॥ তোমাতে আমাতে হৈল সখীত্ব নিশ্চিত। মনকথা কবে কবো এই ধর্ম্ম নীত।। শুন শুন আমাদের পরিচয় কই। মানবী আমরা সখি মায়াবিনী নই।। শ্রীরাধার সখী হই ব্রজধামে বাস। তোমারে কহি গো সখি মনো অভিলাষ।। রাধাত্যজি রাধাকান্ত এসেছে এখানে। সে আসায় আসা আর না গেল্ম সেখানে।। রাধা তাঁর বিরহেতে ব্যাকুলা হইয়া। হয়েছেন অতি ক্ষীণা কান্দিয়া কান্দিয়া॥ রাধাকান্তে অন্বেষিতে এ মধুমণ্ডলে। আসিয়াছি মোরা দধি বিক্রয়ের ছলে।। আমরা গোপের জাতি ইথে নাহি লাজ। দধি দুগ্ধ বেচা এত গোপিনীর কায।। আমাদের পরিচয় কহিলাম সার। আমি কিছু জিজ্ঞাসি গো নিকটে তোমার॥ এ নগরে রাধাকান্ত থাকেন কোথায়। জানো যদি দেখাইয়া দেহ গো আমায়।। শুনিয়া বৃন্দার কথা সে নাগরী কয়। বিশেষ করিয়া সখি কহ পরিচয়॥ কি নামে বিখ্যাত তিনি তনয় কাহার। তা হলে বুঝিতে পারি সমাচার তাঁর।। জানিতে পারিলে পরে দেখাইয়া দিব। সখি তুমি তব কাছে মিথ্যা না কহিব।। বৃন্দা কন শুন সখি পরিচয় তাঁর। নন্দজাত কৃষ্ণ খ্যাত বিদিত সংসার।। মথুরা নাগরী বলে শুন বিনোদিনী। নন্দসুতে কখন আমরা নাহি চিনি।। বসুদেব সুত খ্যাত কৃষ্ণ এখানেতে। বিরাজ করেন তিনি কুব্জা ভবনেতে।। তাঁহার দর্শনে যদি হয়ে থাকে আশ। দেখাইয়া দিই তাঁর ঐ উচ্চ বাস।। কুবুজাবল্লভ তিনি কুব্জা তাঁর রাণী। কহিলাম সহচরি আমরা যা জানি।। বৃন্দা কহে সেই বটে কহ সমাচার। কেমন সময়ে দেখা কোথা পাই তাঁর।। সখী বলে দেখা তাঁর মিলে সর্ব্বক্ষণ। নিকটে যাইতে কারো নাহিক বারণ।।

তবে তাঁর দ্বারে দ্বারি আছে বহুজন। কারে যেতে দেয় কারে করয়ে বারণ।। দ্বারি জাতি খল অতি দুষ্টতা স্বভাব। কখন সুভাবে থাকে কখন কুভাব।। বিশেষিয়া কহিলাম সকল বচন। বুঝিয়া করহ কার্য্য যাহা লয় মন।। সখীত্ব হইল সখি সঙ্গেতে তোমার। মম গৃহে পদার্পণ কর একবার।। সবে মিলে একবার কর পদার্পণ। পবিত্র করহ সখি আমার ভবন।। পরিশ্রম হই-য়াছে আসিতে অনেক। করহ শ্রমের শান্তি বসিয়া ক্ষণেক।। আহারাদি করি কিছু শ্রম শান্তি করি। পরে রাজপুরে যেও ওগো সহচরি।। বৃন্দা কন সহচরি এ সময়ে নয়। পরেতে আসিব যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়।। মথুরানাগরী বলে তবে শুন সই। মনোমত কথা তবে প্রকাশিয়া কই।। রাধা সহ রাধাকান্তে মিলাবে যখন। আমারে লইয়া ব্রজে যাইবে তখন।। একবার দেখাবে সে যুগল মিলন। তোমার নিকটে মম এই নিবেদন।। বৃন্দা কন সখি তুমি অতি পুণ্যবতী। গৃহে যাও আশা তব পূর্ণ হবে সতী।। এত বলি বহুবিধ মিষ্ট আলাপনে। উভয়ে হইয়া তুষ্ট উভয় বচনে।। উভয়েতে ছাড়াছাড়ি হইল তখন। মথুরা নাগরী গেল আনিতে জীবন।।

অথ অন্তর্যামী ভগবান সখীদের আগমন জানিয়া সত্বরে সভায় বারদিয়া বসিলেন।

ত্রিপদী। এখানেতে ভগবান, দেবকীর সন্নিধান, ভোজন করিয়া সমাদরে। নানাবিধ মিষ্টকথা, বসিয়া কহেন তথা, জন-নীর সন্তোষের তরে।। অন্তর্যামী ভগবান, অবিদিত তাঁর স্থান, কিছুমাত্র নাহি ত্রিভুবনে। হইয়া শোকার্ত্ত মন, শ্রীমতীর সখীগণ, আসিতেছে জানিলেন মনে।। কুব্জার নিকেতনে, আমি আছি জানি মনে, সেইখানে চলিয়াছে তারা। শোকানলে তনু জ্বলে, দহিলে দহিলে বলে, নয়নযুগলে বহে ধারা।। এখানেতে এ সময়, বসে থাকা বিধি নয়, দেখা দিতে হইবে ত্বরায়। ইহা ভাবি মনে

মনে, যারে তুমি সেইক্ষণে, অবিলম্বে হলেন বিদায় ॥ তবে কৃষ্ণ গুণরাশি, কুবুজা ভবনে আসি, হইলেন শীঘ্র উপনীত। হাসি হাসি নরহরি, কুবুজার করে ধরি, তুষ্ট করিলেন যথোচিত ॥ কহিলেন সুবদনে, আমি তুমি শুভক্ষণে, সুযতনে করিয়া সুসাজ। মুগ্ধ করি কোটি কামে, বসিবে আমার বামে, হেরে যেন রতি পায় লাজ ॥ শুনিয়া হরির কথা, কুবুজা দর্পিতা তথা, আপন সৌন্দর্য্য অনুমানি। ভাবে হয়ে সমাবেশ, করে নানাবিধ বেশ, না বুঝিয়া চক্রীর সে বাণী ॥ চক্রীর চক্রের কথা, কে বুঝিতে পারে তথা, বিধি ভব যাহে ক্ষম নন। বিশ্বাতীত বিশ্বময়, কখন কি ভাবোদয়, তিনিই জানেন তাঁর মন ॥ এই হয় অনুভাব, জানিতে ব্রজের ভাব, বাড়াইতে শ্রীরাধার মান। বৃন্দার ভর্ৎসন কথা, শুনিতে শুনাতে তথা, করিলেন এরূপ বিধান ॥ কুবুজারে ছলি হরি, হরি রাজবেশ ধরি, সভায় বৈসেন চক্রপাণি। কুবুজা অতি সত্বরে, নানাবিধ বেশ ধরে, বসিলেন হয়ে পাটরাণী ॥ ছত্রধারী ছত্র ধরে, ব্যজনী ব্যজন করে, দণ্ডধারী রহে দণ্ড নিয়া। উদ্ধবাদি সখাগণ, অন্যান্য অমাত্যজন, বসিলেক অনেক আসিয়া ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, বসিলেন অগণন, কথক পাঠক বহুজন। যার যেই স্থান মত, বসিলেন শত শত, কত কব তাহার বর্ণন ॥ প্রাধান্যেতে মানি যারা, নিকটেতে বৈসে তারা, পার্শ্বেতে দাণ্ডায় সেনাগণ। অস্ত্র করে খরধার, চকমকি তেজ তার, দেখিলে চমকি উঠে মন ॥ সুরেশের সম শোভা, জিনি অতি মনোলোভা, সভা শোভা হৈল সমুজ্জ্বল। দেখি তুষ্ট নরহরি, কুবুজারে বামে করি, ভাবভরে অতি কুতুহল ॥ আনন্দের কথা হয়, বসিয়া আনন্দময়, কন সদা সভাসদ সঙ্গে। সভাস্থ যতেক জন, সবে আনন্দিত মন, শ্রীহরির আনন্দ প্রসঙ্গে ॥ কোন জন নহে ক্ষুব্ধ, কৃষ্ণকথা রসে মুগ্ধ, ভাবভরে আছেন মগন। রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বসার, সকলের মূলাধার, শিশু ভাবে যুগল চরণ ॥

পয়ার। মথুরা নাগরী মুখে উদ্দেশ পাইয়া। চলিলেন সখীগণ সত্বর হইয়া।। কুবুজা ভবন মুখে করিতে গমন। দহিলে দহিলে মুখে ঘন উচ্চারণ॥ নিকটেতে গিয়া দেখে পুরী চমৎকার। স্ফাটিক জিনিয়া প্রভা প্রদীপ্ত তাহার।। শ্বেতবর্ণ সুশীতল প্রস্তরে নির্ম্মিতা। বিশ্বকর্ম্মা কৃতা পুরী অতি শোভান্বিতা॥ হীরকে নির্ম্মিত স্তম্ভ প্রবাল জড়িত। উদ্দীপ্ত সুদৃশ্য হয় মেঘেতে তড়িত॥ ক্রমশত সপ্ততালা উপরি উপরি। উপরে নির্ম্মিতা কত মূর্ত্তি পরী নরী॥ স্বর্ণের কবাট দ্বারে দর্পণে মণ্ডিত। ব্যবধানে মুক্তা জাল মালা বিলম্বিত।। বার ঘরে শত শত প্রদীপ্ত দর্পণ। দূরে হতে হয় তাহা দীপ্ত দরশন।। বিচিত্র চিত্রিত কত মূর্ত্তি মনোহর। পটাবৃত আছে তথা দেখিতে সুন্দর॥ পুরীর উপরি ভাগে পতাকার ঘটা। শ্বেত রক্ত নীল পীত নানাবিধ ছটা।। মনোহর পবনের হিল্লোলের ভরে। পত পত শব্দে সদা উড়িছে উপরে।। ইন্দ্র পুরী জিনিয়া শোভিত পুরিখান। এক মুখে কত কব তাহার ব্যাখ্যান।। হেরিছে অপূর্ব্বাপুরী এক চিত্ত হয়ে। অনুক্ষণ সখীগণ অন্তরেতে রয়ে।। তার পরে পুরদ্বার সন্নিধানে গিয়া। করিল পুনশ্চ ধ্বনি কোকিল জিনিয়া॥ একেত কোকিল-কণ্ঠী সখী কয় জন। তাহাতে মধুরস্বর করি আলাপন।। সুতানে মিলায়ে শব্দ এ রূপে কহিলে। ব্রজেন্দ্র তনুজতনু দহিলে দহিলে॥ দহিলে দহিলে বলি দ্বারে উপনীত। হেরিয়া দ্বারীর দল হৈল চমকিত॥ শরীরের তেজ আর কণ্ঠের নিঃস্বন। দর্শনে শ্রবণে মুগ্ধ হৈল দ্বারীগণ॥ সখীরাও দ্বারীগণে করি দরশন। হইলেন অতিশয় ভয়যুক্ত মন॥ শত শত রহিয়াছে ভীষণ আকারে। শতক্রতু আইলেও ভয় পায় দ্বারে॥ লোহার কবচ অঙ্গে বিচিত্র চিত্রিত। লৌহময় উষ্ণীষ মস্তকে আবদ্ধিত॥ হাতে শূল হলস্থূল করে কোন জন। অসি চর্ম্মধারী কেহ কেহ শরাসন॥ কেহবা ধরয়ে চক্র কেহ দণ্ড ধরে। অকালেতে কাল যেন আসি প্রাণ হরে॥ এই রূপ মূর্ত্তিতে আছয়ে দ্বারীগণে। সখীগণ

ত্রাসিতা হইলা দরশনে ॥ দ্বারীরাও সখীদের তেজেতে শঙ্কিত। বচন না সরে মুখে উভয়ে স্তম্ভিত॥ কতক্ষণে দ্বারীগণ হৈল কিছু স্থির। দেখিয়া মস্তকোপরে পশরা দধির॥ দধি বিক্রয়িনী বোধ করিয়া তখন। মিষ্ট ভাবে শ্রেষ্ঠ দ্বারী বলয়ে বচন॥ ধীরে ধীরে বলে দধি বেচিবে কি সাই। কে কিনিবে এই দধি বলিল বড়াই॥ দ্বারী বলে আমরা কি কিনিতে না পারি। দূতী বলে দ্বারি এর মূল্য হয় ভারি॥ দ্বারী বলে তবে দ্বারে এলে কি কারণে। দূতী বলে আইলাম রাজদরশনে॥ বলিতে বলিতে কথা মস্তক হইতে। পশরা নামায়ে তথা রাখিল ভূমিতে॥ ললিতা প্রখর দৃষ্টি করিল অর্পণ। দধি দুগ্ধ হৈল যেন অগ্নি উদ্দীপন॥ দ্বারীগণ দধি বোধে দেখিবারে ধায়। নিকটে না যেতে যেন অগ্নি লাগে পায়॥ উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে যত দ্বারীগণ। অন্তর হইয়া কিছু দাঁড়ায় তখন॥ সখীদের প্রতি ক্রোধে বলয়ে বচন। কহ সত্য পরিচয় কোথায় ভবন॥ কি কারণে এখানে করিলে আগমন। বুঝিতে না পারি কিছু তোমাদের মন॥ দহিলে দহিলে বল দধি এত নয়। অগ্নি হৈতে উত্তাপিত দেখি সমুদয়॥ ইন্দুমুখী বলে শুন পরিচয় কই। ব্রজেতে নিবাস করি গোয়ালিনী হই॥ দেহ মধ্যে জ্বলে কৃষ্ণ প্রেম হুতাশন। ভয়ে আমাদের কাছে নাহি আসে জন॥ প্রবল হইয়া অগ্নি তাতিল পশরা। ধরাপরে রাখিলাম হইয়া অধরা॥ পশরাতে দধি দুগ্ধ আছে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ প্রেমানলে তাহা তাতিয়াছে তূর্ণ॥ পশরা সহিত যদি ডুবি গিয়া জলে। নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি দুনা হয়ে জ্বলে॥ জল সহ জ্বলে যায় কি কহিব বাড়া। কৃষ্ণপ্রেম বিচ্ছেদ অনল সৃষ্টি ছাড়া॥ যার অগ্নি সেই যদি করে নিবারণ। তবে সে নির্ব্বাণ হয় শুনহ কারণ॥ এই হেতু বহু কষ্টে ভ্রমিতে২। আইলাম দ্বারিগণ অগ্নি নিবারিতে॥ তোমাদের রাজা কৃষ্ণ যদি দেন জল। দধি দুগ্ধ আদি সব হইবে শীতল॥ অতি মূর্খ দ্বারিগণ না বুঝে সে কথা। দ্বিগুণ ক্রোধিত হয়ে উঠিলেক তথা॥ ক্রোধে বলে কোথাকার

পাগলী গোয়ালী। কি কারণে রাজদ্বারে মরিবারে আলি ॥ রাজা আজি নিজ হাতে দিয়া জল দান। করিবেন তোমাদের অনল নির্ব্বাণ॥ উঠাও পশরা যাও দ্বারে হতে ত্বরা। বামনের সাধ্য কি চন্দ্রমা হাতে ধরা॥ রাজার হাতের জল করহ কামনা। অবোধিনী গোয়ালিনী কিছুই বুঝনা॥ যাও যাও শীঘ্রগতি করহ গমন। এক্ষণেতে না হইবে রাজ দরশন॥ আমাদের রাজা কিসে দিলেক আগুণ। কি কারণে গাইতেছ রাজার অগুণ॥ বৃন্দা বলে তোমাদের রাজার যে গুণ। কহিতে হইলে জলে লাগয়ে আগুণ॥ গুণাগুণ শুনিয়া নাহিক প্রয়োজন। দ্বার ছাড় করি গিয়া রাজ দরশন॥ পশরা সহিত দধি থাকুক এখানে। কেবল আমরা যাব রাজ বিদ্যমানে॥ দ্বারী বলে কথা কহ পাগল সমান। পাগলিনী ছাড়িয়া কি হব অপমান॥ বৃন্দা কহে আমাদের শুনহ কাহিনী। তোমাদের রাজা করিয়াছে পাগলিনী॥ দ্বন্দ্ব ছাড় দ্বারীগণ রাখহ মিনতি। বারেক দেখাও সেই কুবুজার পতি॥ রাণী সহ রাজারে করিব দরশন। মনোমধ্যে হইয়াছে বড় আকিঞ্চন॥ এই রূপে দূতী যত করেন বিনয়। দ্বারীগণ শুনি আরো কোপযুক্ত হয়॥ দ্বারীর স্বভাব হয় শ্বানের সমান। নির্দ্ধনি দেখিলে কভু নাহি রাখে মান॥ দুঃখীজনে কদাচিৎ দ্বারদেশে পায়। দ্বারী ধরে গলা চেপে শ্বানে ধরে পায়॥ প্রবেশিতে পুরেতে না দেয় কদাচন। উভয়ে আপন বোলে করয়ে গর্জ্জন॥ দ্বারীগণে হেরি মোর করি কথা কয়। ঘেউ ঘেউ শব্দে শ্বান গণেতে গর্জ্জয়॥ এই রীতি দ্বারদেশে আছে চিরকাল। সখীরা ভাবয়ে একি ঘটিল জঞ্জাল॥ তবে দূতী পুনরপি বলেন বচন। পুরে প্রবেশিতে যদি না দেহ এখন॥ মিনতি রাখহ মম কর এক কায। সংবাদ জানাও গিয়া যথা মহারাজ॥ ব্রজহতে দূতী আসিয়াছে সখী সহ। কি কহেন মহারাজ পুনঃ আসি কহ॥ যদ্যপি করেন আজ্ঞা যাইব পুরেতে। না হয় যাইব ফিরে পুনশ্চ ব্রজেতে॥ পায়ে ধরে বলি দ্বারি কর

এই কাজ। বারেক দেখাও তোমাদের মহারাজ॥ ইহা বলি ধেয়ে যায় ধরিবারে পায়। দ্বারীগণ উঠিলেক গর্জ্জিয়া তাহায়॥ বিদায় করিতে চাহে কেহ ঢেকা দিয়া। কেহবা দেখায় ভয় ছড়ী উছাইয়া॥ আঁখি ঠারি জমাদ্দার করয়ে বারণ। নাহি কর কদাচিৎ অঙ্গ পরশন॥ মুখেতে দেখাও ভয় না ছুঁইও কায়। কি জানি কি ঘটতে কি ঘটবেক দায়॥ শুনিয়া তাহার কথা কিছু শান্ত হয়। তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া মুখে কথা মাত্র কয়॥ যখন মারিতে বাড়ি উছায় ত্বরিত। বড়াই দেখিয়া ক্রোধে হইল পূর্ণিত॥ দন্ত হীন মুখ বুড়ী ওষ্ঠে ওষ্ঠে চাপে। চক্ষু ঘোরে ঘনচাক কলেবর কাঁপে॥ আরেরে পাপিষ্ঠ বলে দন্তে কথা কয়॥ কহিতে বচন মুখে অগ্নি বারি হয়॥ ধূম সহ অগ্নি কণা হয় নিঃসরণ॥ বেগেতে বহিল নাকে নিঃশ্বাস পবন॥ স্বভাব দেখিয়া তথা যত দ্বারিগণে। ভয়েতে পড়িল আসি বড়াই চরণে। রক্ষ রক্ষ ঠাকুরাণী মুখে এই বলে। প্রণময়ে ভূমি লুঠি বস্ত্র দিয়া গলে॥ মনে ভাবে ভস্ম বুঝি হলেম এবার। মনুষ্য না হয় এরা মায়া দেবতার। এত ভাবি স্তব করে অনেক প্রকার। স্তবেতে ক্রোধের শান্তি করিল তাঁহার॥ তার পরে সেই খানে আনি সিংহাসনে। বড়াই সহিত বসাইয়া সখীগণে॥ শ্রেষ্ঠ দ্বারী সংবাদ জানাতে শীঘ্র যায়। প্রণাম করিল গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়॥ করপুটে কৃষ্ণ কাছে করে নিবেদন। ব্রজহতে আসিয়াছে নারী দশজন। নয়জন নবীনা প্রবীণা এক তার। আসিতে সভার মাঝে বাঞ্ছা সবাকার॥ বলে রাজদরবারে আছয়ে আদ্দাস। জানাও রাজার কাছে আমাদের ভাষ॥ এ কারণে মহারাজ এই নিবেদন। আজ্ঞা হলে নিকটেতে করে আগমন॥ শুনিয়া দ্বারীর মুখে এরূপ বচন। আনিতে আদেশ করিলেন সেইক্ষণ। অন্তর্যামি কৃষ্ণচন্দ্র জেনেছেন আগে। যে যে জন আসিয়াছে মনোমধ্যে জাগে॥ প্রকাশ করিয়া কিছু না কন বচন। আন বলে আজ্ঞা করিলেন ততক্ষণ॥ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের আদেশ পাইয়া। শীঘ্রগতি দ্বারে দ্বারী আইল ধাইয়া॥ সখীদের কাছে

কহে শুভ সমাচার। এসো সবে ব্রজমাই সঙ্গেতে আমার॥ যেই মাত্রে দ্বারী আসি একথা বলিল। ত্রস্ত হয়ে সখীগণ অমনি উঠিল॥ বড়াই বলিল আমি পুরে না যাইব। পশরা আগুলি এই দ্বারেতে রহিব॥ তোমরা সকলে যাও নিকটে রাজার। ভাগ্যে থাকে যদি দেখা পাইব তাঁহার॥ বড়াই প্রবীণ বড় বুদ্ধে বিচক্ষণা। করিলেন মনে মনে এই বিবেচনা॥ ভক্তাধীন ভগবান বলে মুনিগণে। দেখিব সে ভাব তাঁর আছে কি না মনে॥ দ্বারে আসি যদ্যপি করেন সম্ভাষণ। তবেত জানিব ভক্তাধীন নারায়ণ॥ এত ভাবি চিত্তেতে চিন্তিয়া ভগবান। বড়াই বসিয়া রহিলেন সেই স্থান॥ বৃন্দা আদি নব সখী পুরীমধ্যে যান। শিশুরাম দাসে ভাষে অপূর্ব্ব আখ্যান॥

বৃন্দা আদি নব সখীর রূপ দর্শনে সভাস্থগণের চমৎকার জ্ঞান ও কুবুজা বাক্য রহিতা হয়।

ত্রিপদী। দ্বারী মুখে সুবচন, শুনি তুষ্ট সখীগণ, আনন্দেতে পুরীমধ্যে চলে। যে রূপ আছিল যার, শতগুণে বৃদ্ধি তার, হৈল শ্রীরাধার কৃপা বলে॥ মহা কুহু ভেদ করি, যেমন গগণোপরি, অরুণের কিরণ প্রকাশে। তা হইতে সুপ্রদীপ্ত, হইল দেহের দীপ্ত, কুবুজার অহঙ্কার নাশে॥ শোভনীয় অলঙ্কার, যে রূপ আছিল যার, সহস্র গুণেতে শোভা বাড়ে। অঙ্গে করে ঝলমল, চলনেতে দলমল, ঝমরু২ শব্দ ছাড়ে। কিঙ্কিণী কঙ্কণ ধ্বনি, ভ্রমর ঝঙ্কার গণি, রুণু২ নূপুর নিঃস্বন। হংসীর গমনে গতি, মধ্যভাগে বৃন্দা সতী, দুই পার্শ্বে চলে সখীগণ॥ বৃন্দার বরণ খানি, মেঘ মূর্ত্তি অনুমানি, সখীগণ সৌদামিনী দল। ত্যজিয়া গগণ যেন, ভূমিতলে নামি হেন, হইয়াছে অধিক চঞ্চল॥ এই রূপে উত্তরিল, সভাগণ চমকিল, কুবুজা হেরীয়া মোহ যায়। সখীরা প্রবেশি তায়, প্রণমি কৃষ্ণের পায়, স্থির ভাবে সম্মুখে দাঁড়ায়॥ বহুদিনে পেয়ে হরি, হেরে রূপ আঁখি ভরি, প্রেমনীর হয় বরিষণ। সখী-দেরে দৃষ্টি করি, সলজ্জায় নরহরি, হইলেন নমিত বদন॥ আসি

বলে আশা দিয়া, আছি আমি বিস্মরিয়া নিষ্ঠুরতা হইয়াছে কায। বিশেষ কুবুজা সঙ্গে, রয়েছি পরম রঙ্গে, ইহাতেও উপজিল লাজ ॥ সখীদের সঙ্গে তথা, কেমনে কবেন কথা, হেট মুখে আড় চক্ষে চান। মনেতে ভাবেন হরি, কি রূপে আলাপ করি, কি রূপেতে রাখিব সম্মান॥ করি বহু আলোচনা, করিলেন বিবেচনা, একরূপেতে করিব কথন। সখীরা শুনিয়া বোল, হয়ে ক্রোধে উতরোল, করিবেক আমার লাঞ্ছন॥ বাড়াবে রাধার মান, আমি তাহে পাব মান, নহে সে আমার অপমান। শুনিবেক সভা জনে, কুবুজা জানিবে মনে, শ্রীরাধার যতেক আখ্যান॥ ইহা ভাবি চক্রপাণি, সখীর ভর্ৎসনা বাণী, শুনিবারে উৎসুক হইয়া। প্রকাশিয়া চন্দ্রানন, রসাভাষে কথা কন, সখীগণে ঈষদ চাহিয়া॥ সভা মাঝে নারীগণ, কোন হেতু আগমন, বল বল কিবা অভিপ্রায়। দেহ দেহ পরিচয়, চিনি চিনি বোধ হয়, যেন আমি দেখেছি কোথায়॥ যেই কালে এই ভাষ, কহিলেন শ্রীনিবাস, বজ্র সন বাজে বক্ষ স্থলে॥ সখীরা হারায়ে জ্ঞান, অনিবার দুনয়ান, ভাসমান হৈল অশ্রুজলে॥ আঁখি পদ্ম বরষায়, মুখপদ্ম ভাসে তায়, হৃদে হৃদয়জ পদ্মকলি। বহিয়া মুকুতা হার, সঘনে পড়িয়া ধার, ভাসিলেক সহিত কাঁচলি॥ চরণ কমল স্থল, তাহাতে পড়িয়া জল, জলে স্থলে হৈল চমৎকার। দেখিয়া সে রূপচয়, সভাগণ মুগ্ধ হয়, কত শোভা কহিব তাহার॥ তিতিল অঙ্গের বাস, অভিমানে বহে শ্বাস, এক দৃষ্টে কৃষ্ণ দিকে চায়। হরিল দেহের বোধ, কণ্ঠ হৈল অবরোধ, রহে তথা পুত্তলিকা প্রায়॥ নাকেতে অঙ্গুলি দিয়া, রহিলেক দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া অনুক্ষণ। অনন্তর বিবেচিয়া, মনে মান সমাধিয়া, বাক্যবাণ করিল ধারণ॥ রসনা বাক্যের চাপে, গুণ করি মনস্তাপে, আরোপণ করি সেইক্ষণে। ব্যঙ্গ রূপ বাক্যবাণ, যুড়ি শীঘ্র সেই স্থান, কৃষ্ণ প্রতি হানয়ে সঘনে॥ নব সখী নব রাগে, শ্রীরাধার অনুরাগে, নব যুদ্ধ আরম্ভ করিল। একে একে নয় জন, ন্যায় মত করে রণ, দেখে সভাজন চমকিল॥

উদ্ধব প্রভৃতি যত, শ্রীকৃষ্ণের অনুগত, এক দৃষ্টে সকলেতে চায়। অগ্রে চিত্রা সহচরী, শ্রীকৃষ্ণেরে লক্ষ করি, অগ্র হয়ে অগ্রেতে দাঁড়ায়॥ কৃষ্ণ বাক্য বজ্রঘায়, ব্যথিত হইয়া কায়, রাগে বাক্যবাণ হানে ঘন। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, কৃষ্ণ পদে সমর্পিয়া মন॥

পয়ার। কৃষ্ণপদে সখীগণ মন সমর্পিয়া। কহিতে লাগিল কথা অগ্রে দাঁড়াইয়া॥ ব্যঙ্গছলে কহে কিন্তু ভক্তি ছাড়া নয়। ভাবক ভক্তের হয় ভক্তির উদয়॥ রসিক জনের রসাভাষে মন টলে। করুণা রসেতে পাষণ্ডের মন গলে॥ একে একে কহে কথা নানা ভাব ধরি। ক্রমেতে শুনহ তাহা সবিস্তার করি॥ চিত্রা কহে অবধান কর নবভূপ। আমাদের পরিচয় কথা অপরূপ॥ বনালয়ে বাস করি হই বনচরী। আমাদের কর্ত্রী জিনি বনের ঈশ্বরী॥ তুমি যে বলিলে যেন দেখেছি কোথায়। হয়েছে তোমার মনোভ্রম এ কথায়॥ তুমি হলে অধীশ্বর মথুরাভবনে। আমরা দুঃখিনী নারী ভ্রমি বনে বনে॥ তোমার সহিত দেখা নহে কদাচিত। অধমে উত্তমে কভু নাহি হয় প্রীত॥

যথা।

উত্তমমধ্যম নিকৃষ্ট জনেষু মৈত্রী,
তদ্বচ্ছিলাসু সিতকাসু জলেষু রেখা।
বৈরং ক্রমাদধম মধ্যম মজ্জনেপি,
তদ্বচ্ছিলাসু সিকতাসু জলেষু রেখা॥

পয়ার। উত্তমে উত্তমে যদি ঘটয়ে প্রণয়। শিলা রেখা সম থাকে না হয় বিলয়॥ মধ্যমে উত্তমে হলে বালি রেখা মত। ক্ষণে হয় ক্ষণে লয় না রহে নিয়ত॥ অধমে উত্তমে হলে রেখা সে জলের। চিরকাল এই রীতি আছে প্রণয়ের॥ বৈরভাব যার ঘটে তারো এইরূপ। সম জল বালি শিলা রেখার স্বরূপ॥ মান্য জন

যেই হয় জানে মানী মানে। রাখালে রাখিতে নারে মানীর সম্মানে॥

যথা।

মান্যাএবহি মান্যানাং মানং জানন্তিনেতরে।
শম্ভোর্ব্বিভর্ত্তি মূর্দ্ধীন্দুং তমেবার্ত্তি বিধুন্তুদঃ।

পয়ার। মহামান্য মহাদেব পার্ব্বতীর পতি। কৈলাসশিখরোপরে যাঁহার বসতি॥ সদা যাঁর গুণ গান করে ধীরাধীরে। জানিয়া চন্দ্রের মান স্থান দেন শিরে।। রাহু সে অসুর অতি কঠিন হৃদয়। হেন চাঁদ গ্রাস করে হইয়া নির্দ্দয়॥ যে চাঁদ জগৎ তৃপ্ত করেন স্বকরে। রাহু তাঁরে সচঞ্চল সর্ব্বক্ষণ করে।। নীতি অবস্থার কথা কহিলাম সার। এক্ষণে শুনহ কিছু নিবেদন আর।।

পয়ার। সমান সমান ভাবে থাকে যত দিন। সমানে সমানে মান রহে তত দিন।। অসমানে কদাচিৎ মান নাহি রয়। ধনপ্রাপ্তে পূর্ব্বভাব বিস্মরণ হয়।। সে কথায় কার্য্য আর নাহি মহারাজ। এক্ষণেতে কহি কিছু ঘুচাইয়া লাজ।। আমাদের রাজা যিনি বনময়ী দেবী। আমারা যাঁহার পদ দিবানিশি সেবি॥ হয়েছে অদ্ভুত চুরি তাঁহার ভাণ্ডারে। সেই হেতু আসিয়াছি রাজদরবারে।। বিশিষ্ট প্রমাণ সহ চোর ধরে দিব। রাজার বিচার আজি নয়নে দেখিব।। রাজা হয়ে করে যেই ধর্ম্মত বিচার।। ধর্ম্ম আয়ু যশোবৃদ্ধি ক্রমে হয় তার।। প্রজা বাড়ে ধন বাড়ে ধরাতলে ধন্য। ধরাপতি মধ্যে হয় শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য।। অবিচার করে যদি হয় সর্ব্বনাশ। সর্ব্বশাস্ত্রে এই বাণী আছয়ে প্রকাশ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা তুমি জান ধর্ম্মাধর্ম্ম। তোমার নিকটে আমি কত কব মর্ম্ম।। সর্ব্বজ্ঞ শেখর তুমি সর্ব্বজ্ঞ সবার। শুনেছি ধর্ম্মজ্ঞ নাহি সদৃশ তোমার।। বিশ্বাসঘাতকী চোর সেই জন হয়। কহ দেখি দণ্ড তার কিবা মহাশয়॥ কৃষ্ণ কন চোর কেবা চুরি বা কি ধন। প্রকাশ করিয়া

বল বিশেষ বচন ।। বিশ্বাসঘাতকী চুরি কি রূপে করিল। মথুরা-নগরে আসি কোথায় রহিল ।। বৃত্তান্ত বুঝায়ে আগে কহ সমুদয়। পরেতে কহিব দণ্ড বিচারে যে হয় ।। এইরূপে কন যেন না বুঝেন কিছু। সুচিত্রা দাঁড়ায়ে অগ্রে চিত্রা করি পিছু ।। চিত্রারে বলিল বাণী থাক তুমি সই। চুরির বৃত্তান্ত কথা আমি কিছু কই ।। এত বলি অগ্র হয়ে সুচিত্রা দাঁড়ায়। শিশু আশু ভক্তিভরে কৃষ্ণগুণ গায় ।।

অথ সুচিত্রার উক্তি।

পয়ার। সুচিত্রা বলয়ে শুন নূতন ভূপাল। আমাদের দেশে এক আছিল রাখাল ।। বাল্যকালাবধি তার শুন ব্যবহার। চুরি করে নবনীত করিত আহার ।। গোপীদের ঘরে ঘরে গোপনেতে গিয়া। গোপনেতে ক্ষীর সর আহার করিয়া ।। অবশেষে ভাণ্ড গুলি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া। পলাইত অবিলম্বে অলক্ষ হইয়া ॥ এমনি সে চুরি কর্ম্মে হইল প্রবীণ। দিবাতে করিত নিশা নিশাকাল দিন ॥ সাধ্য নাহি তার চুরি ধরে কোন জন। কোন স্থানে নাহি পড়ে ধরা সে কখন ॥ এই আছে এই নাই দেখিতে দেখিতে। কেমনে সে চোরে লোকে পারিবে ধরিতে ॥ চুরি করে খেয়ে খেয়ে উদর এমন। ব্রহ্মাণ্ড ভক্ষিলে তার না হয় পূরণ ।। চুরিতে খাইত কত ভিক্ষায় বা কত। কেবল পেটের দায়ে ভ্রমিত নিয়ত ॥ জানিত কুহকী বিদ্যা কুহকের ন্যায়। দৃষ্টিমাত্রে লোকে মুগ্ধ করিত মায়ায় ॥ অঙ্গনের মাঝে যবে অটন করিত। নট নটী তার কাছে নটনে হারিত ।। নটন করিত যবে গোপীদের বাসে। শিক্ষা হেতু শিখী-গণ উড়িত আকাশে ॥ শূন্যে থাকি দৃষ্টি করি ময়ূর খঞ্জন। সুশিক্ষা করিত তারা তাহার নর্ত্তন। নর্ত্তন করিত আর দেখাইত পেট। গোপিরা হাসিয়া দিত নবনীত ভেট ।। দুই হাতে নিয়া ননী দিত নিজ মুখে। নানা ভঙ্গি করি নৃত্য করিত সম্মুখে ।। আমরাও সে সময়ে ছিলাম বালিকা। আমাদের আছিলেন জননী পালিকা ।।

কোলে করে নিয়া নিত্য দেখাতেন নাচ। তাহাতেই দেখিতাম কাচুয়ার কাচ॥ আমাদের হাতে যদি দেখিত নবনী। থাবাদিয়া কেড়ে নিয়া খাইত অমনি॥ এইরূপে বাল্যকালে ছিল তার কায। এক দিবসের কথা শুন মহারাজ॥ প্রতিদিন করে চুরি প্রতি ঘরে ঘরে। ভাণ্ড আদি ভাঙ্গে আর নানা ক্ষতি করে॥ বাঁধা বৎস ছাড়ি গাই দিত পেয়াইয়া। কখন কখন দিত বৎসেরে ছাড়িয়া॥ আপনার ঘরে কিবা অপরের ঘরে। সমান ভাবেতে সদা উপদ্রব করে॥ অতিশয় উপদ্রবে অসহ্য হইয়া। একত্রেতে যত গোপী সকলে মিলিয়া॥ তাহার মায়ের কাছে করিলে জ্ঞাপন। শুনিয়া জননী তার করিতে বারণ॥ মায়ের সাক্ষাতে বলে না যাইব আর। তখনি আসিয়া করে দৌরাত্ম্য আবার॥ দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধে তাহার জননী। দৃঢ় করে করে করে বান্ধিল অমনি॥ কটিদেশ বন্ধি করি দৃঢ় রজ্জু দিয়া। যমল অর্জ্জুন গাছে রাখিল বান্ধিয়া॥ মতান্তরে বলে বেন্ধে রাখে উদূখলে। যমল অর্জ্জুন গাছে এমতেতে বলে॥ সে মতে এমতে কিছু নাই ভাব আন। বস্তুত বন্ধন মাত্র উভয় সমান॥ পেটুকে বন্ধন করে রাখা বড় দায়। ভাঙ্গিল অর্জ্জুন বৃক্ষ চরণের ঘায়॥ শব্দেতে ধাইয়া তার আসিল জননী। বন্ধনের দড়ি খুলে দিলেক অমনি॥ ক্ষুধার জ্বালাতে অতি আছিল অস্থির। আহার করিয়া তবে হইল সুস্থির॥ পেটুক কিসম জাতি শুন মহীশ্বর। মহত দৃষ্টান্ত এক করি সুগোচর॥

অথ তৃপ্তিদ্বিজের উপাখ্যান।

পয়ার। দ্রবিড় দেশের মধ্যে জীবন্তি নগরে। আছিল ব্রাহ্মণ এক তৃপ্তি নাম ধরে॥ তৃপ্তির তনয় তিন অত্যন্ত সুজন। বিশ্রুত বিজয় আর বিজিতশ্রবণ॥ কন্যা এক প্রিয়ম্বদা লজ্জা নাম তার। লজ্জাবতী তার তুল্য নাহি ত্রিসংসার॥ গৃহিণীর নাম লক্ষ্মী লক্ষ্মী সমা সতী। রূপে গুণে সুসম্পন্না শুদ্ধশীলা অতি॥ পুত্র তিন জনে করে ধন উপার্জ্জন। ধনে জনে কুলে শীলে

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ॥ আহারের দ্রব্য গৃহে না ছিল অভাব। কিন্তু না হইত তৃপ্তি তৃপ্তির স্বভাব॥ মানামান স্থানাস্থান না ছিল বিচার। যেখানে সেখানে তৃপ্তি করিত আহার॥ যার তার বাড়ী কার্য্য হইত যখন। আপনি যাইয়া বিপ্র করিত ভোজন॥ তাহে তার পুত্রগণ লজ্জিত হইত। ব্রাহ্মণেরে সদা কাল নিষেধ করিত॥ কোনমতে না শুনিত ঔদরিক দ্বিজ। না করিত বিবেচনা মান্যমান নিজ॥ দৈবাধীন এক দিন দেখ চমৎকার। সেই গ্রামে বাস বিপ্র শর্ম্মী নাম তার॥ পিতৃ কার্য্য দিনে শর্ম্মী কৈল আয়োজন। করাইবে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন॥ শর্ম্মী সঙ্গে ভুজ্যমতা না ছিল তৃপ্তির। না যাইব বিবেচনা করিলেক স্থির॥ কিন্তু ভোজনের কালে থাকা সুকঠিন। ইহা ভাবি ডাকিলেক নিজ পুত্র তিন॥ মন্ত্রণা করিয়া মনে কহে পুত্রগণে। আমারে রাখহ অত্র গৃহেতে বন্ধনে॥ দৃঢ় রজ্জু দিয়া কর সুদৃঢ় বন্ধন। আপনি ছিঁড়িতে যেন না পারি কখন॥ তা হইলে শর্ম্মী গৃহে না হবে যাইতে। বন্ধন বিহনে আমি নারিব থাকিতে॥ পুত্রগণে বলে পিতা কেমনে বান্ধিব। পিতৃ বন্ধনের পাপে নরকে পড়িব॥ তৃপ্তি বলে কোন পাপ না হবে ইহায়। বন্ধন করহ শীঘ্র আমার আজ্ঞায়॥ কি করে পুত্রেরা তবে পিতৃ আজ্ঞা নিয়া। বন্ধন করিয়া রাখে সুদৃঢ় করিয়া॥ বন্ধন লইয়া দ্বিজ সানন্দিত মন। কন্যা আর রমণীরে বলেন বচন॥ বন্ধন খুলিতে যদি বলি বারবার। কদাচিৎ না খুলিবে বন্ধন আমার॥ এই রূপে তৃপ্তিদ্বিজ বন্ধনেতে রন্। অনন্তর ভূমীশ্বর শুনহ বচন॥ এখানে শর্ম্মীর বাড়ী সমারোহ বড়। লক্ষ লক্ষ বিপ্র আসি হইলেক জড়॥ হইল ভোজন বেলা যখন আসিয়া। সযতনে দেয় শর্ম্মী বিপ্রে বসাইয়া॥ জানিয়া ভোজন বেলা তৃপ্তি দ্বিজবর। ভাবিয়া হইল অতি অস্থির অন্তর॥ অন্তরে উদ্বেগতরু যখন জন্মায়। লতা পাতা ফুল ফল ক্রমে বাড়ে তায়॥ একরূপ ভাবনা তার হইল মননে। আইল আমন্ত্রি বিপ্রগণ এতক্ষণে॥ সম্ভাষণে

শর্ম্মী সবে করিছে আদর। সন্তোষিত হইতেছে সবার অন্তর॥ এতক্ষণে হৈল তথা স্থানের মার্জ্জন। পদপ্রক্ষালিয়া গিয়া বসিল ব্রাহ্মণ॥ এতক্ষণে কাছে কাছে দিল জল পাত। এতক্ষণে পাতে পাতে দিল বুঝি ভাত॥ এতক্ষণে ঘৃত আর দিলেক লবণ। এতক্ষণে দিল আনি শাকাদি ব্যঞ্জন॥ বৈস বৈস বলি সবে বলিছে ডাকিয়া। কেবল গণ্ডূষ বক্রী হাতে জল নিয়া॥ রসাল ব্যঞ্জন কত দিবে এর পর। অনন্তর দধি ক্ষীর মিষ্টান্ন বিস্তর॥ খাজা গজা জিলাপি দিবেক রসকরা। নিখুঁতি বাদামতক্তি মণ্ডা মনোহরা॥ ভক্ষ্য দ্রব্য স্মরণেতে জন্মিলেক লোভ। লোভেতে পলায়ে গেল শরীরের ক্ষোভ॥ যেই মাত্র মহালোভ উপজিল মনে। আর কি থাকিতে তৃপ্তি পারয়ে বন্ধনে॥ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে দ্বিজ নিজ রমণীরে। বন্ধন খুলিয়া দিতে বল যে অচিরে॥ পূর্ব্ব আজ্ঞা পালন কারণে রসবতী। নাহি দেয় বন্ধন খুলিয়া শীঘ্রগতি॥ তবে তারে গালি দিয়া ছাড়িয়া নিঃশ্বাস। আপনার জোরে দ্বিজ ছিঁড়িলেক পাশ॥ এমনি দিলেক মোড়া দেহ পালটিয়া। কুট পাট হৈল দড়া মোড়াতে ছিঁড়িয়া॥ বন্ধন ছিঁড়িয়া দ্বিজ পরম উল্লাসে। উর্দ্ধশ্বাসে উপনীত হৈল শর্ম্মী বাসে॥ বসিতেছে বিপ্রগণ যথায় ভোজনে। সেই স্থানে প্রবেশিল অতি ব্যস্তমনে॥ না বলিতে আপনি লইয়া হাতে পাত। বসিয়া বলয়ে শীঘ্র আনি দেহ ভাত॥ তৃপ্তিরে দেখিয়া শর্ম্মী হাসি মনে মনে। নানাবিধ দ্রব্য দিয়া তোষিল ভোজনে॥ এই মত মহালোভী আমাদের চোর। যেখানে সেখানে খেতে মনে নাহি ঘোর॥ চণ্ডাল অবধি তারে যেই দেয় যাহা। তখনি সহাস্য মুখে খায় নিয়া তাহা॥ বাল্য হতে এই তার শুন ব্যবহার। নাহিক তাহার কাছে জাতির বিচার॥ কহিলাম অতি বাল্যকাল বিবরণ। অপর গুণের কথা করহ শ্রবণ॥ ক্রমেতে বয়েস যত বাড়িতে লাগিল। দিন দিন নানা গুন অধিক বাড়িল॥ একে একে গুণ তার কব সমুদয়। বলিতে বলিতে ইন্দুমুখী অগ্র

হয়॥ সুচিত্রারে বলে তুমি ক্ষান্ত হও সই। সে চোরের গুণাগুণ আমি কিছু কই॥

অথ ইন্দুমুখীর উক্তি।

পয়ার। ইন্দুমুখী ইন্দু তুল্য তেজ প্রকাশিয়া। কহিতে লাগিল কথা অগ্রে দাঁড়াইয়া॥ শুন শুন নবভূপ করি নিবেদন। আমাদের সে চোরের কিঞ্চিৎ কথন॥ পেটার্থির কথা যাহা করিলে শ্রবণ। আমি তার আর কিছু বলিব রাজন॥ কণ্ব নামে মহামুনি জগতে বিদিত। এক দিন সে চোরের গৃহে উপনীত॥ দেখিয়া তাহার পিতা কৈল প্রণিপাত। বিস্তর করিল স্তব করি যোড়হাত॥ অনুক্ষণ অকপটে অনেক স্তবনে। স্বাগত সংবাদ শেষে সুধায় যতনে॥ কোন্ হেতু আগমন হৈল তপোধন। আজ্ঞা কর কোন্ কর্ম্ম করিব সাধন॥ মুনি বলে অতিথি হলেম আজি আসি। পারণ করাও কল্য আছি উপবাসি॥ একাদশী ব্রতের নিয়ম এই স্থির। পারণ করিতে হয় মধ্যে দ্বাদশীর॥ অদ্য তিথি দ্বাদশী আছয়ে অল্পক্ষণ। অতএব শীঘ্র দেহ করি আয়োজন॥ ক্ষুধার্ত্ত হয়েছি বড় কহিলাম সার। অতএব বিলম্ব না কর ইথে আর॥ চোর পিতা বলে মুনি করি কৃপাদান। অধীনের বাসে যদি হলে অধিষ্ঠান॥ আদেশ করহ কিবা করি আয়োজন। ইচ্ছামতে মহামুনি করহ পারণ॥ মুনিবলে বাহুল্যেতে প্রয়োজন নাই। গৃহে তব থাকে যাহা আন তুমি তাই॥ অধিক পাকেতে বেলা অধিক হইবে। ক্ষুধাতুর হইয়াছি তাহা না সহিবে॥ এক্ষণে করহ তুমি এরূপ বিধান। এক পাকে অনায়াসে হয় সমাধান॥ আতব তণ্ডুল আর শর্করা গোরস। আয়োজন করি দেহ করিব পায়স॥ পায়সেতে পরিতুষ্ট দেব নারায়ণ। নিবেদন করি শীঘ্র করিব ভোজন॥ এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। তখনি আনিয়া দিল দ্রব্য সমুদয়॥ অপূর্ব্ব পায়স মুনি প্রস্তুত করিয়া। সুযতনে সেইক্ষণে সম্মুখে রাখিয়া॥ ইষ্টদেবে নিবে-

দিতে হয় যত্নবান। ভাবনা করেন মুনি মুদিয়া নয়ান॥ কোথা ছিল চোর সেই পেটুক রাখাল। বৃষের সমান আসি দিলেক হামাল॥ মুনি না খাইতে আগে দুই হাতে খায়। হাঁ হাঁ করি তার মাতা আসি ধরে তায়॥ চাপড় মারিয়া পৃষ্ঠে করে তিরস্কার। তাহাতেও ভুরুপেক্ষ নাহিক তাহার। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ভোজন করিল। নাকে হাত দিয়া মুনি চাহিয়া রহিল॥ বালক বলিয়া রোষ ক্ষমিয়া তখন। পুনর্ব্বার পায়স রান্ধিল তপোধন॥ সেবারো আসিয়া পুন সেই মত করে। তাহা দেখি মাতা তায় অতিশয় ডরে॥ গৃহ মধ্যে রাখি তারে করিয়া বন্ধন। পুনরপি মুনিবরে করায় রন্ধন॥ পুনঃ মুনি নিবেদন করেন যখন। অলক্ষেতে আসি পুনঃ পড়িল তখন॥ দেখিয়া তাহার কাণ্ড মুনি চমৎকার। জননী কান্দিয়া তার করে হাহাকার॥ ব্রাহ্মণ ভোজনে বিঘ্ন করে বার বার। ভয়েতে হইল অঙ্গ কম্পিত তাহার॥ কেমনি কুহকি বিদ্যা জানে যেই চোর। জন্মাইল মুনির মনেতে মহাঘোর॥ মুনি ভাবে নিবেদন কালে বার বার। জানিয়া কেমনে আসি করয়ে আহার॥ কবাট করিয়া বন্ধ গৃহেতে রাখিল। আবদ্ধ রহিল দ্বার কেমনে আইল॥ সামান্য না হয় কভু বালক এজন। হয়েছেন অবতীর্ণ দেবনারায়ণ॥ ইহা ভাবি মুনির জন্মিল ইষ্টজ্ঞান। প্রসাদ বলিয়া মুনি সে পায়স খান॥ বালকের স্পর্শে দোষ নাহিক বলিয়া। আহার করিয়া মুনি গেলেন চলিয়া॥ এমনি কুহক জানে সেকাল হইতে। কার সাধ্য তার গুণ পারয়ে কহিতে॥ বাল্যকাল কথা এই কহিলাম তার। তাহার পরের কথা শুন বলি আর॥ ক্রমে বয়ঃক্রম বৃদ্ধি যতেক হইল। ক্রমেতে তাহার গুণ বাড়িতে লাগিল॥ ক্রমেতে কহিব আমি শুন মহারাজ। ক্রমে ক্রমে শিখিলেক গোচারণ কায॥ ক্রমে ক্রমে বনে গিয়া বাছুর চরায়। রাখালের মুখের উচ্ছিষ্ট গুলা খায়॥ ভালবেসে যেই যাহা দেয় তার করে। ভাল মন্দ কিছু তার বিচার না করে॥ প্রাপ্তি

মাত্রে সুধাজ্ঞানে করয়ে ভক্ষণ। কেমনি জঠরানল কে জানে কেমন॥ পেটার্থীর কথা এই শুনিলে রাজন। এক্ষণেতে অন্য কথা করহ শ্রবণ॥ এত বলি ইন্দুমুখী কথা আরম্ভয়। অঙ্গদেবী অগ্র হয়ে তারে নিবারয়॥ কিঞ্চিৎ নিরস্ত হয়ে থাক তুমি সই। সে চোরের গুণ কথা আমি কিছু কই॥ ইহা বলি অঙ্গদেবী অগ্রে দাঁড়াইল। বিবরিয়া পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিল॥

অথ অঙ্গদেবীর উক্তি।

ত্রিপদী। অঙ্গদেবী অগ্র হয়ে, কৃষ্ণে কৃষ্ণ কথা কয়ে, মনের আক্ষেপ দূর করে। শুন হে নূতন রাজ, নূতন নূতন কায, নিতি নিতি বাড়ে তার পরে॥ সধেনু কাননে আসি, শিখিলে বাজাতে বাঁশী, স্বরবে মুনির মন হরে। শুনিলে বাঁশীর স্বর, পশু পক্ষী বনচর, আহার বিহার ত্যাগ করে॥ সুস্থিরে পাতিয়া কান, শুনে সে বাঁশীর গান, অন্যজ্ঞান একেবারে হরে। মূষিকে মার্জ্জারে খেলে, হরি করি সুখে মেলে, কেহ কারো হিংসা নাহি করে॥ এরূপে বাঁশীর গানে, মুগ্ধ করে মন প্রাণে, জীব জন্তু আদি সমুদয়। কহিতে বাঁশীর গুণ,কেহ নহে সুনিপুণ,কি রূপেতে কব মহাশয়॥ রাখালে রাখালে মেলা, হইয়া আরম্ভে খেলা, ধেনু যদি দূরে গিয়া পড়ে। মোহন বাঁশীর তানে, তখনি ফিরায়ে আনে, এক পদ আপনি না নড়ে॥ কখন ধেনুর পালে, কভু থাকে গাছে ডালে, কভু খেলে বনচর সঙ্গে। বয়স্য সখার সনে সর্ব্বদা সানন্দ মনে, নাচে গায় হাসে মনোরঙ্গে॥ এইরূপে কিছু কাল, অতীত হইল কাল, পরে কাল ঘটিল কিশোর॥ সে কাল বিষম কাল, মজাইতে পরকাল, হইয়া আইল কাল ঘোর॥ কিশোরে জন্মিয়া কাম, নাহি মানে পরিণাম, পরের নারীতে করে দৃষ্টি। বাজায়ে মোহন বাঁশী, বদনে ঈষৎ হাসি, আরম্ভিল মজাইতে সৃষ্টি॥ যে পথে নারীর গতি, একা একা করে গতি, সঙ্গে নাহি লয় কোন জন। কভু থাকে মাঠে বাটে, কখন যমুনা ঘাটে, কেবল রমণী

অন্বেষণ॥ তব সম অঙ্গ কালো, কিন্তু তেজে করে আলো, মুখ-চন্দ্রে চন্দ্র তেজ হরে। ঈষৎ হাসিয়া তায়, বঙ্কিম নয়নে চায়, রমণীর মন মুগ্ধ করে॥ যার দিগে ফিরে চায়, ফিরে আসা তার দায়, একেবারে বিকায় চরণে। হানিয়া নয়ন বাণ, আকর্ষিয়া দেয় টান, জ্ঞান হারা করে নারীগণে॥ নারীর সরল প্রাণ, না বুঝিয়া সে সন্ধান, আনচান করয়ে যুবতী। চঞ্চল হইয়া প্রায়, ঘুরিয়া ফিরিয়া তায়, বেড়ায় কুলের কুলবতী॥ কেমনি লাম্পট্য রীত, ভঙ্গিতে জানায় প্রীত, ভ্রমে রমণীর সঙ্গে সঙ্গে। কখন পশ্চাতে যায়, কখন অগ্রেতে ধায়, একা পেলে কথা কহে রঙ্গে॥ মুখে মধু মাখা বাণী, অন্তরে গরল খানি, কেমনে বুঝিবে নারীগণ। শুনহ সুশীল রাজ, কি কব কহিতে লাজ, লজ্জা খেয়ে করি নিবে-দন॥ আমাদের বনদেবী, যাঁহারে সতত সেবি, ষোড়শ সহস্র দাসীগণে। কি কব মহিমা তার, রূপ গুণ সীমা যাঁর, সীমাদিতে নাহি ত্রিভুবনে॥ যাঁর রূপে রূপবতী, বৈকুণ্ঠে কমলাসতী, স্বর্গ-পুরে শচী ঠাকুরাণী। কৈলাসে শিবের সতী, যাঁর রূপে রূপবতী, ব্রহ্মপুরে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী॥ মনোজের প্রিয়া রতি, রূপে যাঁর রূপবতী, উর্ব্বসী মেনকা তিলোত্তমা। পঞ্চচূড়া রম্ভাবতী, পঞ্চ-কন্যা রূপবতী, যাঁর রূপে হয়েছে উত্তমা॥ যার কিছু রূপধরি, অপ্সরী কিন্নরী নরী, বিদ্যাধরা আদি রূপান্বিতা। যার রূপে রূপবতী, হইয়াছিলেন অতি, পৃথিবীতে শ্রীরামের সীতা। রাব-ণের মন্দোদরী, রূপ কিছু যার ধরি, রক্ষকুল উজ্জ্বল করিল। অহল্যা গৌতম কান্তা, যাঁর রূপে রূপাক্রান্তা, ইন্দ্র যাতে মো-হিত হইল॥ রোহিণী চন্দ্রের জায়া, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা ছায়া, রূপ বতী কায়া যথা যত। সকলি তাঁহার রূপ, ইহাতে বুঝহ ভূপ, রূপ তাঁর আমি কব কত॥ তাঁহার তেজের ভাসে, চন্দ্র সূর্য্য তমো নাশে, শক্তিতে জগৎ শক্তিমান। গুণ কিছু নিয়া তাঁর, ভারতী বিদ্যার ভার, করিছেন জগতে প্রদান॥ নারদাদি মহামুনি, হয়েছেন মহাগুণী, যাঁহার চরণ আরাধনে। বিধি বিষ্ণু পঞ্চা-

হন, বর্ণনেতে শক্ত নন, আমি তাহা কহিব কেমনে॥ তাঁহারো কিশোর কাল, সে সময়ে মহীপাল, শুন কহি অদ্ভুত কথন। কিশোরী কিশোরে দেখা, ঘটনা বিধির লেখা, চক্ষে চক্ষে হৈল সম্মিলন॥ উভয়ের আঁখি বাণ, উভয়ের হানে প্রাণ, পরিত্রাণ নাহি পায় কেহ। বাণে বাণে হানাহানি, প্রাণ নিয়া টানাটানি, কিন্তু হৃদে বাড়ে মহাস্নেহ॥ কেহ না দেখিয়া কারে, ক্ষণেক থাকিতে নারে, উভয়ের প্রেমাসক্ত মন। মিলনের আঁচাআঁচি, আর নাহি বাঁচাবাঁচি, ক্রমে কহি শুনহ রাজন॥ অঙ্গদেবী যদি কয়, চন্দ্রমালা এসময়, অগ্র হয়ে বলে শুন সই। লম্পট কপট শঠ, যে রূপে করিল নট, বিবরিয়া আমি কিছু কই॥ ইহা বলি অগ্রে গিয়া, চন্দ্রমালা বিশেষিয়া, কহিতে লাগিল বিবরণ। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, ভাব মন যুগল চরণ॥

অথ চন্দ্রমালার উক্তি।

পয়ার। চন্দ্রমালা অগ্র হয়ে বলয়ে ভারতী। শুনহ সুবাক্য নব্য সুভব্য ভূপতি॥ তুমিত সুসাধু কিছু না জান কখন। চোরের মুরতি ঠিক তোমারি মতন। অত্যন্ত লম্পট শঠ ক্রূর খল রীত। তাহার চুরির কথা শুনহ কিঞ্চিৎ॥ আমাদের বনদেবী যান যথা যথা। সঙ্গে সঙ্গে যায় চোর অলক্ষেতে তথা॥ কখন কি ভাবে ফেরে নাহি নিরূপণ। কখন দর্শন দেয় কভু অদর্শন॥ হাব ভাব প্রদর্শন কখন করায়। কখন দেখায়ে ভয় অন্তরেতে যায়। আছে আছে কাছে কোথা করয়ে গমন। সহস্র সহস্র চক্ষে নহে নিরীক্ষণ॥ কেমনি কুহকী বিদ্যা বিকৃতি তাহার। দিনে দুই প্রহরে করয়ে অন্ধকার। কাছে থাকি কুহকেতে বায়ু আকর্ষিয়া। নারীর পিন্ধন বাস দেয় উড়াইয়া॥ বস্ত্র শাপটিতে নারি নারী সচঞ্চল। সম্মুখে দাঁড়ায়ে খল হাসে খল খল॥ লজ্জা পেয়ে নারী গণ ফেরে আশে পাশে। যেদিগে সে দিগে থাকে সম্মুখেতে

আসে॥ যদি কোন নারীগণ গালি পাড়ে তায়॥ হাসিয়া উড়ায় তাহা নাহি মাখে গায়॥ ক্রোধ মুখে কথা যদি কহে কোন জন। সুধামাখা বচনে ভুলায় তার মন॥ হাসি হাসি যার দিগে চাহে একবার। কটাক্ষেতে মন প্রাণ কাড়ি লয় তার॥ দূরে থাকি রমণীর চুরি করি মন। দেখিতে২ কোথা হয় অদর্শন॥ এই রূপে দিনে দিনে বেড়ে যায় ভাব। নারীগণে নট করে শঠের স্বভাব। এক দিবসের কথা শুন শিষ্টবর। লজ্জা খেয়ে কহি আমি তোমার গোচর॥ আমরা অনেক সখী একত্র হইয়া। বনদেবী সঙ্গে সরোবরেতে যাইয়া॥ জলক্রীড়া করিবারে হইল মনন। হইলাম সেই জলে সবে নিমগন॥ আমাদের দেশরীতি শুন দিয়া মন। ইতস্ততঃ চারিদিগ করি নিরীক্ষণ॥ যে সময়ে নাহি দেখে নিকটেতে জন। কূলে বস্ত্র রাখি জলে নামে নারীগণ। উঠিবার সময়েতে পুনঃ সেই রূপ। তব কাছে বিবরিয়া কহিলাম ভূপ॥ আমরা সকলে চারিদিগেতে চাহিয়া। তীরে বস্ত্র রাখি নীরে নামিলাম গিয়া॥ কোন দিগে কোন জন না ছিল তখন। দেখিয়া জলেতে গিয়া হলেম মগন॥ সমান বয়সী সবে পাইয়া পাঁথার। তরঙ্গেতে রঙ্গে ভঙ্গে দিলাম সাঁতার॥ কেহ কেহ ডুব দেয় কেহ চাপি ধরে। নানা ছলে খেলে জলে সানন্দ অন্তরে॥ সকলেতে ক্রীড়ারসে আসি অন্যমন। কেমনে জানিব হবে সঙ্কট ঘটন॥ কোথা হৈতে আসিয়া সে চোর কপটিয়া। আস্তে আস্তে বস্ত্র গুলি হরণ করিয়া॥ উঠিয়া কদম্ব গাছে হাসে খল খল। আমরা চাহিয়া দেখি হলেম বিকল॥ কূলে বস্ত্র না দেখিয়া বৃক্ষ পানে চাই। কালারে বসন সহ দেখিবারে পাই॥ হইল সভয় মন কি করি উপায়। জলেতে জুবুড়ি দিয়া করি হায় হায়॥ আপনা আপনি সবে এ উহারে চাই। কি করিব কি হইবে ভাবিয়া না পাই॥ অনুক্ষণে সুমন্ত্রণা করি সখীগণে। কহিলাম কালা চোরে বিনয় বচনে॥ কৃপা করি বস্ত্র গুলি করিয়া প্রদান। অবলাগণের রক্ষা কর লজ্জা মান॥ যে জন রক্ষণ করে অবলার

স্নান। পরিতুষ্ট হন তারে প্রভু ভগবান॥ পুণ্যফলে পরকালে পায় পরগতি। ইহকালে কদাচিৎ না ঘটে দুর্গতি॥ অবলার অপমান করে যেই জন। অল্পকালে তার ভালে ঘটে অঘটন॥ ঐহিকেতে অপযশ পায় ঘরে ঘরে। পরিত্রাণ পাওয়া ভার পরকাল পরে॥ অতএব আমাদের বস্ত্র গুলি দাও। সদয় হইয়া সখীগণেরে বাঁচাও। আমাদের বনদেবী হলেন কাতর। থাকিতে নারেন আর জলের ভিতর॥ অনুক্ষণ জলে থাকি ধরিয়াছে শীত। দারুণ শীতেতে অঙ্গ হইল কম্পিত॥ কাঁপিছেন থর থর দেখ হে নিষ্ঠুর। দয়া প্রকাশিয়া শীঘ্র দুঃখ কর দূর॥ এই রূপে যত কহি হইয়া দুঃখিনী। চোরা কি কখন শোনে ধর্ম্মের কাহিনী॥ চোরা বলে কেন জলে থাকি দুঃখ পাও। স্বচ্ছন্দে উঠিয়া সবে নিজ ঘরে যাও॥ রাখিয়াছে তোমাদেরে কে করে বারণ। বারম্বার নানা কথা কহ কি কারণ॥ তোমাদের দেবীরে যাইতে বল ঘরে। জলে থেকে কেন এত দুঃখ সহ্য করে॥ আমিত কাহার করে ধরে রাখি নাই। ছন্দে বন্দে কথা কহ এবড় বালাই॥ তবে যে বলিবে বস্ত্র করেছি হরণ। চোরের স্বধর্ম্ম ইহা কে করে বারণ॥ আপনার ভাল মন্দ আপনি সে জানি। মিথ্যা কেন বারবার কহিতেছ বাণী॥ পাপ পুণ্য নাহি জানি কহিলাম সার। ইচ্ছামতে কর্ম্ম আমি করি আপনার॥ আমার নিকটে নাহি খাটে ভারি ভুরি। কখন বা সাধু হই কভু করি চুরি॥ বস্ত্র চুরি করিয়াছি বেচিব বাজারে। না হয় চিরিয়া ফেলে দিব এ পাঁথারে॥ এত বলি বস্ত্র ধরি চিরিবারে চায়। বিবিধ প্রকারে ভয় কত না দেখায়॥ তাহাতে পাইয়া ভয় অধিক তখন। কর যোড় করি পুনঃ করি নিবেদন। ক্ষমা কর পায়ে ধরি বস্ত্র দেহ দান। কৃপা করি এদুঃখেতে কর পরিত্রাণ॥ বারবার করি স্তব না শুনে বচন। অনুক্ষণ পরে পুনঃ কহিল বচন॥ জলে হৈতে তীরে সবে উঠিয়া আসিয়া। বস্ত্র লহ মম পদে প্রণত হইয়া॥ ঊর্দ্ধ হস্তে প্রণাম করিবে সর্ব্বজন। তবে

একে একে মন্ত্র করিব অর্পণ॥ এইরূপে ধূর্ত্ততা করয়ে কত আর। ইহাতে বুঝহ রীত যেমন তাহার।। সভামাঝে আর কত কহিব বচন। বিবেচনা করে দেখ ইহাতে রাজন।। কহিলাম চোরের চরিত্র ব্যবহার। এক্ষণেতে শুন বলি কথা কিছু আর।। গোধন লইয়া সদা ফেরে বনে বনে। রূপেতে করয়ে মুগ্ধ বনবাসী জনে॥ মুখেতে মধুর হাসি এমনি তাহার। হেরিলে ন্যারীর আর নাহিক নিস্তার।। বাঁশীস্বরে মন প্রাণ করে আকর্ষণ। আপনি আসিয়া বশ্য হয় নারীগণ॥ আমাদের বনদেবী কিশোরী যে জন। ক্রমে কিশোরের সঙ্গে হইল মিলন।। শুন হে নূতন ভূপ বচন বিস্তার। বলিতে সুনীতি সখী হয় অগ্রসার।। চন্দ্রমালা প্রতি কহে বৈস তুমি সই। চোরের চরিত্র কথা আমি কিছু কই॥ ইহা বলি নীতি প্রিয়া অগ্রে দাঁড়াইয়া। কহিতে লাগিল কথা বিস্তার করিয়া॥ এক মনে কৃষ্ণচন্দ্র করেন শ্রবণ। শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন।।

অথ সুনীতিপ্রিয়ার উক্তি।

পয়ার। সম্ভ্রমে সুনীতিপ্রিয়া করে নিবেদন। শুনহ নূতন রাজা শঠের কথন।। শঠতায় হাব ভাব করি প্রকাশন। ক্রমে মজাইল যত কুলবধূগণ।। বাঁশী বাজাইয়া বনে সবে কর জড়। আমাদের দেবীর সঙ্গেতে ভাব বড়॥ আমরা দেবীর দাসী কি কহিব বাড়া। হইল যে রূপ ভাব ভাব সৃষ্টি ছাড়া॥ ভাবে ভাব বাড়াইয়া ভাবে করে রঙ্গ। ঘুচাইল কামিনীর কুলের প্রসঙ্গ।। ক্রমে ক্রমে মন প্রাণ হরিল সবার। পড়িল কুরঙ্গী জালে কোথা যাবে আর।। নিতি নিতি নব নব প্রেমের তরঙ্গে। সন্তোষে সাঁতার দেয় ঘুচায়ে আতঙ্গে।। সে কথা কহিব আমি কত প্রকাশিয়া। আপনি ভাবক বট দেখহ ভাবিয়া।। স্বকার্য্য সাধন করে শঠ ধূর্ত্ত চোর। কেমনে অবলা জাতি বুঝিবে সে ঘোর॥ আমাদের দেবীর শুনহ বিবরণ। একেবারে সঁপিলেন

চোর প্রতি মন॥ অবলা সরলা দেবী খলতা বিহীন। শঠের প্রেমেতে পড়ে ক্রমেতে মলিন॥ সে কথা কহিব পরে এবে শুন আর। চোরের দেহেতে বল বাড়িল অপার॥ বনে বনে গাছে ডালে থাকে সর্ব্বক্ষণ। অবহেলে গিরি ধরি করে উল্লংঘন॥ দেবতা অসুর নর কিন্নরে না ডরে। গর্ব্বিত জনের গর্ব্ব হেলে চূর্ণ করে॥ যুদ্ধ শাস্ত্রে বিশারদ হইল এমন। তার কাছে পরাজয় মানে ত্রিভুবন॥ নাহিক এমন জন রণে হয় স্থির। ক্ষণমাত্রে ধ্বংস করে মহা মহা বীর॥ যে জন তাহার পদে যাচয়ে শরণ। সর্ব্বতো ভাবেতে তারে করয়ে রক্ষণ॥ এমনি তাহার নাম জগতে প্রচার। ডরেতে পলায় যম নাম নিলে তার॥ ভূমি স্বর্গ রসাতলে কারে না ডরায়। তাড়াইয়া সাপ ধরে দাবানল খায়॥ প্রবেশ করয়ে গিয়া জলের ভিতর। ফণি ফণাপরে নাচে নাহি করে ডর॥ সুরেশের দর্প নাশ করে অনায়াসে। ব্রহ্মারে মোহিত করে স্বগুণ প্রকাশে॥ কৃপায় করিলে দৃষ্টি বিষ হয় সুধা। অনায়াসে বিনাশয় ক্ষুধার্ত্তির ক্ষুধা॥ এরূপ প্রভাবশালী জগতে সে চোর। তার কাছে কভু কারো নাহি খাটে জোর॥ দম্ভেতে ভ্রমণ সদা করে সর্ব্ব ঠাঁই। কিন্তু কামিনীর কাছে কোন দম্ভ নাই॥ কামিনীতে খেদে যদি তিরস্কার করে। নমিত বদনে থাকে তাঁহার গোচরে॥ দোষ বল গুণ বল এই এক আছে। রোষযুক্ত নহে নিজ কামিনীর কাছে॥ নারীতে করিলে মান সাধে পায়ে ধরে। নিজ মানামান কিছু মনে নাহি করে॥ আমাদের দেবীর প্রেমেতে অনুগত। দেবীও সর্ব্বদা তার পাদ-পদ্মে রত॥ কিন্তু দেবী অকপট চোর সকপট। একারণে অপরেতে ঘটিল অঘট॥ দেবীর প্রেমের বৃদ্ধি হইল এমন। জীবন যৌবন ধন মন সেই জন॥ সেই নামামৃত পান সে গুণ ভোজন। সেই রূপ হৃদয়েতে সদত স্থাপন॥ সেই ধ্যান সেই জ্ঞান সেই সিদ্ধি তপ। সেই তন্ত্র সেই মন্ত্র সেই নাম জপ॥ সেই সে আহার নিদ্রা শয়ন স্বপন। সেই দিবা সেই নিশি সেই

জাগরণ ।। সেই বুদ্ধি সেই বল সেই বর্ণ তাপ। সেই মন্ত্র সেই মান্য সেই পুণ্য পাপ।। সেই ধ্যান সেই বাস সেই অলঙ্কার। সেই মণি সেই চুনি সেই কণ্ঠহার।। সেই সে কনক বাজু স্বর্ণ কঙ্কণ। সেই সর্ব্ব অঙ্গে শোভা বিবিধ ভূষণ।। সেই সে সুগন্ধি পুষ্প পারিজাত হার।। যূথি জাতি মল্লিকা মালতী আদি আর।। সীমন্ত সিন্দূর সেই ভালের চন্দন। সেই চন্দ্র সেই সূর্য্য সেই হুতাশন।। সেই সর্ব্ব শূন্যময় সেই বায়ু জল। সেই স্বর্গ সেই ভূমি সেই রসাতল॥ পঞ্চভূতময় দেহ সেই শিবাশিব। সেই আত্মা পরমাত্মা সেই জীবাজীব॥ স্থাবর জঙ্গম সেই ভূচর খেচর। সেই পশু সেই পক্ষী সেই জলচর।। সেই সুরাসুর সেই গন্ধর্ব্ব কিন্নর। সেই রক্ষ সেই যক্ষ সেই সিদ্ধ নর॥ আকৃতি প্রকৃতি সেই জগতে বিস্তার। সেই সর্ব্ব সর্ব্বময় সেই মূলাধার।। সেই আমি সে আমার আমি সে তাহার। আমি সেই সেও সেই সেই সে সবার।। সেই বিনা কিছু আর নাহি ধরে মনে। সেই রূপ সর্ব্বক্ষণ দেখে হে নয়নে।। এমনি হইলা দেবী ভাবেতে তন্ময়। সেই বিনা কিছু তার দৃষ্টিপর নয়।। তন্ময় প্রেমের পথে পথিকা সে নারী। কিন্তু তার প্রাণে চোর কষ্ট দিল ভারি।। কপটেতে জ্ঞান মন চুরি করে তার। আসিয়াছে সেই চোর যমুনার পার।। আশা দিয়া আসি চোর নাহি গেল আর। কান্দিয়া ব্যাকুলা দেবী বিরহে তাহার।। অনিবার সুবদনী করয়ে ক্রন্দন। শ্রাবণের মত বারি নয়নে বর্ষণ॥ আমরা যতেক বলি প্রবোধ বচন। তত আরো অনিবার করয়ে রোদন।। না মানে প্রবোধ বাণী না করে আহার॥ ক্রমে ক্রমে তনু ক্ষীণ মলিন আকার।। উন্মাদিনী প্রায় ধনী কান্দিয়া কান্দিয়া। অহর্নিশি বনে বনে বেড়ায় ঘুরিয়া।। সর্ব্বদা কঙ্কণ সহ ভালে কর হানি। এক্ষণেতে অবরোধ হইয়াছে বাণী।। ভূতলে করিয়া শয্যা আছয়ে পড়িয়া। ডাকিলে না কথা কহে না দেখে চাহিয়া।। শবাকৃতি অঙ্গ প্রায় হয়েছে সকল। জীবিতের চিহ্ন মাত্র চক্ষে বহে জল।। আমরা এসেছি তার এ

দশা দেখিয়া। থাকেক দেখাব সেই চোরকে ধরিয়া॥ যেই মাত্র এই কথা সুনীতি কহিল। কৃষ্ণের কমল চক্ষু সলিলে ভাসিল॥ অন্তরেতে ব্যাকুল হলেন মুরারি। কিন্তু চক্ষু বারি শীঘ্র চক্ষুতে নিবারি॥ যেন কিছু না জানেন নিজে কেহ নন। এই ভাবে সখী প্রতি বলেন বচন॥ বল বল সহচরি বিশেষ সংবাদ। কোথা পলাইল চোর সাধিয়া বিষাদ॥ মথুরানগরে আসিয়াছে কোন খানে। কি আকার সে চোরের কহ মোর স্থানে॥ সুনীতি বলিল যদি শুনিবে রাজন। বলিতে হইল তবে প্রকাশি বচন॥ সুনী-তির কথা শুনি বিশাখা সুন্দরী। অগ্র হয়ে কহে তারে নিবারণ করি॥ অনেক বলেছ তুমি ওগো প্রিয় সই। চোরের চরিত্র কথা আমি কিছু কই॥ এই সভামাঝে আমি চোর ধরে দিব। রাজার বিচার কিবা সাক্ষাতে দেখিব॥ এত বলি বিশাখা হইল অগ্রসর। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন অতঃপর॥

অথ বিশাখার উক্তি।

পয়ার। বিশাখা বিষম খেদে আগে দাঁড়াইয়া। কহিতে লাগিল কথা কিছু প্রকাশিয়া॥ শুনহে নূতন নৃপ নূতন কথন। নূতন ভাবেতে ভাবি হয়েছ এখন॥ পুরাতন ভাবে ভাব না দেখি তোমার। পুরাতন কথায় কি হইবে বিচার॥ কৃষ্ণ কন অন্য কথা কহ কি কারণ। জিজ্ঞাস্য বাক্যের দেহ উত্তর বচন॥ অনর্থক কথা কহে নারীর স্বভাব। অনর্থক বচনের বিচার অভাব॥ এত যদি কৃষ্ণচন্দ্র কহেন বচন। বিশাখার বিশগুণ দুঃখ উদ্দীপন॥ শোকে মানে রাগে তাপে বিমুগ্ধ হইয়া। কহিতে লাগিল কথা প্রকার করিয়া॥ বিশাখা বলিল কোথা পাব অর্থ হরি। একারণ অনর্থক নিবেদন করি॥ নিরর্থিনী সুদুঃখিনী বনে করি বাস। সমযোগ্য হব কিসে তুমি শ্রীনিবাস॥ আমাদের অর্থের নাহিক প্রয়োজন। নিরর্থির অর্থ হলে ঘটে অঘটন॥ অহঙ্কার মহারিপু অর্থের বিকার। অর্থী হলে হয় ইহা হৃদয়ে সঞ্চার॥ তাহার

প্রমাণ দৃষ্ট হৈল বিলক্ষণ। বিজ্ঞ তুমি মনে বুঝে দেখহ রাজন।। চেনা শোনা জানা জানি মানা মানি যত। অর্থের গুণেতে রাজা সব হয় হত।। এক্ষণে জীবন মাত্র আছে মহারাজ। জীবনে জীবন দিব তাহে নাহি ব্যাজ।। অধিক কহিতে আর আমরা না চাই। এসেছি যখন অদ্য ফিরে যাব নাই।। প্রাণের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়াছি সবে। আজি মরি কালি মরি মরিতেই হবে।। দেবীর সর্ব্বস্ব ধন করিয়া হরণ। যদ্যপি রহিল চোর করি পলায়ন।। হয় চোর ধরে লয়ে করেতে বান্ধিব। দেবীর নিকটে গিয়া অর্পণ করিব।। অন্তরের দুঃখ তাঁর করিব অন্তর। আছয়ে মনেতে সাধ শুন নরবর।। ইহা যদি পারি তবে ফিরে যাব ঘরে। নতুবা মরিব সবে কথায় কি করে।। আর যদি নিয়ে যেতে নাহি পারি তায়। তবে আর এ মুখ না দেখাব তথায়।। আমরা মরিব সবে তব সন্নিধানে। না হয় সেখানে তিনি মরিবেন প্রাণে।। জন্মিলেই মৃত্যু আছে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়। মৃত্যু হলে অবনীতে পুনঃ জন্ম পায়।। জঠোর যন্ত্রণা মাত্র যাওয়া আসা সার। মনে মনে এই কথা করিয়াছি সার।। মরিতে বিলম্ব এত হতেছে আশায়। গেলে মরে এত দিন যেতাম কোথায়।। আর এক দোষ আছে আত্মঘাত পাপ। জন্মে জন্মে জীবগণ পায় মনস্তাপ।। অনন্তর আশা আছে পাব মনোহরে। উত্তীর্ণ হইব হরি বিচ্ছেদ সাগরে।। এই মাত্র কথা মনে করে বিবেচনা। সহিতেছি এত দিন এ ঘোর যন্ত্রণা।। নহে কি বাঁচিয়া আছি মথুরা রাজন। কহিলাম তব কাছে মনের কথন।। নারী বলে ঘৃণা নাহি কর নরপতি। কৃপা করি কিছু শুন বিস্তার ভারতী।। এক্ষণে চোরের কথা করহ শ্রবণ। যে রূপে করিয়া চুরি করে পলায়ন।। দেশেতে দৌরাত্ম্য বড় বাড়াইল চোর। হইল ভুবন যুড়ে শব্দ অতি ঘোর।। ভূপতি জানিল দেশ কৈল লণ্ড ভণ্ড। অতএব চোরে ধরে দিতে হবে দণ্ড।। মন্ত্রণা করিয়া ইহা মন্ত্রীগণ সনে। উদ্দেশেতে দেশে দূত পাঠায় সঘনে।। বাছিয়া বাছিয়া দেয় মহাবীরগণ। আগত মাত্রেতে

তারা হারায় জীবন ।। যে চোরের বশে ত্রিভুবন পরাজয়। কি রূপেতে সে চোরের করিবেক জয় ।। ধরিতে না পারি চোরে ভূপতি ভাবিত। মন্ত্রণা করিয়া পরে করিল নিশ্চিত ।। যজ্ঞ এক আরম্ভিল বীরের উৎসব। আমন্ত্রিয়া আনাইল বীরগণ সব ।। আমাদের সনে চোরে দিল নিমন্ত্রণ। মনে করে নিজ স্থানে করিবে নিধন ।। না জানে অবোধ রাজা মৃত্যু যার দাস। নিজ মৃত্যু হেতু কৈল তার মৃত্যু আশ। মহাসমাদরে রাজা পত্র লিখে দিয়া। রথ সহ ক্রূর দূত দিল পাঠাইয়া ।। মহাক্রূর দূত সে অক্রূর নাম ধরে। আইল হইয়া দিব্য সাধুর আকার ।। ইহা বলি অক্রূরের দিগে ফিরে চায়। চক্ষু হৈতে যেন তীব্র অগ্নি বাহিরায় ।। ললিতা আছিল পাশে যেমনি দেখিল। দুই হস্তে চক্ষু তার অমনি ঢাকিল ।। বিশাখার বিষদৃষ্টি করি আবরণ। অক্রূরেরে সে সময়ে করিল রক্ষণ ।। বিশাখা সামান্যা নহে শ্রীরাধার অংশ। ক্রোধে করিবারে পারে ত্রিভুবন ধ্বংস ।। ললিতা বলিল সখি অক্রূরে কি দোষ। আপন অদৃষ্ট মানি ক্ষমা কর রোষ ॥ অক্রূর অক্রূর নাম করিয়া শ্রবণ। সে সময়ে আড় চক্ষে করে নিরীক্ষণ ।। বিশাখার কোপ দৃষ্টি করি দরশন। ভয়েতে কম্পিত তিনি হলেন তখন ।। উদ্ধব চাহিয়া দেখি গণয়ে হুতাশ। না জানি কি ঘটালেন ঘটে শ্রীনিবাস ।। উদ্ধব চেয়েন বৃন্দা আদি সখীগণে। যে সময়ে দূত হয়ে যান বৃন্দাবনে ।। যখন সখীরা আসি উপনীত তথা। না কহিলা কৃষ্ণচন্দ্র ভাল রূপে কথা ।। তখনি দেখিয়া মনে হইয়াছে ভয়। না জানি সভায় অদ্য কি হতে কি হয় ॥ অক্রূরের প্রতি পুনঃ বিশাখার কোপ। দেখি উদ্ধবের হৈল ভয়ে বুদ্ধি লোপ ॥ কৃষ্ণচন্দ্র অধোমুখে শুনিছেন কথা। না জানেন কিছু তিনি এতেক বিতথা ।। বিশাখার কোপ শান্তি ললিতা করিয়া। মধু মাখা বচনেতে কন বুঝাইয়া ॥ অনুক্ষণ কথা তুমি কহিতেছ সই। চোরের চরিত্র কথা আমি কিছু কই ।। এত বলি ললিতা সুন্দরী সেইক্ষণ। ব্যগ্রচিত্তে অগ্রে গিয়া কহেন বচন ।। প্রভাস

খণ্ডের মতে শিশু আশু ভাষে। রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি অভিলাষে॥

অথ ললিতার উক্তি।

পয়ার। বিশাখারে শান্তা করি ললিতা তখন। কৃষ্ণ অগ্রে দাঁড়াইয়া কহেন বচন॥ শুনহ সুসভ্য ভূপ কথা তার পরে। সাধু বেশে রাজদূত আসিয়া নগরে॥ সমাদরে পত্র দিয়া চোরের পিতায়। পুত্রের স্বতন্ত্র পত্র পরে দিল তায়॥ দুই পত্র পেয়ে অতি হৈল আনন্দিত। না বুঝিতে পারিলেক ক্রূরের চরিত॥ অক্রূর বোধেতে তারে করিয়া সম্মান। রাখিলেক সে দিবস গৃহে দিয়া স্থান॥ তার তুল্য শুদ্ধ মতি নাহি ত্রিভুবনে। অক্রূর কেমন ক্রূর জানিবে কেমনে॥ বহুবিধ আহারীয় করি আহরণ। সেই রাত্রে সেই ক্রূরে করায়ে ভোজন॥ অপূর্ব্ব শয্যায় পরে শোয়ায়ে যতনে। নিদ্রিত করিলা তারে চরণ সেবনে॥ উদার-চরিত্র হয় হৃদয় যাহার। আপনার মত মন দেখয়ে সবার॥

যথা।

সাধুঃ সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ।
দর্পণেহি যথা জন্তোঃ স্বীয়াকারস্প্রপশ্যতি॥

পয়ার। পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি যত জীবগণে। আপন আপনাকার দেখয়ে দর্পণে॥ সেই মত ভূতলে মানবগণ যত। সকলের মন সবে ভাবে মনোমত॥ সাধুতে দেখয়ে সাধু বিশ্ব সমুদয়। ক্রূর জনে দৃষ্টি করে ক্রূর বিশ্বময়॥ যদি বল এবচন যথার্থই বটে। কিন্তু অক্রূরের পক্ষে দৃষ্টান্ত না ঘটে॥ মুনি আপে যাহারে প্রশংসে জগজ্জন। তুমি তারে নিন্দা কর না হয় শোভন॥ তাহার কারণ বলি শুন মহাশয়। মর্ম্ম কথা গোপনে রাখিয়া সে সময়॥ অসাধুর মত কর্ম্ম করি আচরণ। করিলেন জীবনের জীবন হরণ॥ জানিয়া শুনিয়া কর্ম্ম করিলা এমন। মনের আক্ষেপে নিন্দা করি

এককারণ।। সাধু হয়ে ক্রুর কর্ম্ম করে যেই জন। অবশ্যই হয় সেই নিন্দার ভাজন॥ সমুদিত চন্দ্র সূর্য্য হবেন যাবৎ। অক্রুরের এনিন্দাটি রহিবে তাবৎ॥ যতক্ষণ ও নাম করিব উচ্চারণ। মনোমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হবে হুতাশন॥ অতএব ও নামেতে নাহি আর কায। অনন্তর কথা কহি শুন মহারাজ॥ ললিতার এই কথা শুনিয়া শ্রবণে। অক্রুরের কলেবর কাঁপয়ে সঘনে॥ বায়ুতে কদলীপত্র কাঁপয়ে যেমন। সেই মত অক্রুরের হইল কম্পন॥ কি জানি বা কোপ দৃষ্টে করে দরশন। তা হইলে ভস্মসাৎ হইব এখন॥ এরূপে অক্রুর মুনি ভয় যুক্ত মন। এদিগে ললিতা বলে শুনহ রাজন॥ নিমন্ত্রণ পত্র আর ক্রুরের বচনে। বিশ্বাস করিয়া তার পিতা সেইক্ষণে॥ মহাহর্ষে কায়মনে করি বিবেচনা। নিশিতে নগরে দিলা ভেরীর ঘোষণা॥ নিমন্ত্রণ আসিয়াছে মথুরাভবনে। কল্য প্রাতে পুত্র যাবে যজ্ঞ দরশনে॥ আমরাও সকলেতে করিব গমন। অতএব ভেট দ্রব্য করিয়া সাজন॥ সুসজ্জিত হও সব নাগরিক জনে। যাইতে হইবে কল্য রাজ দরশনে॥ এরূপ ঘোষণা যবে দিলেক সেখানে। আমাদের অধীশ্বরী শুনিলেন কাণে॥ মনচোর মধুপুরে করিবে গমন। শ্রুতমাত্রে অচেতন হলেন তখন॥ ক্ষণেক বিলম্বে দেবী চৈতন্য পাইয়া। কহিলেন আমাদের সবাকে ডাকিয়া॥ শুনিলেত সকলেতে ভেরীর ঘোষণ। মথুরানগরে কান্ত করিবে গমন॥ তথা গেলে পুনরায় আসিবে না আর। এত বলি অচেতন হলেন আবার॥ ক্ষণে অচেতন হন ক্ষণে সচেতন। হাহা শব্দে সে সময়ে কেবল রোদন। আমরা বুঝাই তাঁরে সবে বারবার। কোন মতে সে রোদন ক্ষান্তি নাহি তাঁর॥ বহু কষ্টে রজনী করিয়া অবসান। আমাদের সঙ্গে লয়ে পথেতে দাঁড়ান॥ যে পথেতে যাবে তাঁর মন চোর কান্ত। সেই পথে দাঁড়ায়ে কান্দেন অবিশ্রান্ত॥ এসময়ে ক্রুর সঙ্গে কঠিন জীবন। রথে আরোহিয়া করে সুখেতে গমন॥ ইতি পূর্ব্বে নিষেধ করেছে তার মায়। না শুনিয়া ভুলাইয়া মোহিনী মায়ায়॥

হাস্যমুখে রথে পথে হৈল উপস্থিত। দেখা হৈল আমাদের দেবীর সহিত।। দেবীর রোদন দৃষ্টে চকিতে চাহিয়া। গমন করিল শীঘ্র আসিব বলিয়া।। নাহিক মায়ার গন্ধ শরীরে যাহার। নারীর মা-য়াতে বল কি হবে তাহার।। মায়াময়ী আমাদের ঠাকুরাণী যিনি। মায়ায় হইয়া মুগ্ধ পড়িলেন তিনি।। সে সময়ে তাঁহার হইল যেই দশা। রসনা অবশ হয় কহিতে সহসা।। মনেহলে হৃদিবিদারণ হয়ে যায়। কি রূপেতে তাহা আমি কহিব তোমায়।। এরূপে ললিতা যদি বলিল বচন। কৃষ্ণের হইল সেই সময় স্মরণ।। রাধার সে সম-য়ের দশা হয়ে মনে। ঢলঢল করে জল যুগলনয়নে।। গোপন কারণে বারি নয়নে নিবারি। বল বল বলি পুনঃ বলেন মুরারি।। তার পরে কি করিল সে চোর নাগর। বিস্তার করিয়া বল আমার গোচর।। ললিতা বলয়ে পরে শুনহ রাজন। আমাদের চক্ষুর হইয়া অদর্শন।। মথুরায় আসি চোর করিলেক যাহা। শুনিয়াছি যেই রূপ কিছু কহি তাহা।। প্রথমে প্রবিষ্ট হয়ে নগর ভিতর। রজকের শিরচ্ছেদ করিয়া সত্বর। দিব্য দিব্য সুবসন বাছি বাছি নিয়া। তথা হইতে কিছু মাত্র অন্তরেতে গিয়া। তন্তুবায় হস্তে বস্ত্র করি পরিধান। মুক্ত করিলেন তারে দিয়া বরদান।। পরে মালাকার গৃহে করিয়া গমন। সুগন্ধি পুষ্পের মালা করিয়া ধারণ।। মিলিত হইয়া যত সহচর সঙ্গে। দেখিয়া নগর শোভা চলে মনো-রঙ্গে।। পথি মধ্যে দেখে এক অপূর্ব্ব কামিনী। শরীরের নিভা অমাবস্যার যামিনী।। মস্তকে নাহিক কেশ বেশ চমৎকার। পৃষ্ঠে কুঁজ পায়ে গোদ আবদ্ধ তাহার।। বয়সের অন্ত নাই দন্তহীন মুখ। বিবর্জ্জিত হইয়াছে ঐহিকের সুখ।। বক্ষে কুচ লম্বমান অলাবু সোসর। গুড়ি গুড়ি চলে বুড়ী যষ্টি করি ভর।। কোট-রাক্ষী কর্ণ দুটি বধিরের প্রায়। শত ডাকে শুনিতে কিঞ্চিৎ যদি পায়।। দাস্যবৃত্তি করি করে উদর ভরণ। রাজার বাটীতে দেয় ঘষিয়া চন্দন।। বয়সে প্রবীণা ক্ষীণা চলে ধীরে ধীরে। ইতস্ততঃ চারি দিকে দেখে ফিরে ফিরে।। বিড়াল নয়নে পথ করি নিরী-

ক্ষণ। চলিয়াছে দিতে রাজবাটীতে চন্দন ॥ ঘন চক্ষু টানে ভাল দেখিতে না পায়। সর্ব্ব সুখে বাম কিন্তু কামাশয়ে চায় ॥ আমাদের মনচোর বিহীন বিকার। মোহিত হইল সেই দৃষ্টিতে তাহার॥ উভয়ের চক্ষে চক্ষে হৈল সম্মিলন। উভয়ে মজিয়া গেল উভয়ের মন ॥ এরূপ কৌতুক কথা কহিতে লাগিল। বসিয়া কৃষ্ণের বামে কুবুজা শুনিল ॥ শ্রুতমাত্রে ললিতার বাড়িল কৌতুক। শীহরিল কলেবর ভয়ে কাঁপে বুক ॥ মলিন হইল মুখ ঘন বহে শ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ ঠারিয়া আঁখি করেন আশ্বাস ॥ কুবুজার প্রতি দেখি শ্রীকৃষ্ণের ঠার। হইল বৃন্দার মনে কোপের সঞ্চার ॥ কৃষ্ণেরে ধিক্কার দিতে আগে যেতে চায়। অঙ্গদেবী আঁখি ঠারি মানা করে তায় ॥ ইঙ্গিতে বলয়ে সই আছয়ে সময়। হটাৎ উতলা হওয়া উচিত না হয় ॥ স্থির হও হৌক পরিচয় সমাপন। তার পরে কহ তুমি যাহা লয় মন ॥ ইহা কহি বৃন্দারে করিল স্থির-তর। ললিতা বলয়ে ভূপ শুন তার পর ॥ মন চোর নিজ মন মজায়ে তাহায়। চন্দন চাহিয়া নিয়া মাখিলেক গায় ॥ মাখিতে চন্দন আরো হৈল মাখামাখি। উভয়ে কটাক্ষ করে প্রকাশিয়া আঁখি ॥ আঁখি বাণে আঁখি বাণে উভয়ে জর্জ্জর। এসময়ে পঞ্চশর হানিলেক শর ॥ তাহাতে আকুল হৈল উভয়ের প্রাণ। কি করেন পথ মাঝে ভাবিয়া না পান ॥ কামাতুরা কামিনী সে লোকে নাহি ডরে। ত্যজিব্রীড়া যাচিক্রীড়া চরণেতে ধরে ॥ লোক লজ্জা হেতু চোর না পেয়ে উপায়। সুন্দরী করিয়া তারে করিলা বিদায় ॥ কহিল এক্ষণে কর গৃহেতে গমন। তব সঙ্গে রসবতি হইবে মিলন ॥ এত বলি চোর চলে রাজ দরবারে। কুরূপা স্বরূপা হয়ে গেল নিজাগারে ॥ চোরের চরিত্র চিন্তি লোকে চমৎকার। তার পরে শুন রাজা বলি আরবার ॥ কৌশলে ললিতা যত বলয়ে বচন। নিজ কর্ম্ম স্মরি হরি হরষিত হন ॥ বল বল বল বলি বলেন বচন। ললিতা বলয়ে ক্রমে শুনহ রাজন ॥

ত্রিপদী। আমাদের মনচোর, অসংখ্য তাহার জোর, কে আঁটিবে তাঁরে ত্রিভুবনে। প্রবেশিয়া যজ্ঞস্থান, ভাঙ্গি যজ্ঞ ধনু খান, বিনাশিল বহুবীরগণে॥ তার পরে রাজদ্বারে, কুবলয় হস্তী মারে, পরে পুরে তখনি প্রবেশে। তথা যত বীরবরে, হেলায় সংহার করে, শেষে ধরে ভূপতির কেশে॥ সিংহ যেন করী ধরে, সেই মত করি ধরে, অবলীলাক্রমে অনায়াসে। মঞ্চ হৈতে পাড়ি তায়, শিলাতে আছাড়ি কায়, মুখ ঘরষণে প্রাণ নাশে॥ তার পরে যত যত, রণে হৈল সমাগত, একে একে করিল সংহার। দূত গণে আদেশিয়া, শ্মশানভূমিতে নিয়া, করাইল সবার সৎকার॥ রাজার রমণীদ্বয়, কাঁদিয়া ব্যাকুলা হয়, তাহাদের করিল আশ্বাস। না শুনিয়া সে বচন, করিয়া বহু রোদন, তারা গেল নিজ পিতৃবাস॥ মনচোর তার পরে, প্রবেশিয়া কারাঘরে, দেবকী বসুরে করি মুক্ত। রাজার বাপেরে আনি, কহিয়া অভয় বাণী, রাজ্যপদে করিল নিযুক্ত॥ পরিণামে বিবেচিয়া, বাপে দেশে পাঠাইয়া, বসুদেবে বলিলেক বাপ। হয়ে অতি কুতুহলি, দেবকীরে মাতা বলি, ঘুচাইল মনের সন্তাপ॥ কুবুজায় লুব্ধ হয়ে, এই দেশে গেল রয়ে, যৌবরাজ্য ভার নিয়া তায়। লাজে জলাঞ্জলি দিয়া, পাটরাণী করি নিয়া, অনায়াসে বসিল সভায়॥ লম্পট স্বভাব যার, অসাধ্য কি কর্ম্ম তার, লজ্জা মান ভয় কোথা আছে যার যাতে মজে মন, সে লয় পরম ধন স্বরূপা কুরূপা নাহি বাছে॥ কুল শীল জাতি মান, কোথা তার মামামান, মাতা ভ্রাতা বাপে না ডরায়। নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্মাকর্ম্ম, নিজ মর্ম্ম সঁপে তার পায়॥ সবিশেষ পরিচয়, শুনিলেত মহাশয়, মর্ম্ম বুঝে ধর ধর্ম্ম চোর। তুমি ধর্ম্ম অবতার, কর ধর্ম্ম সুবিচার, কহিলাম ভাঙ্গি সব ঘোর॥ ললিতা এতেক কয়, সভাগণ স্তব্ধ হয়, উদ্ধব হাসেন মনে মনে। কুবুজার উড়ে প্রাণ, কৃষ্ণ কিছু লজ্জা পান, কিন্তু তুষ্ট ললিতা বচনে॥ বৃন্দার উল্বণ বাণী, শুনিবারে চক্রপাণি, পুনশ্চ কহেন ললিতায়। চোরের

যে পরিচয়, কহিলে যে সমুদয়, সদ্য চোর ধরিলে আমায়॥ কি চুরি করেছি কার, প্রকাশ করিয়া তার, নাম ধাম বল বিশেষিয়া। আমার রমণী যেই, নিকটে বসিয়া এই, তবে এত কহ কি লাগিয়া॥ যেই মাত্র এইভাব, কহিলেন শ্রীনিবাস, ঘৃত যেন পড়িল অনলে। সখীদের মনানল, হয়ে তাহে সুপ্রবল, দাবানল সম হয়ে জ্বলে॥ বৃন্দা কথা কৈতে চায়, ললিতা ধরিয়া তায়, করে কর করিয়া ধারণ। অগ্র হয়ে দাঁড়াইয়া, কহে কথা বিনাইয়া, দেখাইয়া বৃন্দার বচন॥ শুন হে কুবুজা স্বামী, তোমারে চিনেছি আমি, তুমি না চিনিলে ক্ষতি নাই। এই সখী কোন জন, কর দেখি নিরীক্ষণ, চেনো কি না চেনো হে কানাই॥ আমাদের দেবী সনে, মিলনের আকিঞ্চনে, হয়ে তুমি ব্যাকুল হৃদয়। করি যার উপাসনা, হয়েছিল সুঘটনা, দেখ সেই হয় কি বা নয়॥ সে দেবীর মানা গুণে, যাহার মন্ত্রণা গুণে, ধরে তুমি যোগীবর বেশ। ভ্রমণ করিয়া দেশ, পাইয়া অনেক ক্লেশ, করে ছিলে মান ভঙ্গ শেষ॥ যে জন তোমারে নিয়া, করে করে মিলাইয়া, দিত সদা করিয়া যতন। তোমার কারণে হরি, নানা কষ্ট সহ্য করি, যে করিত পুষ্প আহরণ॥ বসাইয়া দুই জনে, পুষ্প পুষ্প আভরণে, মনঃ সাধে দিত সাজাইয়া। কহ দেখি শ্যামরায়, চেনো কি না চেনো তায়, ভাল করে দেখ নিরক্ষীয়া। যখন পরিতে ধড়া, না জানিতে লেখা পড়া, মনে কর মুরলি বয়ান। দাসখত যবে দিলে, যার হাতে লেখাইলে, নিজে দিলে নিশানি নিশান॥ সেই এই সহচরী, না চিনিলে নরহরি, খেদ বড় দিলে শ্রীনিবাস। পাইয়া নিতান্ত ব্যথা, কহিলাম এত কথা, সভা মাঝে করিয়া প্রকাশ॥ কেন হৈলে অধোমুখ, চাহ হে তুলিয়া মুখ, অসুখ না ভাব গুণধাম। অর্দ্ধ অঙ্গ যে তোমার, সঙ্গিনী আমরা তার, সঙ্গিনী রঙ্গিনী হই শ্যাম॥ ললিতার মিষ্টভাষে, লজ্জা হৈল পীতবাসে, তবু উপহাস্যেতে উড়ান। দেখি বৃন্দা সে সময়, অসহ্যেতে অতিশয়, রসনায় ধরে বাক্যবাণ॥ ললিতারে বলে সই, তুমি থাক আমি

কই, নষ্ট সঙ্গে স্পষ্ট কথা চাই। দেখিলেত রীতি নীতি, জানিলে যতেক প্রীতি, মিষ্টভাষে ভাষ্য নাহি তাই॥ বলিতে বলিতে কথা, কুব্জা দিগে চাহি তথা, অভিমানে অধিক জ্বলিল। হৈল কোপ সমুদয়, বৃন্দা যেন বৃন্দা নয়, উন্মাদিনী সমান হইল॥ শিবরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায়। ত্রিভুবনে যে অনুপ, ভাব সে যুগল রূপ, এড়াইবে শমনের দায়॥

অথ বৃন্দার উক্তি।

পয়ার। উন্মত্তা হইয়া বৃন্দা মহা অভিমানে। কহিতে লাগিল কথা কৃষ্ণ সন্নিধানে॥ শ্রীরাধার পাদপদ্ম হৃদি পদ্মে স্মরি। দম্ভভরে কহে কথা শঙ্কা পরিহরি॥ শুনহে নূতন নৃপ করি নিবেদন। নূতন ভাবের ভাবি হয়েছ এখন॥ আমাদেরে চিনিতে না পারিলে আপনি। কেমনে চিনিবে তুমি নৃপ চূড়ামণি॥ আমরা দুঃখিনী করি বনালয়ে বাস। কি রূপেতে তব সঙ্গে থাকিবে সম্ভাষ॥ না চিনিলে নরপতি দোষ নাহি দেই। নির্দ্ধনীর ধন হলে হয়ে থাকে এই॥ আগেতে বসায় দ্বারে দ্বৌবারিক থানা। নির্দ্ধনী জনেরে পুরে প্রবেশিতে মানা॥ ধনী পেলে শিরোপরে রাখে আপনার। জাতি কুল রূপ গুণ না করে বিচার॥ ধনী সঙ্গে একাসনে থাকে যে সময়। নির্দ্ধনী বান্ধব যদি আসে সে সময়॥ তার সঙ্গে কদাচিৎ না করে সম্ভাষ। সে যদি সম্ভাষ করে করে উপহাস॥ চেনা শুনা আছে ইহা কভু না জানায়। পূর্ব্ব কথা কহে পাছে এই ভাবনায়॥ চিরকাল মহীপাল আছে এই রীত। ইহাতে তোমার দোষ নাহিক কিঞ্চিৎ॥ আপনার পূর্ব্বাবস্থা করিলে স্মরণ। অবশ্য চিনিতে তুমি পারিতে রাজন॥ সে কথা যে হয় হবে খেদ নাহি তায়। এক কথা নবভূপ জিজ্ঞাসি তোমায়॥ তোমার নিকটে এটি কেবটে সুন্দরী। বসিয়াছে সুভঙ্গেতে সভা আলো করি॥ কহ কহ কালশশী প্রকাশি বচন। এ রূপসী

কাছে বসি কে বটে আপন। এ কথা শ্রীকৃষ্ণে যদি কহে সহচরী। শুনিয়া কাঁপিল মনে কুবুজা সুন্দরী॥ যে দেখি প্রথমা এরা নারী নয় জন। কি ঘটাতে কি ঘটাবে না বুঝি কারণ॥ প্রভুরে ভৎ-সনা প্রতি বচনেতে করয়। না জানি যে কি করিবে মোরে এর পর॥ নয় জনা মধ্যে দেখি এ নারী বিষম। যে রূপ বচন বাণ যমেই অধম॥ ইহার বচন হবে সহ্য করা ভার। এখনি প্রবেশি ধরা হইলে বিদার॥ লোক লজ্জা হৈতে ভাল শত গুণে মরা। ইহা ভাবি কুবুজা কম্পিত কলেবরা॥ কুবুজারে ভীতা ভাব করি নিরীক্ষণে। অভয় করেন হরি ইঙ্গিত বচনে॥ কটাক্ষে অভয় করি কমল নয়ান। বৃন্দাবাক্যে প্রতি বাক্য করেন প্রদান॥ নব সখী মধ্যে দেখি প্রধানা তোমায়। কহিলে বচন কেন অবোধিনী প্রায়॥ দেখিতেছ বামভাগে বসিয়া আমার। আমার কামিনী বিনা কে হবে এ আর॥ রূপসী প্রিয়সী ইনি মহিষী এখানে। কৃষ্ণ বামে কুব্জা রাণী শুন নাই কাণে॥ যেমন এমন বাণী কহেন শ্রীহরি। ঘৃত পেয়ে অগ্নি যেন উঠে শিখা ধরি॥ বৃন্দার বচনানল হইয়া প্রবল। চঞ্চল করিল কৃষ্ণে সহ দল বল॥ প্রধানা শক্তির শক্তি বৃন্দা সহচরী। শিশুভাষে ভাষে সখি শঙ্কা পরিহরি॥

অথ বৃন্দার আক্ষেপোক্তি।

মিল ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী। কৃষ্ণ বাক্যবাণে আহত হইয়া, সখী বৃন্দার বেদনা বাড়ে। আঘাতিনী ফণি, সমান গর্জ্জিয়া, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে॥ চক্ষে ঝরে জল, হৃদে ক্রোধানল, দেহ, বিজ্ঞান বিহীন হয়। ভুমি ভুমি ছাড়ি, তু তু হারি বাণী, মুখেতে নির্গত্য হয়॥ পাগলিনী সমা, হইয়া তখন, বলে, আপন কপালে হানি। ছিছি লাজ নাই, নির্লাজ কানাই, কেমনে কহিলি বাণী॥ জনম অবধি, কালিয়া বরণ, মুখ, না ধুলি লাজের ঘাটে। সোণার প্রতিমা, ধুলায় ফেলিয়া, কুবুজা বসালি পাটে॥ বদন তুলিয়া, হাত

নাড়া দিয়া, পুনঃ, দেখালি আমারে তায়। ইহা নিরীক্ষিয়া এ প্রাণ রহিল, এখন আমার কায়॥ ধিক্ ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক, আমি, তুহাঁরে নিষ্ঠুর কালা। এখনি এ প্রাণ, হয় সমাধান, তবেত ঘুচে এ জ্বালা॥ বলি এ বচন, স্বকর তখন, ধনী, হানিল স্ববক্ষে ধুমে। শব্দ হৈল হেন, তাল ফল যেন, বৃক্ষ হৈতে পড়ে ভুমে॥ কঙ্কণের ধ্বনি, মিশ্রিত ঝঞ্ঝনি, শুনি চমকে সভাস্থ গণ। তালি লাগে কাণে, অনেকে সেখানে, মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে জন॥ এক দৃষ্টে রহে, সখী দন্তে কহে, পুনঃ, কুবুজাকান্তেরে পরে। সহজে রাখাল কত হবে ভাল, স্বভাবের গুণে করে॥ ঘুচেছে রাখালি, গিয়েছে কোটালি, এবে, পেয়েছ ভুপালি ভার। মাটিতেশ্চরণ, আর কি এখন, কখন পড়ে তোমার॥ শুনহে রাখাল, বচন আমার, হই, আমরা যাঁহার দাসী। যাহার সহিতে, তোমারে ভাবয়ে, যতেক জগত বাসী॥ বিধি পঞ্চানন, সুরাসুরগণ, আর, মুনি ঋষি মহাজন। যুগল মূরতি, হৃদয়ে স্থাপিয়া, ধ্যান করে সর্ব্বক্ষণ॥ যাঁহার গুণেতে, রূপ গুণবান, তুমি, আপনি হয়েছ হরি। ত্যজি সেই রামা, হয়ে রতি কামা, মজিলে কাহারোপরি॥ কল্পতরু ত্যজি, ভজিয়া হীনেরে, লাভ, কি ফল হয়েছে বল। ব্রজের জীবন, এ ঠাট ত্যজিয়া, এক্ষণে ব্রজেতে চল॥ এইরূপে বৃন্দা, স্তুতি যুক্ত নিন্দা, করি, অনেক হরির পায়। অপরে বচন, প্রকাশি তখন, বিশেষ জানায় তাঁয়॥ ওহে কাল শ্যাম, কপটতা ছাড়, তুমি, শুনহ বচন কই। সেই ব্রজেশ্বরী, জগত ঈশ্বরী, তাহার কিঙ্করী হই॥ তোমার বিহনে, ভব সঙ্গ আধা, মরে, রাধা সতী ঠাকুরাণী। পড়ে ভূমিতলে, ভাসে চক্ষুজলে, মুখেতে না সরে বাণী॥ তাহার কারণ, তোমারে লইতে, হরি, আমরা এসেছি সবে। শিশুরাম দাসে, কৃষ্ণপদে ভাষে, শীঘ্র ব্রজে যেতে হবে॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

পয়ার। বৃন্দার বচনে হরি হইয়া লজ্জিত। সম্বর্দ্ধনা সখীগণে করেন ত্বরিত॥ শীঘ্রগতি আনাইয়া দিয়া সিংহাসন। বহুবিধ কন কৃষ্ণ সুমিষ্ট বচন॥ অপরুদ্ধ ভাবে অতি ধীরে ধীরে কন। ক্ষমহ আমার দোষ শুন সখীগণ॥ চিনিতে না পারিলাম যে কারণে আগে। বিশেষ করিয়া বলি তোমাদের আগে॥ হয়েছে কঙ্কালমালা শরীর সবার। কারো দেহে তোমাদের নাহি সে আকার॥ আমারে ভাবিয়া সবে হইয়াছ ক্ষীণা। সে বেশত নাহি অঙ্গে হয়েছে মলিনা॥ দীনা হীনা ক্ষীণার সমান কলেবর। কেমনে চিনিব বল দেখিয়া সত্বর॥ এরূপ যখন কৃষ্ণ কন সখীগণে। কুবুজা শুনিয়া তাহা চমকিল মনে॥ ইহার অধিক রূপ ইহাদের ছিল। শ্রবণে এরূপ রূপ আশ্চর্য্য হইল॥ মনে ভাবে আমারে যে বলেছেন হরি। করেছি সুন্দরী তোমা ত্রিলোক সুন্দরী॥ এক্ষণেতে জানিলাম কথা মাত্র সার। ত্রিভুবনে তুল্য নাই শ্রীমতী রাধার॥ দাসীদের রূপে আলো করিয়াছে দেশ। না জানি রাধার রূপ কতই বিশেষ॥ এইরূপে কুবুজিনী ভাবে মনে মনে। শ্রীকৃষ্ণ কহেন কথা সখীদের সনে॥ আলোচনা জন্যে দোষ না দিও সজনি। কেমন আছেন বল আমার জননী॥ আমা বিনা যশোদার আর কেহ নাই। কেমন আছেন মাতা আগে বল তাই॥ বলিতে বলিতে হরি হলেন বিকল। যশোদারে স্মরিতে চক্ষুতে বহে জল॥ ঝর ঝর ঝরে জল কমল নয়নে। বল বল বল হরি বলেন সঘনে॥ বল বল সখীগণ পিতার বচন। আমার বিহনে সবে আছেন কেমন॥ বাধা জলঝারি তারে কে দেয় আনিয়া। কে চরায় গাভীগণ কাননেতে নিয়া॥ শ্রীদাম আমার সখা আছেন কেমন। বল বল প্রকাশিয়া বল সে বচন॥ সুবলাদি সখাগণ কে কেমন আছে। প্রত্যেকেতে বিস্তারিয়া বল মোর কাছে॥ ধবলী শ্যামলী কালী পিউলী কমলী। সুরুচী সুরূপী রূপা অমলী বিমলী॥ এ সকল

গাভী মম আছয়ে কেমন। প্রত্যেকেতে বল সখী বিশেষ বচন॥ সারী শুক আদি বল সবাকার কথা। আমার বিহনে আছে কে কেমন তথা॥ মম অঙ্গ আধা রাধা আছেন কেমন। আর তার ষোড়শ সহস্র সখীগণ॥ একে একে বিশেষিয়া বল সমাচার। ব্যাকুল হয়েছে বড় অন্তর আমার॥ কাতর হইয়া যদি সুধালেন হরি। কহিতে লাগিল কথা বৃন্দা সহচরী॥ রাধা নাম করিলেন শেষে সবাকার। ইহাতেও মান মনে বাড়িল অপার॥ বৃন্দা বলে কৃষ্ণ শুন কথা সবাকার। রাধার কথায় কার্য্য নাহিক তোমার॥ কুবুজা হয়েছে রাণী ভাবনা কি আছে। তুল্যা না হইবে রাধা কুবুজার কাছে॥ যে রূপে মজেছ হরি সেই তব ভাল। সে নাম করিয়া কেন মনানল জ্বাল॥ কৃষ্ণ কন অভিমান ছাড় সহচরি। শোকার্ত্ত হয়েছি আমি বৃন্দাবন স্মরি॥ শোকেতে হইয়া মগ্ন কখন কি কই। ইথে তুমি অভিমান না করিহ সই॥ একে একে করিয়া সবার সমাচার। শোকার্ত্ত অন্তর কর শীতল আমার॥ এত যদি কন কৃষ্ণ সবিনয় করি। বলয়ে ব্রজের দশা বৃন্দা সহচরী॥ প্রত্যেকেতে বলে দশা বিস্তার করিয়া। শিশু আশু শোকে ভাষে সে কথা শুনিয়া॥

অথ বৃন্দা কর্ত্তৃক আদৌ বৃন্দাবনের
অবস্থা বর্ণন।

পয়ার। বৃন্দা কহে কালাচাঁদ করহ শ্রবণ। তোমার বিরহ অগ্নি হয়ে উদ্দীপন॥ প্রায় শুষ্ক করিয়াছে সুখবন যত। ফল ফুল গাছে আর নাহি ফলে তত॥ পল্লব নাহিক প্রায় খষিয়া গিয়াছে। পক্ষীকুল সমাকুল হয়ে তথা আছে॥ শুষ্ক শাখীপরে পাখী বসি নিরন্তর। সূর্য্য তাপ সহ্য করে অস্থির অন্তর॥ উড়িতে নাহিক শক্তি পাখা দগ্ধ প্রায়। কেবল তোমার গুণ সদাক্ষণ গায়॥ পক্ষীর চক্ষুর জলে যত তরুতল। কর্দ্দম হয়েছে নাহি

বসিবার স্থল ॥ আহার করিতে পক্ষী নাহি নামে কেহ। শুষ্ক কাষ্ঠে সম্মিলিত করিয়াছে দেহ ॥ সারী শুক আদি পক্ষী তব প্রিয় যত। জীবনে আছয়ে মাত্র দেহ জ্ঞান হত ॥ উত্তপ্ত হয়েছে যত সরোবর জল। তথা আর প্রস্ফুটিত না হয় কমল ॥ মধুকর বঁধু বিনা আতুর অন্তরে। নাহি যায় সরোবরে নাহি বৃক্ষোপরে ॥ গৃহস্থের ঘরে ঘরে চালের ভিতরে। শুষ্ক বংশ ভেদ করে তথা বাস করে ॥ তোমার বাঁশীতে ছিদ্র আছয়ে যেমন। গৃহস্থের চালে বংশ সচ্ছিদ্র তেমন ॥ তাহার মধ্যেতে বসি শোকার্ত্ত ভ্রমর। গুঞ্জ রবে তব গুণ গায় নিরন্তর ॥ সে রবে আকুল করে বিরহীর প্রাণ। তোমা বিনা নেত্রে বহে সাগরের বাণ ॥ কুঞ্জ সব হইয়াছে ভয়ানক বন। ভয়ানক জন্তু বাস করে অগণন ॥ হিংস্র জন্তু সিংহ ব্যাঘ্র ভাল্লুকাদি করি। গণ্ডার মহিষ মেষ মদমত্ত করী ॥ গোবর্দ্ধনে গোবর্দ্ধন নাহি আর হয়। তাহার কারণ বলি শুন মহাশয় ॥ পূর্ব্ব ভয়ে ইন্দ্র বৃষ্টি না করেন তথা। সুধা ছাড়ি বিধু বিষ বর্ষেণ সর্ব্বথা ॥ তৃণ শস্য তথা আর না কিছু জন্মায়। তোমা বিনা সব হত হইয়াছে প্রায় ॥ শোভিত পুষ্পের বন তথা ছিল যত। তোমা বিনা প্রায় সব হইয়াছে হত ॥ কৃষ্ণকেলি কিছু মাত্র নাহিক কাননে। মাধবী শুকায়ে গেছে মাধব বিহনে ॥ রামকেলি রাম শোকে নাহিক তথায়। পুষ্প শোকে পুষ্প সব ত্যজিয়াছে কায়। নাহি ফুটে তথা আর সুগন্ধি বকুল। কদম্ব বৃক্ষেতে আর না ধরে মুকুল ॥ বৃন্দা বৃক্ষ বৃন্দাবনে প্রায় আর নাই। তোমা বিনা সব হত হয়েছে কানাই ॥ রাধাকুণ্ড অগ্নিকুণ্ড হয়েছে মুরারি। শ্যামকুণ্ডে শ্যাম বিনা সন্তাপিত বারি ॥ জলেতে বাড়বানল বনে দাবানল। মনুষ্যের মনে জ্বলে বিচ্ছেদ অনল ॥ তোমা বিনা অগ্নিময় হইয়াছে সব। কেবল স্মরিছে সবে কেশব কেশব ॥ এক মুখে কত আমি করিব ব্যাখ্যান। সহস্র মুখেতে শেষ শেষ নাহি পান ॥ বৃন্দাবন দুঃখ কথা কহে সাধ্য কার। অণুমাত্র কিছু আমি কহিলাম তার ॥ এক্ষণে শুনহ কৃষ্ণ জননীর কথা। শিশুরাম দাসে ভাষে শাস্ত্রমত যথা ॥

অথ বৃন্দা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ বিহনে যশোদার দুঃখ বর্ণন।

পয়ার। তব কাছে নিবেদন করিছে সহসা। তোমা বিনা তব মাতা যশোদার দশা॥ দেখিয়াছি যাহা কব কিঞ্চিৎ তাহার। সকল কহিতে সাধ্য নাহি হয় কার॥ নয়নে দেখিয়া যার সংখ্যা নাহি হয়। রসনার কি সাধ্য সে বর্ণাইয়া কয়॥ শ্রবণে রাণীর দুঃখ বিদরে পাষাণ। অতএব শুন কৃষ্ণ হয়ে সাবধান॥ যে দিন আইলে তুমি এই মথুরায়। তব মাতা রাজপথে দাঁড়ায়ে তথায়॥ রথের পতাকা দৃষ্টি হৈল যতক্ষণ। রহিল চাহিয়া রাণী তথা ততক্ষণ॥ যেই মাত্র রথধ্বজ হৈল অদর্শন। গোপাল বলিয়া ভূমে পড়িল তখন॥ হইল চেতনাশূন্যা পড়িয়া ধরায়। দেখি যত ব্রজবাসী করে হায়২॥ অনেক যতনে করে সচেতনা পরে। তব আসা আশা দিয়া নিয়া গেল ঘরে॥ ঘরে গিয়া ক্ষণে ক্ষণে হয় অচেতন। ক্ষণেকে চেতন পেয়ে করয়ে রোদন॥ আহার না করে কিছু নিদ্রা নাহি যায়। কেবল গোপাল বলে করে হায় হায়॥ ধনিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁর সখী চারি জন। নিকটে রহিল তারা ঘেরিয়া তখন॥ যে দিন তোমার আশা আসিবার ছিল। রাজপথে গিয়া রাণী দাঁড়ায়ে রহিল॥ উদয়াস্ত রহে রাণী সে পথের মাজ। সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া এলেন গোপরাজ॥ উপনন্দ আদি করি ব্রজবাসী যত। সকলেতে ক্রমে ক্রমে হৈল সমাগত॥ তার পরে শ্রীদাম প্রভৃতি যত জন। তোমার প্রাণের প্রিয় সখাতে গণন॥ সকলে আইল ফিরে না দেখি তোমায়। অমনি কান্দিয়া রাণী পড়িল ধরায়॥ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হেতু বহু করিয়ে যতন। কোন মতে মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হৈল তখন॥ কি করে সকলে মিলে করি ধরাধরি। গৃহেতে শোয়ায়ে নিয়া রাখে শয্যোপরি॥ পরদিন প্রত্যূষেতে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। উপনন্দ আদি বহু বুঝাইয়ে কয়॥ তোমার আসার আশা প্রদান করিয়া। বহুজনে বহু কথা কহে বুঝাইয়া॥ কোন মতে কোন কথা না শুনিয়া

রাণী। কেবল ক্রন্দন করে ভালে কর হানি ॥ না পরে দ্বিতীয় বাস না করে আহার। কান্দিয়াং ব্রজে ভ্রমে অনিবার ॥ সে দিন হইতে হরি জননী তোমার। পাগলিনী হইয়াছে কি কহিব আর॥ যেই মাত্র বৃন্দা কহে একথা তথায়। হা মাতঃ বলিয়া কৃষ্ণ পড়েন ধূলায় ॥ সিংহাসন হৈতে হরি ধরায় পড়িয়া। মাতা বলে উচ্চৈঃ-স্বরে আকুল কান্দিয়া ॥ তাহা দেখি সভাগণ হৈল চমৎকার। বৃন্দা কহে ব্রজনাথ শুন আর বার ॥ কান্দিয়া আকুল হলে শুনিবে কেমনে। ধৈর্য্য হয়ে শুন কথা বসি সিংহাসনে ॥ কৃষ্ণ কন বল বল প্রিয় সহচরী। আছে কি মরেছে মাতা সবিস্তার করি ॥ বৃন্দা কহে মরে নাই প্রাণে বেঁচে আছে। কিন্তু কৃষ্ণ তার প্রাণ আছে তব কাছে ॥ কান্দিয়া কান্দিয়া ক্রমে হইয়াছে অন্ধ। হাতে ননী পথে ধায় করিয়া প্রবন্ধ ॥ পাড়া পাড়া বাড়ি বাড়ি ভ্রমে ঠাঁই ঠাঁই। তব নাম বিনা আর মুখে বাক্য নাই। কভু নীলমণি বলে কখন গোপাল। কভু ডাকে আয় বাছা নবীন রাখাল ॥ একবার ননী এসে খারে বাপধন। মা বলিয়া জননীর জুড়ারে জীবন ॥ কটোরা পূরিয়া হাতে নিয়া ক্ষীর ননী। উচ্চৈঃস্বরে বলে কোলে আয় নীলমণি ॥ কোথায় খেলিছ বসে ও নীলরতন। হয়েছে খাবার বেলা চেয়ে দেখ ধন ॥ ইহা বলি তোমার খেলার স্থান যত। পাগলিনী প্রায় রাণী ভ্রমে অবিরত ॥ অন্ধ রাণী যষ্টি ভরে ভ্রমে পায় পায়। চরণে ঠেকিলে কিছু পড়য়ে ধরায় ॥ তাহাতেও কোন দুঃখ মনে নাহি করে। পড়িয়াও কৃষ্ণ বলে ডাকে উচ্চৈঃ-স্বরে ॥ আপন শক্তিতে আর উঠিতে না পারে। দৈবে যদি দেখে কেহ তুলে ধরে তারে ॥ পুনশ্চ উঠিয়া পুনঃ করয়ে ভ্রমণ। গোপালং বলে কেবল রোদন ॥ দেখিতে না পায় নেত্রে পথেতে বেড়ায়। যদি কোন রাখালের পদ শব্দ পায় ॥ উচ্চৈঃস্বরে বলে বাছা কে বাসি কোথায়। একবার আমার কাছেতে তুই আয় ॥ ঘরেতে নবনী তোলা আছেরে শিকায়। যত খেতে পার তাহা দিব রে তোমায় ॥ মা বলিতে ঘরে মোর নাহিরে কানাই। ব্যগ্র হয়ে বার

বার ডাকি তোরে ভাই ॥ গোপালের মত করে মা বলে ডাকিয়া। খারে বাছা প্রাণ ভরে নবনী খাইয়া ॥ এই রূপে ব্রজে রাণী সমস্ত দিবায়। সন্ধ্যাকালে ধনিষ্ঠা ধরিয়া লয়ে যায় ॥ যে অবধি মধুপুরে এসেছ কানাই। সে অবধি নন্দরাণী কিছু খায় নাই ॥ শুনিয়া কান্দেন কৃষ্ণ করুণা করিয়া। নিশ্বাস ছাড়েন ঘন মাতারে স্মরিয়া॥ আমার কারণে মাতা হয়েছে এমন। ধিক্ ধিক্ আমারে কি কঠিন জীবন॥ ভুলিয়া রয়েছি তোমা পেয়ে রাজ্যভার। পাষাণ হইতে হৃদি কঠিন আমার ॥ ইহা বলি চক্ষু জলে ভাসেন শ্রীহরি। সভা শুদ্ধ খুব্ধ হয় তাহা দৃষ্টি করি ॥ কেমনে কহিব সেই শ্রীকৃষ্ণের খেদ। কখন কি ভাব তাঁর নাহি জানে বেদ ॥ বৃন্দা কহে কহিলাম কমললোচন। তোমার মাতার দশা দেখেছি যেমন ॥ এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কি শুনিতে বাঞ্ছা আর। কৃষ্ণ কন কহ বৃন্দা বচন পিতার ॥ আমা বিনা পিতা নন্দ আছেন কেমন। বিস্তার করিয়া বল বিশেষ বচন ॥ বৃন্দা কহে শুন তবে হয়ে একমন। শিশুরাম দাসে ভাষে নন্দের রোদন ॥

অথ বৃন্দাকর্ত্তৃক কৃষ্ণবিরহে শ্রীনন্দের রোদন বর্ণন।

লঘু-ত্রিপদী। শুন শুন হরি, নিবেদন করি, তোমার পিতার কথা। শোকেতে মোহিয়া, ব্যাকুল হইয়া, যে রূপে বঞ্চেন তথা ॥ মথুরা আসিয়া, তোমারে রাখিয়া, যে দিনে গেলেন ঘরে। কান্দিলেন যত, কহিব সে কত, নারী সম উচ্চৈঃস্বরে ॥ উপনন্দ আসি, সুতত্ত্ব প্রকাশি, বুঝাইয়া কত করি। কিছুতে রোদন, নহে নিবারণ, রহে ধরাসন ধরি ॥ না যায় শয্যায়, নাহি নিদ্রা যায়, নাহি খায় অন্ন জল। আঁখি হৈল ঝারা, বহে শত ধারা, জলসিক্ত ভূমিতল ॥ এ রূপে ছদিন, কাটাইয়া দিন, পরে উঠি পথে ধায়। হা কৃষ্ণ বলিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, দৃষ্টি হীন হৈল তায় ॥ যষ্টি ধরে

করে, ভ্রমে ঘরে ঘরে, তোমারে করিয়া তত্ত্ব। শুন হে মাধব, শুনে তত্ত্ব সব, শ্রীনন্দ হলেন মত্ত॥ যেন তুমি তথা, আছহ সর্ব্বথা, এই ভাব মনে করে। তব নাম নিয়া, আক্ষেপ করিয়া, ডাকয়ে কাতর স্বরে॥ কোথা বাপ ধন, ও নীলতরন, বারেক এসরে কোলে। আসি হৃদি পরে, গলা ধরি করে, কথা করে সুধাবোলে॥ তোরে কোলে করি, দুঃখাব্ধিতে তরি, ভাসি সুখ সরোবরে। তোমা বিনা আর, বলরে আমার, কে আছে এঘোর ঘরে॥ একপেতে নন্দ, করিয়া প্রবন্ধ, সদা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। পাগল সমান, হয়ে হীন জ্ঞান, যথা তথা গতি করে॥ ক্ষণে যায় যায়, পড়িয়া ধরায়, ক্ষণে উঠি বেগে ধায়। ক্ষণে কান্দে হাসে, ক্ষণে কত ভাষে, ক্ষণে করে হায় হায়॥ এরূপ করিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, শ্রান্ত যুক্ত হয়ে অতি। গোষ্ঠ হৈতে যেন, ঘরে আসে হেন, এভাবেতে ব্রজপতি॥ আসিয়া আবাসে, তোমার আভাষে, ডাকে বলি গিরিধারি। পাইয়া সন্তাপ, আসিয়াছি বাপ, দেরে বাধাজল ঝারি॥ ওরে বাপধন, জুড়ারে জীবন, বারেক আসিয়া কাছে। এই বৃদ্ধ কাল, ওরে নন্দলাল, তোমা বিনা কেবা আছে॥ এতেক বলিয়া, বিলাপ করিয়া, পুন তথা মোহ যায়। উপনন্দ আসি, চক্ষু জলে ভাসি, ধরিয়া উঠায় তায়॥ তব পিতৃ দশা, কহিতে সহসা, কার সাধ্য কেবা পারে। দেখিয়াছি যাহা, কহিলাম তাহা, বুঝ ভাব অনুসারে॥ নন্দের দুর্গতি, শ্রবণে শ্রীপতি, ভাসেন নয়ন জলে। শিশুরাম দাসে, দুঃখাব্ধিতে ভাষে, বৃন্দা দেবী ক্রমে বলে॥

অথ বৃন্দাকর্ত্তৃক শ্রীদামাদি সখাগণের দুর্দ্দশা বর্ণন।

পয়ার। বৃন্দা কহে মথুরেশ করহ শ্রবণ। তোমার বিরহে ব্রজে তব সখাগণ॥ শ্রীদাম সুবল আদি শ্রীমধুমঙ্গল। তোমার কারণে সবে কান্দিয়া বিকল॥ গোষ্ঠে মাঠে কেহ তারা নাহি

যায় আর। বিহীন হয়েছে সব আহাঁর বিহার ॥ অটন রটন আর নটন না করে। কেবল কানাই বলে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।। এক-ত্রেতে কেহ আর না হয় মিলন। স্থানে স্থানে পড়ি করে অজস্র রোদন ॥ কেহ বলে গিরিধারি কেহ বলে হরি। কেহ বলে আয় ভাই প্রাণে আমি মরি ॥ কেহ বলে দেখা দেরে রাখালের রাজ। কেহ বলে গোঠে চরে সাজিয়া সুসাজ ॥ কেহ বলে আয় ঘরে বেলা হলো অতি। কেহ বলে ডাকে তোরে মাতা যশোমতী ॥ কেহ বলে ক্ষুধা হলো কাননেতে চল। গাছে উঠি গোটা কত পাড়ি দেরে ফল ॥ কেহ বলে পিপাসায় মোর প্রাণ ফাটে। আয় ভাই যাই শীঘ্র যমুনার ঘাটে ॥ কেহ বলে কোথা গিয়া লুকালি কানাই। তোরে না হেরিয়া আমি প্রাণে মরি ভাই ॥ কেহ বলে অঘাসুর আইল আবার। তো বিনা কে বিনাশিবে ইহারে এবার।। কেহ বলে গগণেতে ডাকে মেঘগণ। ইন্দ্র বুঝি পুনঃ আসি করিবে বর্ষণ ॥ কে ধরিবে গিরি আর তুমি হেথা নাই। এইবার প্রাণে বুঝি মরিলাম ভাই ॥ আয় ভাই গিরিধারি শীঘ্র ব্রজে আয়। তোমা বিনা তব ব্রজ হত হয়ে যায়।। এই রূপে রাখালেরা পড়ি স্থানে স্থানে। উন্মত্ত হইয়া কান্দে ব্যাকুলিত প্রাণে ॥ শুনিলে সে সখাদের রোদন বিধান। পাষণ্ডের মন গলে বিদরে পাষাণ ॥ বিশেষত হইয়াছে শ্রীদাম যে রূপ। কহিতে না পারি হরি তাহার স্বরূপ ॥ শীর্ণ দেহে জীর্ণ ধড়া আছে পরি-ধান। ধূলায় ধুষর অঙ্গ মলিন বয়ান।। করেতে না ধরে শিঙ্গা চূড়া নাই শিরে। অনাহারে রক্তমাংস বিহীন শরীরে ॥ চর্ম্মে ঢাকা আছে মাত্র কঙ্কাল কখানি। জীবিতের চিহ্ন মাত্র মুখে সরে বাণী ॥ সর্ব্বদা বদনে বলে কনাই কানাই। দেখিয়াছি যেই রূপ কহিলাম তাই ॥ বৃন্দামুখে সখাদের দুর্দ্দশা শুনিয়া। কান্দেন করুণাময় করুণা করিয়া ॥ হাহা প্রিয় সখাগণ কি শুনি এখন। হয়েছ আমার লাগি কান্দিয়া এমন ॥ রাজভোগে আছি আমি তোমা সবে ছাড়ি। ইহা বলি কান্দিলেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি ॥ শিশু-

রাম দাসে ভাষে শুন সাধু জন। গোবৎসের দুঃখ কথা বৃন্দা দেবী কন।।

অথ বৃন্দাদেবী কৃষ্ণসমীপে গোবৎসাদির দুঃখ বর্ণন করেন।

পয়ার। বৃন্দা কহে শুন ওহে রাজীবলোচন। তোমার রক্ষিত যত গোবৎসাদিগণ।। তোমা বিনা তাহাদের হয়েছে যে দশা। কহিতে না হয় কৃষ্ণ সাহস সহসা।। ধবলী শ্যামলী আদি শ্রেষ্ঠ যে যে গাই। উঠিবার শক্তি আর কার দেহে নাই॥ যে দিন আইলে তুমি মথুরা ভবনে। সে দিন হইতে আর নাহি চরে বনে॥ যদি কোন ধর্ম্মশীল গোহত্যার ডরে। আহারের দ্রব্য আনি সম্মুখেতে ধরে।। গোকল দেখিলে মুখ কল নাহি ধরে। ফিরায় বদন আর চক্ষে বারি ঝরে।। সতত চক্ষুর কোণে স্রোতে বহে ধার। গোগণের দুঃখ কথা কহে সাধ্য কার।। বৎস যদি নিকটেতে দেখে ক্ষণ মাত্র। না দেয় খাইতে দুগ্ধ নাহি চাটে গাত্র॥ বৎসেরাও গাভী দুগ্ধ নাহি করে পান। সর্ব্বক্ষণ চক্ষু জলে আছ ভাসমান।। হাম্বারবে ডাকে গাভী বৎসেরে সে নয়। কেবল তোমারে ডাকে অনুভব হয়।। তাহার কারণ বলি শুন সে বচন। এক দিন প্রভাত সময়ে গাভীগণ।। কতগুলি একত্রেতে করে হাম্বারব। সে রবেতে চমকিত ব্রজবাসী সব।। গোগণের উচ্চনাদে অসহ্য হইয়া। দেখয়ে আশ্চর্য্য অতি নিকটে আসিয়া।। বৎসগণ আছে কাছে তাহে না তাকায়। ভ্রমক্রমে কোন দিগে ফিরিয়া না চায়।। মথুরার অভিমুখে দৃঢ় দৃষ্টিভরে।। উর্দ্ধমুখে সঘনেতে হাম্বারব করে। অনুভব করিলাম দেখিয়া সে ভাব।। তব ভাব বিনা হরি নহে অন্য ভাব। কেমন তোমার প্রেম সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি।। যে জেনেছে সে মজেছে গেছে অন্যদৃষ্টি। পশু পক্ষী আদি করে প্রেমে কান্দে সব। কে কোথা এমন সৃষ্টি দেখেছে কেশব।। কেবল

গোগণ নহে ব্রজে পশু যত। তোমার বিরহে হরি কান্দে অবিরত ॥ মনুষ্যের কথা ইথে কি কহিব আমি। বিবেচনা করে দেখ বিশ্বচিত্তগামি ॥ গোগণের দশা শুনি কৃষ্ণের ক্রন্দন। ধবলী শ্যামলী নাম করি উচ্চারণ ॥ সুরুচী সুরূপী রূপী পিঁউলী কমলী। সুপালী সুকালী কালী অমলী বিমলী ॥ ধাওালী কাওালী আর শ্রীকালী বলিয়া। ব্যাকুলিত কৃষ্ণচন্দ্র হলেন কান্দিয়া ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভাব যত সভাগণ। অবাক্ হইল মুখে না সরে বচন ॥ অক্রূর উদ্ধব আদি সাধুগণ যত। কৃষ্ণের দয়ায় ধন্য দেয় অবিরত ॥ কুবুজা অবাক্ হৈল ভয়েতে মোহিয়া। পাছে কৃষ্ণ যান ব্রজে মথুরা ছাড়িয়া ॥ এইরূপে ভাবে সবে যার যেই মন। বৃন্দা কহে কৃষ্ণনিধি শুনহ বচন ॥ যে কথা সুধালে তুমি কহিলাম সব। এক্ষণেতে বল আর কি কব মাধব ॥ কৃষ্ণ কন শ্রীরাধিকা সহ সখীগণ। বিস্তার করিয়া বল আছেন কেমন ॥ বৃন্দা কহে সেকথায় কার্য্য কিবা আছে। লজ্জা পাবে নরহরি কুবুজার কাছে ॥ কৃষ্ণ কন প্রিয়সখি ছাড় বাক্য ছল ॥ বারম্বার লজ্জা দিয়া কি হইল ফল ॥ শ্রীরাধার সমাচারে সুস্থ কর মন। হইয়াছি অতিশয় ব্যাকুল এখন ॥ শ্রীকৃষ্ণের কাতরোক্তি শুনিয়া তখন। শ্রীবৃন্দা রাধার দশা করেন বর্ণন ॥ শিশু আশু ভক্তি দান রাধাকৃষ্ণে চায়। মজরে মথুরা মন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥

অথ বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণ সমীপে শ্রীমতী রাধার দুঃখ বৃত্তান্ত কহেন।

পয়ার। শুন হে ভূপাল কৃষ্ণ করি নিবেদন। তোমা বিনা কমলিনী আছেন যেমন ॥ কহিতে কি শক্তি আছে সে কথা আমার। ব্যাসের লেখনী ক্ষান্তা বর্ণনে যাহার ॥ সহস্র মুখেতে তাহা শেষ যদি কয়। সহস্র বৎসরে শেষ হয় কি না হয় ॥ সে কথা কেমনে আমি করিব বর্ণন। বাণী জিনি নিজে তিনি শোকে

মুগ্ধ হন ॥ অগোচর মন চোর কি আছে তোমার। একান্ত শুনিবে যদি বদনে আমার॥ মনোযোগ করি তবে করহ শ্রবণ। যে পারি কিঞ্চিৎ আমি বলি সে বচন॥ যে দিন আইলে তুমি মথুরাভবনে। আপনি দেখিয়া দশা এসেছ নয়নে॥ যখন রথেতে পথে আরোহিলে হরি। পড়িল মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূমের উপরি॥ হা নাথ বচন মাত্র শুনিলাম কাণে। তার পরে নিরক্ষিয়া দেখি সেই স্থানে॥ আর কোন বাক্য মুখে না সরে রাধার। অনিবার দুনয়নে বহে অশ্রুধার॥ শবাকৃতি স্পন্দহীন হইল শরীর। জীবিতের চিহ্ন শ্বাস আর নেত্র নীর॥ নিঃশ্বাস কিঞ্চিৎ বহে চক্ষু ভাসে জলে। এই রূপ দশা তার হৈল সেই স্থলে॥ কি করিব ধরাধরি করি সেইক্ষণে। লোকভয়ে রাখিলাম নিভৃত ভবনে॥ চেতন কারণে বহু করি শুশ্রূষণ। কিছুতে না পারিলাম করিতে চেতন॥ তার পরে সখীগণে মিলিতা হইয়া। চেতনের সদুপায় সুস্থির করিয়া॥ তবে ভাব সমাশ্রয় করি সেইক্ষণ। করিলাম আরম্ভন তোমার কীর্ত্তন॥ তুমি যেন মথুরা হইতে আসি ফিরে। বসিয়াছ আমাদের সহিত মন্দিরে॥ হেন ভাব করিলাম সখীগণে তথা। তোমার সহিত যেন কহিতেছি কথা॥ এসো এসো কালাচাঁদ কর দশরন। তব লাগি কমলিনী হয়েছে এমন॥ এই ভাবে কত কথা কহিতে কহিতে। চমকিয়া চন্দ্রমুখী চাহিল চকিতে॥ কই কই কৃষ্ণ কই বলিয়া তখন। উঠিয়া বসিল প্যারী পাইয়া চেতন॥ পাগলিনী সমা হয়ে চারিদিকে চায়। আমরা অনেক কথা বুঝাই তথায়॥ আসিবে অচিরে তুমি এই আশা দিয়া। কিঞ্চিৎ শরীর তার সুস্থির করিয়া॥ রাখিলাম সকলেতে করিয়া যতন। তার পরে কৃষ্ণচন্দ্র করহ শ্রবণ॥ কেবল তোমার আশাবারি করে দান। বাঁচাইয়া রাখিলাম শ্রীমতীর প্রাণ॥ না করে শয়ন প্যারী না করে ভোজন। অহর্নিশি বসি করে তোমার কীর্ত্তন॥ ক্ষণেক তোমার কথা ভঙ্গ যদি হয়। মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ভূমে জ্ঞান নাহি রয়॥ মধ্যে তব সখা ধীর উদ্ধব যাইয়া। আইলেন বহুবিধ কথা বুঝা-

ইয়া।। উদ্ধবের মুখে সব করেছ শ্রবণ। কি কহিব আমি তাহা কমললোচন।। তুমি এলে পরে আর না করে আহার। ক্রমে ক্রমে তনু ক্ষীণ হইল রাধার।। অদ্য তিন দিনাবধি হয়েছে এমন। যেন আর দেহে তার নাহিক জীবন॥ এমনি মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে ধরায়। শবাকৃতি হইয়াছে সমুদয় কায়।। নাসাগ্রেতে তুলা তার ধরিয়া শ্রীহরি। কিঞ্চিৎ নিঃশ্বাস বহে অনুভব করি।। পূর্ব্বমত শ্রীমতীকে করাতে চেতন। করিলাম সকলেতে অনেক যতন।। অহরহ তব নাম উচ্চারণ করি। করিতে না পারিলাম মূর্চ্ছা ভঙ্গ হরি॥ শবাকৃতি শ্রীমতীকে রাখিয়া তথায়। তোমারে লইতে আসিয়াছি মথুরায়॥ কিশোরীকে বাঁচাইতে যদি হয় মন। বারেক ব্রজেতে চল ব্রজের জীবন।। যেই মাত্র এই কথা শ্রীবৃন্দা কহিল। শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে বারি বহিতে লাগিল॥ শ্রীরাধার দুঃখ দশা করিয়া শ্রবণ। শিশুরাম দাসে ভাষে কৃষ্ণের ক্রন্দন।

অথ শ্রীমতীর দশা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের রোদন ও বৃন্দা কর্ত্তৃক প্রবোধ।

পয়ার। শুনিয়া কামিনী কথা কমলনয়ন। নয়নকমলে ভাসে কমলবদন॥ করুণাময়ের কৃপা হৈল উদ্দীপন। করুণা করিয়া তথা করেন ক্রন্দন।। হা হা রাধে হেন দশা হয়েছে তোমার। কান্ত বিনা করিয়াছ ভূমি শয্যা সার। ভাবি ভাবি তনু তব হইয়াছে ক্ষীণ। বাহ্যজ্ঞান একেবারে হয়েছ বিহীন।। কৃষ্ণপ্রাণা কমলিনী সকলেতে কয়। জানিলাম সত্য বটে কভু মিথ্যা নয়।। তব গুণ ত্রিভুবনে তুল্য দিতে নাই। তোমার গুণের তুল্য তোমাতেই রাই।। তুমি তুমি তুমি বিনা আমি আমি নয়। তব গুণে মম দেহ হয়েছে উদয়।। কল্পনা করেছি রূপ গুণেতে তোমার। তোমা বিনা সাধ্য কিছু নাহিক আমার॥ পৃথিবীর ভারোদ্ধার করিয়া স্বীকার। আসিয়াছি অবনীতে গুণেতে তোমার।। তব

গুণে গুণবান শ্রীনন্দনন্দন। এ কথার অন্যথাত নাহিক কখন॥ তবে কেন গুণান্বিকে নির্গুণার ন্যায়। লুটাইলে অবনীতে আপনার কায়॥ হায় হায় মরি প্রিয়ে হইলে এমন। শ্রবণে তোমার দশা দুঃখে দহে মন॥ তুমি যদি কর দেবী লীলা সম্বরণ। তবে আর কার্য্য কিসে হবে সম্পূরণ॥ প্রলয়ে বিলয় হয় তোমাতে সকল। তুমি কোথা আগে যাও হইয়া চঞ্চল॥ এ কর্ম্ম এক্ষণে তব না হয় উচিত। এখন আছয়ে কাল অনেক সঞ্চিত॥ উন্মত্তের মত হয়ে কমললোচন। অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য করি নানা কথা কন॥ ওহে রাধে মমতারে না কর নিধন। অচিরে পাইবে সতী নিজ পতিধন॥ অচিরে করিবে তুমি আনন্দে বিহার। অচিরে হইবে তব দুঃখ অবহার॥ তোমার দশার দশা ধরিল আমার। দশার দর্শিনী হয়ে করহ বিচার॥ অবিচারে অবিহিত নাহি কর কর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণ নাহি ভেদ বুঝে দেখ মর্ম্ম॥ যদি বল তবে তুমি কান্দ কি কারণ। বিশেষ করিয়া বলি শুন বিবরণ॥ সুখ দুঃখ সমাশ্রিত সবার শরীর। সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ আছে চিরস্থির॥ দুঃখে বাড়ে দুঃখ দশা সুখে বাড়ে সুখ। বিধির সৃজিত ইহা কে করে বৈমুখ॥ সর্ব্ব সুখময়ী হয়ে দুঃখেতে ডুবিলে। আত্ম দুঃখে আত্ম জনগণে ডুবাইলে। তব দুঃখ শুনে দেবী কে হইবে স্থির। পশু পক্ষী জন্তুাদির চক্ষে বহে নীর॥ পাষাণ গলিয়া পড়ে করিয়া শ্রবণ। তব দুঃখে সুখী বল রবে কোন জন॥ পাষাণ হইতে দেহ কঠিন আমার। এই হেতু এতক্ষণ নহিল বিদার॥ ইহা বলি সেইক্ষণ প্রসারিয়া কর। আঘাত করেন হরি নিজ বক্ষোপর॥ কে বুঝিতে পারিবেক ইহার প্রভেদ। কি ভাব কৃষ্ণের কবে নাহি জানে বেদ॥ কৃষ্ণের রোদনে কান্দে তথাকার জন। অক্রূর উদ্ধব আদি যত মহাজন॥ কুব্জা হেরিয়া তাহা অবাক্ হইল। চিত্র পুত্তলিকা সম চাহিয়া রহিল॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভাব যত সখীগণ। ব্যাকুলা হইয়া তথা করয়ে রোদন॥ শঙ্খের করাত সম কাটে সখীগণে। কোনমতে সুখোদয় নাহি হয় মনে॥ একে রাধিকার

দুঃখে দহে কলেবর। কৃষ্ণের দুঃখেতে দুনা দহিল অন্তর ॥ মরি কি ব্রজের ভাব হায় হায়। উলটিয়া বৃন্দা উঠি কৃষ্ণেরে বুঝায় ॥ সম্ভ্রমে ধরিয়া ধনী আপন অঞ্চল। মুছাইয়া দেয় তথা কৃষ্ণ চক্ষু-জল ॥ না কান্দ না কান্দ হরি স্থির কর মন। ব্রজধামে শীঘ্র চল ব্রজের জীবন ॥ তুমি গেলে রাধিকার চৈতন্য হইবে। কহিলাম তব কাছে নিশ্চয় জানিবে ॥ কৃষ্ণগত প্রাণ তার জানত শ্রীপতি। কৃষ্ণ পেলে প্রাণ প্রাপ্তা হইবে শ্রীমতী ॥ ওহে কালাচাঁদ কর দুঃখ পরিহার। দেখিতে না পারি তব চক্ষে জলধার ॥ এই রূপে বৃন্দা বহু বাক্যে বুঝাইয়া। নিজাঞ্চলে চক্ষুজল দিলা মুছাইয়া ॥ বসাইলা সিংহাসনে করি স্থিরতর। শিশু ভাষে ভক্তি আশে শুন অতঃপর ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ গমনার্থ শ্রীবৃন্দার নিবেদন ও বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান।

পয়ার। স্থির হয়ে বসিলেন যখন শ্রীহরি। বৃন্দা পুনঃ নিবেদয় যোড়কর করি ॥ তবে আর ব্রজনাথ বিলম্বে কি কায। বহু দিন শূন্য আছে ব্রজের সমাজ ॥ অশ্বে গজে রথে আরোহিয়া চল ব্রজে। কিম্বা আমাদের সঙ্গে চল পদব্রজে ॥ যে হয় বাসনা কর কমল লোচন। অধিক বিলম্বে আর নাহি প্রয়োজন ॥ শ্রীমতীকে মূর্চ্ছাগতা এসেছি রাখিয়া। অস্থির হয়েছে প্রাণ তারে না দেখিয়া ॥ অতএব কৃষ্ণ যদি করি কৃপা দান। অধীনীগণের অদ্য রক্ষা কর মান ॥ আমাদের কারণেও তথাকার জন। হইয়াছে সকলেতে অস্থির জীবন ॥ মথুরার অভিমুখে চেয়ে আছে সবে। ভাবিতেছে অবশ্যই আনিবে মাধবে ॥ বিশেষতঃ বিলম্ব দেখিয়া অতিশয়। বিলম্বেতে কার্য্যসিদ্ধি করেছে নিশ্চয় ॥ বাঞ্ছাকল্পতরু হরি বাঞ্ছা কর পূর্ণ। উঠ উঠ ব্রজনাথ ব্রজে চল তূর্ণ ॥ এত যদি বিনয়েতে বৃন্দাদেবী কয়। কৃষ্ণচন্দ্র হইলেন চিন্তিত হৃদয় ॥ এক্ষণেতে যাওয়া না হইবে বৃন্দাবনে। কি রূপেতে পাঠাইয়া দিব

সখীগণে ॥ না যাইব বলি যদি ইহাদের কাছে। এখনি মরিবে প্রাণে-সন্দেহ কি আছে ॥ এখানে মরিবে এরা সেখানেতে রাই। ঘটিল সঙ্কট বড় কি রূপে পাঠাই ॥ এই মত অনুক্ষণ করিয়া ভাবনা। মনোমধ্যে করিলেন স্থির সুমন্ত্রণা ॥ আশা বিনা সদুপায় নাহি কিছু আর। আশা দিয়া মনস্থির করিব সবার ॥ আশার আশ্রিত হয় জগতের জন। আশাতে অবশ্য বশ্য হবে সখীগণ ॥ আশা পেলে স্থির হবে রাধিকার মন। নন্দ নন্দরাণী সুখী হবেন দুজন ॥ জীব জন্তু আদি যত ব্রজে করে বাস। স্থির হবে পেলে সবে আমার আশ্বাস ॥ এই রূপে মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া। সখী-গণে কন কৃষ্ণ আশা দান দিয়া ॥ বৃন্দা প্রতি চাহি হরি বলেন বচন। অবশ্য করিব আমি ব্রজেতে গমন ॥ ব্রজ সম স্থান মম কোথা নাহি আর। কহিলাম সহচরী সাক্ষাতে তোমার ॥ বৃন্দা-বন বাসীগণ অন্য কেহ নয়। আমার জীবন সবে জানিবে নিশ্চয় ॥ কৃষ্ণপ্রাণা কমলিনী আছেন যেমন। রাধাগত প্রাণ কৃষ্ণ জানিবে তেমন ॥ নন্দ যশোদার কৃষ্ণ যেমন জীবন। নন্দ যশোদাও হন কৃষ্ণের জীবন ॥ ব্রজবাসীদের কৃষ্ণ বিনা নহে মতি। কৃষ্ণের যে ব্রজ ছাড়া কোথা নাহি গতি ॥ এমন ভাবেতে কৃষ্ণ কহিলেন কথা। শ্রীনন্দনন্দন কভু ছাড়া নন তথা ॥ সে ভাব বুঝিতে কেহ নাহি পারে আর। চক্রীর চক্রের ভাব বুঝে সাধ্য কার ॥ অনেক বচনে তুষি সখীদের মন। অনন্তর কন কথা কমললোচন ॥ রথেতে করিব আমি সুশীঘ্র গমন। অতএব এক কথা করহ শ্রবণ ॥ না পারিবে মম সঙ্গে যেতে যোগাইয়া। একারণে বলি যাহা শুন মন দিয়া ॥ কিঞ্চিৎ আমার অগ্রে হও অগ্রসর। পশ্চাতে পশ্চাতে আমি যাইব সত্বর ॥ না যাইতে সবে উত্তরিব আগে ভাগে। কহিতেছি সার কথা তোমাদের আগে ॥ কথায় বিশ্বাস যদি নাহি নয় মন। প্রমাণ তাহার কিছু করহ শ্রবণ ॥ বাঁশীটি আমার জান প্রাণের সমান। বাঁশী বিনা থাকিতে না পারি কোন স্থান ॥ বাঁশী লয়ে তোমা সবে চল ধীরে ধীরে। সঙ্গে সঙ্গে

তোমাদের যাইব অচিরে ॥ এরূপ কথায় কৃষ্ণ ভুলালেন মন। সখী দের মনে হৈল বিশ্বাস তখন ॥ যেই প্রভু জগতের মায়ার আধার। বিধি শিব মোহ প্রাপ্ত মায়াতে যাহার ॥ যাহার মায়ায় জীব ভ্রমে ত্রিভুবনে। সখীগণে তার মায়া বুঝিবে কেমনে ॥ আশ্বাসেতে আনন্দিতা হয়ে সখীগণ। স্বীকার করিল সবে কৃষ্ণের বচন ॥ অন্তর্যামী নরহরি জানিলেন মনে। বড়াই বসিয়া দ্বারে দ্বারীগণ সনে ॥ ক্ষীরসর আনি বহু আমার কারণ। দ্বারে রাখি পুরে প্রবেশিল সখীগণ ॥ সেই সব দ্রব্য তথা আগুলিয়া আছে। আমারে দেখিতে তার ইচ্ছা হইয়াছে ॥ একান্ত মনেতে বসি ভাবিছে আমায়। অতএব দেখা দিতে হইল ত্বরায় ॥ কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা ভাবিছেন মনে। এদিগেতে এক ভাব ভাবে সখীগণে ॥ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখে হয়েছে ভাবনা। কেমনে দিবেক অল্প ক্ষীর সর ছানা। সে কথাও নরহরি মনেতে জানিয়া। সখীগণে কিছু কথা কন লজ্জা দিয়া ॥ ব্রজ হতে তোমরা সকলে আসিয়াছ। আমার কারণে কিবা দ্রব্য আনিয়াছ ॥ সখীরা বলিল হরি তুমি মহীশ্বর। কি দ্রব্য আমরা দিব তোমার গোচর ॥ আমরা অবলা জাতি কাঙ্গালিনী অতি। তোমারে যে দ্রব্য দেই হেন কি শকতি ॥ কৃষ্ণ কন অবশ্যই দ্রব্য কিছু আছে। রিক্তহস্তে কেহ কি আইসে বন্ধু কাছে ॥ দ্বারদেশে রাখিয়াছ অনুভব হয়। আপনি দেখিব গিয়া আমি সমুদয় ॥ এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র চলেন তথায়। সভ্যগণ সকলেতে পাছে পাছে যায় ॥ কুবুজাও সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে ধাইলা। শিশু আশু ভক্তি আশে ভাষে কৃষ্ণলীলা ॥

অথ বড়াই সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ।

পয়ার। বড়াই বসিয়া দ্বারে দ্রব্য আগুলিয়া। ভাবিতেছে সখীদের বিলম্ব দেখিয়া ॥ এক জন না আইল ফিরিয়া এখন। আমি কি দেখিতে নাহি পাব কৃষ্ণধন ॥ বড়াই প্রবীণা বড় কৃষ্ণেতে ভকতি। মনে২ করিতেছে অনেক মিনতি ॥ আমিত

তোমার কৃষ্ণ জানি আদ্য মূল। কোন মতে কোন দিন নাহি ভ্রম ভুল॥ তবে তুমি লীলারসে করহ আমোদ। তব মতে তব পদে আমার প্রমোদ॥ অদ্য আমি আসিয়াছি দ্বারেতে তোমার। বাঞ্ছা কি করিবে পূর্ণ তুমি হে আমার॥ বাঞ্ছা কল্পতরু তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। দেখো যেন ও নামেতে কলঙ্ক না হয়॥ দীনা আমি তব দ্বারে আছি হে পড়িয়া। একবার দেখা দেহ এখানে আসিয়া॥ মনেং ভাবিতেছে করি আকিঞ্চন। এ সময়ে দ্বারে হরি উপনীত হন॥ বড়াইর পদে প্রণমিলা দয়াময়। দেখি তথাকার জনে চমৎকার হয়॥ ধন্য ধন্য করিয়া বাখানে সর্ব্বজনে। ধন্য ধন্য ত্রিভুবনে ব্রজগোপী গণে॥ কৃষ্ণচন্দ্র কন তুমি শুনহ বড়াই। মম হেতু কি এনেছ দেহ কিছু খাই॥ যশোদা মায়ের মত দেহ খাওয়াইয়া। এত বলি দাঁড়ালেন নিকটেতে গিয়া॥ বড়াই পসরা হাতে নিয়া ক্ষীরসর। তুলে দিল শ্রীকৃষ্ণের মুখের ভিতর॥ শ্রীকৃষ্ণ খাইয়া তাহা তৃপ্ত হয়ে কন। বহুদিনে খাইলাম পূর্ব্বের মতন॥ এইরূপে বড়াইর বাঞ্ছা পূরাইয়া। ক্রমে সব সখীগণে সন্তোষ করিয়া॥ দ্রব্য সব নিয়া হরি দূতে আজ্ঞা দিয়া। দেবকী মায়ের কাছে দেন পাঠা- ইয়া॥ কিছুং রাখিলেন কুবুজার ঘরে। সভাসদগণে কিছু দেন সমাদরে॥ অনন্তর দ্বারী আর ভৃত্য যত জন। কিছু কিছু সক- লেরে করেন অর্পণ॥ কৃষ্ণের ইচ্ছায় দ্রব্য হৈল শতগুণ। বিলায়ে মথুরা সহ না হইল ন্যুন॥ ব্রজের মাখন বলে সবারে জানান সখীদের অন্তরেতে আনন্দ বাড়ান॥ এই রূপে মহানন্দ হৈল সেই ক্ষণ। অপরে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ সখীদিগকে বৃন্দাবনের বেশ দেখান ও বাঁশী অর্পণ করেন।

পয়ার। বৃন্দা কহে নিবেদন করি শ্রীনিবাস। আমাদের মনে এক আছে অভিলাষ॥ বারেক ব্রজের বেশ করহ ধারণ। দেখুক

নয়ন ভরে মথুরার জন॥ এখানে সে বেশ তব কেহ দেখে নাই। একবার কুবুজারে দেখাইয়া যাই॥ আসিবার সময়ে প্রতিজ্ঞা করে আসি। ঘুচাইয়া রাজ বেশ ধরাইব বাঁশী॥ প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণ মম তূর্ণকর হরি। অনন্তর আমাদের দেহ সে বাঁশরী। বাঁশী লয়ে হৃষ্ট হয়ে ব্রজপুরে যাই। সঙ্গে সঙ্গে এসো রঙ্গে ব্রজের কানাই॥ দেখ কৃষ্ণ কথা যেন ব্যর্থ নাহি হয়। যেতে হবে অদ্য ব্রজে তোমারে নিশ্চয়॥ শুনিয়া বৃন্দার কথা কমললোচন। করেন ব্রজের বেশ তখনি ধারণ। ব্রজহতে যে সাজেতে এসেছেন হরি। রেখেছেন নিজে তাহা সযতন করি॥ ধড়া চূড়া পৃষ্ঠবাস নূপুর বাঁশরী। আনাইয়া গৃহ হতে পাঠায়ে কিঙ্করী॥ আপনি সাজেন হরি মনের আবেশে। প্রথমে আঁটেন ধটী নিজ কটি দেশে॥ ধড়া পরিবার কালে বলেন কানাই। দেখ বৃন্দা পেঁচ্‌ত ভুলিয়া যাই নাই॥ মাথায় মোহন চূড়া কিছু হেলাইয়া। বান্ধিলেন মনঃসাধে উষ্ণীষ খুলিয়া॥ কবচ ফেলিয়া আঁটি পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ বাস। অমল কমল মুখে মৃদুমন্দ হাস॥ করেতে কেয়ুর বালা কর্ণেতে কুণ্ডল। মকরের মুখ তাহে করে ঝলমল॥ গণ্ডস্থল সমুজ্জ্বল হইল এমন। মেঘের কোলেতে শোভে চপলা যেমন॥ গলায় মুকুতা মালা কৌস্তুভের সঙ্গে। পরিলেন কালাচাঁদ অতি মনোরঙ্গে॥ বনফুল হার তদুপরে উপহার। বর্ণিতে তাহার শোভা সাধ্য আছে কার॥ কটিতে ধটির পরে আঁটিয়া ঘুঙ্ঘুর। অবশেষে পরিলেন চরণে নূপুর॥ নূপুর পরিয়া কৃষ্ণ হরষিত মন। করিলেন ভঙ্গি ভাবে গতি বিলক্ষণ॥ আশ্চর্য্য সে গমনের ভাব দেখি তার। বড়াই বলিল কৃষ্ণ নাচ একবার॥ বড়াই বচনে হরি হয়ে হরষিত। নৃত্য আরম্ভেন তথা সখীর বিদিত॥ সখীগণ সানন্দেতে দেয় করতালি। ভঙ্গি করি তথায় নাচেন বনমালী॥ কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নূপুর। সখীগণ কর-তালি দেয় সুমধুর॥ মধুর কঙ্কণ ধ্বনি সহ পড়ে তাল। আনন্দে হইয়া ভোর নাচয়ে গোপাল॥ স্বর্গে থাকি সুরগণ করি দরশন।

আরম্ভ করিলা তথা দুন্দুভি বাজন।। সুমধুর বাদ্যধ্বনি উঠিল গগণে। হেথা প্রভু নাচিছেন মথুরাভবনে।। বেশ আর নৃত্য তাঁর করি দরশন। মোহিত হইল যত মথুরার জন।। অক্রুর উদ্ধব আদি যত সাধুজনে। ধন্য ধন্য করিয়া বাখানে গোপীগণে।। ধন্য গোপীগণ আর ধন্য ব্রজপুর। হেন নৃত্য নিত্য নিত্য দেখিল প্রভুর।। কুবুজা দেখিয়া রূপ মোহিত হইল। বৃন্দা আদি সখী-দের মানস পূরিল।। তবে বহুক্ষণ কৃষ্ণ নিত্য সাঙ্গ করি। বৃন্দারে বলেন সখি ধর এ বাঁশরী।। বাঁশী লয়ে তোমা সবে করহ গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে যাব নির্জ্জনে কথন।। পথের গতিকে যদি কিছু গৌন হয়। বাঁশী দিয়া শান্ত কর রাধার হৃদয়।। সে সময় না যাবেন জানেন অন্তরে। তবে কি তথায় কথা কন মিথ্যা করে।। কৃষ্ণবাক্য মিথ্যা হলে মিথ্যা হয় বেদ। একারণে কহিলেন করিয়া প্রভেদ।। কহিলেন সত্যেশ্বর সত্য জানাইয়া। পশ্চাতে পশ্চাতে যাব কৌশল করিয়া।। চক্রীর চক্রের কথা বুঝে সাধ্য কার। সখীদের মনে বাড়ে আনন্দ অপার।। তবে বৃন্দা সহচরী বাঁশী করে নিয়া। কৃষ্ণের কথায় অতি পুলকে পূরিয়া।। একত্রে মিলিলা হয়ে সখী নয়জনে। ভূমিলুঠি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে।। বড়াই বন্দিয়া কৃষ্ণ করেন প্রণতি। পরস্পর হৃদয়েতে পুলকিত অতি।। কৃষ্ণ আসা আশা আর পাইয়া মুরলী। সখীরা চলিল ব্রজে হয়ে কুতুহলি।। হয়েছিল ভয় আগে কুবুজার মনে। কৃষ্ণ লয়ে যায় পাছে গোকুল ভবনে।। সে ভয় ঘুচিয়া হৈল আনন্দ উদয়। কৃষ্ণ-সহ কুবুজিনী পুরে প্রবেশয়।। অক্রুর উদ্ধব আদি সভাসদ গণ। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য দেখি আনন্দিত মন।। সখীগণে প্রবোধিয়া কৃষ্ণ হরষিত। শিশুরাম দাসে ভাষে কথা সুললিত।।

অথ বৃন্দাদি সখীগণের শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী লইয়া মথুরা হইতে ব্রজে আগমন।

পয়ার। কৃষ্ণ আসা আশা আর বাঁশরী পাইয়া। বৃন্দা আদি সব সখী পুলকে পূরিয়া।। বড়াই সহিতে হয়ে একত্রে মিলন। গোকুলের অভিমুখে করয়ে গমন।। হংসীর গমনে চলে অতি ধীরে ধীরে। ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় পাছে ফিরে ফিরে।। আসি-তেছে বটে কি না কমললোচন। ইহা ভাবি পুনঃ পুনঃ করে নিরীক্ষণ।। যমুনায় নৌকাযানে আরোহণ করি। উত্তরিল অনু-ক্ষণে গোকুল নগরী।। আছয়ে নাগরী সব পথ নিরীক্ষিয়া। কখন আসিবে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণে লইয়া।। সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ না দেখি তখন। হইল সকলে কিছু চিন্তাযুক্ত মন।। কিন্তু সখীদের দেখি বদন সস্মিত। ভাবিল পশ্চাতে হরি আছেন নিশ্চিত।। যে হয় জানিগে বলি অগ্রসার ধায়। কৃষ্ণকই কৃষ্ণকই বলিয়া সুধায়।। সখীরা সকলে ক্রমে দেয় পরিচয়। শ্রবণে হইল সবে সানন্দ হৃদয়॥ কতক্ষণে উত্তরিল রাধার আলয়ে। দেখে রাধা রয়েছেন মূর্চ্ছাগতা হয়ে।। চারিপার্শ্বে বসিয়াছে অনেক সঙ্গিনী। স্বর্ণলতা সমা পড়ে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী।। দেখিয়া রাধার মুখ ব্যথিত অন্তরে। হর্ষমুখে ডাকে সখী অতি উচ্চৈঃস্বরে। উঠ উঠ উঠ ওগো কম-লিনী রাই। আইল শ্রীকৃষ্ণ তব চিন্তা আর নাই।। যেই মাত্র এইরূপে শ্রীবৃন্দা ডাকিল। চমকিয়া রাধাসতী অমনি উঠিল।। উঠিয়া বসিয়া রাই বলে সই সই। কই কই কই মম প্রাণ কৃষ্ণ কই।। কৃষ্ণকই কৃষ্ণকই কৃষ্ণকই কই। বল বল শীঘ্র বল বল প্রাণসই।। বৃন্দা কয় প্যারি এই বাঁশী দিলা হরি। আসিছে পশ্চাতে রথে আরোহণ করি।। আইল বিলম্ব আর নাহিক বিস্তর। কৃষ্ণের বাঁশরী প্যারি ধরগো সত্বর।। কেমনি প্রভুর ইচ্ছা অদ্ভুত কথন। বাঁশীতে উদয় হৈলা শ্রীনন্দনন্দন॥ বাঁশীতে আসিয়া হরি কৈলা আবির্ভাব। বাঁশী দৃষ্টে শ্রীমতীর বাড়ে মনো-

ভাব॥ আন্ আন্ বাঁশী আন্ হৃদয়েতে ধরি। উত্তাপিত প্রাণ মোর সুশীতল করি।। বাঁশী নহে সহচরি এই সেই কালা। এ বাঁশীতে নিভাইব হৃদয়ের জ্বালা।। এত বলি কমলিনী বাঁশী নিয়া করে। রাখিলেন সেই বাঁশী হৃদয় উপরে॥ শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে হতেন যেমন। বাঁশী আলিঙ্গিয়া রাধা হলেন তেমন।। অনুক্ষণ কৃষ্ণ বাঁশী হৃদয়েতে ধরি। মনেতে ভাবেন প্যারী না আসিবে হরি।। মনস্তাপ শান্তি হেতু পাঠায় বাঁশরী। বাঁশীতে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ সুখভোগ করি।। যাহা হউক্ তাপ শান্তি নিয়া প্রয়োজন। বাঁশী নহে এই সেই শ্রীনন্দনন্দন।। এই কথা মনে মনে করি অনুমান। সখীগণ ডাকি কাঁছে করেন্ কল্যাণ।। বড়াইর চরণেতে প্রণতি করিয়া। করিলেন তুষ্টা তারে অনেক কহিয়া।। অনন্তরে বাঁশী প্যারী করিয়া ধারণ। সকল সখীকে ডাকি বলেন বচন।। বাঁশী নিয়া সবে হৃদে ধর একবার। শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ শান্তি হইবে সবার।। এত বলি দেন বাঁশী সখীদের করে। সকলেই বাঁশী নিয়া হৃদয়েতে ধরে।। সখীদের তাপ শান্তি করাইয়া সতী। ললিতারে ডাকি তথা বলেন শ্রীমতী।। নন্দ নন্দরাণী কৃষ্ণ শোকেতে অস্থির। বাঁশী স্পর্শে করাইয়া করগো সুস্থির।। সখীগণ আদি যত আছয়ে কাতর। সকলের তাপশান্তি করগো সত্বর।। পরেতে আনিয়া বাঁশী দিওগো আমারে। এ কথা বলিয়া বাঁশী দেন ললিতারে।।

অথ কৃষ্ণ বাঁশী প্রাপ্তে সে সময়ে ব্রজবাসী তাবতের তাপ শান্তি।

পয়ার। শ্রীমতীর আজ্ঞামতে ললিতা উঠিয়া। সযতনে বাঁশরিটী করেতে লইয়া॥ নন্দালয়ে গিয়া শীঘ্র হয়ে উপনীত। সাক্ষাত করিয়া তথা যশোদা সহিত।। কহিলেন শুন রাণী করি নিবেদন। যাইয়াছিলাম মোরা মথুরা ভবন॥ বিকিছলে গিয়া সেই মথুরা

ভবনে। দেখিয়া এসেছি রাণী তোমার নন্দনে।। কহিলাম তোমা-দের সবাকার দশা। শুনিয়া দুঃখিত কৃষ্ণ হইয়া সহসা।। কহিল কহিবা মায়ে যাইব সত্বর। ভাবিয়া জননী যেন না হন কাতর।। মাতা পিতা সখা সখী সকলে কহিবে। অবিলম্বে নীলমণি ব্রজেতে আসিবে।। ইহা বলি এই বাঁশী দিল মম করে। কহিল বাঁশীটী তুমি রাখ নিয়া ঘরে।। যখন যাহারে তুমি দেখিবে কাতর। বাঁশী স্পর্শ করাইবে তাহারে সত্বর।। তা হইলে তাপ শান্তি হইবে তখন। ইহা বলি বাঁশরিটী করিল অর্পণ।। এই আমি আনিয়াছি দেখ দৃষ্টি করি। তাপ শান্তি কর রাণী স্পর্শীয়া বাঁশরী।। যেই মাত্র নন্দ রাণী একথা শুনিল। পড়িয়া আছিল ভূমে অমনি উঠিল।। আহ্লাদেতে ললিতারে দিয়া আলিঙ্গন। কৃষ্ণের বাঁশীটী করে করিল ধারণ।। বাঁশী স্পর্শে হেন ভাব উপজিল তার। কোলেতে পাইল যেন শ্রীকৃষ্ণ কুমার।। ধন্য রাণী পুণ্যবতী ধন্য তার ভাব। বাঁশীতে হলেন কৃষ্ণ ক্রোড়ে আবি-র্ভাব।। রাণীর স্নেহের কথা অদ্ভুত কথন। কৃষ্ণ বোধে বাঁশরীর মুখে দিলা স্তন।। স্বর্গে থাকি বিধি দেখি করে হায় হায়। ধন্য ধন্য শত ধন্য রাণী যশোদায়।। অনুক্ষণ ক্রোড়ে বাঁশী করিয়া ধারণ। তাপ শান্তি যশোদার হইল তখন।। অনন্তর শ্রীনন্দ আপনি তথা আসি। রাণী স্থানে নিয়া ক্রোড়ে করিলেন বাঁশী।। রাণীর মতন শান্তি হৈল তার তাপ। বাঁশীকে চুম্বন করে সম্বো-ধিয়া বাপ।। অনন্তর কৃষ্ণের যতেক সহচর। শ্রীদাম সুবল আদি আসিয়া সত্বর।। ক্রমেতে সকলে বাঁশী করিয়া স্পর্শন। করিলেক সে সময়ে সন্তাপ মোচন।। কোন কোন রাখালেতে আনন্দে পূরিয়া। গোগণের গাত্রে দেয় বাঁশী ছোঁয়াইয়া।। অপূর্ব্ব ব্রজের ভাব বর্ণে সাধ্য কার। ভাবিলে পাষাণ গলে পাষণ্ড কি ছার।। ব্রজ ভাবে ভাবকের নাহি ভব ভয়। বলেছেন প্রভাসেতে ব্যাস মহাশয়।। শ্রবণ করহ পরে বাঁশরীর কথা। ললিতা লইয়া পুনঃ বাঁশরিটী তথা।। শ্রীমতীর নিকটেতে করিল অর্পণ। রাখিলেন

কমলিনী করিয়া যতন॥ মতান্তরে দূতী আনে বাঁশটী যখন। প্রকা- হলেন কুঞ্জে শ্রীনন্দ নন্দন॥ শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শ্রীমতী বসিল। ভক্তের মনের ধ্বান্ত অন্তর হইল॥ ভবাব্ধি তরণে তরী রাধাকৃষ্ণ পদ। তাহে আরোহিয়া শিশু ভাবে গদ গদ॥ গুড়া-ইয়া গুণ সারি গুণ সারি গাই। কে যাবে ভবের পারে সঙ্গে এসো ভাই॥ ভক্তি কেরুয়াল ধর ভাবের বাতাস। প্রেম পালি তুলে চল না হবে আয়াস॥ ব্রজ গোপীকার কভু না ছাড়িও সঙ্গ। ভাবভরে তরে যাই ভবের তরঙ্গ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা ও কংস ধ্বংসশ্রবণে জরাসন্ধের ক্রোধবর্ণন।

পয়ার। অস্থি প্রাপ্তি নামে দুই জরাসন্ধ সুতা। সর্ব্বগুণ-ধরাধন্যা মান্যা পুণ্যযুতা॥ কংসরাজে জানি মহাবীর চূড়ামণি। মনোপ্রীতে জরাসন্ধ অর্পিল নন্দিনী॥ কংসরাজ পাটরাণী করে দুই জনে। বহুদিন বঞ্চে সুখে মথুরা ভবনে॥ কালাগতে কাল-সম শ্রীকৃষ্ণ হইয়া। মহাবীর কংসে ধ্বংস হেলায় করিয়া॥ উগ্র-সেনে রাজ্যভার করিয়া প্রদান। করেন আপনি তার কার্য্য সমা-ধান॥ কংসের নিধনে কংস জায়া দুই জন। পতি শোকে অতি-শয় করিয়া ক্রন্দন॥ জনকের কাছে গিয়া দিল সমাচার। শুনি কোপে জরাসন্ধ অগ্নি অবতার॥ জিজ্ঞাসিল কংসেরে কে করিল নিধন। অস্থি প্রাপ্তি বলিলেক গোপের নন্দন॥ কেহ কেহ বলে বসুদেবের তনয়। গোপনেতে ছিল গিয়া গোপের আলয়॥ সময় পাইয়া সেই হইয়া প্রকাশ। তব জামাতারে আসি করিল বিনাশ॥ এত বলি ভূমিতলে পড়ে দুই জন। তাহা দেখি শোকে রাজা করয়ে রোদন॥ মুহূর্ত্ত মধ্যেতে রাজা শোক সম্ব-রিয়া। মহাকাল সর্পসম উঠিল গর্জ্জিয়া॥ হুঙ্কারেতে কত বীর কম্পমান হয়। অকালে সকাল যেন মানিল প্রলয়॥ ফুটি সম মাটি ফাটে চরণের ঘায়। কার সাধ্য সে সময়ে সম্মুখেতে যায়॥

সেনাপতি বলি রাজা দম্ভে হাঁক দিল। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে সে শব্দ ভেদিল।। শব্দ শুনি সুরনাথ পাইলেন ভয়। সেনাপতি আসি হৈল সম্মুখে উদয়।। মগধের সেনাপতি মৃঢ্য নাম ধরে। মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল যারে ভয় করে।। মৃঢ্য বলে মহারাজ কি কার্য্য করিব। সুরেশের কেশে ধরে কাছে কি আনিব।। পাতাল হইতে শীঘ্র বলিকে ধরিয়া। বলেতে আনিব তব নিকটে বান্ধিয়া।। বাসুকির মাথা হতে পৃথিবী কাড়িয়া। সাগরের জলেতে কি দিব ডুবাইয়া।। সুমেরু পর্ব্বত ভা[illegible]রিব কি চূর্ণ। কি করিব মহা-রাজ আজ্ঞা কর তূর্ণ।। হয়েছ আপনি কার প্রতি প্রতিকুল। বল রাজা কার বংশ করিব নির্ম্মূল।। জরাসন্ধ বলে সৈন্য করহ সাজন। আপনি যুদ্ধেতে আমি করিব গমন।। শুনেছ মথুরাধামে বসুদেব নাম। তার পুত্র দুই জন কৃষ্ণ বলরাম।। কংসের ভয়েতে পূর্ব্বে ছিল পলাইয়া। বাড়িয়াছে বল দেহে গোপান্ন খাইয়া।। বিনাদোষে বধ করিয়াছে জামাতারে। বিধবা করেছে মম দুটি দুহিতারে।। উগ্রসেন অধমেরে দিয়া রাজ্য ভার। আপনারা কাছে থাকি কার্য্য করে তার।। অতি দর্প হইয়াছে তাদের শরীরে। উপযুক্ত ফল দিতে হইবে অচিরে।। অতএব শীঘ্র কর সেনার সাজন। এই দণ্ডে মথুরায় করিব গমন।। গতমাত্রে সে দুটারে আগে বিনাশিব। তার পরে যদুকুল নির্ম্মূল করিব।। রাম যেন সবংশেতে বধিল রাবণে। জমদগ্নি সুত যেন নাশে ক্ষত্রি-গণে।। সেইমত যদুগণে করিব নিঃশেষ। তবে সে আমার দম্ভ জানিবে বিশেষ।। এত বলি ক্রোধে জ্বলে মগধ রাজন। আজ্ঞা দিল করিবারে সেনার সাজন।। আজ্ঞামতে সাজাইতে সেনা সেনাপতি। উপনীত হৈল গিয়া অতি শীঘ্রগতি।। বাহিনীতে উত্তরিয়া মৃঢ্য বীরবর। আদেশিল সেনাগণে সাজিতে সত্বর।। শিশু আশু ভাষে ভয়ে করিয়া শ্রবণ। জরাসন্ধ নৃপতির সেনার সাজন।।

অথ জরাসন্ধের যুদ্ধ যাত্রা।

ত্রিপদী। সাজিল সেনানি দল, পদভরে ভূমিতল, টল টল করিতে লাগিল। শব্দে স্তব্ধ যত লোক, ত্রস্ত হৈল সপ্ত লোক, প্রলয়ের কল্লোল উঠিল।। যুড়ি হাট ঘাট বাট, চলিল মাগধী ঠাট, ঠাট নাট করিতে করিতে। কেহ ক্রোধে দেয় লম্ফ, কেহ বা বাজায় ডম্ফ, কেহ নৃত্য করে হরষিতে।। বাজে শৃঙ্গ কাড়া ঢোল, জগঝম্প ঝাঁঝরোল, খরতাল করতাল [illegible]সী। কাঁসোর আশোর জাঁক, তুতুরী ধুধুরী বাঁক, বীণ বীণা সপ্তসরা বাঁশী।। বাজে রণ জয়ঢাক, সেনাগণে দেয় হাঁক, কত কত তাহার কাহিনী। কেহ ধরে ধনুর্ব্বাণ, কেহ করে হান হান, বাহিনী আঠার অক্ষৌহিণী।। ক্রোধে করে হুলস্থূল, কেহ কেহ শেল শূল, করে ধরে করে মহাদম্ভ। দম্ভে করে হাম হুম, হইল এমন ধুম, যেন মহাপ্রলয় আরম্ভ।। দেখিয়া সৈন্যের কাণ্ড, আর নানা বাদ্যভাণ্ড, জরাসন্ধ হরষিত মন। সশস্ত্রেতে সজ্জা করি, বৃহৎ দ্বিরদোপরি, অবিলম্বে কৈল আরোহণ।। নাহিক তিলেক শঙ্কা, বাজয়ে যুদ্ধের ডঙ্কা, মথুরায় আসি উত্তরিল। ব্যূহ করি শত্রুপুর, জরাসন্ধ মহাশূর, মুহূর্ত্তেতে নগর বেড়িল।। জরাসন্ধ আগমন, শুনি যত যদুগণ, মহাভয়ে অস্থির হইয়া। কৃষ্ণে কৈল নিবেদন, কৃষ্ণচন্দ্র সেইক্ষণ, বলরামে কহেন ডাকিয়া।। দলিতে দুষ্টের দল, দুই ভাই মহাবল, করিলেন যুদ্ধের সাজন। শিশুরাম দাসে ভাষে, পৃথিবীর ভার নাশে, অবতার বিভু সনাতন।।

অথ কৃষ্ণবলরামের যুদ্ধে গমন ও জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ।

পয়ার। কৃষ্ণের ইচ্ছায় রথ অতিমনোহর। স্বর্গহৈতে দুই খানি আইল সত্বর।। একখানি তালধ্বজ একখানি পক্ষ। অস্ত্র শস্ত্র তারমধ্যে পূর্ণ লক্ষ লক্ষ।। অক্ষয় অজয় রথ দেখিয়া নয়নে।

উঠিলেন দুইভাই আনন্দিত মনে।। তালধ্বজে বলরাম পক্ষীধ্বজে হরি। প্রবেশেন রণভূমে শঙ্খনাদ করি।। বিশাল শঙ্খের নাদে পূরিল গগণ। চমকিল সপ্তলোক কাঁপে শত্রুগণ।। কৃষ্ণে দেখি জরাসন্ধ হয় অগ্রসর। কালান্তক যমসম হাতে ধনুঃশর।। দূরে-হতে ডাকি বলে শুনরে গোপাল। গোপের উচ্ছিষ্ট ভোগে হইয়া বিশাল।। হইয়াছে মনে তোর বড় অহঙ্কার। পড়িলি আমার কোপে নাহিক নিস্তার।। এই দণ্ডে পাঠাইব শমনভবন। দেখি তোরে রক্ষা আজি করে কোনজন।। এতবলি মহাকোপে ধরি শরাসন। কৃষ্ণের উপরে বাণ করে বরিষণ।। কৃষ্ণচন্দ্র ধনুকেতে পূরিয়া সন্ধান। বাণে বাণে বাণ তার করি খান খান।। করেন অসংখ্য বাণ হরি বরিষণ। মুহুর্ত্তেকে আচ্ছাদিল সকল গগণ।। রোধিল সূর্য্যের তেজ হৈল অন্ধকার। রণভূমে দৃষ্টি আর নাহি চলে কার।। অস্থির হইল সৈন্য বায়ু হৈল রোধ। দেখি তাহা জরাসন্ধে বাড়ে মহাক্রোধ।। মহাক্রোধে মহাবীর বাণ বরষিয়া। ফেলিল কৃষ্ণের বাণ সমস্ত কাটিয়া।। পুনরপি বাণ বীর করে অবতার। বাণে বাণে কৃষ্ণ তাহা করেন সংহার।। হস্তীপরে যুঝে বৃহদ্রথের নন্দন। তাহা দেখি বিবেচিয়া কমললোচন।। পাঁচবাণে কাটিলেন দ্বিরদের শির। দেখি কোপে জরাসন্ধ হইল অস্থির।। ভূমে নামি যুদ্ধ করে বীর মহাবল। রথে ভ্রমে ভ্রমে ভূমে রণেতে অটল।। এইরূপে দুইজনে ঘোর যুদ্ধ হয়। এদিকেতে বলদেব করেন প্রলয়।। হস্তী যেন প্রবেশিয়ে দলে নলবন। সে সময়ে সেইমত রোহিণী নন্দন।। সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া কৈল মহামার। তিষ্ঠিতে না পারে সৈন্য অগ্রেতে তাহার।। তালধ্বজ রথে থাকি বীর হলধর। বিন্ধিয়া মাগধ সৈন্য করিলা জর্জ্জর।। শ্রাবণের ধারা সম বরিষয়ে বাণ। কারো হস্ত পদ কাটে কারো নাক কাণ।। কারো কাটে জানু জংঘা কারো উরুদেশ। খণ্ড খণ্ড করি কারো করয়ে নিঃশেষ।। কারো কাটে কক্ষ বক্ষ কারে করে চির। কারো বা মুকুট সহ কাটি পাড়ে শির।। হস্তী ঘোড়া রথ রথী কাটে

অনিবার। রুধিরে হইল নদী বহিল পাথার॥ রক্তে ভাসে মৃতদেহ কে করে গণন। দেখিয়া পলায় সৈন্য ভয়ে অগণন॥ তাহা দেখি বীর মৃঢ্য হৈল আগুয়ান। মাগধী বাহিনী মধ্যে বীরের প্রধান॥ সৈন্যে আশ্বাসিয়া আসি কৈল মহামার। তারে দেখে ক্রোধেজ্বলে রোহিণীকুমার॥ নানাবাণ বরিষণ করেন তখন। বাণে বাণে মৃঢ্য তাহা করিছে নিধন॥ উভয়েতে নানা অস্ত্র করে অবতার। উভয়ে উভয় অস্ত্র করয়ে সংহার॥ এইরূপ অনুক্ষণ করিয়া সমর। প্রায় হৈল জয় যুক্ত মৃঢ্য বীরবর॥ তাহা দেখি হলধর বিবেচিয়া মনে। শর সহ শরাসন ত্যজি সেইক্ষণে॥ লইয়া মুষল হল লম্ফদিয়া তূর্ণ। মুষল আঘাতে তার রথ করে চূর্ণ॥ পরে হলে আকর্ষিয়া মৃঢ্য বীরবরে। বধিলেন মুষলের ঘায়েতে সত্বরে॥ অবিলম্বে নিজ রথে করি আরোহণ। ধনু ধরি পুনঃ বাণ করেন বর্ষণ॥ তাহাতে মাগধ সৈন্য হইল অস্থির। বলাইর অস্ত্রে কেহ নাহি হয় স্থির॥ বলাই করিলা যদি মহা মহামার। পলায় সকল সৈন্য করি হাহাকার। দূরে থাকি জরাসন্ধ দেখিতে পাইল। সৈন্য ভঙ্গিয়ান দেখে ক্রোধ উপজিল॥ মহাক্রোধে মহাবীর কৃষ্ণ যুদ্ধ ছাড়ি। বলরাম অগ্রেতে আইল তাড়াতাড়ি॥ বলাই প্রবল যুদ্ধ করেন যথায়। অতিবেগে উপনীত হইয়া তথায়॥ শরাসন ধরি শর করে বরিষণ। বলাইর যত বাণ করিল নিধন॥ পুনরপি মহাক্রোধে করে বাণ বৃষ্টি। রণস্থল অন্ধকার নাহি চলে দৃষ্টি॥ তাহাদেখি বলদেব ক্রোধে হুতাশন। মুহূর্ত্তে তাহার বাণ করিয়া নিধন॥ পুনঃ বাণ বরিষণ করেন সঘনে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটেন সেনাগণে॥ তাহা দেখি জরাসন্ধ অগ্নিসম হয়। পুনরপি বাণবৃষ্টি করে সাতিশয়॥ উভয়ের বাণে হৈল উভয়ে জর্জ্জর। রক্তেসিক্ত হইল উভয় কলেবর॥ এ দিগেতে কৃষ্ণচন্দ্র জগত ঈশ্বর। সৈন্য ক্ষয় করিবারে হইয়া সত্বর॥ সুদর্শনচক্র শীঘ্র করিয়া ক্ষেপণ। একেবারে সর্ব্ব সৈন্য করেন নিধন॥ সর্ব্ব সৈন্য ক্ষয় যদি হৈল রণস্থলে। তাহা দেখি জরাসন্ধ ভাসে চক্ষুজলে॥

একাকী করয়ে যুদ্ধ তবু নাহি ডরে॥ আকাশে থাকিয়া দেখি অসুর অমরে॥ অসুরেরা কহে হোকু জরাসন্ধ জয়ী। দেবতায় বলে হউন বলাই বিজয়ী॥ এখানেতে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয়। দুজনে সমান যুঝে কেহ ন্যূন নয়॥ তবে বলদেব হয়ে অতি ক্রোধমন। শীঘ্রগতি ত্যজিয়া হাতের শরাসন॥ হলধর হলকরে করিয়া ধারণ। লম্ফদিয়া ভূমিপরে পড়িল তখন। হলাগ্রেতে জরাসন্ধে করি আকর্ষণ। মূষল আঘাতে চান করিতে নিধন॥ দূরে হৈতে দরশন করিয়া শ্রীহরি। দ্রুত আসি জ্যেষ্ঠের দুকর চাপি ধরি॥ না মার না মার দাদা মগধ রাজনে। ইহা হৈতে বহু কার্য্য হইবে সাধনে॥ ইহা বলি ছাড়াইয়া দিয়া সেইক্ষণ। কহিলেন গৃহে যাও মগধ রাজন॥ অপমান পেয়ে জরাসন্ধ দেশে যায়। দুই ভাই কোলাকুলি করেন তথায়। তার পরে বলরামে কন পরিচয়। বৃহদ্রথ সুত আমাদের বধ্য নয়॥ এত বলি বলদেবে রাখি বুঝাইয়া। গৃহেতে গেলেন তবে যুদ্ধ নিবর্ত্তিয়া॥ শিশুরাম-দাসে ভাষে ব্যাসের বচন। পুনর্ব্বার জরাসন্ধ করে আগমন॥

অথ জরাসন্ধ কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার মথুরায় আগমন করে।

পয়ার। দেশে গিয়া জরাসন্ধ ভাবিয়া অস্থির। কি রূপেতে জয়ী হব রাম কৃষ্ণ বীর॥ দুর্জ্জয় হয়েছে দুটা যাদবের দলে। ইহারা থাকিতে রক্ষা নাহি ভূমণ্ডলে॥ সুরাসুর নরে আমি নাহি করি শঙ্কা। আমার নামেতে বাজে ত্রিলোকেতে ডঙ্কা॥ চন্দ্র সূর্য্য বরুণ কুবের হুতাশন। শুনিলে আমার নাম ভয়ে অচেতন॥ হইলাম গোপসুত কাছে পরাঙ্মুখ। ইহার অধিক আর কি আছে অসুখ॥ অপমান অপকীর্ত্তি অপযশ আর। কিবা আছে ত্রিভুবনে অধিক ইহার॥ চিন্তায় বাড়িয়া চিন্তা হৈল সমাকুল। কি রূপেতে যদুকুল করিব নির্ম্মূল॥ মনে মনে ভাবে আর বাহিনী যোটায়। র্ব্ব মত সৈন্য যোগ করি পুনরায়॥ পুনশ্চ মথুরা ধামে আসি

দুরাচার। পূর্ব্বমত মথুরায় কৈল মহামার॥ যুদ্ধ বার্ত্তা পেয়ে রাম কৃষ্ণ পুনর্ব্বার। দুই ভাই বহুবিধ করিয়া বিচার।। পূর্ব্বমত রণ সজ্জা করিয়া তখন। পূর্ব্বমত জরাসন্ধ সঙ্গে মহারণ।। পূর্ব্বমত পুনরায় হারিয়া পলায়। তথাপি দুর্ব্বোধ শক্র ক্ষান্ত নাহি পায়।। এইরূপে বার বার সপ্তদশ বার। আসিয়া করিল যুদ্ধ দুষ্ট দুরাচার।। তথাপি কৃষ্ণের কিছু না করিতে পারি। মনে মনে দুঃখ তার হৈল অতি ভারি।। আসিয়া হারিয়া যায় এই অভিমানে। লজ্জা আসি আবির্ভাব করিলেক প্রাণে॥ স্বদেশে না গিয়া বীর চলিল কৈলাসে। কৃত্তিবাসে আরাধিতে যুদ্ধ জয় আশে।। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল সভাজন। সসৈন্যেতে পুনঃ গিয়া মথুরা ভবন।। যদ্যপি বধিতে পারি কৃষ্ণ বলরাম। তবেত রহিবে মম জরাসন্ধ নাম।। এত ভাবি কৈলাসের অভিমুখে যায়। পথমধ্যে নারদ ঋষির দেখা পায়।। নারদে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল। আপন অবস্থা গুলি সকলি কহিল।। নারদ বলেন তপস্যায় কিবা ফল। যাতে জয়ী হতে পার শুন মহাবল॥ আছয়ে যবন প্রজা অনেক তোমার। পাঠাও সে সব গণে যুদ্ধে এইবার।। যবনের কাছে কৃষ্ণ হবে পরাজয়। কহিলাম সুমন্ত্রণা তোমারে নিশ্চয়।। শুনি রাজা হরষিত হয়ে বড় মনে। সেই দণ্ডে ফিরে গেল আপন ভবনে॥ ডাকিয়া যবন গণে বলিল বচন। অবিলম্বে বেড়ো গিয়া মথুরাভবন।। রাম কৃষ্ণে মারি কর দেশ উপকার। বিলম্ব কিঞ্চিৎ ইথে নাহি কর আর।। শুনিয়া রাজার আজ্ঞা যবনের গণ। শীঘ্র গতি বেড়িলেক মথুরা ভবন॥ যবনের অধিপতি যে কাল যবন। নিজ কাল হেতু গেল সে মধুভবন।।

অথ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকা পুরী নির্ম্মাণ করিয়া পরিবার তথায় রাখেন।

পয়ার। যদ্যপি মথুরাপুরী বেড়িল যবন। শুনি কৃষ্ণ হইলেন চিন্তাযুক্ত মন।। নহেত আমার বধ্য এই দুষ্টগণ। ইহা সব কি

রূপেতে করিব নিধন ॥ পাছে এরা স্পর্শে মম জাতি পরিবার। এই হেতু মনে মনে করিয়া বিচার ॥ সমুদ্রেরে ডাকিলেন বসি যোগাসনে। আসিয়া সাগর উপনীত সেইক্ষণে ॥ করযোড় ধুনীপতি বলেন বচন। আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করিব সাধন ॥ কৃষ্ণ কন মধ্যে তব দ্বাদশ যোজন। স্থান দান কর তুমি আমারে এখন ॥ তথায় করিয়া পুরী পরিবার সহ। বাস আমি তোমাতে করিব অহরহ ॥ শুনিয়া সাগর বড় সন্তোষিত মনে। অঙ্গীকার করিলেন কৃষ্ণের বচনে ॥ তবে হরি বিশ্বকর্ম্মে ডাকিয়া তখন। নির্ম্মাণ করিতে পুরী বলেন বচন ॥ বিশ্বকর্ম্মা ব্যস্ত হয়ে অতি শীঘ্রতর। করিলেন পুরী জিনি অমর নগর ॥ সুরেশের ঘর জিনি রাম কৃষ্ণ ঘর। আর আর ঘর তথা অপূর্ব্ব বিস্তর ॥ পুরী নির্ম্মাইয়া বিশ্বকর্ম্মা শীঘ্রগতি। নিবেদন করিলেন যথায় শ্রীপতি ॥ তবে কৃষ্ণ হর্ষ মনে পরিবারগণে। রাখিলেন যোগ বলে দ্বারকা ভবনে ॥ পরিবারগণে তাহা কিছু না জানিল। মথুরায় আছি যেন মনেতে ভাবিল ॥

অথ কালযবনাদি বিনাশ।

পয়ার। পরিবার সহ তথা আছেন শ্রীহরি। বলরাম সঙ্গে তথা সুমন্ত্রণা করি ॥ যবন সম্মুখে আসি দরশন দিয়া। ভয়ে ভীত হয়ে যেন যান পলাইয়া ॥ হেন ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র করেন গমন। দেখিয়া পশ্চাতে ধায় যবনের গণ ॥ ধর ধর শব্দ করি ধায় ধরিবারে। ধরে ধরে করে কিন্তু ধরিতে না পারে ॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি যেই নারায়ণ। রূপারূপ দুই রূপ যাঁহার কল্পন ॥ ধ্যানেতে ধরিতে যারে নারে ঋষি গণে। কেমনে ধরিবে তাঁরে দুষ্টশীল জনে ॥ ক্ষণে অদর্শন হন ক্ষণেতে দর্শন। এইরূপে বহু দূর করিয়া গমন ॥ বনের ভিতরে প্রবেশেন মহাভাগ। সঙ্গে সঙ্গে যবনেরা নাহি ছাড়ে নাগ ॥ মহাবন মধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূধর। প্রকাণ্ড গুহার দ্বার আছে পরিসর ॥ তাহা দেখি মুরহর যবনে চাহিয়া।

প্রবেশেন শীঘ্র সেই গুহামধ্যে গিয়া॥ যবনেরা দেখে হরি গুহা প্রবেশিল। তাহারাও পাছে পাছে প্রবেশ করিল॥ কৃষ্ণচন্দ্র অগ্রে গিয়া দেখেন তথায়। শয়নেতে সাধু এক আছেন নিদ্রায়॥ আপনার অঙ্গবাস তার অঙ্গে দিয়া। আপাদ মস্তক তার রাখিয়া ঢাকিয়া॥ অলক্ষেতে তথা হরি লুকাইয়া রন। যবনেরা হেনকালে করিল গমন॥ কোন্ দিগে কৃষ্ণে আর দেখিতে না পায়। দেখিল শয়িত এক মানব তথায়॥ বস্ত্রে আচ্ছাদিত আছে সকল শরীর। দেখি দুষ্টগণ মনে করিলেক স্থির॥ পলাইয়া গোপসুত আসিয়া হেথায়। কপটেতে সাধুসম সুখে নিদ্রা যায়॥ ইহা ভাবি দুষ্টশীল সে কাল যবন। সকোপে করিল শিরে চরণ ঘাতন॥ পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ হইল সাধুর। দেখেন সম্মুখে বহু যবন নিষ্ঠুর॥ যবন দেখিয়া সাধু কোপ দৃষ্টে চায়। দৃষ্টিমাত্র যবনেরা ভস্ম হয়ে যায়॥ তিন কোটি যবন হইল ভস্মময়। হেরিয়া হরির হৈল আনন্দ উদয়॥ তবে হরি হর্ষে তথা দিয়া দরশন। সেই সাধু মুচুকুন্দে করেন পাবন॥

অথ রাজা মুচুকুন্দে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়া
মুক্তির উপায় প্রদান করেন।

পয়ার। ধরিয়া মোহন মূর্ত্তি শ্রীহরি তখন। মুচুকুন্দ সমীপেতে দেন দরশন॥ ভুবনমোহন রূপ সম্মুখে হেরিয়া। এক দৃষ্টে মুচুকুন্দ রহিল চাহিয়া॥ অনুক্ষণে জিজ্ঞাসয়ে নৃপ চূড়ামণি। এঘোর গুহায় এলে কে বটে আপনি॥ ভস্ম হয়ে পড়িল ইহারা কোন জন। প্রকাশ করিয়া বল বিশেষ বচন॥ কৃষ্ণ কন শুন বলি সত্য পরিচয়। চরাচর চরি আমি আমি বিশ্বময়॥ যুগে যুগে পৃথিবীতে হৈলে দুষ্টভার। ভারোদ্ধার হেতু আমি হই অবতার॥ সম্প্রতি হয়েছি বসুদেবের তনয়। মথুরানগর হয় এক্ষণে আলয়॥ ভস্ম হয়ে গেল যারা ইহারা যবন। আমারে বধিতে মনে করিয়া

মনন॥ ধরিবার আশা করি পশ্চাতেতে ধায়। প্রবেশ করিল আসি এঘোর গুহায়। আমারে না দেখা পেয়ে তোমারে দেখিয়া। করিল চরণাঘাত আমারে ভাবিয়া॥ দুষ্ট যবনেরা সেই পদাঘাত পাপে। ভস্ম হয়ে গেল তারা চক্ষুর প্রতাপে॥ মম পরিচয় এই করিলে শ্রবণ। তব পরিচয় কহ তুমি কোন জন॥ শুনি রাজা মুচুকুন্দ স্বভাগ্য মানিয়া। প্রণাম করিল পদে প্রণত হইয়া॥ করযোড় করি রাজা অনেক স্তবন। কহিতে লাগিল কৃষ্ণ আপন বচন॥ মম পরিচয় কহি শুন মহাত্মন্। সূর্য্য বংশে সুবিখ্যাত মান্ধাতা রাজন্॥ তাঁহার বংশেতে জন্ম হইল আমার। সসাগরা পৃথিবী সমস্ত অধিকার॥ বলবীর্য্য অতিশয় আমার জানিয়া। স্বর্গ হৈতে সুরপতি আপনি আসিয়া॥ আমারে করিয়া ইন্দ্র অনেক বিনয়। কহিলেন স্বর্গে হইয়াছে শক্রভয়॥ সে সব শক্রকে জয় না পারি করিতে। আইলাম অবনীতে তোমাকে লইতে॥ কৃপা করি আসি তুমি আমার আলয়। অমরে নির্ভয় করে শক্র করি ক্ষয়॥ আর করিলেন বহু আমারে স্তবন। কি করিব ইন্দ্র অনুরোধেতে তখন॥ সুরপুরে গিয়া আমি করি অধিবাস। বহু দিনে সুরশক্র করিলাম নাশ॥ অকন্টকা করি সেই ইন্দ্রের নগরী। ইন্দ্র কাছে কহিলাম করযোড় করি॥ আজ্ঞা কর যাই আমি আপন ভবন॥ শুনিয়া আমারে ইন্দ্র বলেন বচন॥ দেবতার কার্য্য হেতু সুরপুরে আসি। বহু দিন হইয়াছ সুরপুর বাসী॥ দেবের আশীষে তব আয়ুবৃদ্ধি হয়ে। এত দিন আছ তুমি অমর আলয়ে॥ এক্ষণে তোমার আর নাহি তথা কেহ। গত হইয়াছে সব ধন জন গেহ॥ অতএব তুমি তথা গিয়া কি করিবে। এক্ষণে তোমারে তথা কেহ না চিনিবে। মনোভিষ্ট সিদ্ধি বর যাচহ রাজন। যাহা চাবে তাহা আমি করিব অর্পণ॥ ইন্দ্রের বচন শুনি অবাক হইয়া। অনুক্ষণ মনে মনে বিচার করিয়া॥ ইন্দ্র কাছে চাহিলাম এই বর দান। নিভৃত দেখিয়া এক দেহ দিব্য স্থান॥ জন্তু ভয় মশা মাছি না থাকে আপদ। সচ্ছন্দেতে নিদ্রা যাই

হয়ে নিরাপদ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা হীন হয়ে থাকুক শরীর। ঘুমাইতে পাই যেন হয়ে চিরস্থির॥ তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র দিলা বর দান। নিভৃত দেখিয়া প্রভু দিলেন এস্থান॥ তদবধি আছি আমি এখানেতে হরি। এক্ষণে উপায় প্রভু বলহ কি করি॥ এত বলি করিলেন অনেক স্তবন। হরি তারে বরদান দিলেন তখন॥ এক্ষণেতে তপ গিয়া করহ আমার। পরজন্মে দ্বিজ দেহ হইবে তোমার॥ সেই দেহে তপস্যা করিয়া পুনরায়। তবে তুমি আমারে পাইবে নৃপরায়॥ এত বলি নরহরি যান মথুরায়। মুচুকুন্দ তপোবনে তপস্যায় যায়॥ শিশুরাম দাসে ভাষে রাধাকৃষ্ণ পায়। আজন্ম রসনা যেন হরি গুণ গায়॥

অথ জরাসন্ধের মথুরায় পুনরাগমন কৃষ্ণ বলরামের পলায়ন।

পয়ার। পুনরপি জরাসন্ধ সসজ্জ হইয়া। পূর্ব্বমত বহু সংখ্য বাহিনী লইয়া॥ বেড়িল আসিয়া দুষ্ট মথুরা নগর। দেখিয়া মন্ত্রণা করি রাম দামোদর॥ যুদ্ধ না করিয়া তথা দিয়া দরশন। সৈন্য ভাঙ্গি বেগেতে করেন পলায়ন॥ তাহা দেখি জরাসন্ধ ক্রোধভরে জ্বলি। সৈন্যগণে আদেশিল ধর ধর বলি। সৈন্যগণ পাছে পাছে যায় ধরিবারে। প্রাণপণে কোনমতে ধরিতে না পারে॥ তবেত অত্যন্ত বেগে মগধ ঈশ্বর। রথ চালাইয়া দিল পশ্চাতে সত্বর॥ তথাপিও রাম কৃষ্ণে না পারে ধরিতে। পশ্চাতে থাকিয়া রাজা লাগিল কহিতে॥ ওরেরে গোপাল ওরে রোহিণী নন্দন। জানিলাম ক্ষত্রি তোরা নহ কদাচন। ক্ষত্রি সুত কি এতক প্রাণে করে ভয়। যথার্থই গোপ তোরা কথা সুনিশ্চয়॥ কত দুর পলাইবি অগ্রেতে আমার। এখনি ধরিয়া মুণ্ড ছেদিব দোঁহার॥ এত বলি দম্ভ করি অতি বেগে ধায়। কোন মতে রাম কৃষ্ণে ধরা নাহি যায়॥ হাসি হাসি রাম হরি পাছে ফিরে চান। ক্ষণেকে নিকট

হন ক্ষণে দূরে যান॥ এই রূপে কত দূর করিয়া গমন। সম্মুখে দেখেন এক পর্ব্বত ভীষণ॥ কন্টকেতে সমাচ্ছন্ন আছে চারি ধার। কোন দিগে পথ তাহে নাহি উঠিবার॥ অলক্ষে উঠিলা দোঁহে তাহার উপর। দেখিয়া অবাক হৈল মগধ ঈশ্বর। কি করে তথায় রাজা উঠিতে না পারি। আপনার মনে মনে উপায় বিচারি॥ সৈন্য আদেশিয়া শুষ্ককাষ্ঠ আনাইয়া। পর্ব্বতের চারি ধারে দিল সাজাইয়া॥ পর্ব্বতের ধারে কাষ্ঠ পর্ব্বত সমান। সাজাইয়া অগ্নি তাহে করিল প্রদান॥ জ্বলিল দারুণ অগ্নি মহাধূম ময়। পর্ব্বতীয় জীব জন্তু পুড়ে ভস্ম হয়॥ রাম কৃষ্ণ অলক্ষেতে করিয়া গমন। উপনীত হইলেন দ্বারিকা ভবন॥ জরাসন্ধ রাজা তাহে জানিতে নারিল। পুড়িয়া মরিল ইহা মনেতে ভাবিল॥ এত ভাবি হর্ষ হয়ে মগধের পতি। নিশ্চিন্তে ফিরিয়া গেল আপন বসতি॥ রাম কৃষ্ণ মথুরানগর পরি হরি। করিলেন নিবসতি দ্বারকানগরী॥ হইল মথুরা লীলা ইথে সমাপন। তৃতীয় ভাগেতে হবে দ্বারকা কথন॥ কৃষ্ণের অদ্ভুত লীলা অদ্ভুত চরিত্র। শ্রবণেতে পাপী গণে হয় সুপবিত্র॥ শ্রবণেতে ইচ্ছান্বিত হয় যেই জন। তাহার দেহের পাপ করে পলায়ন। শ্রবণে পঠনে আর গুণানুকীর্ত্তনে। অনায়াসে মুক্তিপদ পায় জীবগণে॥ ইহকালে মহাসুখ হয় সবাকার। বন্ধ্যা হয় পুত্রবতী শাস্ত্রের বিচার। হারাপতি পায় সতী সদা সুখোদয়। এগ্রন্থ পঠনে কোন দুঃখ নাহি রয়॥ শিশু আশু রাধাকৃষ্ণ পদে ভিক্ষা চায়। আজন্ম রসনা রাধাকৃষ্ণ গুণগায়॥ অধিকন্তু ঐহিক কামনা রাঙ্গা পায়। গোষ্ঠীবর্গে যেন কেহ দুঃখ নাহি পায়॥ ভ্রাতৃপুত্র তারিণীচরণে সুখী কর। চিরজীবী করে রাখ দুঃখ তার হর। ভাগিনেয় রামচন্দ্রে করহ কল্যাণ। চিরজীবী কর আর বাড়াও সম্মান॥ পিশীর সন্তান চন্দ্রকান্তে দুঃখ হর। সুখে রাখি অন্তে পদে স্থান দান কর॥ এই গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীবেণীমাধব। তার গোষ্ঠী সহ সুখী করহ মাধব॥ চিরজীবী কর আর দেহ ধন দান। সর্ব্বতোভাবেতে সদা করহ কল্যাণ। গ্রন্থ